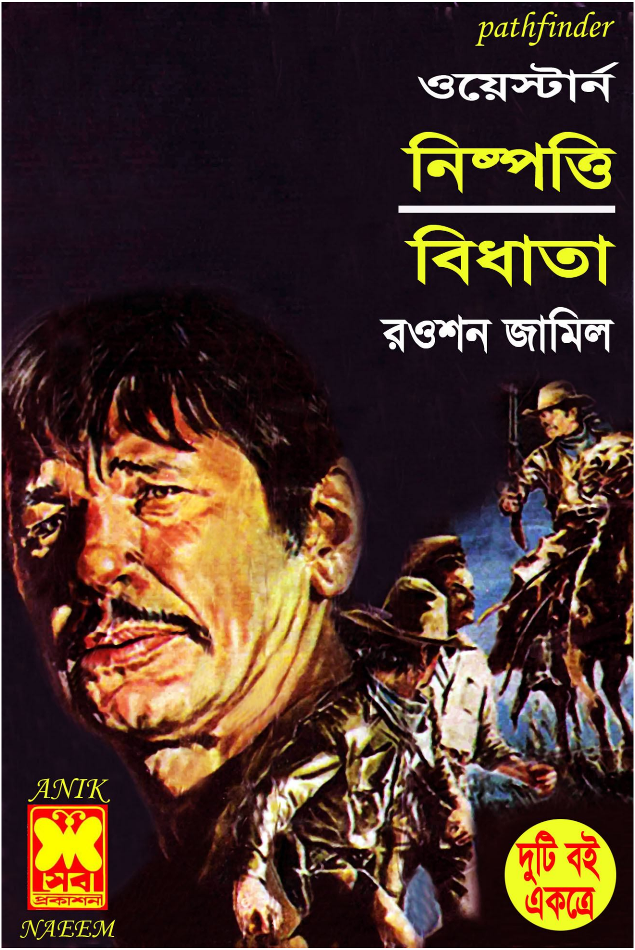

pathfinder
ওয়েস্টার্ন
নিষ্পত্তি
বিধাতা
রওশন জামিল
ANIK
সেবা
প্রকাশনা
NAEEM
দুটি বই একত্রে

ওয়েস্টার্ন

দুটি বই একত্রে

রওশন জামিল

নিষ্পত্তি

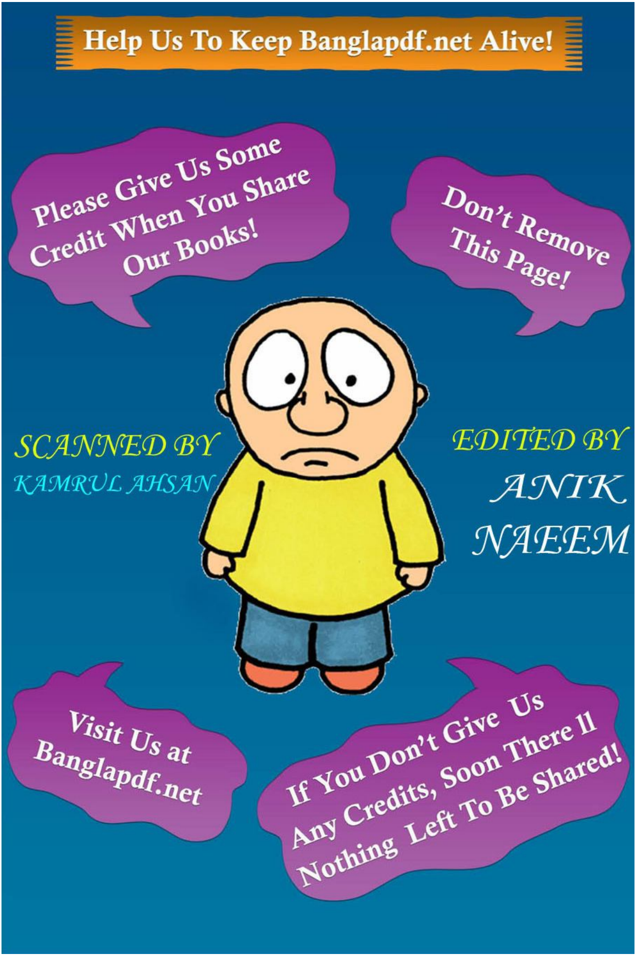
একটা স্টেজ ডাকাতি আর খুনের মামলার তদন্ত করতে অকটিও শহরে এসেছে সাবেক ইউ.এস. মার্শাল জেমস গ্রীন। গোড়ায় ও ভেবেছিল কাজটা নেহাত সহজ হবে, কিন্তু ক্রমশ জড়িয়ে পড়ল ওর জীবনের সবচেয়ে ভঙ্কর অ্যাসাইনমেন্টে।
একের পর এক খুন হয়ে যাচ্ছে আসামীরা,
অথচ নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না মূল চক্রী কার্ল হালামের।
এক পর্যায়ে গ্রীন নিজেই এক নৃশংস অ্যামবুশে পা দিল।

বিধাতা

ড্যান ও'হারা। ছোট্ট ছেলে। বয়েস মাত্র ছবছর। সব হারিয়ে, অসুস্থ বাবার সঙ্গে পশ্চিমে যাচ্ছিল ও। কিন্তু মাঝপথে ওর দাদু আক্রমণ করলেন ওদের। খুন করলেন ড্যানের বাবাকে, আর ড্যানকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলেন মরুভূমিতে।
নিঃস্ব অসহায় ড্যান তবু মরল না, বাঁচার অদম্য তাগিদ আর পিতৃহত্যার প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে তুলল ওকে।
ড্যান ও'হারা এখন পুরোদস্তুর যুবক। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে দৃপ্তপায়ে। কিন্তু ওর শত্রুরাও বসে নেই চুপ করে।
টোপ ফেলে ওকে মরুভূমিতে নিয়ে গেল হত্যা করার জন্যে।
ও কি পারবে বাঁচতে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
SCANNED BY
KAMRUL AHSAN
EDITED BY
ANIK NAEEM
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

নিষ্পত্তি

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৮

এক

সূর্য ওঠার ঘণ্টাখানেক আগে মরুভূমিতে এসে পড়ল ওরা। চারদিকে ফণীমনসার ঝাড় আর অসংখ্য বেলেপাথরের ঢিবি ছড়ানো ছিটানো। থোকা থোকা অন্ধকার জমে রয়েছে ফাঁকে-ফোকরে। তারই ছায়ায় এগিয়ে চলেছে দুই ঘোড়সওয়ার। সতর্ক, কারণ এই গোলকধাঁধায় পথ হারাবার ভয় প্রতি পদে।

ঝড়ের বেগে চিন্তা করছে জেমস গ্রীন। যেখানে যাচ্ছে সেখানে পৌঁছাতে আর কতক্ষণ লাগবে ওদের? সকাল হবার আগেই ও গন্তব্যে উপস্থিত হতে চায়, পলাতক আসামীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সেরা সময় ওটা, তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে ওরা, শরীর আড়ষ্ট হয়ে থাকে।

নিঝুম ভোরে কোথাও কোনও শব্দ নেই। কেবল অবিশ্রাম ঘোড়ার খুরের ভোঁতা আওয়াজ আর স্যাডল লেদারের খসখস। অকস্মাৎ খাড়া একটা ঢালের গোড়ায় পৌঁছে রাশ টেনে মাটিতে নামল লাইল ক্যানাডা। ঘোঁৎ করে নাক ঝাড়ল ওর বুটিদার সোরেল, হ্রেষারব করল। গলা খাঁকারি দিল ক্যানাডা, থুতু ফেলল। তারপর জামার আস্তিনে শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ মুছে হাসল গ্রীনের দিকে তাকিয়ে।

'বাপস্! এসেছি শেষপর্যন্ত,' খনখনে গলায় বলল সে। 'বলেছিলাম পারব. এখন হয়েছে বিশ্বাস?' হাতের ইশারায় পাথরচাঁইভরা খাড়াইটা দেখাল ক্যানাডা। 'ওই খাঁজের ওপাশে কেবিন, ছোকরাগুলো ওখানেই লুকিয়ে থাকে। ঝরনাও আছে একটা, ঠিক যেমনটা বলেছি তোমাকে। গার্সিয়া পরিবার আগে এখানে ভেড়া চরাত, বুড়ো পটল তোলার পর ছেলেগুলেরা শহরে উঠে গেছে।' মাথা দুলিয়ে খিকখিক করে হাসল ও, স্যাডলবুটে রাখা রাইফেলের উদ্দেশে হাত বাড়াল। 'যাই, দেখে আসি গিয়ে ওরা আছে কিনা।'

ফিকে আলোয় ঢালটা জরিপ করছিল গ্রীন। বলল, 'তুমি এখানেই থাকবে।'

'অসম্ভব!. আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে এনেছি, আনিনি? টাওসেই বলেছি একসময় এই সীমান্তে কাজ করেছি আমি, কাজেই এখানকার সবকিছু আমার−'

'চেঁচাবে না,' বাধা দিল গ্রীন, চোখ পাকিয়ে তাকাল সঙ্গীর পানে। 'গলা নামাও।' বুট থেকে নিজের কারবাইনটা তুলে নিল সে, পরখ করে স্যাডল ছাড়ল।

'তা হলে আমরা দুজনেই যাব,' বেজার মুখে বলল ক্যানাডা। 'ওদেরকে ওখানে না পেলে অর্কটিওতে গিয়ে মার্শাল সককে জানাব ব্যাপারটা।'

'আমাকে পথ দেখিয়েছ তুমি, ব্যস,' গ্রীন বিরক্ত। 'তোমার দায়িত্ব শেষ।'

'বললেই হলো! ওই তিন ছোকরাই হয়তো আছে ওখানে, ওদের−'

লম্বা একটা শ্বাস টানল গ্রীন, ওর ভরাট বুকের ছাতি ফুলে উঠল। 'থাকতে পারে। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না ডাকাতিটা ওরাই করেছে, আমার কাজ সেটা তদন্ত করা।'

ক্যানাডা ইতিমধ্যে রাইফেল বের করেছে বুট থেকে। রাগের পাশাপাশি প্রচ্ছন্ন

ধূর্ততা প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠে। 'একাই পুরস্কারের টাকাগুলো তুমি হাতিয়ে নেয়ার তাল করছ না নিশ্চয়?'

আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল গ্রীন, মুখ থমথমে, চোখ দুটো সংকুচিত, নিষ্ঠুর। 'এখনও তুমি বেঁচে আছ কীভাবে সেটাই আশ্চর্য,' নরম গলায় বলল ও। 'যাকগে, চুপচাপ এখানে থেকে ঘোড়াগুলো পাহারা দাও।'

ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত পাথরচাঁইয়ের মাঝ দিয়ে, কোনাকুনিভাবে ছোট ছোট পা ফেলে দ্রুত ওপরে উঠতে শুরু করল গ্রীন। মেজাজ তেতো হয়ে গেছে, ঝগড়া করছে নিজের সঙ্গে। 'হামবাগ। লোকটাকে দেখেই তোমার বোঝা উচিত ছিল কেমন চিজ। মস্ত বোকামি করেছ ওকে সাথে এনে। একটু চেষ্টা করলে ওর সাহায্য ছাড়াই এ জায়গা খুঁজে বের করতে পারতে তুমি।'

এই দায়িত্বটা নেয়া তার উচিত হয়নি, কথাটা আবারও ভাবল ও। পুরো ব্যাপারটা কেমন যেন খাপছাড়া। শুরু থেকেই খুঁতখুঁত করছে ওর মন। ক্যানাডার সঙ্গে দুই দিন দুই রাত কাটাবার পরেও তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কোনও কারণ সে খুঁজে পায়নি। যাক, আজকের পর আর ওই লোককে প্রয়োজন হবে না তার। অন্তত কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যাবে এর ফলে।

দীর্ঘ দুরারোহ খাড়াই, খাঁজের মাথায় উঠে হাঁপাতে লাগল গ্রীন। ঘামছে দরদর করে, ব্যথা করছে ঊরুর পেশীগুলো। একটা বোল্ডারে ঠেস দিয়ে বুকভরে শ্বাস টানল ও। আকাশ ধূসর হয়ে এসেছে লক্ষ্য করে বুকে হেঁটে এগোল, কিনার থেকে আলগোছে উঁকি দিয়ে দেখল নীচের অবতল জমিটা।

প্রথমে ছোট্ট জরাজীর্ণ একটা বাড়ি চোখে পড়ল ওর। রোদে পোড়া ইটের তৈরি; বড়সড় জানালা রয়েছে একটা, গরাদবিহীন; দরজাটা ওর মুখোমুখি—বন্ধ। একপাশে খড়ের চালাঘর, দুটো ঘোড়া বাঁধা আছে। বাসা থেকে শ-খানেক গজ দূরে, পাহাড়ের গোড়ায়, ঝরনা—প্রচুর ঘাস আর উইলো ঝাড়ে ঘেরা।

আবার ঘোড়া দুটোর দিকে তাকাল গ্রীন, ভাবছে তিনটে থাকা উচিত ছিল। তারপর আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল। ঘোড়াগুলো দুজন ভবঘুরের হওয়া বিচিত্র না, কাছেপিঠে পানি আছে দেখে পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। ব্যাপারটা আসলে কী, সেটা জানাই ওর কাজ।

সবে নামতে শুরু করেছে ও এই সময় আচমকা ভোরের আলো ফুটে উঠল, দূরের পাহাড়-পর্বতে ছড়িয়ে পড়ল নবারুণের উষ্ণ গোলাপি আভা। চট করে একটা পাথরচাঁইয়ের আড়ালে আত্মগোপন করল গ্রীন। 'ধেত্তেরি,' বলল বিড়বিড় করে। মরুভূমিতে কত দ্রুত সকাল হয় ভুলে গিয়েছিল সে।

বেকায়দায় পড়ে গেছে ও, এখন সরাসরি বাড়িতে ঢুকে পড়তে হবে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে, ওখানে যারা আছে ঘুমন্ত অবস্থায়ই পাকড়াও করতে পারবে তাদের। তারপর বাসার পেছন দিকে দৃষ্টি গেল ওর, চুলোর চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখল। গ্রীন অনুভব করছে তার এখন খাঁজের ওপাশে, আগের জায়গায় ফিরে যাওয়া উচিত। একটু বাদে ক্যাঁচ শব্দে খুলে গেল নীচের দরজাটা, বুট আর জিন্স পরনে একহারা গড়নের এক যুবক পা রাখল বাইরে, হাই তুলল। লম্বা কালো চুল নেমে এসেছে ঘাড় অবধি, মুখমণ্ডল বাদামি, গাল তোবড়ানো। মেক্সিক্যান, প্রথম দর্শনেই বুঝতে পারল

গ্রীন। অনুমান করল ও-ই বোধহয় গার্সিয়াদের ছেলে, কার্লোস।

আরেকটু এগিয়ে এসে ছোকরা এবার প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিল; গ্রীন যেখানে লুকিয়ে আছে, ওর চোখ পাহাড়ের সেই অংশে ঘোরাফেরা করছে। হালকা হয়ে ঘোড়াগুলো দেখতে গেল ও। তারপর মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হলো বাসার পেছনে, ফিরে এল একটা গামলা হাতে, ঝরনায় যাচ্ছে।

ছোকরাকে পানি আনতে বার কয়েক আসা-যাওয়া করতে হবে, ভাবল গ্রীন। পিছিয়ে খাঁজের নীচে চলে গেল ও, ঘোরাপথে ঢাল ধরে এগোল। যা ভেবেছিল তার চেয়ে বেশি সময় লাগল এতে, ও যখন ঝরনার ধারে পৌঁছাল তখন ছেলেটা এসে আবার চলে গেছে। উইলো ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিল সে, লক্ষ করল বাসায় ফিরে যাচ্ছে ও, পানিভর্তি গামলাটা টলমল করছে ওর দুই হাতে।

গোড়ালিতে ভর রেখে বসল গ্রীন। ঝরনাস্রোতটা ইঞ্চি দুয়েকের বেশি গভীর নয় দেখে বুঝতে পারল কেন ছেলেটা ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াতে এখানে আনেনি। ও যেখানে বসে আছে, তার দশ-বারো কদম ওপাশে ভেজা বালুর বুকে ছোকরার বুটের ছাপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। প্রথমে ওকে কাবু করে তারপর বাসার ভেতরে যে আছে তার ওপর চড়াও হওয়াই সুবিধেজনক হবে, ভাবল ও। এতে করে অনেক সোজা হয়ে যাবে কাজ, জানতে পারবে তার তদন্ত কোন্ পর্যায়ে রয়েছে।

গ্রীনের এই চিন্তা তার অভিজ্ঞতার ফসল, যুক্তিসঙ্গত; জীবনে বহুবার এরকম চিন্তাভাবনা করেছে সে। কিছুক্ষণ আগে যেমন অনিশ্চয়তার মাঝে ছিল, পরিস্থিতি এখন তার চেয়ে ভাল, অনেকটাই তার আয়ত্তের মাঝে এসে গেছে। এবার সে নিজের পছন্দমত পরিকল্পনা করতে পারবে, অন্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করতে হবে না। নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে ও। এ সময় ওকে দেখলে মনে হবে যেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। চওড়া শরীর, তবে কোথাও বাড়তি মেদ নেই। লম্বা, কিন্তু ঢ্যাঙা ওকে বলা যাবে না। বয়সের ছাপ বলতে, কপালের কাছে সামান্য পাক ধরেছে চুলে।

উবু হয়ে আঁজলাভরে টলটলে ঠাণ্ডা পানি তুলে নিয়ে ঘষে মুখ পরিষ্কার করল সে, দুদিনের দাড়ির জঙ্গলে খসখসে শব্দ হলো। ভাল করে কুলি করল, ঘাড় ফেরাল থুতু ফেলতে। আবার যখন তাকাল গ্রীন তখন দেখতে পেল ছেলেটা ঝরনার কাছাকাছি চলে এসেছে, আস্তে হাঁটছে, মিনিট কুড়ি আগে গ্রীনকে প্রথম যেখানে দেখা গিয়েছিল সেই খাঁজটা জরিপ করছে ওর চোখ।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ছেলেটা, ঘুরে পালাবার জন্য টানটান হয়ে গেল পায়ের পাতার ওপর, যেন সন্দেহজনক কোন শব্দ ধরা পড়েছে ওর কানে। খাঁজের দিকে তাকাল গ্রীন, কিন্তু উজ্জ্বল সূর্যালোকে ক্ষণিকের তরে ধাঁধিয়ে গেল ওর চোখ। তারপর দেখল একটা মনুষ্যমূর্তি বেরিয়ে এসেছে বোল্ডারের আড়াল থেকে, পরক্ষণে রাইফেলধারী ক্যানাডাকে চিনতে পেরে ওর বিস্ময় ক্রোধে রূপান্তরিত হলো।

ছেলেটাও দেখতে পেয়েছিল ক্যানাডাকে, ওর যে প্রতিক্রিয়া হলো তা কোন নিরীহ ভবঘুরের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। ঝট করে গামলাটা হাত থেকে ফেলে দিল সে, ঝেড়ে দৌড় দিল বাসার উদ্দেশে, চেঁচাচ্ছে, 'ডিউক! সাবধান! কে যেন আসছে!'

লাফিয়ে ঝরনাটা পার হলো গ্রীন, চোখের কোণে লক্ষ্য করল ক্যানাডা কাঁধের

কাছে রাইফেল তুলছে। 'গুলি কর না!' চিৎকার করে বলল ও।

কিন্তু ক্যানাডা ট্রিগার টিপে দিল। ওর চিৎকার ছাপিয়ে শোনা গেল রাইফেলের গর্জন, প্রতিধ্বনিত হলো পাহাড়ে-পর্বতে। বুলেটের আঘাতে কোমরের কাছে বাঁকা হয়ে গেল ছোকরার কৃশকায় শরীর, ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল ও, টলতে টলতে সোজা হচ্ছে এমন সময় আরেকটা গুলি হলো। এবার লাটিমের মত একপাক ঘুরে গেল ছেলেটা, সটান আছাড় খেল চিত হয়ে। অসাড় দেহটাকে দৌড়ে পাশ কাটাল গ্রীন, রাগে জ্বলছে ওর ব্রহ্মতালু, ভাবছে এর চেয়ে জঘন্য কাজ আর কিছুই হতে পারে না। বাসার দিকে ছুটে গেল ও, কারবাইনটা ফেলে দিয়ে পিস্তল বের করল হোলস্টার থেকে। প্রথমে জানালা, তারপর দরজা লক্ষ্য করে গুলি করল দুবার। গরাদবিহীন জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রীন, দেখল পায়জামা পরিহিত হাড্ডিসার এক যুবক একটা বাংকের পাশে গুটিসুটি মেরে বসে আছে, হাতে রাইফেল। গুলি করল ছেলেটা, তাড়াহুড়োয় নিশানা নড়ে গেল, বদ্ধ ঘরে বিকট শোনাল রাইফেলের আওয়াজ। চকিতে পালটা জবাব দিল গ্রীন, প্রতিপক্ষের মাথার আধইঞ্চি ওপর দিয়ে উড়ে গেল বুলেট। তপ্ত সীসার ছ্যাঁকায় ভয়ে কুঁকড়ে গেল ছেলেটা, চোখের পাতা ফেলল। ওকে হত্যা করা গ্রীনের ইচ্ছে নয়, জ্যান্ত ধরতে পারলে তদন্তের সুবিধা হবে, অপ্রত্যাশিত সুযোগটাকে তক্ষুণি কাজে লাগাল সে। লাফিয়ে আগে বাড়ল ও, রাইফেলটা ছিনিয়ে নিল হাত থেকে, ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের এককোণে।

শুরুতে হকচকিয়ে গেল অপরজন, তারপর আক্রমণ করল গ্রীনকে, ধাক্কা মেরে ফেলে দিল দেয়ালের ওপর। এমনিতেই যথেষ্ট শক্তি ধরে যুবক, তার ওপর ভয় ওকে মরিয়া করে তুলেছে। এলোপাতাড়ি ঘুসি হাঁকাল সে, গ্রীনের পিস্তল ধরা হাত লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল।

বাংকের তলায় অস্ত্রটা ছুঁড়ে দিল গ্রীন, জানে আপাতত ওটার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। মাথা নিচু করল ও, এক কদম আগে বেড়ে সেঁটে গেল ছোকরার গায়ের সাথে, ঝটকা মেরে ওর হাত দুটো সরিয়ে দিল দূরে, হাঁটু দিয়ে সজোরে আঘাত করল তলপেটে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল ছোকরা, পিছিয়ে গিয়ে দুহাতে চেপে ধরল পেট, হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুরমুজ করা মেঝেতে– ছটফট করছে যন্ত্রণায়, গোঙাচ্ছে।

এবার দক্ষতার সঙ্গে দ্রুত খানাতল্লাশি করল গ্রীন, দুটো রাইফেল, দুটো .৪৫ কোল্ট আর কার্তুজের বেল্ট উদ্ধার করল। বাংকের নীচ থেকে নিজের পিস্তলটা তুলে নিয়ে হোলস্টারে রাখল সে, বাকি অস্ত্রশস্ত্র বাইরে নিয়ে গিয়ে একে একে ছুঁড়ে ফেলল ছাতের ওপর। এরপর ওর কারবাইনটা কুড়িয়ে নিল সে, ক্যানাডা যেখানে ঝুঁকে পড়ে প্রথমজনের লাশ পরীক্ষা করছে সেখানে গেল।

মাত্র কৈশোর পেরিয়েছিল ছেলেটা, বছর আঠারো বয়েস হবে, হালকা-পাতলা শরীর। বুকের বাঁ পাশে দুটো গুলি লেগেছে, এখনও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে ক্ষতস্থান থেকে। শক্ত হয়ে গেল গ্রীনের চোয়াল, কঠিন চোখে তাকাল ক্যানাডার দিকে। ওই দৃষ্টির সামনে চুপসে গেল অপরজন, কেশে গলা সাফ করে লাশটা দেখিয়ে বলল, 'কার্লোস গার্সিয়া। এও ছিল, মনে হয়। ডিউক নামের একজনকে ডাকছিল ও, শুনেছ নিশ্চয়? ওটা ডিউক রিপ, এদের আরেক সঙ্গী, সবসময়

একসাথেই থাকে ওরা। ওকে মেরেছ তুমি?'

'আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম আসতে,' বলল গ্রীন, গলা অস্বাভাবিকরকমের শান্ত, হিমশীতল। 'ঘোড়া পাহারা দিতে বলেছিলাম।'

'উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, অপেক্ষা করতে করতে।'

'গুলি করার দরকার ছিল না। আমার চিৎকার শুনতে পেয়েছিলে তুমি। তখনও যথেষ্ট সময় ছিল তোমার হাতে।'

'ও দৌড় দিয়েছিল; পালিয়ে যাচ্ছিল।'

'পারত না, আমি ওর পেছনেই ছিলাম। শুধু শুধু একটা লোককে খুন করলে, আরেকটু হলেই আমাকেও মেরে ফেলেছিলে।'

'এতটা আমি ভেবে দেখিনি।'

'স্বাভাবিক,' বিরক্তির সুরে বলল গ্রীন। 'তুমি ভাবছিলে পুরস্কারের কথা।'

গার্সিয়ার লাশের দিকে তাকাল ক্যানাডা। খনখনে গলায় বলল, 'যাই হোক, মড়া নিয়ে গেলেও টাকাটা পাওয়া যাবে, কি বল?'

মুচকি হাসছিল ক্যানাডা, আচমকা ওর নাকের বাঁশিতে আঘাত করল গ্রীন। আরও দুবার চোয়ালে মারল সে, ভাঁজ হয়ে গেল ক্যানাডার হাঁটু, লুটিয়ে পড়ল। ঘুরে ঘরে ফিরে গেল গ্রীন। ইতিমধ্যে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছে ডিউক রিপ, বাংকের কিনারে বসে আছে নতমুখে। 'ঠিক আছে, রিপ,' কঠিন সুরে সরাসরি প্রশ্ন করল গ্রীন, 'এবার বল অন্য লোকটার নাম কী? এখন কোথায় আছে?'

পলক তুলল রিপ, চোখ দুটো জ্বলছে। কিন্তু গ্রীনের স্থিরদৃষ্টির সামনে টিকতে পারল না বেশিক্ষণ, আবার নিচু করল মাথা। 'কে তুমি?' গোমড়া মুখে জিজ্ঞেস করল সে। 'হুট করে এসেই গুলি করলে, তারপর এখন উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করছ?'

'আমার জবাব আমি এখনও পাইনি, রিপ। জবাব দাও– এক্ষুণি।'

'তাই? আমার নাম জানলে কীভাবে?'

'তা জেনে তোমার লাভ নেই কোন। তুমি বলতে শুরু কর।'

লম্বা একটা শ্বাস টানল রিপ। 'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি, কাজেই আমারও কিছু বলার নেই তোমাকে।'

'গেল হপ্তায় তোমার বন্ধুরা টাওসে একটা স্টেজ ডাকাতির চেষ্টা করে। তুমিও ছিলে সেই দলে। কোল্টার নামে এক লোককে খুন করেছ তোমরা। মোট চারজন ছিল তোমাদের দলে। কোল্টার একজনকে গুলি করে। তার নাম স্কালি ব্রাওয়ার। পরদিন টাওসে ওর লাশ শনাক্ত করে একজন। তোমরা পালিয়ে চলে আস এখানে। একটু আগে গুলির আওয়াজ পেয়েছ, তাতে মারা গেছে কার্লোস গার্সিয়া। এর অর্থ, তোমাদের আরেকজন বাকি আছে এখনও। আমি তার নাম, এবং কোথায় গেলে পাব তা জানতে চাই।'

মাথা নত করে শুনছিল রিপ, কিন্তু গার্সিয়ার নামটা কানে যেতেই চোখ তুলল, মুখ হাঁ হয়ে গেছে, চেহারায় অবিশ্বাসের ছাপ। কথা বলার সময় কেঁপে গেল ওর গলা। 'কার্লোসকে খুন করেছ তুমি?'

'বাইরে পড়ে আছে ওর লাশ।'

চাপা সুরে ডুকরে উঠল রিপ, ঘুসি বাগিয়ে তেড়ে এল গ্রীনের দিকে। গ্রীনও

দেখতে পেয়েছিল সেটা, একপাশে সরে গেল ও, পেশীবহুল হাতের সমস্ত জোর খাটিয়ে চড় মারল রিপের মাথায়।

মুহূর্তের জন্য লোপ পেল রিপের বুদ্ধিশুদ্ধি, চোখে সর্ষের ফুল দেখল, কাত হয়ে পড়ে গেল বাংকের কিনারে। একটুক্ষণ অপেক্ষা করল গ্রীন। দম আটকে আসছে ঘরের ভেতর, রান্নাঘরের ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার। কফি ফুটে ফুটে শুকিয়ে যাচ্ছিল, চট করে এগিয়ে গিয়ে কেতলিটা নামাল গ্রীন, চুলো বন্ধ করল। তারপর আবার আগের জায়গায় ফিরে এল সে। দেখল রিপ উঠে বসেছে, দুহাতে চেপে ধরে আছে মাথা।

গ্রীন এখন নিশ্চিত কার্লোসের সঙ্গে এই লোকও ডাকাতিতে জড়িত। সুতরাং কথা বলাতে হবে ওকে। কঠোর অথচ শান্ত সুরে ও বলল, 'আমাকে লোকটার নাম বল, রিপ।'

'জাহান্নামে যাও,' রূঢ় স্বরে জবাব দিল রিপ, তাকাতে সাহস পাচ্ছে না।

'নিকুচি করি,' ভাবল গ্রীন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও, শক্ত হয়ে গেল চোয়াল। রিপের চুলের গোছা চেপে ধরল সে, একঝটকায় পেছনে কাত করল মাথা, আবার চড় মারল, তারপর আরেকবার। প্রতিটা আঘাতে সাময়িকভাবে বিকৃত হয়ে গেল রিপের মুখাবয়ব।

থামল গ্রীন, তবে চুলের মুঠি ছাড়েনি, ভাবলেশহীন গলায় বলল, 'আমি সারাদিন এভাবে চালিয়ে যেতে পারব, বাছা।'

আবার আঘাত করল ও, ব্যথায় কেঁদে ফেলল রিপ, দুর্বলভাবে ককিয়ে উঠল। গ্রীনের কব্জি আঁকড়ে ধরতে হাত বাড়াল ও, কিন্তু তেমন জোর পেল না। কপালে আরও দুটো ঘুসি খেয়ে অবশেষে একেবারে ভেঙে পড়ল রিপ, গ্রীন ছেড়ে দিল ওকে। ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট বানাল ও, শুনতে পাচ্ছে লজ্জায় ফুঁপিয়ে কাঁদছে ছেলেটা, রক্তবর্ণ চোখজোড়ায় ফুটে উঠেছে অসীম হতাশা।

কষে একবার সিগারেট টানল গ্রীন, খানিক ইতস্তত করে, রুক্ষ ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিল রিপের উদ্দেশে। কাঁপা কাঁপা আঙুলে ওটা নিল সে, তাড়াহুড়ো করে টানতে গিয়ে বেশি ধোঁয়া গিলে ফেলায় কাশি এসে গেল। নিজের জন্য আরেকটা সিগারেট বানাল গ্রীন। 'নাও, শুরু কর এবার,' গম্ভীর সুরে বলল।

রিপের নাকের পাটা ফুলে উঠেছে, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। ঝামার মত লাল হয়ে গেছে একদিকের গাল। ঠোঁট ফেটে ক্ষীণ রক্তের ধারা গড়াচ্ছে কশ বেয়ে। দুহাতে মুখ ঢাকল ও, কম্পিত গলায় বলল, 'কার্ল হালাম। ওর বাবা অ্যাংকর র‍্যাঞ্চের মালিক, পশ্চিমের পাহাড়ে ওদের বাথান। ওখানে থাকতে পারে, আমি ঠিক জানি না—'

'সব মিথ্যে,' দোরগোড়া থেকে একটা চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। গ্রীন ঘাড় ফিরিয়ে দেখল কখন যেন নিঃসাড়ে ক্যানাডা এসে দাঁড়িয়েছে, ব্যান্ডানা দিয়ে নাক চেপে ধরে আছে। রুমালটা নামাল ও, নাক ঝাড়ল, তারপর বলল খিটখিটে গলায়, 'আমি একসময় কাজ করেছি অ্যাংকরে। কার্ল এরকম ছেলেই না। বইয়ের পোকা বলা যায়। বাপকে অন্ধের মত ভক্তি করে। কেন-তা জানি না, তবে হালাম একটা আস্ত শয়তান।'

চোখ কুঁচকে ক্যানাডাকে জরিপ করছিল রিপ 'হ্যাঁ, এবার চিনতে পেরেছি

তোমাকে,' বলল ও। 'র‍্যাংলার ছিলে। বেশি কথা বলার দায়ে হালাম তোমাকে বরখাস্ত করে। অন্তত আমরা তাই শুনেছি।'

আবার নাক সিটকাল ক্যানাডা। 'ঠিক। হালাম সবাইকে কুকুর বেড়াল মনে করে, তার সামনে কারও মুখ খোলা চলবে না। একবার যদি–'

'থাম!' বলল রিপ, যেন আচমকা মনে পড়েছে কিছু। গ্রীনের দিকে ঘুরল ও। 'তুমি বলছিলে স্কালি ব্রাওয়ারের লাশ টাওসে শনাক্ত করা হয়েছে। নিশ্চয় ক্যানাডা করেছে?'

'আলবত,' ধূর্ত হাসি হেসে বলল ক্যানাডা। 'লাশটা দেখেছিলাম আমি। কিন্তু কার্ল এসবের মধ্যে জড়াল কী করে?'

'তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না,' বাধা দিল গ্রীন। অন্য একটা বাংক থেকে কম্বল তুলে নিয়ে ক্যানাডার দিকে সেটা ছুঁড়ে দিল ও। 'লাশ জড়িয়ে নাও, তারপর আমাদের ঘোড়াগুলো নিয়ে এস এখানে।'

'আমি বরং মার্শাল মককে ডেকে আনি গিয়ে,' ক্যানাডার গালে ভাঁজ পড়ল।

'না। আমি যা বলছি তাই কর। কাল তুমি বলেছিলে শহর এখান থেকে বেশ দূরে, কাজেই সূর্য তেতে ওঠার আগেই রওনা হতে চাই আমি।'

মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল ক্যানাডা। গ্রীনের ধমক খেয়ে ও যদি অসন্তুষ্ট হয়েও থাকে, বাইরে তা প্রকাশ করল না। কিন্তু ওর ধূর্ত হাবভাব বিচলিত করল গ্রীনকে; ধূর্ত লোককে বিশ্বাস করা যায় না কোনমতে।

রিপকে ঝটপট কাপড় পরে তৈরি হতে বলল ও। তারপর সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিল। 'ভাল কথা, আমার নাম জেমস গ্রীন, প্রাইভেট ডিটেকটিভ। ডাকাতির ব্যাপারটা তদন্ত করতে আমার সংস্থাকে হুইলার স্টেজ কোম্পানি নিয়োগ করেছে।'

পায়ে বুট গলাচ্ছিল রিপ। চোখ তুলে তিক্ত সুরে বলল, 'মোটা পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে বোধহয়–'

'হয়েছে।'

'তার মানে, একজন বাউন্টি হান্টারের সাথে তোমার কোনও তফাত নেই।' উঠে দাঁড়িয়ে বিছানা থেকে রিপ ওর শার্টটা তুলে নিল। 'আমার বয়স মাত্র বাইশ, অথচ ফাঁসিতে ঝুলতে যাচ্ছি।'

'খুনের সাজা ফাঁসি–কথাটা আগে ভাবা উচিত ছিল। তোমরা হঠাৎ স্টেজ ডাকাতি করতে গেলে কেন?'

শার্টের বোতাম লাগাচ্ছিল রিপ। মাঝপথে থেমে গেল হাত। মনে করার চেষ্টা করছে কিছু। 'মাতাল ছিলাম আমরা। শোন, তোমার মন গলাতে চেষ্টা করছি না আমি, যেটা সত্যি তাই বলছি। কার্লের কাছে কিছু টাকা ছিল। সেটা দিয়ে হপ্তাখানেক শহরে বসে ফুর্তি করি আমরা। তারপর একদিন মার্শাল পিপার মক এসে বলল, আমরা যদি না যাই, আমাদের সে হাজতে পুরবে। কাজেই শহর ছাড়লাম আমরা, উত্তরে যাচ্ছি, তখনও কিন্তু মদ চলছে। এখনও স্বপ্ন মনে হয় সবকিছু। কার্ল বলল, 'চল স্টেজ ডাকাতি কিংবা ব্যাংক লুট করি–'

'অর্থাৎ পুরোটাই কার্ল হালামের দোষ?'

'না, তা না। তবে ও শুধু একটা কথাই বলছিল, ওর বাবার কাছে নাকি ও নিজের

ক্ষমতা প্রমাণ করতে চায়। মাতাল ছিলাম, সবকথা ঠিক বুঝতে পারিনি। জানোই তো, মাতাল মানুষ বোকার মত কতকিছুই না বলে–'

'অনেকের মাতাল হবারও দরকার পড়ে না,' চাঁছাছোলা জবাব গ্রীনের।

'তা অবশ্যি। যাই হোক, আমরা দেখলাম স্টেজ আসছে, এরপর কীভাবে যেন ঘটে গেল ব্যাপারগুলো। ঝোপের ভেতর ঘোড়া বেঁধে স্টেজ থামালাম, তারপর স্কালি যখন মাথায় গুলি খেয়ে পড়ে গেল, আমরা পালালাম। প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হলো সবকিছু, পরে যখন বুঝতে পারলাম কঠিন বিপদে পড়েছি, দিনরাত ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা চলে এলাম এখানে। তারপর কার্ল বলল সে বাথানে যাচ্ছে, ঝামেলা না মেটা পর্যন্ত ওখানেই থাকবে গা ঢাকা দিয়ে।'

থামল রিপ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাপল গ্রীনকে, ধীরে ধীরে বলল, 'তোমার কথাই ঠিক–মাতাল না হয়েই অনেকে বোকার মত কথা বলে।'

মৃদু হাসল গ্রীন। রিপ তৈরি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর বাইরে যেতে আদেশ করল ওকে। 'যাও, তোমাদের ঘোড়া দুটোয় জিন চাপাও গিয়ে। চালাকির চেষ্টা করবে না, আমি নজর রাখব।'

রিপের পেছন পেছন ও বাইরের কড়া রোদে বেরিয়ে এল। ওরা বাড়ির কোনা ঘুরে পেছনে যেতেই থমকে দাঁড়াল রিপ, দালানের ছায়ায় রাখা কম্বল জড়ানো মৃতদেহটার দিকে তাকাল শোকার্ত দৃষ্টিতে। 'ভাল ছেলে ছিল কার্লোস, খুউব ভাল.' অনুচ্চ স্বরে বলল, গলা কাঁপছে। 'খোদা! মারিয়া জানলে তখন কী হয় দেখ।'

'মারিয়া কে?'

'ওর বোন। মেক্সিক্যান পাড়ায় একটা ক্যাফে চালায়। কার্লোসের ব্যাপারে খুব চিন্তা করে ও।' রিপের ক্রুদ্ধ চোখ দুটো যেন ভস্ম করতে চাইল গ্রীনকে। 'তুমি ওকে খুন করেছ। এখন মারিয়া হয়তো প্রতিশোধ নিতে চাইবে তোমাকে মেরে।'

গার্সিয়াদের ছেলেকে ক্যানাডা খুন করেছে, তথ্যটা গ্রীন জানাবার প্রয়োজন বোধ করল না। 'এর মধ্যে ওর বোন আসবে কেন–এটা আইনের ব্যাপার,' বলল ও। 'তুমি তোমার কাজে যাও।'

কিন্তু ভেতরে ভেতরে ওই বোন ওকে ভাবিয়ে তুলল। ক্যানাডার দোষে কাজটা শুরুই হয়েছে খারাপভাবে, এটা মনে হতে ওর মেজাজ খিচড়ে গেল। এখন কোথায় গিয়ে শেষ হবে, তা কেউ বলতে পারবে না হলফ করে

দুই

'ওই যে অকটিও; ওখানে!' একগাল হেসে বলল ক্যানাডা, মরুভূমির মাঝখানে কতকগুলো ছড়ানো ছিটানো বাড়িঘর দেখাল। অল্প কিছুক্ষণ আগে দুপুর পেরিয়ে গেছে, ধূসর আকাশে আগুন ছড়াচ্ছে হলুদ সূর্য শহরের ওপাশে, দিগন্তে, আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে পাহাড় পর্বতের চূড়া। ঘাম ঝরানো প্রচণ্ড গরমে ধীরকদমে এগিয়েছে ওরা, ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিতে বারবার থেমেছে পথে।

গ্রীন বিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

'এখান থেকে ভুতুড়ে শহর মনে হচ্ছে,' বলে ব্যান্ডানা দিয়ে মুখ আর ঘাড়ের ঘাম মুছল ও। 'কোন মানুষ দেখা যাচ্ছে না।'

'ঘুমাচ্ছে সবাই।'

'মার্শাল মকের অফিসটা কোথায়?'

'রাস্তার শেষ মাথায়। ওই যে, দূরে একটা কটনউড গাছ দেখতে পাচ্ছ না? শহরের একমাত্র গাছ—জেলখানার ঠিক পেছনেই।' রিপের দিকে ধূর্ত দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানাডা। 'এক সময় বহুলোকের ফাঁসি হয়েছে ওখানে।'

'আমাকে ফাঁসি দেবে না কেউ,' বিড়বিড় করে বলল রিপ।

'বল, এখানে না,' ক্যানাডা হাসল।

'চুপ কর, দুজনেই,' ধমক দিল গ্রীন। 'ঠিক আছে, আমরা ঘুরে জেলখানার পেছন দিয়ে আসব। শহরবাসীদের নজরে যত কম পড়া যায় এখন ততই ভাল।'

লোকচক্ষুর অগোচরে জেলখানায় পৌঁছাতে পারবে ওরা এ আশা করেনি গ্রীন, বিশেষত ওদের সঙ্গে যখন স্যাডলে বাঁধা একটা লাশ রয়েছে। তবে মেক্সিক্যানদের সুউচ্চ প্রাচীন গির্জা, দোকানপাট আর ক্যান্টিনাগুলো যেখানে অবস্থিত, শহরের সেই এলাকা পেরিয়ে আসার সময় কারও চেহারায় উদ্বেগ লক্ষ করল না ওরা। একজন অ্যাংলোর দৃষ্টিতে এই অঞ্চলের পরিচয় মেক্সটাউন হিসেবে; এখানেই কার্লোসের বোন, মারিয়ার ক্যাফে রয়েছে, গ্রীনের মনে পড়ল। বাড়িঘর আর ব্যবসায়িক ভবনগুলোর পেছন দিয়ে এগোল ওরা, দু-এক জোড়া কৌতূহলী চোখ ছাড়া আর কেউ কোনরকম উৎসাহ দেখাল না ওদের ব্যাপারে। অবশেষে কটনউডের ছায়ায় থামল তিন অশ্বারোহী। সামনেই একটা চুনসুরকির চৌকো লাল দালান—অকটিওর কারাগার। ঘোড়া থেকে নেমে হিচ রেইলে লাগাম বাঁধল গ্রীন, ইশারায় রিপকেও নামতে বলল। 'চল, ভেতরে গিয়ে মার্শালের সাথে দেখা করি। তারপর শহরবাসীরা জেগে ওঠার আগেই চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলব লাশটা।'

নিজের চেয়ারে হেলান দিল মার্শাল পিপার মক। মাঝবয়সী, দড়ির মত পাকানো শরীর। ঘন ভারি পাপড়ির নীচে সুন্দর দুটো চোখ। হলদেটে জমির মাঝখানে পিঙ্গল তারা। শান্তভাবে বেসরকারি গোয়েন্দার বক্তব্য শুনল সে। তার ডেস্কের সামনে, একটা চেয়ারে বসে আছে গ্রীন, ক্লান্ত চরণযুগল মেলে দিয়েছে টানটান করে। হ্যাট আর স্যাডলব্যাগগুলো চেয়ারের একপাশে মেঝের ওপর পড়ে আছে। ঘর ভাড়া করতে হোটেলে গেছে ক্যানাডা, তবে ও বিদায় নেয়ার আগে পিপার মক সাবধান করে দিয়েছে, যা ঘটেছে সে ব্যাপারে যেন কিছুই ফাঁস না করে ও।

'লোকে যাই জিজ্ঞেস করুক, তুমি কিছু জানো না, বোঝা গেছে? এটা এখন শান্ত শহর, আমি চাই শান্তই থাক।'

'ভয় নেই, আমার মুখ আলগা হবে না,' ক্যানাডা হেসেছে। 'এখানে আমার অন্য কাজ আছে।'

কার্লোস গার্সিয়ার লাশ আপাতত পেছনের দুটো সেলের একটায় রাখা হয়েছে; অন্যটায় কয়েদ করা হয়েছে ডিউক রিপকে। গ্রীনের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করেছে মক।

ডাকাতির ব্যাপারটা খুলে বলতে যাচ্ছিল গ্রীন, কিন্তু মার্শাল বাধা দিয়ে জানাল সে ইতিমধ্যেই পত্রিকায় ওই ঘটনার খবর পড়েছে। ডেস্কের ওপর রাখা একটা খবরকাগজ গ্রীনের দিকে ঠেলে দিল সে।

'টাওস উইকলিতে ছাপা হয়েছে। ওরা আমাকে পাঠায় এক কপি। এটা এসেছে আজ দুপুরের স্টেজে। সম্ভবত তুমি আর ক্যানাডা যেদিন টাওস ছেড়েছ, সেদিনকার কাগজ।'

পত্রিকাটা নিল গ্রীন। প্রথম পাতায় সুদীর্ঘ রিপোর্ট, বড় হরফের শিরোনাম।

ডাকাতের হাতে স্টুয়ার্ট কোল্টার নিহত

টাওস স্টেজে স্টুয়ার্ট কোল্টারের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড স্থানীয় জনমনে ক্রোধের সঞ্চার করিয়াছে। মিস্টার কোল্টার এই অঞ্চলে একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। গবাদি পশু, খনি এবং কাঠের ব্যবসা ছিল তাঁর। পশ্চিমগামী স্টেজে চড়িয়া ঈগল পাস হইতে টাওসে আগমনকালে চারজন মুখোশধারী ডাকাতের আক্রমণে তিনি নিহত হন। স্টেজচালক টম ওয়েবস্টার ঘটনা সম্পর্কে আমাদের কাছে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেন।

'এটা ছিল নিয়মিত কোচ,' মিস্টার ওয়েবস্টার বলেন। 'গাড়িতে কোন মেইল ব্যাগ বা স্ট্রংবক্স ছিল না বলে আমি বন্দুকধারী পাহারাদার নিইনি সঙ্গে। মিস্টার কোল্টার ছিলেন একমাত্র যাত্রী।

'স্টোন লজে ঘোড়া বদলাই আমরা। দুপুরের খাওয়াও ওখানেই সারি। যাত্রার সময় মিস্টার কোল্টার জিজ্ঞেস করেন তিনি ওপরে এসে বসলে আমার কোন আপত্তি আছে কিনা, আমি বলি না। চমৎকার আবহাওয়া ছিল সেদিন। স্টোন লজের আট মাইল পশ্চিমে রক জর্জে মোড় নিচ্ছি আমরা এই সময় চারজন মুখোশধারী লোক একটা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের পথরোধ করে দাঁড়ায়। ওদের দুজনের হাতে ছিল রাইফেল, অন্য দুজনের পিস্তল। এর আগেও স্টেজকোচ চালাতে গিয়ে বার কয়েক ডাকাতের কবলে পড়েছি আমি। জানি এরা কথা বলে কম, কাজ দ্রুত সারে—বাধ্য না হলে গুলি করে না।

'কিন্তু এদের ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। আমি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম এই চারজন পেশাদার লুটেরা না—আনাড়ি। অস্থির দেখাচ্ছিল ওদের, বোকার মত হাসাহাসি করছিল নিজেদের মধ্যে। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম ব্যাপারটা নিছক কৌতুক, তারপর দেখলাম ওরা মাতাল হয়ে আছে, দুজন তাদের প্যান্টের পকেট থেকে বোতল বের করছে।

'তা সত্ত্বেও, আমি ভয়ের কারণ দেখিনি। আমি ওদের বললাম গাড়িতে কোন মূল্যবান জিনিসপত্র নেই, তবে ইচ্ছে করলে ওরা খুঁজে দেখতে পারে। দুজন তল্লাশি করে দেখল সবকিছু। এরপর নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করল ওরা, খুব নিচু স্বরে কথা বলছিল, ফলে আমি কিছুই শুনতে পাইনি। ইতিমধ্যে শেষ করেছিল একটা বোতল, এবার ওরা সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ঝোপের ভেতর। তারপর রাইফেলের নল দিয়ে একজন খোঁচা মারল মিস্টার কোল্টারের বুকে। মিস্টার কোল্টারের ওয়েস্টকোটের পকেটে বাঁধা সোনার ঘড়ির চেইনটা চোখে পড়েছিল ওর। মিস্টার কোল্টারের পার্সসহ ঘড়িটা চাইল সে।

'এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি মিস্টার কোল্টার। এবার তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝলাম তিনি দারুণ রেগে গেছেন। তারপর উনি কঠোর ভাষায় নিন্দা করলেন ওদের। বললেন, সৎভাবে জীবনযাপনের বদলে যারা অন্যের ধন লুটে খায় তাদের উনি কোন্ চোখে দেখেন। ওরা শুনল তাঁর কথা, কিন্তু বেশিক্ষণ না। যে লোকটা রাইফেলের গুঁতো মেরে মিস্টার কোল্টারের পার্স আর ঘড়ি দাবি করেছিল, এবার সে তক্ষুণি ওটা দিয়ে দিতে বলল।

'তো, মিস্টার কোল্টার তাঁর কোটের তলায় হাত ঢোকালেন যেন পার্স বের করবেন, কিন্তু তিনি বের করলেন পিস্তল। মুখোশপরা লোকগুলো চমকে উঠে ছড়িয়ে পড়ল, তারপর শুরু হলো তুমুল গোলাগুলি। আমার কাঁধে গুলি লাগল। তারপর মিস্টার কোল্টার আঘাত পেয়ে সিট থেকে ছিটকে পড়ে গেলেন মাটিতে। তাঁর অদূরেই একজন ডাকাত আহত হয়ে পড়েছিল, মিস্টার কোল্টারের গুলিতে মাথায় চোট লাগে তার। বাকি লোকগুলো এরপর তাদের ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে যায়।

'আমি যখন নেমে আসি, মিস্টার কোল্টার এবং ডাকাত দুজনেই মারা গেছে। ওদের লাশ কোচে তুলে টাওসে হাজির হই আমি।'

মিস্টার ওয়েবস্টারের বিবরণ হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় মুখোশধারী ডাকাতরা নিতান্তই আনাড়ি ছিল। নিহত দস্যুকেও তৎক্ষণাৎ শনাক্ত করা সম্ভব হয় নাই। শেরিফ শেভলিন লাশের ছবি তোলেন এবং সকল দায়িত্বশীল নাগরিককে অনুরোধ করেন মৃতদেহ শনাক্ত করিতে। অতঃপর মাত্র গতকাল স্থানীয় সানরাইজ কোরাল ও লিভারি বার্নের অসল্যার, লাইল ক্যানাডা, লাশ দেখিয়া শেরিফ শেভলিন ও হুইলার স্টেজ অ্যান্ড ফ্রেইট লাইন্সের সভাপতি ফ্র্যাংক হুপারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। তাঁহাদের আলাপের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই, তবে মিস্টার হুপার ঘোষণা করেন বিষয়টি তদন্ত করিয়া দেখার জন্য তিনি একটি বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

জেমস গ্রীন, সংস্থার সেরা অপারেটর, আজ সকালে শহরে উপস্থিত হন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরপরই তিনি ও মিস্টার ক্যানাডা এক অজ্ঞাত গন্তব্যের উদ্দেশে টাওস ত্যাগ করেন। মিস্টার গ্রীন একজন সাবেক ইউ. এস. মার্শাল। গত বৎসর ডেনভারের কুখ্যাত ব্ল্যাক হ্যাক চক্রকে একক প্রচেষ্টায় নির্মূল করিয়া তিনি সুনাম অর্জন করেন।

তাঁর বর্তমান দায়িত্ব প্রসঙ্গে মিস্টার গ্রীন সংক্ষেপে বলেন, 'এমন কিছু বিশেষত্ব নেই এতে। সম্ভবত অবসর নেয়ার আগে এটাই আমার শেষ অ্যাসাইনমেন্ট।'

ডেস্কের ওপর পত্রিকাটা নামিয়ে রাখল গ্রীন। 'ঠিকই লিখেছে। স্কালি ব্রাওয়ারের লাশ শনাক্ত করে ক্যানাডা। জানত ওর বাড়ি এখানে। হুপারকে বলে, পথ দেখিয়ে আমাকে সে নিয়ে আসতে পারবে গার্সিয়াদের পুরানো বাসায়। ও জানায়, দরকার হলে ব্রাওয়ার তার বন্ধুদের সাথে লুকিয়ে থাকত ওখানে। হুপার রাজি হয়ে যায়। সমস্ত খরচপাতি সেই দিচ্ছে।'

তরুণ গার্সিয়া কীভাবে নিহত হয়েছে এবং ডাকাতিতে কার্ল হালামের ভূমিকা সম্বন্ধে ডিউক রিপ যে জবানবন্দী দিয়েছে তা জানাল গ্রীন। খবরটা শুনে মার্শালের

চেহারায় কোনরকম ভাবান্তর হলো না।

'বলতে কী, মোটেই অবাক হচ্ছি না আমি। তবে লোকজন যখন জানবে, অনেকেই বিস্মিত হবে খুব।' একটু থামল মার্শাল। 'ভাল ছেলে ছিল ওরা, সবাই। তরতাজা তরুণ একেকটা, নিষ্পাপ। আমি ডিউক রিপ আর বাকি দুজনের কথা বলছি, কার্লের না। ওর ব্যাপারটা একটু আলাদা।'

'ক্যানাডা বলছে ছেলেটা নাকি বইয়ের পোকা, বাপকে দেবতা মনে করে। অথচ রিপের কথা যদি সত্যি হয়, ডাকাতির পরিকল্পনাটা কার্লের, এর মাধ্যমে ওর বাবার কাছে ও কিছু একটা প্রমাণ করতে চাইছিল। ক্যানাডা বলেছে হালাম লোকটা ভীষণ নীচ।'

'কঠিন লোক। প্রথম যখন এখানে বসতি করে ও, আইন বলতে কিছু ছিল না এদিকে, কিন্তু হালাম মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। সত্তর সালে, তখনও শেরিফ হইনি আমি, হালাম তার বাথানের কর্মচারীদের নিয়ে একদল গরুচোরকে ধাওয়া করে মেক্সিকোতে গিয়ে পাকড়াও করে। ওখানেই ওদের সে ফাঁসি দেয়। কঠিন, গোঁয়ার টাইপের লোক, নিজের খেয়ালখুশিমত চলতে চায় সবসময়। তুমি আগেও দেখেছ এধরনের মানুষ।' থুতনিতে হাত ঘষল মক, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'তবে ছেলেটা যে ওকে দেবতা মনে করে বলছ, আমি কিছু জানি না এ ব্যাপারে। বোধহয় ভয় আর শ্রদ্ধা মিশে তৈরি হয়েছে এরকম কিছু একটা।'

'রিপ বলছে সম্ভবত ওদের বাথানে আছে ও।'

'থাকতে পারে। হপ্তা দুয়েক হলো আমি আর দেখছি না ওকে। শহরে এসে পাগলামি করছিল। ব্যাংক থেকে টাকা তুলে তুমুল হট্টগোল শুরু করে।' বিষণ্ণ সুরে হাসল মক। 'আঠারো বছরের ছেলে, এর আগে হয়তো এক ফোঁটা মদও খায়নি কোনদিন। আমরা সবাই খুব অবাক হয়েছিলাম। মেক্সটাউনে আড্ডা জমায়। ওখানেই কার্লোস এবং অন্যদের সঙ্গে দেখা হয় ওর। তবে ওখানে বেশিক্ষণ মদ খেতে পারেনি, কারণ গার্সিয়ার বোন, মারিয়া, চায়নি ওই ছেলে মদ খাক। ফলে স্যালুনে চলে আসে ওরা, ভাঙচুর করে জিনিসপত্র, কিন্তু ওদের মধ্যে একজন ফ্রেড হালামের ছেলে বলে কেউ কিছু করতে সাহস পায়নি। আমি ওদের বলি, ভদ্রভাবে না চললে হাজতে পুরে রাখব। তখন ওরা শহর ছেড়ে চলে যায়।'

'হালাম নিশ্চয় শুনেছে কী ঘটছে। আমার মনে হয় যেকোন কড়া লোকই এমন অবস্থায় তার ছেলেকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।'

ওপর নীচ মাথা ঝাঁকাল মক। 'আমিও সেজন্যেই অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু আসেনি সে।'

মাথায় হ্যাট চাপাল গ্রীন, স্যাডলব্যাগগুলো তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'ওখানে যাওয়ার সেরা সময় কখন? আজ বিকেলে?'

'দেরি হয়ে গেছে অনেক। বেশ দূরের পথ, কাল সকালে যাব আমরা।' চেয়ার ছাড়ল মক, হাত বাড়িয়ে র‍্যাক থেকে তার টুপিটা নিল। 'দুই জায়গায় যেতে হবে আমাকে। প্রথমে পাদ্রি। তারপর দেখা করব মারিয়া গার্সিয়ার সঙ্গে।'

বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল ঘুম থেকে আবার জেগে উঠেছে শহর। ইশারায় ওপাশের হোটেলটা দেখাল মক। 'তোমার যা কিছু দরকার

সব পাবে ওখানে—গোসলের ব্যবস্থাও আছে।'

'হ্যাঁ, গোসল করতে হবে, যা ধকল গেছে এই দুদিন। আরেকটা কথা, কাল ভোরেই বেরোব আমরা। দেরি করলে নাও পেতে পারি ওকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল মার্শাল। 'ভোরেই।'

তারপর হাত মিলিয়ে দুদিকে চলে গেল দুজন।

তিন

ঘোড়ার খুরের গুরুগম্ভীর আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল কার্ল হালাম। র‍্যাঞ্চ হাউসের দোতলার বারান্দায় অন্ধকারে বসে আছে ও। সামনে ঝুঁকল কার্ল, হাতুড়ির ঘা পড়ছে যেন বুকে, চোখ কুঁচকে তাকাল নীচে। রুপালি জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে আশপাশ। শুধু ঝোপঝাড় আর দালানের আনাচেকানাচে মৃদু ছায়া পড়েছে। উঠনের কিনারে একজন ঘোড়সওয়ার দাঁড়িয়ে রয়েছে লক্ষ করে ভয়ের স্রোত বয়ে গেল ওর শরীরে, সতর্ক হয়ে উঠল।

র‍্যাঞ্চের দালানকোঠা একে একে জরিপ করছে ঘোড়সওয়ার। পার্লারের পর্দার ফাঁক গলে আলো আসছে। কার্ল বুঝল ওর বাবা জেগে আছে, তার শখের ঘোড়ার চামড়া বিছানো আরাম কেদারায় বসে ফেনিমোর কুপারের কোন বই পড়ছে। বিরাট উঠনের আরেক পাশে ক্যারেজ হাউস, বার্ন, স্ট্যাবল আর কোরাল। সবশেষে, চত্বরের অপর প্রান্তে বাংকহাউস। এখন সেদিকে প্রসারিত হয়েছে ঘোড়সওয়ারের দৃষ্টি। ভেজা খড় আর গরুবাছুর আর ঘোড়ার মলমূত্রের দুর্গন্ধে রাতের বাতাস ভারি হয়ে আছে। কাছের কোন পাহাড় থেকে কাতর সুরে চাঁদের কাছে ফরিয়াদ জানাল একটা কয়োট এবং থামল।

ঘোড়সওয়ার সামনে এগোতে, মোজা পায়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল কার্ল, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের সন্ধানে তাকাল ডাইনে বাঁয়ে। 'ভবঘুরে না,' ভাবল কার্ল, জানে ক্ষুধার্ত কাউহ্যান্ড সরাসরি বাবুর্চির ঘরেই যাবে। বুড়ো টিম ওখানে ব্যাসনকোসন ধুচ্ছে এখনও। পরক্ষণে ভীষণভাবে দমে গেল ও যখন দেখল নীচের পোর্চ থেকে দশ-বারো গজ দূরে, হিচ রেইলের সামনে থেমে স্যাডল থেকে নামছে অশ্বারোহী। আচমকা ভারমুক্ত হয়ে যাওয়ায় ঘোঁৎ শব্দে নাক ঝাড়ল ঘোড়াটা।

ওই আওয়াজে সতর্ক হয়ে উঠল একজন। কার্ল জানে ওটা হার্ভে স্টেজ। সম্ভবত এতক্ষণ ক্যারেজ হাউসের বাংকে বসে আগন্তুকের সমস্ত গতিবিধিই লক্ষ করেছে সে। নবাগত নিজেই তার উপস্থিতি জানান দেবে এই আশায় অপেক্ষা করছে। হার্ভের নাগালের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা পিস্তল আছে এখন। শহরের অধিকাংশ লোক যেখানে আজকাল আর সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র রাখে না, সেখানে হার্ভের কোমরের বেল্টে সর্বদা একটা পিস্তল আর ছুরি গোঁজা থাকে। এর কারণ জানতে জীবনের অনেকগুলো বছর ব্যয় করতে হয়েছে কার্লকে।

ও লক্ষ করল হার্ভের ছোট শরীরটা ধীরে ধীরে উঠনের কিনার ঘুরে আসছে।

আগন্তুক আর নিজের মাঝখানে রেখেছে ঘোড়াটাকে। নবাগত এখন হিচ রেইলের নীচে বসে পর্যবেক্ষণ করছে চারদিক। কার্লের ক্ষীণ আশা ওর সাথে বা যা ঘটেছে তার সঙ্গে লোকটার আগমনের কোন সম্পর্ক নেই। দুঃস্বপ্নের মত ওই ঘটনা অহরহ তাড়িয়ে ফিরছে ওকে, তবু সে এই আশায় বুক বাঁধতে চাইল। কার্ল দেখল আগন্তুকের পেছনে চলে এসেছে হার্ভে, তারপর স্বস্তির সুরে ওকে বলতে শুনল, 'অ, তুমি। এখানে কী করছ?'

সশব্দে হাসল লোকটা। 'তোমার খেলনাটা সরাও, হার্ভে,' বলল সে। 'ফ্রেডের সাথে দেখা করতে এসেছি আমি।'

'মিস্টার হালাম বলবে। তার সাথে তোমার কী দরকার?'

'তুমি শুধু গিয়ে বল লাইল ক্যানাডা এসেছে, দেখা না করলে পরে আফসোস করতে হবে তাকে।'

লাইল ক্যানাডা! হাঁপ ছাড়ল কার্ল, ভরাট অথচ কর্কশ কণ্ঠস্বরের মালিককে চিনতে পেরেছে, অ্যাংকরে একসময় কাজ করত ক্যানাডা। লোকটা ঘোড়া ভালবাসত খুব, আর ওরাও সহজে পোষ মানত ওর কাছে। কিন্তু ফালতু বকবক করার অভ্যাস আছে বলে কার্লের বাবা ওকে বরখাস্ত করে।

সামনের দরজাটা খোলার আওয়াজ পেল কার্ল। একচিলতে আলো ছড়িয়ে পড়ল বাইরে, তারপর ফ্রেড হালামের ছায়া এর অধিকাংশই দখল করে নিল। নীচের পোর্চে তার পা ফেলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। 'কে?' রূঢ় স্বরে প্রশ্ন করল সে। 'কথা বলছ না কেন!'

আলোর কিনারে এগিয়ে এল হার্ভে, কার্ল দেখল ওর রুক্ষ সন্দিহান চোখজোড়া কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। 'লাইল ক্যানাডা, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'ক্যানাডা? আমি তার সাথে দেখা করার কোন কারণ দেখছি না।'

'এখন আমাকে দেখছ তুমি,' আলোয় এসে বলল ক্যানাডা। দাড়িগোঁফে ঢাকা মুখখানা এবার দেখতে পেল কার্ল, ঠোঁটের কোণে ঝুলে থাকা অস্থির ধূর্ত হাসিটা চিনতে পারল। 'আমার কথা শুনলে তোমারই লাভ—এর সাথে আইনের প্রশ্ন জড়িত।'

'তুমি আইনের লোক নও।'

'আমিও তা বলিনি। টাওসের এক আস্তাবলে কাজ করি আমি, সেখানে—'

'এ কথা বলতে তুমি ছুটে আসনি এতদূর।'

'পাগল! এত ভাল একটা চাকরি ছেড়ে এসেছি যখন ব্যাপার নিশ্চয় গুরুতর। লোক আছে আমার সঙ্গে—ডিটেকটিভ গ্রীন। টাওসের হুইলার স্টেজ কোম্পানি ডাকাত ধরার জন্য ঠিক করেছে ওকে। ডাকাতরা ওদের একটা স্টেজ লুট করার সময় একজন যাত্রীকে খুন করে।'

কথাগুলো আলোড়ন তুলল কার্লের মগজে; ওর বাবার বক্তব্য ও শুনতে পেল না। ধড়ফড় করছে বুক, দ্রুত শ্বাস পড়ছে, আচমকা মাথাটা ঘুরে উঠতে দেয়ালে হেলান দিয়ে টাল সামলাল ও। একসময় ক্যানাডার অট্টহাসি শুনতে পেল সে। লোকটা বলছে, 'জানতে চাইলে টাকা খরচ হবে তোমার। ইচ্ছে করলে আজ রাতেই কিনে নিতে পার তথ্যটা, নয়তো কাল সকালে মার্শালের কাছেই শুনবে। তবে তখন

হয়তো কিছুই করার থাকবে না তোমার।'

মুহূর্তের নীরবতা। তারপর ওর বাবা যখন মুখ খুলল কার্লের বাকি আশাভরসাও উবে গেল। 'কত?' কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল ফ্রেড হালাম।

'এক হাজার। নগদ। এখনকার বাজারে তোমার বিশটা গরুর দাম। টাকা না দেখা অবধি মুখ খুলছি না আমি। আর হ্যাঁ, কথাটা যেন আমাদের এই তিনজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।'

উদ্বিগ্ন স্বরে হার্ভের প্রশ্ন করল, 'ছেলেটা কোথায়, ফ্রেড?'

'আজ সকালে বলল শহরে যাচ্ছে, রাতে বাইরেই থাকবে। তুমি ছিলে তখন, তুমিও শুনেছ।'

'আমরা যখন বাইরে ছিলাম তখন ফিরেও এসে থাকতে পারে। তুমি ঠিক জানো, ও ঘরে নেই?'

হালাম বলল, 'দাঁড়াও,' তারপর পারলার হয়ে সিঁড়িতে ওর পদশব্দ পাওয়া গেল। 'কার্ল!' ল্যান্ডিং থেকে ভেসে এল ডাক। 'কার্ল!'

বাবার ওপর টেক্কা দিয়েছে ভেবে চাপা উল্লাস বোধ করল কার্ল। সকালে শহরে যায়নি সে, গিয়েছিল কার্লোস আর ডিউকের সঙ্গে দেখা করতে গার্সিয়াদের পুরানো শীপ র‍্যাঞ্চে। ওরা ছিল না সেখানে, অগত্যা বাসায় ফিরে আসে ও। টের পেয়েছে লোকজনসহ ফিরে এসেছে ওর বাবা, কিন্তু রাতের খাওয়া খেতে ও বেরোয়নি নিজের ঘর থেকে, বিষণ্ন মনে কেবলই ভেবেছে কার্লোস আর ডিউক হয়তো শেষপর্যন্ত চলেই গেছে দেশ ছেড়ে।

ওর ঘরের দরজা খুলে গেছে শুনতে পেল ও, তারপর রুক্ষ কর্তৃত্বসুলভ গলায় আবার ডাকল ওর বাবা: 'কার্ল! থাকলে, জবাব দাও।'

বাবাকে যেন দেখতে পাচ্ছে সে, মনে হলো ওর, বিশাল চওড়া শরীর, চৌকো মুখখানা থমথম করছে, চোখ দুটো কঠিন। সহসা ভয়ে শুকিয়ে গেল ওর বুক, তারপর এক মুহূর্ত বাদে শুনতে পেল তাচ্ছিল্যের সুরে অব্যক্ত একটা শব্দ করল ওর বাবা, ঘুরে চলে গেল সিঁড়ির পানে।

সামনে ঝুঁকল কার্ল, দেখল হার্ভে জরিপ করছে উঠনটা। আধো-অন্ধকারে অ্যাংকর ফোরম্যানের ক্ষুদ্রকায় অবয়বটা দেখে ওর মনে পড়ল গোলাঘরে মাটির নীচে কী পোঁতা রয়েছে। সেদিন প্রায় ঘণ্টাখানেক উন্মত্তের মত ওখানে মাটি খুঁড়েছিল হার্ভে, কোমর-সমান গভীর একটা গর্ত খুঁড়তে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল সে, গাল বকছিল অনবরত। পরে গর্তটা আবার বুজিয়ে ভালমত মাটি দুরমুজ করে হার্ভে, তারপর প্রচুর কেরোসিন ছিটিয়ে দেয় সেখানে যাতে কোন অস্বাভাবিক গন্ধ না বেরোয়। ছালায় পুরে যে জিনিস ওখানে মাটিচাপা দেয়া হয়েছে খোলা হাওয়ায় বেশিক্ষণ ফেলে রাখলে একশো গজ দূর থেকেও তার দুর্গন্ধে পরিবেশ বিষিয়ে উঠবে।

পোর্চে ফিরে এল ফ্রেড হালাম, রূঢ় গলায় বলল, 'পাশের দরজায় যাও।' বাড়ির কোনা ঘুরে অদৃশ্য হলো হার্ভে আর ক্যানাডা। অ্যাংকরের অফিস-ঘর ওইদিকে অবস্থিত।

কার্ল দিশেহারা হয়ে ভাবতে থাকে কী করবে সে—বাবার অনুকম্পা চাইবে, না পালিয়ে যাবে। বাবার সামনে দাঁড়াবার কথা মনে হতেই সাহস হারিয়ে ফেলল ও;

জানে কোনদিনই তা সম্ভবপর হবে না ওর পক্ষে। কাজেই এখানে আর কোন আশা নেই, পালাতে হবে ওকে। ঘোড়ার পিঠে জিন চাপানো সম্ভব নয়, হার্ভে টের পেয়ে ওকে পাকড়াও করবে এও সত্যি, বাকি রাতটুকু আজ জেগেই কাটাবে হার্ভে, শহর থেকে ওর ফেরার অপেক্ষায় থাকবে। এর বাইরে যেতে চাইল না ওর চিন্তাশক্তি, ওর ভবিষ্যৎ বিচার করতে অস্বীকার করল তার কি আইনের হাতে ধরা দেয়া উচিত কার্লোস আর ডিউক কোথায় গেছে একবার জানতে পারলে হত।

পা টিপে টিপে নিজের ঘরে ঢুকল কার্ল, বুট পরল, পালাবার আকুতিতে হাত কাঁপছে। সরু কোমরে পিস্তলসমেত গানবেল্ট জড়াল সে, অন্ধকারে হাতড়ে টুপি খুঁজে নিয়ে মাথায় চাপাল। ড্রয়ার থেকে ওর টাকার বাকস্কিনের থলেটা বের করল, এখন আর মাত্র শ-দুয়েক ডলার রয়েছে ওতে। এবার বারান্দায় বেরিয়ে এসে রেইল টপকাল কার্ল, নিচু হয়ে লাফ দিল। মাটিতে পড়ে ভারসাম্য হারাল সে, হুমড়ি খেল, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল হিচ রেইলে বাঁধা ক্যানাডার ঘোড়ার দিকে। লাগাম খুলে ও যখন অপরিচিত স্যাডলে লাফিয়ে চড়ে বসল, ভয় পেয়ে হ্রেষারব করল জানোয়ারটা। পরমুহূর্তে হার্ভের সচকিত চিৎকার পৌঁছাল ওর কানে।

'ফিরে এস, বাছা! ফিরে এস, শুনতে পাচ্ছ না?'

গোড়ালির ছোঁয়ায় মাঝারিকদমে ঘোড়া ছোটাল কার্ল, পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেল অফিস-ঘরের খোলা দরজা দিয়ে আলো এসে পড়েছে বাইরে, তিনজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে। ও বুঝতে পারল না ওরা ধাওয়া করবে কিনা। নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে ভয়ানক শঙ্কিত হয়ে উঠল সে, অন্য সব অনুভূতি লোপ পেল। বাবার ওপর ওর শ্রদ্ধাবোধ বিশ্বাস যেদিন চুরমার হয়ে গেল সেদিন ও প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছিল, এবং সেজন্যই ডাকাতির পরিকল্পনা আঁটে কারণ ওর কোমল মন এভাবে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল জন্মদাতার ওপর, কিন্তু ওর আজকের অবস্থার কাছে তাও যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে। এখন শুধু একটা কথাই ভাবতে পারছে সে—কোথায় যাবে। দশ মিনিট পর কার্ল যখন সদর রাস্তায় উঠল তখন মনস্থির করে ফেলেছে সে। ডানে মোড় নিল ও, মেঠোপথ ধরে পাহাড়ি এলাকার ভেতর দিয়ে ছুটে চলল মরুভূমির উদ্দেশে।

ক্যানাডা তার কাহিনি বলা শেষ করতে সবে হার্ভে স্টেজের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে ফ্রেড হালাম, এই সময় বাড়ির সামনের অংশে গোলযোগের আভাস পায় ওরা।

ঝটপট বাইরে বেরিয়ে এল লোক তিনজন, কী ঘটছে বুঝতে পেরে তক্ষুণি চেঁচিয়ে উঠল হার্ভে। ক্যানাডাও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল। 'ও-ই,' উদ্বিগ্ন সুরে বলল ও। 'আমার কথা শুনতে পেয়ে পালিয়ে গেল।'

'নিশ্চয় দোতলার বারান্দায় বসেছিল ঘাপটি মেরে,' বিরক্তির সঙ্গে বলল হার্ভে। 'ঠিক আগের বারের মত।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল ক্যানাডা।

'কিছু না,' রুক্ষ সুরে জবাব দিল হার্ভে।

'ঘোড়া চুরি নেহাত সামান্য ব্যাপার না। একসময় তোমার আইনে এর সাজা হত

ফাঁসি–তাই না, ফ্রেড? যাকগে, ঘোড়াটা আমার না টম টেরিলের আস্তাবল থেকে ভাড়া–'

'টেরিল জানে তুমি এখানে আসছ?' প্রশ্ন করল হ্যালাম

'না, জানে না। বলেছি সেজে এক লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। এখানে আমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি কেন? ধরার চেষ্টা করবে না ওকে?'

'লাভ নেই,' সংক্ষেপে বলে অফিস-ঘরে ঢুকে গেল হ্যালাম। 'ভেতরে এস, আমি বাকিটাও শুনব।'

ক্যানাডা এবার দ্রুত জেমস গ্রীন, কার্লোস গার্সিয়ার মৃত্যু এবং ডিউক রিপের জবানবন্দীর কথা বলে গেল। জানাল রিপ গোয়েন্দার কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছে, কার্লই ডাকাতির পরিকল্পনাটা করে।

'কাল সকালেই গ্রীন আর মককে এখানে দেখতে পাবে তুমি। গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকবে ওদের সাথে। ছেলেটা পালিয়েই মুশকিল করল, নইলে সীমান্তের ওপাশে পাঠিয়ে দিতে পারতে।'

'আচ্ছা, এই গ্রীন লোকটা দেখতে কেমন? স্বভাব-চরিত্র?'

ক্যানাডা তার পক্ষে যতটা সম্ভব নিখুঁতভাবে বর্ণনা দিল গ্রীনের। 'ইউ.এস. মার্শাল ছিল, কঠিন লোক। বোকা বানাতে পারবে না–এটুকু বলতে পারি।'

অবজ্ঞার সুরে হাসল হ্যালাম। 'অ, ইউ.এস. মার্শাল? হুঁঃ!' ঘুরে বিরাট সিন্দুকের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল সে, কম্বিনেশন লক ঘুরিয়ে ভারি ডালাটা খুলল। লোহার ক্যাশবাক্স থেকে গুনে এক হাজার ডলার বের করল হ্যালাম, সিন্দুকটা বন্ধ করে ক্যানাডার হাতে টাকাগুলো দিল। আত্মতুষ্টির জন্য আরেকবার সেটা গুনল ক্যানাডা। লোভে চকচক করছে চোখ।

আবারও হার্ভের উদ্দেশে তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টি হানল হ্যালাম। আলতোভাবে একবার চোখের পাতা ফেলল হার্ভে, মুখ শক্ত হয়ে গেল।

'দুটো ঘোড়া নিয়ে আসছি আমি, তারপর আমরা শহরে যাব,' বলে বেরিয়ে গেল সে।

ক্যানাডা তার প্যান্টের পকেটে রাখল টাকাগুলো। 'এখন ঘোড়ার ব্যাপারে টেরিলকে আমি কী কৈফিয়ত দেব?' জিজ্ঞেস করল আবার উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ওকে। 'আমার ঘোড়া ক্লান্ত, তাই ভাড়া করেছিলাম ওটা। কিন্তু স্যাডলটা আমার, তা ছাড়া–'

'আহ্!' অধৈর্য সুরে বাধা দিল হ্যালাম। 'একটা কিছু বানিয়ে বলে দিও।' দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল অ্যাংকর মালিক। তারপর হার্ভে যখন একটা লম্বা পায়ের সোরেলে চেপে আরেকটা বিশাল রোয়ানসহ হাজির হলো, একপাশে সরে দাঁড়াল সে।

দোল খেয়ে স্যাডলে উঠে বসল ক্যানাডা। 'শহরেই থাকছি আমি, দেখি তোমার জন্য নতুন কোন খবর জোগাড় করতে পারি কিনা,' হ্যালামকে বলল।

'আচ্ছা,' জবাব দিল হ্যালাম। ঘোড়সওয়ার দুজনকে উঠন ছেড়ে চলে যেতে দেখল সে, অফিসে ফিরে গিয়ে গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢালল। তারপর সিগার ধরিয়ে নিজের ডেস্কের চামড়ার গদি আঁটা চেয়ারে বসে ডুবে গেল গভীর চিন্তায়। অত্যন্ত কঠোর এবং বাস্তববাদী মানুষ ফ্রেড হ্যালাম। যে কোন ভয়ঙ্কর সত্যকে সহজেই উপলব্ধি করতে পারে, ভাবাবেগের বালাই নেই ওর মাঝে। এমনকী যে ছেলেটি তার পরিচয়

বহন করছে তার ব্যাপারেও সে সম্পূর্ণ উদাসীন। স্বার্থপর বলতে যা বোঝায়, ফ্রেড হালাম এককথায় তাই। ছেলেটা স্বেচ্ছায় বিপদে জড়িয়েছে নিজেকে এতে মোটেও অবাক হয়নি সে; ও আঁচ করেছিল এরকম কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভাগ্যকে তার আপন পথে চলতে দেবে। তবু যা আশা করেছিল সে ঘটনা তার চেয়ে খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। পরিণতি যা-ই হোক, এমনকী তা ফাঁসিতে গড়ালেও, ছেলেটি যদি একাই তার সমস্যা সামলাত খুশি হত সে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম, দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হলো হালাম। তার নিজের ভালমন্দ তাকে বিবেচনা করতে হবে আগে।

লিভারি স্ট্যাবলের মালিক টম টেরিলকে কী বলেছে ক্যানাডা ওর মনে পড়ল, সেজে 'এক লোকের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে।' জেমস গ্রীনের কথা ভাবল সে, কার্ল আর ডিউক রিপকে গ্রেফতার করে টাওসের আদালতে হাজির করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে ওকে। 'বলা যায় না, সেজে গিয়ে তদন্ত করতে পারে ও,' আপনমনে বিড়বিড় করল হালাম।

উঠল সে, অসমাপ্ত সিগারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দরজার বাইরে। তারপর বাইরে যাবার পোশাক পরে ফুঁ দিয়ে অফিসের বাতি নিভিয়ে কোরালে গেল। ঘোড়ায় চড়ে শেষবারের মত নজর বোলাল বাথানের অন্ধকার দালানকোঠার দিকে, রওনা হলো।

হার্ভে প্রত্যাবর্তনের আগেই ফ্রেড হালাম আবার ফিরে এল তার অফিসে। কয়েক মিনিট পর গলা পাওয়া গেল ফোরম্যানের, ঘোড়া দুটো কোরালে রেখে এসে ক্লান্ত শরীরে অফিস ঘরে ঢুকল সে। ধপ করে চেয়ারে বসে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'খতম।'

কৌতুকের দৃষ্টিতে ফোরম্যানকে জরিপ করল হালাম। 'অসুস্থ দেখাচ্ছে তোমাকে,' বলল সে। 'কী ব্যাপার? আজকাল মনে হয় খুন করে আর মজা পাও না তুমি।'

'মজা, নিকুচি করি। আমি ভাবছি আমার গর্দানের কথা।' মুখ তুলল হার্ভে, চোখ সংকুচিত, ঝটপট বলল, 'ছেলেটাকে খুঁজে বের করা দরকার—আইনের হাতে পড়লেই... সর্বনাশ।'

'তুমি যা ভাবছ সেরকম কিছু জানে না ও।'

'এটা কী বলছ তুমি? ও জানে লিউ এসেছিল এখানে, কী ঘটেছে তার কপালে। খামোকা আমাকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা কর না। তুমি, আমি আর ডার্লিং গলা অবধি ডুবে আছি এতে, জানাজানি হলেই এখনও ফাঁসি হয়ে যেতে পারে আমাদের। সুতরাং যেভাবেই হোক খুঁজে বের করতে হবে ছেলেটাকে।'

'তারপর?'

'দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেব। আবার কী?'

শীতল অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে হালাম তার ফোরম্যানকে জরিপ করল, যেন অনেকদিন ওকে দেখেনি সে। 'বুড়ো হয়ে যাচ্ছে,' সখেদে ভাবল। 'এতদিনেও ভুলতে পারেনি ব্যাপারটা, এখন ছেলেটাকে নিয়ে সমস্যা দেখা দিতেই ওটাও ডালপালা মেলেছে।'

'তুমি একটু বেশি চিন্তা কর,' বলল অ্যাংকর মালিক। 'ডার্লিং ভয় পায় না, ভুলেও মনে-টা পর্যন্ত করে না। ওর শুধু চিন্তা মরার আগে কত টাকা কামাতে পারবে। লিউ শহরে এসে হাজির হওয়ার আগে পর্যন্ত কোনওদিন আলাপও করেনি।'

'ছেলেটার কথা ভুলে যেও না। যেরকম মাতাল হয়েছিল, বন্ধুদের কী বলেছে তার নেই ঠিক।'

'সবাই মারা গেছে, রিপ ছাড়া—এবং সেও হাজতে।'

হার্ভে ঢোক গিলল। 'কদ্দিনের জন্য?'

'যদ্দিন ওকে ওরা টাওসের স্টেজে তুলে না দিচ্ছে,' বলল হালাম। তারপর রসকষহীন গলায় যোগ করল, 'কার্লের ব্যাপারে একমাত্র ওর কথার ওপরই নির্ভর করতে হবে ওদের। আর গ্রীনকে ও যা বলেছে সেগুলোই যদি আবার না বলে কোর্টে গিয়ে মামলা টিকবে না।'

'একটা হাঁদাও বোঝে এটা,' তিক্ত সুরে বলল হার্ভে। 'এরপরেও ছেলেটা থাকছে, সবকিছুই ও জানে। জেমস গ্রীনের কথা ভাব। ক্যানাডা কী বলেছে মনে নেই—ওকে বোকা বানানো যাবে না।'

'গ্রীনকে নিয়ে চিন্তা কর না। ওর ব্যবস্থা আমি করছি।'

'কী ব্যবস্থা?'

'আপাতত তুমি ভুলে থাক ওটা।'

মুখ বিকৃত করল হার্ভে। উঠে দাঁড়াল, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে দুপ দুপ করে পা ফেলে এগোল দরজার দিকে।

'তুমি ভুলে গেছ কিছু একটা,' পেছন থেকে বলল হালাম।

আবার ভেংচি কাটল হার্ভে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর রঙজ্বলা জিন্সের পকেট থেকে টাকার তোড়া বের করল একটা, ছুঁড়ে দিল ডেস্কের ওপর। হালামের উদ্দেশে একবার তাকাল সে, পরস্পর মিলিত হলো ওদের চোখ, তারপর হার্ভে ভাবলেশহীন চেহারায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজা বন্ধ না করেই বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে স্থাণুর মত চুপ করে বসে রইল হালাম, ভাবছে এর একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে। বিদ্রোহের পূর্বাভাস। হার্ভে কি তলে তলে নিজস্ব কোন মতলব আঁটছে? এতগুলো বছর একসাথে কাটাবার পর কেমন যেন অসম্ভব মনে হয় ব্যাপারটা, বিশেষত চিরকাল যেখানে সাহায্যের জন্য ওর ওপর নির্ভর করে এসেছে হার্ভে। অসম্ভব। হার্ভে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে এটা ভাবা বোধহয় অন্যায় হচ্ছে, মনে মনে বলল হালাম। তবু, ওর সন্দেহ ঘুচল না। মানুষ চিনতে কখনও ভুল হয় না তার—বিশেষ করে ওইসব লোক যারা শত্রুতে পরিণত হতে পারে।

চার

পোশাক পালটে হোটেল কামরা থেকে বেরোবে গ্রীন এমন সময় টোকা পড়ল দরজায়। ঘর আধো-অন্ধকার, বাইরে সবে আলো ফুটতে শুরু করেছে। কপাট খুলল

গ্রীন, দেখল মার্শাল মক দাঁড়িয়ে, মুখ থমথমে।

'বেরোবার জন্য তৈরি?' বলল মার্শাল। 'ভাল। নাস্তা চুলোয়, রান্নাঘরে বসেই খেয়ে নেব আমরা। তারপর একটা জিনিস দেখাব তোমাকে।'

টেবিলের ওপর থেকে গ্রীন ওর টুপি তুলে নিল। দাড়ি কামিয়ে গোসল করেছে ও, ফলে ঝরঝরে বোধ করছে। 'কী জিনিস?' করিডরে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

'দেখতেই পাবে,' সংক্ষেপে জবাব দিল মক। নীচে নামল ওরা, লবি হয়ে গ্রীনকে রান্নাঘরে নিয়ে গেল মার্শাল। কেরোসিনের চুলোর সামনে দাঁড়িয়ে হৃষ্টপুষ্ট গড়নের এক মেক্সিক্যান মহিলা তাওয়ায় ডিম ভাজছিল। ঝট করে গ্রীনের আপাদমস্তক মাপল সে, কালো চোখের তারায় ফুটে উঠল ঘৃণা আর আক্রোশ। 'ব্যাপার কী?' ভাবল গ্রীন, তারপর ধারণা করল নিশ্চয় তরুণ গার্সিয়ার মৃত্যুর খবর জেনেছে মহিলা; এবং সে ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে তাকেই দায়ী করছে এর জন্য।

পেছন দিকের একটা জানালার পাশে পাইন কাঠের একটা টেবিল দখল করল ওরা। গ্রীন বিড়বিড় করে বলল, 'কার্লোসের মৃত্যুর খবর তা হলে জেনে গেছে সবাই।'

'ওর বোন পাদ্রির কাছে লাশ দাবি করে ওর, তারপর আমি ওর সাথে কথা বলেছি,' জানাল মক। প্লেটে করে মহিলা ওদের জন্য বেকন আর ডিমভাজা নিয়ে আসতে আর কথা বাড়াল না সে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ধাক্কা মেরে গ্রীনের প্লেটটা ঠেলে এগিয়ে দিল মহিলা, বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে বিদায় নিল। হাত বাড়িয়ে কাঁটাচামচ তুলে নিল গ্রীন।

'মেক্সটাউনে বোধহয় এখন আর কেউ পছন্দ করবে না আমাকে,' বলল ও। 'কিন্তু এরা কি জানে না ক্যানাডা খুন করেছে ছেলেটাকে?'

'তুমি বা ক্যানাডা, কথা সেই একই। মেয়েটাকে আমি বলেছি তার ভাই একটা স্টেজ ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিল, তবে যেহেতু সে মারা গেছে আমাদের আর কোন বিরোধ নেই ওদের সাথে। মেয়েটা বুঝেছে আমার কথা।'

'হুঁ।

নীরবে নাস্তা সেরে বেরোবার উদ্যোগ করছে ওরা এই সময় মাঝবয়সী এক লোক ঢুকল রান্নাঘরে। বুকের নীচে দশাসই একটা ভুঁড়ি। পরনে গাঢ় রঙের ঢলঢলে প্যান্ট আর সস্তা কোট, মাথায় চ্যাপ্টা শক্ত শোলার টুপি 'মর্নিং, মার্শাল,' বলল লোকটা। 'শুনলাম ঝামেলায় আছ তুমি। গার্সিয়াদের ছেলেটা মারা গেছে গুলিতে, ডিউক রিপ জেলে রয়েছে। ব্যাপার কী? আমি এ পর্যন্ত উড়ো-উড়ো কিছু খবর শুনেছি।'

'আপাতত ওতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাকে,' বলল মক। গ্রীনের দিকে তাকাল সে। 'ইনি ড্রাম ডার্লিং। আর, ড্রাম, এ হচ্ছে জেমস গ্রীন।'

দ্রুত হাত বাড়াল ডার্লিং, জোরে চাপ দিল করমর্দনের সময়ে তীক্ষ্ণ, চতুর দৃষ্টিতে মাপল গ্রীনকে। 'আরেকজন আইনের লোক?' স্মিত হেসে জিজ্ঞেস করল সে। 'ব্যাপার—'

গলা খাঁকারি দিল মক। 'দুঃখিত, ড্রাম, ক্ষমা করতে হবে। আমাদের কাজ আছে বাইরে।'

'দূরে কোথাও?'

'বলতে পার,' জবাব দিয়ে পা বাড়াল মক। ঈষৎ মাথা হেলিয়ে ডার্লিয়ের কাছ থেকে বিদায় নিল গ্রীন, মার্শালকে অনুসরণ করল। শহরবাসীরা জেগে ওঠেনি এখনও, জনশূন্য রাস্তা ধরে টম টেরিলের আস্তাবলের দিকে এগোল ওরা। আগের দিন গ্রীন আর ক্যানভা ওখানেই রেখে এসেছে ওদের ঘোড়া।

কোণের জেনারেল স্টোরটা চোখে পড়ল গ্রীনের। বিরাট সাইনবোর্ডে লেখা: ডার্লিং-স্ মার্কেন্টাইল। 'একই ডার্লিং?'

'একই। হোটেল আর একটা স্যালুনের মালিক। এখানকার ফ্রেটিং ব্যবসাটাও ওর, বেলুরাইডে অফিস। একসময় ফ্রেড হালামের পার্টনার ছিল। একপাল গরুবাছুরসহ এখানে আসে ওরা, তখনও শহর গড়ে ওঠেনি। বাড়ি বলতে কেবলমাত্র টেরিলের আস্তাবলটাই ছিল, স্টেজ ডিপো হিসেবে ব্যবহৃত হত ওটা। তবে ডার্লিং বেশিদিন থাকেনি গরু ব্যবসায় প্রথমে স্যালুন আর দোকানটা খোলে। তারপর যত লোক এসেছে ওরও উন্নতি হয়েছে। সে আমলের কথা টম টেরিল ভাল বলতে পারবে তোমাকে। ও এখানকার সবচেয়ে পুরানো বাসিন্দা-স্টেজ ডিপোটা চালাত।'

অনেকটা জায়গা জুড়ে লিভারি বার্ন। চুনসুরকির দেয়ালে ঘেরা। কাঠের ফটক পেরিয়ে বিরাট ওয়াগন ইয়ার্ডে প্রবেশ করল ওরা। আস্তাবল আর একসার ওয়াগনের পাশ দিয়ে এগোবার সময় ঘোড়ার মলমূত্র আর জিনের চামড়ার কটু গন্ধের ঝাপটা লাগল নাকে। ওভারঅল গায়ে লম্বা-পাতলা স্বাস্থ্যের এক বুড়ো আস্তাবল থেকে বেরিয়ে হাঁক দিল, 'তোমাদের ঘোড়া লাগবে?' লোকটা টম টেরিল।

'লাগবে,' জানাল মক।

হাতছানি দিয়ে দুজনকে ডাকল টেরিল। 'ব্যবস্থা করছি,' বলে ফের ভেতরে ঢুকে গেল সে।

একটা চুনসুরকির চালাঘরে গ্রীনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল মক। দরজা খুলে সরে দাঁড়াল একপাশে। 'দেখে এস একবার,' গম্ভীর সুরে বলল ও। গ্রীন পা রাখল ভেতরে।

ওটা একটা ছুতোরশালা। ওঅর্কবেঞ্চ আর যন্ত্রপাতি রয়েছে একদিকে। আরেক দেয়ালের পাশে শোভা পাচ্ছে নড়বড়ে একটা টেবিল, তার ওপর একটা লাশ শোয়ানো; ঊর্ধ্বাংশ রঙ আর কালিঝুলি মাখা একফালি ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা। ক্যানভাসটা তুলে গ্রীন যখন লাইল ক্যানাডাকে আবিষ্কার করল, তখন কেন যেন মোটেও অবাক হলো না ও।

'আমার শহরে খুন হতেই বোধহয় অ্যাদ্দূর ছুটে এসেছিল টাওস থেকে,' ঝাঁঝের সুরে বলল মার্শাল। 'আমার এসব ভাল লাগছে না, গ্রীন। আগে বলিনি, কিন্তু কাল তোমরা যখন গার্সিয়ার লাশ নিয়ে এলে তখনই ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি আমার। তবে এরকম কিছু ঘটতে পারে আশা করিনি।'

ঝট করে ওর পানে তাকাল গ্রীন। 'পুলিসের লোক হিসেবে এটা তোমার সমস্যা,' বলল। 'গুলি?'

'ছুরি। আজ খুব ভোরে বাইরের দেয়ালের পাশে ওকে আবিষ্কার করেছে টম। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় যে ঘোড়াটা ভাড়া করেছিল ও, সেটা দেখতে পায়নি।'

'কী করেছিল?'

'এখানে এসে টমকে বলে ওর সোরেলটা ক্লান্ত তাই একটা ঘোড়া দরকার। বলেছিল সেজে এক লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। অথচ, নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ তুমি, মাঝরাত থেকে মরে পড়ে আছে, ঘোড়াটা উধাও হয়েছে।'

চালাঘরের ভেতরটা গুমোট; পচা আলকাতরার গন্ধ আসছে। হাড্ডিসার দাড়িভর্তি মুখখানার দিকে চোখ নামাল গ্রীন। বলল, 'সম্ভবত এই ডাকাতির ব্যাপারে আলাপ করতেই কাল রাতে গিয়েছিল কারও কাছে। লোকটা যে-ই হোক, ওর ঘড়ি বন্ধ করে দিয়েছে।' মুখটা ঢেকে দিয়ে ক্ষুব্ধ মার্শালের উদ্দেশে ঘুরল ও। 'সেজের কথা বলছিলে তুমি, কোথায় জায়গাটা?'

'এখান থেকে প্রায় আঠারো মাইল দক্ষিণে, মরুভূমিতে। মাইনিং ক্যাম্প ছিল একসময়। আট-নয় বছর আগে সোনা পাওয়া যায়। যা হয় এসব ক্ষেত্রে, রাতারাতি একটা শহর গজিয়ে ওঠে ওখানে। এক বছর বাদেই সব শেষ। এখন একটা স্যালুন, মুদিখানা আর একটা আস্তাবল আছে। ভাঙাচোরা ঝুপড়ি আছে কয়েকটা। সবগুলোরই মালিক ভার্জিল রীড নামে এক লোক। ওদিকে এখন আর স্টেজ যায় না। গুজব, অর্থের বিনিময়ে ইচ্ছে করলে যে কেউ গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে ওখানে। নিশ্চয় বুঝতে পারছ কেমন হবে জায়গাটা, পশ্চিমে এরকম প্রচুর আছে।' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মক, ঘুরে দাঁড়াল। 'ক্যানাডার কী দরকার ওখানে আমার মগজে ঢুকছে না।'

'সম্ভবত আদপেই ওখানে যায়নি। পাছে ওর অনুপস্থিতি ধরা পড়ে যায় আমাদের কাছে, তাই ধুলো দেয়ার জন্য মিথ্যে কথা বলেছিল টেরিলকে।'

'জানি না, তবে তোমার আন্দাজই মনে হয় ঠিক,' রুক্ষ সুরে বলল মার্শাল। গ্রীনের দিকে তাকাল সে। 'আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, চারজন ছেলে মাতাল হয়ে একটা অন্যায় করেছিল। দুজন তাদের জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে। এবং আরও দুজন লোক অকারণে মারা গেছে এতে। আমি হলে অন্য ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে এখানেই ইতি করতাম মামলার।'

'সেটা সম্ভব না,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল গ্রীন।

'জানি,' ক্লান্ত সুরে বলল মক। 'তোমার কথাই ঠিক ধরে নিলাম, কাল রাতে কারও সাথে দেখা করেছিল ক্যানাডা, এবং বেশি কথা বলতে গিয়ে খুন হয়েছে। কে হতে পারে লোকটা আমরা বোধহয় জানি, তাই না?'

'তার মানে তুমি বলছ ও অ্যাংকরে গিয়েছিল খবর বেচতে।'

'কিন্তু ওরা ওকে খুন করবে কেন?'

কাষ্ঠ হাসি হাসল গ্রীন। 'ক্যানাডাকে চেন তুমি, বেঈমানি করবে না তোমার সাথে এ বিশ্বাস রাখতে পারতে ওর ওপর?'

'না।'

'পেয়ে গেলে তোমার উত্তর,' বলল গ্রীন। 'চল, দেরি হয়ে গেল অনেক।'

সকালের কড়া রোদে শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ের রাস্তা ধরল ওরা। গ্রীন অনুভব করছে সূর্যের তাপ শার্ট ভেদ করে ওর পিঠ পুড়িয়ে দিচ্ছে, ঘাম গড়াচ্ছে বগল থেকে।

জোরকদমে সমতল প্রান্তর পেরিয়ে এল ওরা, তারপর ঘাসঝোপ, পাইন আর জুনিপার বনের ভেতর দিয়ে রাস্তা ওপরে উঠে যেতে ঘোড়া হাঁটিয়ে এগোল।

দুরারোহ একটা খাড়াইয়ের মাথায় উঠে ঘোড়া দুটোকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য একটুক্ষণ থামল ওরা। পেছনে উত্তপ্ত ধু-ধু মরুভূমির দিকে তাকাতে গ্রীনের চোখ ঝলসে গেল। দূরে ডাকিনীর মত উদ্বাহু নৃত্য করছে কমলা-হলুদ তাপতরঙ্গ। গ্রীনের মনে হলো ভিন্ন এক জগতে এসে পড়েছে সে।

আঙুল তুলে বিপরীত দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল মক, উত্তর থেকে দক্ষিণে সরে গেল ওর হাত। 'ওদিকে যতদূর দেখতে পাচ্ছ, পুরোটাই অ্যাংকর রেঞ্জ। এখানে কোন গরুবাছুর দেখতে পাবে না। ওরা এখন পাহাড়ি তৃণভূমিতে রয়েছে, জঙ্গলের কাছাকাছি। অ্যাংকরের লোকজনও ওখানেই থাকবে। কার্ল ওদের সাথে থাকলে কী করব বুঝতে পারছি না আমি। প্রায় তিন দিনের পথ। এত লম্বা সময় বাইরে থাকা সম্ভব না আমার পক্ষে।'

'বাথানে কেউ না থাকতে পারে এখন। গেলেই বোঝা যাবে। আর কদ্দূর?'

'মাইলখানেক। এরপর যে পাহাড়টা পড়বে, তার ওপাশে।'

অ্যাংকরের বাড়িঘর সবে দৃষ্টিসীমায় এসেছে এই সময় ওরা দেখতে পেল গোলাঘর থেকে ক্ষুদ্রকায় একটা মানুষ বেরিয়ে এসে হনহন করে র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকে গেল। 'ওটা হার্ভে স্টেজ, হালামের লাঠি। হালাম আর ডার্লিং যখন প্রথম আসে এখানে স্টেজও ছিল ওদের সাথে। আশ্চর্য, কাউহ্যান্ডদের সঙ্গে আজ ও কাজে যায়নি কেন?' গ্রীনের দিকে অস্বস্তিভরে তাকাল মার্শাল। 'জঙ্গলে সশস্ত্র ডাকাত খুঁজতে হলেও এর চেয়ে বেশি খুশি হতাম আমি।'

'কাজটা সারতেই হবে।'

ওরা যখন বাথানে পৌঁছে হিচ রেইলের সামনে নামল, দরজা খুলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ফ্রেড হালাম, পেছনে তার ফোরম্যান। ধাপের মাথায় থামল হালাম, চকিতে গ্রীনকে একনজর দেখে নিয়ে মকের উদ্দেশে বলল, 'আমাকে তুমি অবাক করলে মার্শাল। তোমার এলাকা ছেড়ে চলে এসেছ দেখছি?'

'তাই,' বলল মক। টুপি খুলে জামার আস্তিনে কপালের ঘাম মুছে আবার টুপিটা বসিয়ে দিল যথাস্থানে। 'কেমন আছ, ফ্রেড, হার্ভে?' গ্রীনের পরিচয় দিতে ঘুরল সে। 'একটা দরকারে এসেছি আমরা; অপ্রীতিকর, কিন্তু গ্রীন যা বলেছে, কাজটা সারতেই হবে।'

'তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না আমি,' রূঢ় গলায় বলল হালাম, গ্রীনের দিকে তাকাল এবার। স্বল্প দূরত্বে কঠিন একজোড়া চোখের মুখোমুখি হলো গ্রীন, জীবনে এরকম নিষ্ঠুর, নির্দয় চেহারা কখনও দেখেনি সে। ইস্পাতের মত কঠিন আর হিমশীতল দুটো চোখ, দৃঢ়বদ্ধ ভাবলেশহীন মুখ। এককথায় দুর্বোধ্য চেহারা, ঝানু জুয়াড়ি কিংবা ভয়ঙ্কর স্বার্থপর মানুষের যেমন থাকে। কৃপণ মানুষ, যে সারাক্ষণ যকের মত আগলে রাখে তার ধন, পাছে একটু বেখেয়াল হলেই কেউ কেড়ে নিয়ে যায়। 'কিছুই না,' আবারও কথাটা বলল হালাম। 'যাই হোক গ্রীন যখন বলছে সারতে হবে, তখন সেরেই ফেল।'

'মানে–' বলল মক, তারপর সরাসরি মূল প্রসঙ্গে চলে এল। অচঞ্চল দৃষ্টিতে

হালামের দিকে তাকিয়ে রইল গ্রীন, প্রতিক্রিয়া দেখার আশায় নজর রাখছে। হার্ভে স্টেজ তার মনিবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, ওর রুক্ষ দৃষ্টি গ্রীনের ওপর স্থির। ভাবান্তর বলতে এটুকুই, মার্শালের কথা শুনতে শুনতে ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠল হালামের মুখ, এবং সে শেষ করার আগেই, তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল অ্যাংকর মালিক।

'কী সব আবোলতাবোল বলছ তুমি! কার্ল ওই ভিখারিগুলোর সঙ্গে মদ খেয়েছে। মানলাম খেয়েছে। ওদেরকে নিয়েই শহর ছাড়ে ও, কিন্তু সেটা ভেড়ার পালে একটু খোঁচা দেয়ার জন্য। ওই ডাকাতি যখন হয় ও তখন এখানে–বাসায়। এখন ওই ডিউক রিপ হতভাগাটা উল্টোপাল্টা কিছু বললেই তো আর সত্যি হয়ে যাচ্ছে না সেটা।'

গম্ভীর গলায় মক বলল, 'কার্লকেই আমরা সেটা জিজ্ঞেস করব। ও কোথায়?'

'আমি আমার উকিলের সাথে কথা না বলা পর্যন্ত ওর দেখা পাবে না তোমরা, এটুকু বলতে পারি। আরেকটা কথা, এখানে আসার কোন অধিকার নেই তোমার।' গ্রীনের উদ্দেশে তীব্র দৃষ্টি হানল হালাম। 'ওরও না।'

'শেরিফ কার্টারের সই করা ওয়ারেন্ট আছে গ্রীনের কাছে। এখানে আসার পথে পরশু বেলুরাইড কোর্টহাউসে থেমে নিয়ে এসেছে। কাজেই তোমার বাসায় এসে বেআইনি কিছুই করিনি আমরা।'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সিঁড়ির পাশে থুতু ফেলল হালাম। 'হাহ্, ওয়ারেন্ট,' বলল। 'ওসব কাগজকে এক কানাকড়িও দাম দিই না আমি। এখন তোমরা ভাগ, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।'

অ্যাংকর মালিক ঘুরে বাসায় ঢুকতে যাবে এমন সময় শান্ত গলায় গ্রীন জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে ক্যানাডা কী বলতে এসেছিল এখানে?'

ধীরে-সুস্থে পেছন ফিরল হালাম, চেহারা নির্লিপ্ত, কিন্তু হার্ভে স্টেজের চোখের পাতা বিস্ময়ে নড়ে গেল সামান্য। হালাম বলল, 'ওই নামে একজন লোককেই চিনি আমি, অনেক কাল আগে কাজ করত আমার এখানে। খুব বেশি কথা বলত, আমার সহ্য হয়নি, পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে বিদায় করে দিয়েছি।'

গ্রীনের উদ্দেশে আরেকবার চ্যালেঞ্জের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাসার ভেতর ঢুকে গেল সে। হার্ভে স্টেজ অনুসরণ করল। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মক, তারপর দুজনেই স্যাডলে চেপে মন্থর গতিতে বেরিয়ে গেল উঠান থেকে। মক বলল, 'অযথা সময় নষ্ট। তবে তোমার অবস্থানটা অন্তত জানতে পেলে তুমি।'

'ইচ্ছা করলে কেয়ামত অবধি ছেলেটাকে লুকিয়ে রাখতে পারে ও,' আপনমনে বলল গ্রীন। 'অথচ কাজটা আমি তাড়াতাড়ি সারতে চাই। পরের চালটা মনে হয় আমাকেই দিতে হবে।'

'মানে?'

'শোরগোল তোলা,' সংক্ষেপে জবাব দিল গ্রীন।

'কীভাবে?'

'প্রথমত, রটিয়ে দেব কার্ল হালামকে আইন খুঁজছে। এ ব্যাপারে তুমি সাহায্য করতে পারবে আমাকে, শহরে। আমি সেজে যাচ্ছি, তোমার সেই প্রাক্তন মাইনিং ক্যাম্পটা ঘুরে-ফিরে দেখব একটু। ঘোঁট পাকাবার জন্য ওটাও একটা ভাল জায়গা।'

শঙ্কার ছায়া ফুটল মকের চেহারায়, মাথা নাড়াল এপাশ-ওপাশ। 'সাবধান, চোখ-কান খোলা রাখবে ওখানে গিয়ে। তোমাকে দেখলেই মনে হয় পুলিসের লোক, ওখানে এমন অনেক লোক আছে যারা পুলিস দেখামাত্র গুলি করতে দ্বিধা করবে না।' গ্রীনের দিকে তাকাল ও, বিরস সুরে যোগ করল, 'অবসর নেয়ার জন্য অন্তত আরও কিছুদিন বাঁচতে চাও তুমি; কি, চাও না? টাওসের ওই কাগজের কথা সত্যি হলে, এটাই তোমার শেষ অ্যাসাইনমেন্ট।'

'আমি বলেছি এই কাজটা সেরে অবসর নেয়ার ইচ্ছে আছে।'

'জাহান্নামে যাও,' তিক্তকণ্ঠে বলল মক। 'তোমার চেয়ে বেশিদিন হলো ব্যাজ ঝোলাচ্ছি আমি, পশ্চিমে বহু জায়গায় মার্শালের দায়িত্ব পালন করেছি। ছবছর আগে একবার সিদ্ধান্ত নিলাম অনেক হয়েছে, আর না। বেলুরাইডে লিভারি স্ট্যাবল খুললাম একটা। মাস দুই যেতে না যেতেই বুঝলাম ব্যবসা হবে না আমার দ্বারা। তাই অকটিওতে এই কাজের প্রস্তাবটা যখন এল, লুফে নিলাম। ঠাণ্ডা মরুশহর, দাঙ্গা-ফ্যাসাদ নেই বললেই হয়, কিন্তু তারাটা ঝোলাতে পেরে আমি খুশি। বিয়ে-থা করিনি, তুমি?'

'না।'

'স্বাভাবিক। আমাদের মত লোকেরা বাঁধা পড়ে না কোথাও। আমরা হয় গুলি খেয়ে মরি, নয়তো এত বুড়ো হয়ে যাই যে কিছু করার শক্তি থাকে না তখন,' দম নিয়ে খেই ধরল মক, 'এই কাজ শেষ হবার পর অবসর নিচ্ছ না তুমি। এখন যা-ই ভাব না কেন; অবসর তুমি নিচ্ছ না। পাগল হয়ে যাবে তা হলে।'

'অবসর নেব,' সংক্ষেপে জবাব দিল গ্রীন, বিরক্ত বোধ করছে কারণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, কীভাবে ওই দিনগুলো কাটাবে সে ব্যাপারে ওর নিজের মনেই যথেষ্ট সংশয় আছে। 'অবসর নেব আমি,' জেদের সুরে পুনরাবৃত্তি করল ও। 'এবার বল, সেজে যাবার পথ কোনটা?'

পাঁচ

দিগন্তে সাবেক মাইনিং ক্যাম্পের বিরাট দালানটার আশপাশে ছোট ছোট ঝুপড়িগুলো যখন প্রথম দেখতে পেল গ্রীন, চোখ ধাঁধানো রোদে ওর মনে হলো মরুভূমির হলুদ তাপ-সমুদ্রে প্রাচীন সেজ শহরটা বুঝি ঝকমক করছে। ভাঙাচোরা মলিন ঝুপড়িগুলোর দিকে এগিয়ে গেল ও, লক্ষ করল মূল দালানের সামনে হিচ রেইলে কোন ঘোড়া বাঁধা নেই। আশপাশে কোথাও বিন্দুমাত্র প্রাণচাঞ্চল্যের আভাস পেল না সে।

কোণের গোলাঘরটার পেছনের দেয়াল ভাঙা, রোদ্র বৃষ্টিতে দুপাশের কাঠের দেয়ালে পচন ধরেছে। আস্তাবলের অবস্থাও শোচনীয়। একধারে পানির গামলা রাখা একটা, শুকিয়ে খটখট করছে হাড়ের মত। গ্রীন যখন ভেতরে ঢুকে মাটিতে নামল বোটকা গন্ধে বমির ভাব হলো ওর।

ঝাপসা চোখের কৃশকায় এক লোক পেছন থেকে এগিয়ে আসতে গ্রীন তার

ঘোড়ার লাগামটা ধরিয়ে দিল ওর হাতে, পানি আর কিছু শস্যদানা দিতে বলল ওকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ভার্জিল রীডকে কোথায় পাব?'

'স্যালুনে,' জানাল অসল্যার, অনাবশ্যক ব্যগ্রতা প্রকাশ পেল কণ্ঠে।

গ্রীন ঘুরে ওপাশের কাঠের দোতলা বাড়িটার দিকে তাকাল। আড়ষ্ট হয়েছিল পা দুটো, বার কয়েক ঝাড়া দিয়ে স্বাভাবিক করল রক্ত চলাচল জিরিয়ে নিচ্ছে কারণ ও জানে না ওখানে কেমন অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছে ওর জন্য। অবশেষে একসময় রাস্তা পেরোতে শুরু করল গ্রীন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওপর-নীচ জরিপ করছে বাড়িটার। দোতলার একটা জানালার ধারে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো সে, ভেবে পেল না কোন্ দুঃখে কিছু কিছু মানুষ এরকম শ্রীহীন জায়গায় তাদের জীবন কাটাতে আসে। ভাবলেশহীন মুখে লোকটা ঝুঁকে ওর দিকে তাকাতে গ্রীন লক্ষ্য করল ওর চোয়ালের হাড় দুটো একটু বেশিমাত্রায় চওড়া, চামড়া ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এক কানের লতি চুলকাল লোকটা, বিদ্বেষের হাসি হাসল, সরে গেল আড়ালে।

সন্দেহজনক ব্যাপার। ভুরু কুঁচকে, স্যালুনে ঢুকল গ্রীন। দোরগোড়ায় থেমে চারপাশে নজর বোলাল। একপাশে বিধ্বস্তপ্রায় পুরানো একটা বার। ঘুরে ওটার পেছনে চলে গেল এক লোক, হাঁটার সময় ঈষৎ খোঁড়াচ্ছে। প্রতি পদে মেঝেতে শব্দ তুলছে ওর ছড়িটা। শেষপ্রান্তের দেয়ালে কয়েকটা তাক। কিছু টিনজাত খাবার, আলু, পেঁয়াজ, শালগম আর মটরশুঁটি রাখা। বারটেন্ডার ইতিমধ্যে তার দেহের ভর রেখেছে একটা উঁচু টুলে; নধর দেহ, পরনে নোংরা কাপড়চোপড়, মাথাভর্তি পাকা বাবরি চুলের জট। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লাল লাল শিরাগুলো। ভারি লাঠি-সদৃশ ছড়িটা বারের ওপর রাখল সে, পোড় খাওয়া দৃষ্টিতে জরিপ করল গ্রীনকে।

'হুইস্কি?'

মাথা ঝাঁকাল গ্রীন, লক্ষ করল কাউন্টারের নীচ থেকে বোতল আর গ্লাস বের করছে অপরজন। হাত বাড়িয়ে ওগুলো কাছে টেনে নিল সে, গ্লাসে ঢেলে পান করল নির্জলা হুইস্কি, কটু ঝাঁঝে জিভ পুড়ে যেতে মুখ বিকৃত করল। 'তুমি ভার্জিল রীড?' জিজ্ঞেস করল গ্রীন।

'ওই নামটাই ব্যবহার করছি আমি।'

'কাল রাতে লাইল ক্যানাডা এসেছিল?'

ঝুলকালি মাখা জানালাটার দিকে রীড তার তিক্ত দৃষ্টি ফেরাল 'কবরের মত নীরব ছিল ক্যাম্পটা। তারপর তুমি এলে, একজন অচেনা লোক, আমার কাছে মনে হলো আবার যেন সেইসব দিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। অহরহ লোক আসছে যাচ্ছে, চোখের নিমেষে ভেঙে ফেলছে দালানকোঠা। জনাকীর্ণ রাস্তায় বন্ধুদের গাল দিচ্ছে মানুষ। যখন তখন গুলি হচ্ছে, কিন্তু কেউ আমল দিচ্ছে না তাতে। চিৎকার, হৈ-হুল্লোড়, তারপর মাতাল মানুষগুলো ঢলে পড়ছে বেশ্যার কোলে।'

বারের ওপর সজোরে ছড়িটা কয়েকবার আছড়াল রীড। 'তখনকার দিনে কেউ কাউকে চিনত না, কিন্তু সেজন্য প্রশ্ন করত না কোন। সবকিছুই ছিল জ্যান্ত, আমিও। তারপর একটি শ্যাফটে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেললাম আমি, খোঁড়া হয়ে গেলাম জীবনের মত।'

ছড়িটা তুলল ও, আবার আছড়াল বারে। দেহের ভর বদল করল গ্রীন, অস্বস্তি

বোধ করছে। উদ্ভট আচরণ লোকটার, লুকোচুরি খেলছে। বাধ্য হয়ে এবার সরাসরি বলল ও, 'আমি কার্ল হালামকে খুঁজছি। ওকে দেখেছ?'

'হালামের কাজ কর তুমি?'

'না। তবে আইন ছেলেটাকে খুঁজছে। ধরিয়ে দিতে পারলে ইনাম আছে। তুমি বরং ছড়িয়ে দাও খবরটা কারও কিছু জানা থাকলে, তাকে বলবে অকটিওতে মার্শাল মকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।'

মুখ দিয়ে অবজ্ঞার ঢঙে বিজাতীয় একটা শব্দ করল রীড, তারপর বিরাট ঘরটার পেছনের অংশে অবস্থিত সিঁড়ির দিকে চোখ পড়তে ফিক করে হেসে ফেলল আচমকা, দুই সারি কালো কালো ভাঙা দাঁত বেরিয়ে পড়ল। কয়েক জোড়া বুটের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল সিঁড়িতে; একটু বাদে একজন লোক আবির্ভূত হলো, ঠিক পেছনেই আরেকজন।

গ্রীন লক্ষ্য করল প্রথমজন সেই থ্যাবড়া চোয়ালের লোকটা, কিছুক্ষণ আগে দোতলার একটা জানালা থেকে একগাল হাসি উপহার দিয়েছিল ওকে। দ্বিতীয়জনের মুখটা লালচে, তাগড়া শরীর, চলাফেরায় হামবড়াই ভাব রয়েছে। দুজনেই নিরস্ত্র, খেয়াল করল সে।

ওদের উদ্দেশে ঘুরল রীড, চেহারায় উত্তেজনার ছাপ। 'তোমরা মদ খাচ্ছিলে?' জিজ্ঞেস করল।

'হাচের কথা জানি না, তবে আমি দুঢোক খেয়েছি,' জবাব দিল থ্যাবড়া-চোয়াল, হাসি দুকান ছুঁয়েছে। 'আমার এই বন্ধুকে দাও এক পেগ,' গ্রীনের দিকে থুতনি ঝাঁকিয়ে যোগ করল।

সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল গ্রীনের মন, বলল, 'থাক, লাগবে না, ধন্যবাদ।' আরও ঘনীভূত হলো ওর সন্দেহ যখন লাল-মুখ হাচ বলল যাত্রার ঢঙে, 'আমাদের চেহারা ওর পছন্দ হচ্ছে না, ফ্লিন্ট। জাহান্নামে যাক শালা।'

'আমারও পছন্দ হয়নি ওকে, সে কথাই যদি বল,' আচমকা বিদ্বেষে হিসহিস করে উঠল ফ্লিন্টের গলা। 'দেখলেই মনে হয় কোন বেয়াড়া শেরিফ।'

গ্রীন অনুভব করল সে ফাঁদে পড়েছে, এবং ব্যাপারটা পুরোপুরি সাজানো। ফ্লিন্টের চোখে কুমতলবের আভাস পেল ও; নিরুপায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, খাচ্ছি।'

'না, খাবে না–' আপত্তি জানাল ফ্লিন্ট। কিন্তু গ্রীন ততক্ষণে ভরে ফেলেছে ওর গ্লাস। ওটা উঁচু করল সে, আবার কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর ভেতরের তরল পদার্থটুকু ছুঁড়ে দিল ফ্লিন্টের চোখে-মুখে।

চমকে উঠল ফ্লিন্ট, পিছিয়ে গেল। হাচ খিস্তি করল, ক্ষিপ্তভাবে লাফ দিল গ্রীনের দিকে। চকিতে একপাশে সরে গেল গ্রীন, মদের বোতল দিয়ে বাড়ি মারল হাচের মাথায়। বেমক্কা আঘাতে টলে উঠল দুর্বৃত্ত, ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু।

ব্যান্ডানা দিয়ে চোখ মুছে পিটপিট করে গ্রীনের দিকে তাকাল দীর্ঘদেহী ফ্লিন্ট, রাগে হাত আর কাঁধের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে। বারে পিঠ ঠেকিয়ে ওদের পরবর্তী হামলার অপেক্ষায় রইল গ্রীন। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল হাচ, এক হাতে চেপে ধরে আছে মাথা। খুকখুক করে কাশল ও, থুতু ফেলল, ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বুকে চাপড় মেরে

বলল, 'ধোলাই খাওয়ার শখ হয়েছে মনে হয়।'

দাঁত কেলিয়ে হাসল ফ্লিন্ট, তেড়ে এল। আচমকা পেছন থেকে হাত বাড়াল ভার্জিল রীড; গ্রীন কিছু বুঝে ওঠার আগেই শক্ত বেষ্টনীতে পেঁচিয়ে ধরল ওর গলা। 'এইবার!' চিৎকার করল রীড, দুহাত আঁকড়ে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বাঁকা করে ফেলেছে গ্রীনের ঘাড়, কব্জির হাড় ক্রমশ চেপে বসছে থুতনির নীচে।

বারের ওপর ধনুকের মত বাঁকা হয়ে আছে গ্রীনের পিঠ, অনুভব করছে ওর উন্মুক্ত পেটে দমাদম ঘুসি মারছে ফ্লিন্ট। এরপর হাচ যোগ দিল ফ্লিন্টের সঙ্গে, দুজনে মিলে অনবরত আঘাত করতে লাগল ওর শরীর আর মুখে। চোয়াল চেপে নরকযন্ত্রণা সহ্য করল গ্রীন, চোখে সর্ষের ফুল দেখছে। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে কোমর সামান্য উঁচু করল ও, হাত উঠিয়ে চেপে ধরল রীডের দুই কব্জি; শুনতে পেল খিস্তি করছে রীড, বলছে, 'তাড়াতাড়ি কর! বেশিক্ষণ এভাবে ধরে রাখতে পারব না আমি। শালার শরীরে ষাঁড়ের শক্তি।'

'এখনই শেষ করছি,' গরগর করে উঠল ফ্লিন্ট, বুট দিয়ে সজোরে আঘাত করল গ্রীনের দুই উরুর সংযোগস্থলে। নিমেষে তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল ওর শরীরে, অসুস্থ বোধ করল। এবার মরিয়া হয়ে উঠল গ্রীন, রীডের কব্জি চেপে ধরে আচমকা লাফিয়ে আগে বাড়ল, ডিগবাজি দিল। বারের পেছন থেকে শূন্যে উঠে গেল রীড, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। ব্যথায় চিৎকার করল সে, কোকাতে লাগল।

হাচ আর ফ্লিন্ট এগিয়ে আসছিল আবার, দুপাশ থেকে; দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথার খিঁচুনি সহ্য করল গ্রীন, এক হাঁটুতে ভর রেখে লাফিয়ে পড়ল হাচের পায়ের ওপর, হ্যাঁচকা টান মারল। সশব্দে আছাড় খেল হাচ, কাঠের মেঝে থেকে ধুলো উড়ল। তড়াক করে ওর বুকের ওপর চেপে বসল গ্রীন, দুবার ঘুসি মারল মুখে, চুলের গোছা ধরে সর্বশক্তিতে মাথা ঠুকে দিল মেঝেতে। ওর দেহের ভারে ছটফট করছিল হাচ, এবার অসাড় হয়ে গেল।

তক্ষুণি গড়িয়ে সরে গেল গ্রীন, কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল, দেখল বার থেকে রীডের ছড়িটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছে ফ্লিন্ট।

ছড়ির চেয়ে মুগুরের সঙ্গেই ওটার আত্মীয়তা বেশি। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের কব্জির মত মোটা, একপ্রান্তে গোলাকার একটা মুকুট রয়েছে। সংঘর্ষ হলে ওই মুকুট অনায়াসে যে কোন লোকের মাথার খুলি বা হাত গুঁড়িয়ে দিতে পারবে। হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে এল ফ্লিন্ট, নিশ্বাসের তালে তালে ভরাট বুক ওঠানামা করছে, মুকুট ধরে লাঠি খেলার ভঙ্গিতে ছড়িটা ধীরগতিতে ঘোরাচ্ছে। পিছিয়ে গেল গ্রীন, এ অবস্থায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে সরাসরি মোকাবেলা করা নির্বুদ্ধিতার শামিল, তাই পিস্তলের শরণ নিল। হোলস্টার থেকে প্রায় বের করে এনেছে ওটা, এমন সময় খেঁকিয়ে উঠল রীড, 'বের কর–আমি তোমার হাঁটু উড়িয়ে দেব!'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বারের পেছনে চলে গেছে শয়তান বুড়ো, একটা দোনলা কাটাবন্দুক হাতে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গ্রীনের পানে।

'ওকে ধর, ফ্লিন্ট,' বলল রীড। 'কিন্তু খুন করবে না।'

ফ্লিন্ট ব্যবধান কমিয়ে আনতে কামরার আরেক প্রান্তে সরে গেল গ্রীন খিড়কিপথে বেরোনোর সুযোগ রয়েছে একটা, দেখতে পেল ও। একবার এখান থেকে

বেরোতে পারলে পিস্তল ব্যবহারে আর কোন বাধা থাকবে না ওর, পালিয়ে যেতে পারবে প্রাণ নিয়ে। কিন্তু ওর জেদ আর অকুতোভয় সাহস পালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত করল ওকে।

আর এক কদম পিছু হটল সে, একটা চেয়ারের পিঠ স্পর্শ করল ওর কোমর। ঝট করে চেয়ারটা টেনে সামনে আনল গ্রীন। ফ্লিন্ট ওর মাথা লক্ষ্য করে সবেগে ছড়ি ঘোরাতেই চেয়ার তুলে আঘাতটা মাঝপথে ঠেকিয়ে দিল। আচমকা বাধা পাওয়ায় ছড়িটা খসে পড়ল ফ্লিন্টের হাত থেকে, সুযোগ বুঝে চেয়ারটা ওর দিকে ছুঁড়ে দিল গ্রীন, তেড়ে গেল।

ফ্লিন্টের মুখে প্রচণ্ড একটা ঘুসি হাঁকাল ও, চোয়ালের হাড়ে পিছলে বেরিয়ে গেল মুঠি। ফ্লিন্ট পাল্টা ঘুসি হানল কয়েকটা, কিন্তু গ্রীনের চেয়ে হাতে-পায়ে লম্বা বলে ওর অধিকাংশই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, গ্রীন একরকম সেঁটে গেল ওর গায়ের সাথে; ঝটপট আরও দুটো ঘুসি ঝাড়ল পেটে ওই আঘাতে দীর্ঘদেহীর দম বন্ধ হয়ে এল, পিছিয়ে গেল এলোমেলো পায়ে, গ্রীন ধাওয়া করল ওকে। লাফিয়ে উঠে ফ্লিন্টের নাকের বাঁশিতে আঘাত করল ও, তারপর সংক্ষিপ্ত অথচ শক্তিশালী কয়েকটা ঘুসি মারল চোয়াল লক্ষ্য করে, বুঝতে পারছে প্রতিপক্ষ কাহিল হয়ে পড়েছে। ফ্লিন্টের রক্তাক্ত মুখে আরও দুবার আঘাত হানল সে, তারপর ওকে ধরাশায়ী করতে হাত উঠিয়েছে এই সময় অকস্মাৎ কিছু একটা আছড়ে পড়ল ওর খুলিতে। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় মাথা ঘুরে উঠল গ্রীনের, চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গেল সবকিছু।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে হাচ বুঝতে পেরেছিল কী ঘটতে যাচ্ছে, ভারি ছড়িটা তুলে নেয় সে, গ্রীনের মাথার পেছনে আঘাত করে ওটা দিয়ে।

আবার যখন চেতনা ফিরে পেল গ্রীন তখন অনুভব করল ওর সারা শরীরে অজস্রধারায় ঘুসিবৃষ্টি হচ্ছে। অনবরত ওকে ঘুসি মারছে ফ্লিন্ট, আর পেছন থেকে ওর দুই হাত মাটিতে চেপে ধরেছে হাচ। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে গেল গ্রীনের দেহ, ভীষণ দুর্বল বোধ করল সে। রক্ত বেরোচ্ছে নাক-মুখ থেকে, চিবুক গড়িয়ে নীচে নামছে। মুক্ত হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল ও, কিন্তু মনে হলো সমস্ত শক্তি যেন ফুরিয়ে গেছে। ক্ষীণ, দূরাগতভাবে রীডকে বলতে শুনল ও, 'ঠিক আছে, ওতেই হবে। হাচ, জনকে ডেকে বল ওর ঘোড়া আনতে। আমার মনে হয় ঢের শিক্ষা হয়েছে ওর।'

'হ্যাঁ, আচ্ছা ধোলাই দিয়েছি,' সদম্ভে বলল ফ্লিন্ট। 'আমার গায়ে হাত তোলার উচিত সাজা।'

মাথা ঝিমঝিম করছিল গ্রীনের, ঝাঁকিয়ে অসাড় ভাবটা দূর করল সে, চোখ মেলে দেখল ফ্লিন্টের রক্তাক্ত মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে। ভার্জিল রীডের দিকে তাকাল ও, তারপর মুহূর্তের জন্য আবার নিস্তেজ হয়ে পড়ল। শুনতে পেল রীড বলছে, 'এক্ষুণি ভাগ, গ্রীন। ওই ঘোড়ায় উঠে আর থামবে না। তোমার চেহারা দেখতে চাই না আমরা।'

বাইরে থেকে হাঁক দিল হাচ, মাতালের মত টলতে টলতে গ্রীন এগোল দরজা অভিমুখে। রোদে চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওর। তারপর হাচ ওর ঘোড়াটা ধরে রয়েছে দেখে সেদিকে এগোল। এক হাতে স্যাডলহর্ন এবং অন্যটা দিয়ে কেশর ধরে পা রাখল রেকাবে দুবার পিছলে গেল ওটা, দ্বিতীয়বার স্রেফ মাথা ঘুরে উঠতে শূন্যে

ঝুলে রইল ও। তারপর অতিকষ্টে চড়ে বসল স্যাডলে, লাগাম গুছিয়ে নিয়ে রওনা হলো ধীরে ধীরে।

ক্যাম্পটা যখন দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেল রাশ টেনে নামল গ্রীন। খোলা হাওয়ায় মাথা অনেক পরিষ্কার হয়ে এসেছে এখন। স্যাডলব্যাগ থেকে ক্যান্টিনটা বের করল সে। ঠাণ্ডা হয়েছিল মোটা ক্যানভাসের পাত্রটা, ওর হাত জুড়িয়ে গেল। ছিপি খুলে এক ঢোক পানি খেল ও, কুলি করল ভাল করে। তারপর ব্যান্ডানা ভিজিয়ে ঘষে মুখ আর ঘাড় মুছল। ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে মুখ, আরাম পেল ভেজা কাপড়ের ছোঁয়ায়। আরেক ঢোক পানি খেল গ্রীন, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পরিষ্কার মাথায় নিবিষ্ট মনে ভাবল ওর পরবর্তী কর্মপন্থা। ঘাড় ফিরিয়ে যখন দেখল কেউ নেই পেছনে, আবার স্যাডলে চেপে একসার ভাঙাচোরা বেলেপাথরের টিবির দিকে এগোল। ওই টিবিগুলোর পাশ দিয়ে সরু একটা মেঠোপথ চলে গেছে ক্যাম্পের দিকে।

বালুময় ঢাল ধরে একটা গভীর গিরিখাতে নেমে গেল গ্রীন; খাতটা এত গভীর যে খুব সহজেই একজন অশ্বারোহী লুকিয়ে চলাফেরা করতে পারবে। যখন সে বুঝতে পারল প্রয়োজনীয় দূরত্ব অতিক্রম করেছে, নেমে মাটিতে লাগামের খুঁটাটা পুঁতে দিল। গিরিখাতের খাড়াই বেয়ে কিনার অবধি উঠে গেল গ্রীন, সন্তর্পণে মাথা জাগিয়ে নীচের ধসে পড়া ঝুপড়ি আর দালানগুলো জরিপ করল। গরম বাতাসের ভাপ লাগল ওর চোখে-মুখে, অনুভব করল সূর্যকিরণে পিঠ পুড়ে যাচ্ছে। একজনের কাশির আওয়াজ শুনতে পেল ও; একটু বাদেই দেখা গেল অসল্যারকে, ধীর পদক্ষেপে আস্তাবলে যাচ্ছে।

এরপর আর কোনওরকম কর্মব্যস্ততা বা লোকজনের সাড়াশব্দ মিলল না নীচে। গ্রীন অনুমান করল ফ্লিন্ট আর হাচ এখনও স্যালুনেই আছে। নিজের পিস্তলটা পরখ করল সে, সাবধানে ঢাল গড়িয়ে নেমে গেল ক্যাম্পে, দৌড়ে গা ঢাকা দিল একটা ঝুপড়ির আড়ালে, তারপর সেখান থেকে একই কায়দায় আরও কয়েকটা কুটির পেরিয়ে স্যালুনের ঠিক পেছনেই শৌচাগারের কাছে এসে থামল। গরম আর দুর্গন্ধ মিলেমিশে দম আটকে এল গ্রীনের, কিন্তু একটা অট্টহাসির আওয়াজ পেয়ে ঝট করে বসে পড়ল ঝোপঝাড়ের ভেতরে। স্যালুনের খিড়কি দোর খুলে বেরিয়ে এল হাচ, মুখে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি। ঘুরে জোর গলায় হেঁকে উঠল সে, 'ফ্লিন্ট ওপরে হাত-মুখ ধুতে ধুতে আমি আরেকটা কাজ সেরে ফেলছি। তুমি বরং আরও কিছুটা পনির আর শুকনো মাংস বের কর, ভার্জ। যে একখানা ধকল গেল, খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে আমার।'

দরজা খোলা রেখেই শৌচাগার অভিমুখে হাঁটা দিল ও। পিস্তল বের করল গ্রীন, উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে সমস্ত স্নায়ু। বেলে মাটিতে হাচের বুটের থপথপ শব্দ শুনতে পাচ্ছে। চট করে শৌচাগারের কোনা ঘুরে সামনে চলে এল গ্রীন। হাচ তখন গোড়ালি অবধি প্যান্ট নামিয়ে বসতে যাচ্ছিল, গ্রীনকে দেখে কপালে উঠল চোখ, চেঁচাবার জন্য মুখ হাঁ করল। পিস্তলের নল দিয়ে ওর চাঁদিতে বাড়ি মারল গ্রীন, জ্ঞান হারাল গাট্টাগোট্টা লোকটা, উলঙ্গ অবস্থায় নেতিয়ে পড়ল শৌচাগারের আসনে

গ্রীন আন্দাজ করল কিছুক্ষণ ওভাবেই থাকবে ও, অন্তত কাজটা সারা পর্যন্ত। দৌড়ে মাঝের দূরত্বটুকু অতিক্রম করল গ্রীন, খোলা দরজার পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখল বারের পেছনে বসে আছে ভার্জিল রীড, দৃষ্টি সামনের নোংরা জানালার দিকে

নির্বন্ধ। ভেতরে পা রাখল গ্রীন, বারের কাছাকাছি চলে এসেছে এমন সময় পাঁই করে রীড তার ধূসর মাথাটা ঘোরাল, মুখ চালু হলো কথা বলার জন্য।

তারপর গ্রীনকে যখন চিনতে পারল ও কেবল ঘোঁৎ করে একটা শব্দ বেরোল, হাত চলে গেল বারের নীচে।

গ্রীন ওর পিস্তলটা নাচাল। বিড়বিড় করে বলল, 'চোখের সামনে রাখ, রীড, দুটোই। বারের ওপর। ছড়ি আছড়ে সংকেত দেয়ার চেষ্টাও করবে না।'

'এতে কী লাভ হবে তোমার বুঝতে পারছি না,' ক্রুদ্ধ স্বরে বলল রীড।

'প্রথমত, তৃপ্তি।' বারের পেছনে চলে এল গ্রীন, কাটাবন্দুকটা তুলে নিল তাক থেকে। অস্ত্রটা বাঁকিয়ে ভেতরের কার্তুজ দুটো বের করে নিল ও, তারপর ওগুলো পকেটে ফেলে বন্দুকটা রেখে দিল আগের জায়গায়। এবার কাউন্টার ঘুরে রীডের সামনে এসে দাঁড়াল, ফোলা চোখ দুটো জ্বলছে অদ্ভুতভাবে।

'ফ্লিন্ট নীচে না আসা পর্যন্ত একদম চুপ থাকবে, বোঝা গেছে?'

চোখ কোঁচকাল রীড। 'খুন করতে চাও ওকে?'

'খুন করতে ফিরে আসিনি আমি, শুধু চোখের সামনে দেখতে চাই সবাইকে।'

'প্রতিশোধের ব্যাপার না হলে কেউই খুন করতে চায় না। অবশ্যি তাই বলে সবসময় না। বেশির ভাগ খুনখারাপিই হয় মুহূর্তের রাগে। ভাল, হাসিখুশি একটা মানুষ, কারও সাতে-পাঁচে নেই। তারপর হঠাৎই একটা কিছু গোলমাল হয়ে যায়। কোন ফালতু কথা, কিংবা হয়তো কোন মেয়েছেলের ব্যাপার থাকে। এই ক্যাম্পটা যখন জমে উঠছে, অধিকাংশ সময় এমনটাই হত। তারপর লড়াই, হাতাহাতি না; খুব কম লোকই জানে ওটা; পিস্তল অথবা ছুরি, মার নয়তো মর। যোগ্য লোকই জিতবে এরকম কোন কথা নেই।'

সময় চুরি করছে রীড, ভাবল গ্রীন।

'এত কথা কীসের?' জানতে চাইল একটা গলা। সিঁড়িতে দুপদাপ শব্দ তুলল এক জোড়া বুট। 'বুঝলে, এখন বেশ আরাম বোধ করছি আমি! পিস্তলটা আবার ঝোলাতে পেরে ভাল লাগছে। ভেবেছিলে আমরা ওকে গুলি করব, না, ভার্জ? সে-জন্যেই ওপরে রেখে আসতে বলেছিলে অস্ত্র? হা, হা!'

সিঁড়িতে দেখা গেল ফ্লিন্টকে। বলছে, 'এখন পেটে খানিকটা মাল আর কিছু দানা পড়লেই তাজা হয়ে যাব আবার। তখন সুবিধে করতে পারব মেয়েছেলের সঙ্গে। ভার্জ, এখানে তোমার গোটা দুয়েক মেয়েছেলে রাখা উচিত, তবে না শরীরটা ঠিকঠাক—'

গ্রীনকে চিনতে পেরে থমকে দাঁড়াল ও। মৃদু গলায় বলল, 'বাহ্!' লম্বা একটা শ্বাস টানল ফ্লিন্ট। 'সাহস আছে মানতে হবে। ও কী চায়, ভার্জ?'

'বলেনি।'

'একটু আগে আস্ত অবস্থায় বেরিয়ে গেছিল এখান থেকে। এখনকার কথা বলতে পারি না। কী ব্যাপার, গ্রীন? কী চাই তোমার?'

'রীড়কে বলেইছি—তৃপ্তি। কিংবা বলতে পার আমার চিহ্ন রেখে যেতে চাই, অনেক বাচ্চাছেলে যেমন গাছের গায়ে নিজের নাম খোদাই করে। এবার তোমার গানবেল্টটা ফেলে দিয়ে ওই দেয়ালের কাছে যাও।'

'নিশ্চয়ই,' বলেই পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল ফ্লিন্ট।

ফ্লিন্টের পিস্তল গর্জে ওঠার এক সেকেন্ড আগে গ্রীন ওর অস্ত্রের ট্রিগার টিপল। বুকে ভারি বুলেটের ধাক্কা লেগে লাটুর মত একপাক ঘুরে গেল ফ্লিন্ট, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল কাঠের মেঝেতে। ওর গুলি নিশানার অনেক দূর দিয়ে চলে গেছে। তিক্ত সুরে খিস্তি করল রীড।

'না, তুমি কেন এখানে খুন করতে ফিরে আসবে!'

'দেখেইছ তুমি, কে আগে ড্র করেছে।'

'অবশ্যই। কিন্তু তুমি ফিরে না এলে কিছুই ঘটত না।'

'ও আর হাচ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়লেও ঘটত না,' গ্রীন বলল কর্কশ সুরে। 'নাও, এবার তুমি এদিকে এসে কোণের ওই টেবিলটায় চুপ করে বস।'

'তোমার মতলবটা কী?'

'দেখতেই পাবে, বুড়ো খোকা। কই, এস!'

'হাচের ব্যবস্থাও মনে হয় করে ফেলেছ আগেই,' বিড়বিড় করে বলল রীড, ছড়িতে ভর দিয়ে মুখ বিকৃত করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল বারের পেছন থেকে। 'তবে পার পাবে না তুমি, মনে রেখ।' চেয়ারে বসে হিংস্র দৃষ্টিতে গ্রীনের দিকে তাকাল ও। 'আইনের লোক হলেই যা খুশি তাই করা যায় না।'

'হালাম বুঝি তাই বলেছে তোমাকে?' মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইল রীড, বলল না কিছু। 'আমি পুলিসের লোক না,' খেই ধরল গ্রীন। 'একজন মুখচেনা আসামীর সঙ্গে বসে ড্রিংক করতে বাধবে না আমার। তোমার ব্যাপারটা কী, বুড়ো খোকা? দাগী চোর-বাটপারকে আশ্রয় দিয়ে পয়সা কামাও না তুমি? যদিও এখানে ওই টাকা-পয়সা তোমার কোন কাজেই আসবে না।' উপহাসের ভঙ্গিতে মুখ বাঁকিয়ে এগিয়ে গিয়ে ফ্লিন্টের পিস্তলটা তুলে নিল গ্রীন, আড়চোখে দেখল ভূলুণ্ঠিত লাশটাকে। 'অন্যখানেও না,' বিদ্রূপের সুরে বলল।

'প্রত্যেক মানুষেরই বাঁচার অধিকার আছে,' মিনমিন করে বলল রীড। 'আইনের কবল থেকে লুকিয়ে থাকারও—যদি সেটাই চায় সে।'

'আরও অনেক কিছুরই অধিকার আছে। বিশেষ করে তার সাথে যদি অন্যায় করা হয়ে থাকে।'

ঘুরে পিস্তলটা ছুঁড়ে মারল গ্রীন, সামনের জানালার কাচ ভেঙে বাইরে গিয়ে পড়ল সেটা। বারের পেছনে গিয়ে হাতের কাছে যতগুলো মদের বোতল পেল শটগানের ব্যারেল দিয়ে সব গুঁড়িয়ে দিল ও। তরল হুইস্কি সহস্র ধারায় ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে, ওর কাপড়চোপড়ে ছিটা লাগল।

এবার বারের ওপর ওর ভারি শরীরটা চাপাল গ্রীন, দেবে যাচ্ছে অনুভব করে দোল খেতে শুরু করল। মেহনত করতে হলো একটু, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোটা জিনিসটাই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল সামান্য ধুলোর মেঘ উড়িয়ে। নির্বিকার দৃষ্টিতে ওর কার্যকলাপ লক্ষ করতে লাগল রীড। আরও কিছু ক্ষতিসাধন করা যায় কিনা দেখতে চারপাশে নজর বোলাল গ্রীন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাগ পড়ে এসেছে ওর, ফলে অন্য এক অনুভূতি জাগল মনে: পুরো ব্যাপারটাই ছেলেমি হয়ে যাচ্ছে, অথচ তার বোঝা উচিত এখন সে আর ছোটটি নেই। বিরক্তির সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকাল ও, রূঢ় স্বরে

বলল, 'হালামের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিয়ো। ওর ইশারাতেই তো হয়েছে সব, তাই না?'

রীভের মুখের মানচিত্র বদলে গেছে, ভেজা-ভেজা চোখ দুটো সংকুচিত; প্রখর, স্থির

'আবার যখন হালাম আসবে তোমার কাছে, তাকে বলবে আমার সঙ্গে যেন লাগতে না আসে,' বলে বেরিয়ে গেল গ্রীন। মাইনিং ক্যাম্পে তার যেজন্য আসা তা সফল হয়েছে।

ছয়

উৎফুল্ল মনে অকটিলোতে ফিরে যাচ্ছে গ্রীন, ভাবছে সেজের ঘটনাবলী যখন জানতে পারবে তখন কেমন হবে হালামের চেহারা। মাইলখানেক চলে এসেছে, চকিতে আরেকটা কথা খেয়াল হলো কার্ল গার্সিয়াদের শীপ র‍্যাঞ্চে লুকিয়ে থাকা বিচিত্র না। কার্লোস মৃত, ডিউক রিপ হাজতে—ফলে বাসাটা এখন ওর কাছে নিরাপদ মনে হওয়াই সঙ্গত।

হ্যাট ব্রিমের নীচ থেকে চোখ কুঁচকে সূর্যের দিকে তাকাল গ্রীন, অনুমান করল এখন বেলা দুটো হবে। ওর পেছনে, পশ্চিমে, অসংখ্য পাহাড়; হালামের অ্যাংকর র‍্যাঞ্চ ওই পর্বতমালার গোড়ায় অবস্থিত। সামনে দিগন্তবিসারী উত্তপ্ত মরুভূমি, রোদে পুড়ছে। কমলা-হলুদ আলোয় উদাসী রূপ ধরে আছে বন্ধুর প্রান্তর। এখানে-সেখানে সেজ, কিওসোট আর ক্যাকটাসের ঝোপ। সূর্যের অবস্থান বিচার করে পথ নির্ণয় করল গ্রীন দক্ষিণপুবে বাঁক নিল, ভাবছে, এ পথে গন্তব্যের কতটা কাছে পৌঁছাতে পারবে ও, নাকি হারিয়ে যাবে মরুভূমিতে।

আরেকটু হলেই ভুল রাস্তায় চলে গিয়েছিল সে। দুই ঘণ্টা বাদে, ক্লান্ত দেহে দীর্ঘ একটা খাড়াই বেয়ে খাঁজ বরাবর ঘোড়া হাঁটিয়ে উঠছে ও, হঠাৎ চোখের কোণে বাঁ দিকে সবুজে ঘেরা ঝরনাটা দেখতে পেল। ঘোড়া ঘুরিয়ে ওদিকে এগোল গ্রীন; এক মিনিট পর বাসা আর নড়বড়ে কোরালটা চোখে পড়ল, কিন্তু এতদূর থেকে বোঝা সম্ভব হলো না কাছেপিঠে আর কেউ আছে কিনা।

তাড়াহুড়ো করল না ও, কোন প্রয়োজন নেই তার। জানোয়ারটা যখন পানির গন্ধ পেল তখন আপনআপনি মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে জোরকদমে ছুটতে শুরু করল। মিনিট কয়েক পর ঝোপঝাড় ভেঙে ঝরনায় পৌঁছে গেল সে, মুখ ডোবাল অগভীর পানিতে। গ্রীনেরও তেষ্টা পেয়েছিল, পিছলে নামল স্যাডল থেকে।

উইলো ঝোপের ছায়ায় ঠাণ্ডা পানি খেয়ে প্রাণ জুড়িয়ে গেল ওর। যখন খাওয়া শেষ হলো ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় হ্যাট চাপাল, তারপর আগের দিন যে খাড়াইয়ের কিনার থেকে বাথানটা প্রথমে চোখে পড়েছিল সেটার পানে তাকাল। বেশ ঝরঝরে বোধ করছে ও।

ঘোড়ার দিকে ঘাড় ফেরাল গ্রীন। দেখল ঝরনার পাড়ে ঘেসো জমিতে মহানন্দে

চরছে জানোয়ারটা। এবার পানি ভেঙে অপর পাড়ে চলে গেল সে, উইলো ঝোপের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে জরিপ করল দালানটা। কেউ নেই ধারেকাছে, কোরালটাও শূন্য। ছাতের ওপর আগের দিন কয়েকটা আগ্নেয়াস্ত্র ছুঁড়ে ফেলেছিল মনে পড়তে সিদ্ধান্ত নিল আজ সেগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে শহরে, মার্শালের দফতরে জমা দেবে। বাসার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে ও, হঠাৎ বিকট শব্দে গর্জে উঠল একটা রাইফেল।

ভোমরার গুঞ্জন তুলে ওর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট, চোয়ালের হাড়ে তপ্ত সীসার ছ্যাকা লাগল। পেছন দিকে, ঝোপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রীন, প্রাণপণ প্রয়াস পেল রাইফেলের আওতা থেকে সরে যাবার। পরমুহূর্তে আরও দুটো গুলি ছুটে এল। এবার কাছ থেকে। খুউব কাছে। একদিনে দুই-দুবার ফাঁদে পা দেয়ায় নিজেকে গাল দিল ও। দীর্ঘ পদক্ষেপে মাত্র চার কদমে ঝরনা অতিক্রম করল সে, ঝোপঝাড় আর ছড়ানো-ছিটানো বোল্ডারের মাঝ দিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেল পাহাড়ের ওপাশে, খাড়াই বেয়ে উঠে এল খাঁজের মাথায়।

ঢালের গায়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল গ্রীন, হাঁপাচ্ছে, কিনার থেকে সাবধানে মাথা জাগিয়ে দেখল দালানের একপাশে একটা বাকবোর্ড রাখা। অনুমান করল, যে লোকই গুলি ছুঁড়ে থাকুক ওর উদ্দেশে সে ওটার পেছনে লুকিয়ে আছে।

গ্রীন ওর পিস্তলটা বের করে দৌড়ে নেমে গেল ঢাল বেয়ে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল বাড়ির দিকে। পাটাতনের ওপর ভাঁজ করা কম্বল আর কিছু কাপড়চোপড় পড়ে আছে লক্ষ্য করে, নোনা ধরা দেয়াল আর বাকবোর্ডের মাঝামাঝি জায়গায় গুঁড়ি মেরে বসে পড়ল। ছাতের ওপর যেসব অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ে ফেলেছিল দেখেই সেগুলো চিনতে পেরেছে ও।

বাকবোর্ডের ছটফটে ঘোড়াগুলোকে পাশ কাটিয়ে দালানের কোণে চলে গেল সে। পরক্ষণে শ্যামলা একটা অবয়ব আচমকা এসে পড়ল ওর সামনে, ঠোকাঠুকি হলো ওদের। তারপর গ্রীন অনুভব করল একজন ক্রুদ্ধ মহিলার গায়ে হাত পড়ে গেছে তার।

ঘন কালো দীর্ঘ এক গোছা চুল দেখতে পেল সে, লম্বাটে শ্যামবর্ণ মুখের দুপাশ দিয়ে নেমে গেছে। চোখ দুটো ডাগর কালো; টানা টানা ভ্রূ, লম্বা পাপড়ি। গ্রীনকে চিনতে পেরে তীব্র আক্রোশে শ্যামাঙ্গিনীর পুরু ঠোঁটজোড়া উল্টে গেল। 'আমি খুন করব তোমাকে; সত্যিই খুন করব একদিন, আমার ভাইকে মেরেছ তুমি।' ছুরির মত ধার ওর ঘৃণায়। 'খুনী! তুমি মেরেছ ওকে, তুমি!'

মেয়েটাকে একপাশে সরিয়ে ওর হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নেয়ার সময় ওই সুডৌল পেলব শরীরের নীচে কাঠিন্যের আভাস পেল গ্রীন। ওর নিজের মুখ শক্ত হয়ে আছে। 'মার্শাল মকের সঙ্গে কথা হয়েছে তোমার। পাদ্রির সাথে আলাপ করেছ। নিশ্চয় শুনেছ লাইল ক্যানাডা খুন করেছে তোমার ভাইকে।'

'তুমি বা অন্য কেউ—একই কথা।' হিসহিস করে উঠল শ্যামাঙ্গিনী। 'এখানে কেন এসেছ। কী চাই তোমার?'

'কার্ল হালামের খোঁজে,' জবাব দিল গ্রীন, এখন ছেড়ে দিয়েছে মেয়েটাকে উদ্ধত বনবেড়ালির মত মাথা ঝাঁকিয়ে এক কদম পিছিয়ে গেল সে, দৃষ্টিতে আগুন

'যাতে ওকেও খুন করতে পার!' ঘৃণায় ভরে আছে শ্যামাঙ্গিনীর চোখ, তবু সকৌতূহলে গ্রীনের মুখখানা জরিপ করছে। 'মারামারি করেছ তুমি। কোথায়?'

ইতস্তত করল গ্রীন, চোয়ালে বুলেটের হাত বোলাল। 'তোমার টিপ ভাল না, মিস গার্সিয়া। আর ইঞ্চি দুয়েক হলেই খুন হয়ে যেতাম আমি। কিন্তু আমি ভাবছি আমাকে তুমি চিনলে কীভাবে? কোন নিরীহ লোক মারা পড়তে পারত।'

'মার্শালের সাথে দেখেছি তোমাকে,' ঘৃণার সুরে বলল মারিয়া। 'তোমার ঘোড়া দেখেছি, ওই বিরাট স্টীলডাস্টটা। যাই হোক, তোমাকে অবশ্যি খুন করতে চাইনি আমি। ভাইকে কবর দিয়ে ওর জিনিসপত্র নিতে এসেছিলাম এখানে। তোমাকে দেখে সামলাতে পারিনি রাগ।'

চলে যাবার জন্য আধপাক ঘুরল মেয়েটা, হঠাৎ করেই যেন ওর শ্যামল সৌন্দর্যে বেদনা আর হতাশার ছায়া ঘনিয়েছে। পাশ থেকে ওর শরীরের বাঁধুনি লক্ষ্য করল গ্রীন, বিচিত্র অনুভূতি হলো হৃদয়ে। ঘটনাবহুল চল্লিশটা বসন্ত পাড়ি দিয়েছে সে। এই দীর্ঘ সময়ে কোন মেয়েই রেখাপাত করতে পারেনি ওর মনে, কিন্তু আজ প্রথম দর্শনেই শ্যামাঙ্গিনীর আদর সেই ঊষর অন্তরকে ছুঁয়ে গেছে। ভেতরে ভেতরে ভীষণ আশ্চর্য হলো গ্রীন।

লম্বা একটা শ্বাস টানতে আন্দোলিত হলো মারিয়ার ভরাট বুক। গ্রীনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী হলো বলছ না, কোথায় মারামারি করেছ?'

'ভার্জিল রীডের স্যালুনে, সেজে।'

'ওই শয়তান বুড়োটা! কিন্তু ওর সাথে লড়োনি তুমি। অন্য কেউ ছিল।' মারিয়ার চোখ জ্বলে উঠল। 'কার্ল হালামের খোঁজে গেছিলে, না? ভেবেছিলে ওখানে যাবে সে?'

'এখন আর ভাবছি না। তবে তুমি বোধহয় বলতে পারবে কোথায় পাওয়া যাবে ওকে।'

নিদারুণ ঘৃণায় শ্যামাঙ্গিনীর ঠোঁট বেঁকে গেল। 'বলব না।'

'তা হলে আমি ধরে নিচ্ছি তুমি হালামদের বন্ধু, ওদের পক্ষে আছ।'

'হালামদের!' ক্ষিপ্ত সুরে মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠল। 'ভাবছ ফ্রেড হালামের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে, যেখানে সে কখনও শান্তিতে থাকতে দেয়নি আমাদের? আমার প্রেমিককে খুন করেছে লবণ হ্রদে? যে লবণ ঈশ্বর সবার ব্যবহারের জন্যই দিয়েছেন। ফ্রেড হালামকে আমি খুন করতে পারি!'

ওর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকাল গ্রীন। শান্ত সুরে বলল, 'আমি জানতাম না।'

উদ্ধত ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকাল মারিয়া। 'গ্রিংগোরা যেমন হয়, তুমি একটা বোকা।'

হাসি চাপতে পারল না গ্রীন। 'ঠিক আছে, তবে সব গ্রিংগোকেই এক রকম ভেব না। আমরা সবাই বোকা না, তুমি জানো। যাই হোক, অতীতে এখানে কী হয়েছে আমি জানি না, কাজেই আমাকে দোষারোপ করার মানে হয় না কোনও। তুমি বলছ ফ্রেড হালামকে তুমি ঘৃণা কর। আমার ধারণা ওর ছেলে কোথায় লুকিয়ে আছে তুমি জানো, কিন্তু বলতে চাইছ না। কেন?'

'ওখানেই তো তফাত,' থমথমে মুখে জবাব দিল মারিয়া।

ওর পানে ঝুঁকল গ্রীন, তখনও চোখ হাসছিল, নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী তফাত?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল মারিয়ার মুখ, আচমকা সজোরে চড় মারল ওর গালে, তারপর গ্রীবা বাঁকিয়ে পিছিয়ে গেল বনবেড়ালির মত।

'আমাকে শিশু মনে কর না। কচিখুকী নই আমি। শিগগিরই বুড়ি হয়ে যাব, সবসময় এই কাপড় থাকবে গায়ে'—ঊরু ঢাকা কাল স্কার্টের ওপর চাপড় মারল মারিয়া—'শোকে।'

নিজেকে গুটিয়ে নিল গ্রীন। 'ঠিক আছে, ভুলে যাও।' বাকবোর্ডের পাটাতনটা দেখাল ও। 'অস্ত্রগুলো তুমি নামিয়েছ?'

সহজ হয়ে এল শ্যামাঙ্গিনী।—'কেন নয়? পুরুষরা খুব অগোছাল হয় বাচ্চাছেলের মত। সব জায়গায় খুঁজেছি আমি, তারপর মই বেয়ে ছতে উঠে পেয়েছি ওগুলো। কম্বল আর কাপড়চোপড় আমি নিচ্ছি, নয়তো অন্য কেউ এসে নিয়ে যাবে।'

গ্রীনকে পাশ কাটিয়ে গর্বিত ভঙ্গিমায় বাকবোর্ডের আসনে উঠে বসল মেয়েটা, লাগাম তুলে নিল। তারপর এক মুহূর্ত বসে রইল নীরব হয়ে, চিন্তিত চেহারা 'খাওয়া-দাওয়া করছ কোথায়?'

আচমকা কথাগুলো বলল ও। সহানুভূতি বা বিদ্বেষ, কোন প্রতিক্রিয়াই প্রকাশ পেল না।

'কেন; যেখানে উঠেছি সেখানেই খাচ্ছি, হোটেলে,' গ্রীন জবাব দিল বিস্মিত হয়েছে।

নাক সিটকাল মারিয়া, এখন অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। 'আজ রাতে আমার সঙ্গে খাবে—আমার ক্যান্টিনায়।'

'মেক্সটাউনে আমার যাওয়া বোধহয় পছন্দ করবে না ওখানকার কেউ,' গ্রীন জানাল।

'মেক্সটাউন!' ঝাঁঝ ফুটে উঠল শ্যামাঙ্গিনীর গলায়। 'দুশো বছর ধরে এদেশে বাস করছি আমরা, অথচ তোমাদের গ্রিংগোদের চোখে এখনও মেক্সিক্যান রয়ে গেছি; হয়তো ভাল ইংরেজি বলতে পারি না, কিন্তু—'

'থাম!' মুচকি হেসে বাধা দিল গ্রীন। 'আমি যদ্দূর জানি ওই "গ্রিংগো" শব্দটা খুউব প্রশংসার না। তুমি আমাদের মানুষ মনে কর না, কর কি?'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মারিয়া। 'তফাত সবখানেই আছে।'

আবার ওর দিকে জ্বলন্ত চাহনি হানল মেয়েটা, ওর কালো চোখের তারায় গ্রীন তপ্ত সূর্যালোকের ঝিলিক দেখতে পেল। ক্ষিপ্ত বুনো দৃষ্টি, তবে এখন সহানুভূতিও ফুটে উঠেছে। ওর উদ্দেশে অনাবিল হাসি হাসল গ্রীন, মুহূর্তের জন্য মিলিত হলো চার চোখ। মারিয়া বলল, 'সন্ধ্যে সাতটায় আমার ক্যান্টিনাতে।' তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে বাকবোর্ডসহ হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার আড়ালে।

ওর গমনপথের দিকে চেয়ে রইল গ্রীন। তারপর একসময় ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, ঝরনার দিকে ফিরে রওনা হলো ওর ঘোড়ার কাছে। গ্রীনের মনে হচ্ছে এখনও যেন মেয়েটার নরম শরীরের ছোঁয়া লেগে আছে তার বাহুতে।

'বহু পদ্ধতির পয়লা চাল এটা,' গ্রীন বলল। অবসন্ন দেহে মার্শাল মকের দফতরে বসে আছে ও। পাইন টেবিল ডেস্কের ওপাশ থেকে ওর কথা শুনছে মার্শাল। 'আচ্ছা মত

ধোলাই দাও কোন লোককে, পালিয়ে যাবে সে। তারপর ঘুষ দিয়ে কেনার চেষ্টা কর। এতেও যদি কাজ না হয়—মেরে ফেল ওকে।'

'তুমি ঠিক জানো এটা হালামের চক্রান্ত?'

'নয়তো আর আবার কে? হালাম আঁচ করেছিল আমি হয়তো সেজে যাব—গিয়েছিলাম। রীডের চ্যালা আমাকে আমার নাম ধরে ডেকেছে। অথচ ওদের আমি নাম বলিনি। তার মানে নিশ্চয় ফ্রেড হালামের কাছে শুনেছে।'

ওপর নীচ মাথা ঝাঁকাল মার্শাল। 'হুম্,' বলল সে। 'আমি বলছি না হালাম চক্রান্ত করেনি, কিন্তু আমার ধারণা সাদা চোখে যা দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা বোধহয় তার চেয়ে ঘোলা। তবে,' মৃদু হেসে যোগ করল মক, 'রীডের স্যালুনে তুমি সত্যিই ঝড় তুলেছ। ওদিককার আরেকটা ক্লেইম থেকে দুই ছোকরা আসছিল সেজের ভেতর দিয়ে। ড্রিংক করতে ওখানে থেমেছিল ওরা—পায়নি। একটা হুইস্কির বোতলও আস্ত নেই। বুটহিলে ফ্লিন্টকে কবর দিচ্ছিল হাচ। ভার্জিল বসেছিল তখনও ধ্বংস্তূপের মাঝে। ওই ছেলে দুটোকে শেষ পর্যন্ত গলা ভেজাবার জন্য অ্যাদ্দূর আসতে হয়েছে। তোমার নিশানা তুমি ভালমতই গেড়ে রেখে এসেছ ওখানে।'

'তবে সেজন্য আমি কিন্তু মোটেও গর্বিত বোধ করছি না।' জানালার দিকে তাকাল গ্রীন, শেষ বিকেলের আলোয় লাল দেখাচ্ছে শার্সি। উঠে দাঁড়াল ও। 'এখানে নাপিত কোথায় পাব? দাড়িটা কামানো দরকার, তারপর গোসল করব।'

'রাস্তার ওপাশে চারটে বাড়ি পরে। আমার ধারণা ছিল কাল রাতে হোটেলে গোসল করেছ তুমি?'

'করেছিলাম, তবে আজ আবার করব।' রহস্যময় হাসি ফুটল গ্রীনের ক্ষতবিক্ষত মুখে। 'রাতে খাওয়ার দাওয়াত আছে। মিস গার্সিয়া। ওদের পুরানো শীপ ক্যাম্পে দেখা হয়েছে আমাদের। কার্ল হালামের খোঁজে গিয়েছিলাম আমি, আর ও কার্লোসের কম্বল আর কাপড়চোপড় আনতে। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে নিশ্চয়।'

'তা আর বলতে,' মৃদু গলায় ফোড়ন কাটল মক, অবাক হয়েছে। 'তোমাকে যে গুলি করেনি এটাই অবাক কাণ্ড।'

'মহিলা বেশ বিবেচক।' একগাল হাসল গ্রীন। 'কার্লোসকে মনে হয় পছন্দ করে মেয়েটা। আমার বিশ্বাস ও জানে কোথায় লুকিয়ে আছে সে। আজ রাতে হয়তো আমি জানতে পারব কিছু। ওর ক্যান্টিনটা কোন দিকে?'

মক জানাল। 'কার্লকে পছন্দ করলেও, ওর বাপকে কিন্তু করে না। ওরা যখন ভেড়া পালত তখন ফ্রেড খুব জ্বালিয়েছে ওদের। মারিয়ার বিয়ের হপ্তাখানেক আগে ওর হবু স্বামীকে খুন করে সে, কিংবা তার লোকেরা।'

'বলেছে আমাকে।' দরজা খুলে রাস্তার এপাশ-ওপাশ দেখল গ্রীন। 'কাল সকালে এ ব্যাপারে আলাপ করতে হবে আমাদের, বলা যায় না, নতুন কোন তথ্য জানা যেতে পারে এতে। তোমার কয়েদির খবর কী?'

'ঘুমাচ্ছে পড়ে পড়ে। খায় দুজন লোকের সমান। শোন, উইলি আবার দোকান বন্ধ করে দেবে, তুমি দাড়িটা কামিয়ে ফেল গিয়ে।'

'যাচ্ছি,' বলে বাইরে পা রাখল গ্রীন।

'ভদ্র মানুষ,' আপনা থেকেই কথাটা মনে হলো পিপার মকের; 'খুব ভাল।' উঠে

দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল মার্শাল, ভাবছে অল্পক্ষণের মধ্যেই ডিউক রিপের খাবার নিয়ে এসে পড়বে ওর সহকারী। তারপর হোটেলে গিয়ে নিজের খাওয়া সেরে রাস্তায় কিছু সময় পায়চারি করবে ও। কোথাও কোন ঝামেলা নেই, কারও প্রয়োজন হবে না তাকে। কাজেই পুরানো দিনের লোকজনের সঙ্গে আড্ডা মারতে এরপর সে হোটেলের বারান্দায় যাবে এবং একসময় শুয়ে পড়বে গিয়ে ওর দোতলা ঘরে।

পুরানো আমলের সঙ্গে তুলনা করলে এখনকার জীবন ওর নিরানন্দ মনে হয়। তখন বিপদের আশঙ্কায় সর্বদা সজাগ থাকতে হত একজন মার্শালকে, রাখতে হত নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা।

আপনমনে হাসল মক, তারপর দেখতে পেল রাস্তা ধরে বাকবোর্ডটা সোজা এগিয়ে আসছে ওর পানে। ঘর্মাক্ত ঘোড়াগুলোর পিঠ চকচক করছে গোধূলি আলোয়।

জেলখানার সামনে বাকবোর্ড থামাল মারিয়া গার্সিয়া। মার্শালকে দেখে জোর করে হাসল, চেহারায় ক্লান্ত গাম্ভীর্যের ছাপ। মক এগিয়ে গেল ওর পাশে, বলল, 'মারিয়া, কেমন আছ? এইমাত্র ফিরে এসেছে জেমস গ্রীন। বলল তোমার সঙ্গে শীপ র‍্যাঞ্চে দেখা হয়েছে ওর।'

সন্দেহের ছায়া ঘনাল মারিয়ার চোখে। রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'আর কী বলেছে?'

'কিছু না।' মক ভাবল লাবণ্য আছে মেয়েটার, আর সেই চঞ্চলা কিশোরীটি নেই ও, কিন্তু বখে যায়নি তাই বলে, বিশের কোঠায় পা দিলে বেশির ভাগই যেমন যায়।

পেছনে ঝুঁকে অস্ত্রগুলো দেখাল মারিয়া। 'ডিউক রিপের জিনিস।'

রাইফেল, গানবেল্ট আর পিস্তলটা তুলে নিল মার্শাল। 'ধন্যবাদ, মারিয়া। আমার মনে হয় না, আপাতত কিছুদিন এগুলো কোনও কাজে আসবে ওর।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল মারিয়ার চোয়াল। 'সি, বুঝতে পেরেছি।'

লাগাম গুছিয়ে রওনা হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে পড়ন্ত রোদে দুজন অশ্বারোহীকে দেখতে পেল মারিয়া। ফ্রেড হালাম আর হার্ভে স্টেজ। ওর পানে তাকাল ওরা, কোনওরকম ভাবান্তর ঘটল না চেহারায়; সেও সমান তালে ওদের চোখে চোখ রাখল, দৃষ্টিতে সীমাহীন আক্রোশ। পিপার মকের উদ্দেশে থুতনি ঝাঁকাল হালাম, পরিচিতদের প্রতি অ্যাংকর মালিকের অভিবাদন জানানোর রীতি। পাশ কাটিয়ে চলে গেল দুই ঘোড়সওয়ার। তিক্ত সুরে মারিয়া বলল, 'ওই স্টেজ! ও একটা খুনী। ভর করে আছে হালামের ওপর। আর হালাম ওর ওপর, বোধহয়—ঠিক জানি না।'

'চমৎকার কৌশল।'

'এসব মানুষকে বুঝতে পারি আমি,' বলল মারিয়া। তারপর মৃদু হেসে বিদায় নিল বাকবোর্ড ছুটিয়ে।

রাস্তার কোণে যেখানে ডার্লিং মার্কেন্টাইলের হিচ রেইলে নিজেদের ঘোড়া বাঁধছিল হালাম আর হার্ভে, ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকাল মক। দেখল হনহন করে ভেতরে ঢুকে গেল ওরা। ওদের আগমন অবাক করেছে মার্শালকে। শহরে ওরা কেউ বিশেষ আসে না। বছরে চার-পাঁচবার ক্যানসাস সিটিতে ফুর্তি করতে যায় হালাম। রটনা, ওখানে তার এক রক্ষিতা আছে। স্টেজ অবশ্য এই অর্থে নীরস—মদ, মেয়েছেলে কোনটাতেই ওর তেমন আকর্ষণ নেই। এখন ওরা ওদের সাবেক পার্টনার,

ড্রাম ডার্লিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সত্যি, তামাক বা ওই জাতীয় কোনকিছু কেনার জন্য আসতেই পারে ওরা, কিন্তু কেন যেন মক বিশ্বাস করতে পারছে না ব্যাপারটা তাই। অ্যাংকর থেকে ওদের এত দূরে আসার কারণ একটাই: ডার্লিংয়ের সাথে দেখা করা। মার্শাল সন্দিগ্ধমনা লোক, আন্দাজ করতে চেষ্টা করল ওদের আলাপের বিষয়বস্তু কী হতে পারে।

সাত

হ্যলাম আর হার্ভে স্টেজ মালপত্রে ঠাসা বিভিন্ন কাউন্টারের মাঝ দিয়ে পথ করে, পেছনে ডার্লিংয়ের অফিস-ঘরের দিকে এগোল। কেরানি অপেক্ষা করতে বলেছিল ওদের, কিন্তু হ্যলাম মাথা নেড়ে আপত্তি করায় চুপ করে গেল সে। ডার্লিংকে তার রোলটপ ডেস্কে বসে থাকতে দেখল ওরা, ছোট্ট একটা হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় হিসেবখাতা পরীক্ষা করছিল। অতিথি দুজন প্রবেশ করতে মুখ তুলে তাকাল সে, চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে ব্রাস-রিমের চশমাটা নামাল চোখ থেকে, তারপর মুখে জোর করে হাসি টেনে বলল, 'কী সৌভাগ্য! তোমরা হঠাৎ?'

ওদের আকস্মিক আগমনে অস্বস্তি বোধ করছে ডার্লিং, এটা বুঝতে পেরে হ্যলাম মজা পেল। 'তোমার দোকান বন্ধের সময় হয়েছে না?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আর মিনিট পনেরো। শেষবেলার খদ্দেরদের আমি হারাতে চাই না।' পালা করে হ্যলাম আর স্টেজের মুখ জরিপ করল ডার্লিং। 'তোমাদের খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে।'

'তার কারণ ঘটেছে,' তিক্ত সুরে জবাব দিল হার্ভে স্টেজ। 'আমি হলে কেরানীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে সামনের দরজাটা বন্ধ করে দিতাম।'

ঘোঁৎ করে সম্মতিসূচক শব্দ করল ডার্লিং, উঠে পা টেনে টেনে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে। 'ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি আমরা,' বলল হ্যলাম, হাসছে দাঁত বের করে। বাঁঝের সঙ্গে স্টেজ জানাল এতে আমোদ পাবার কিছুই নেই।

দায়সারাভাবে কাঁধ ঝাঁকাল হ্যলাম। সেই দিনটির কথা মনে পড়ে গেছে ওর যেদিন ড্রাম তার বেতো ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ে গিয়ে ওকে খবর দেয়, লিউ ড্রেক শহরে এসেছে। ভবঘুরেরা যেমন হয়, নিঃস্ব অবস্থায় শহরে এসেছিল লিউ, তারপর ডার্লিংয়ের সাইনবোর্ড দেখে দোকানে ঢোকে।

প্রায় বিশ বছর আগে একটা আর্মি পে রোল লুট করেছিল ওরা, তবু ওকে দেখামাত্র চিনতে পারে ডার্লিং। একগাল হেসে লিউ জানায় ওর বখরার টাকা টেকেনি বেশিদিন. এখন নিশ্চয় একজন পুরানো বন্ধুর কাছে কিছু ধার আশা করতে পারে সে। এরকম ইঙ্গিতও দেয় ও, নিজের অবস্থা যখন, মনে হয়, ফিরিয়ে ফেলেছে ডার্লিং, সবাই সম্মান করে তাকে. কেউ জানে না তার অতীতের ইতিহাস, তখন শ-খানেক ডলার দিতে এমন কিছু আপত্তি হবার কথা নয় ওর।

'পাব না জেনেও, একশোটা ডলার ওকে দিতে হয়েছে আমার,' ক্ষিপ্ত সুরে বলেছিল ডার্লিং 'পাশেই আমার স্যালুনে গিয়ে ঢোকে ব্যাটা। সারা রাত ঘুমাতে

পারিনি, কেবলই মনে হয়েছে নেশার ঝোঁকে সব ফাঁস করে দিল। তারপর কাল রাতে এসে আরও একশো দাবি করেছে রীতিমত দাবি করেছে! স্রেফ ব্ল্যাকমেইল। আমাকে বলল, স্যালুনে কার কাছে নাকি ও শুনেছে তোমরা দুজনও এদিকে আছ। তাই ঠিক করেছে আগামী দু-এক দিনের ভেতরেই অ্যাংকরে আসবে সে, একটু খোশগল্প করবে তার পুরানো বন্ধুদের সাথে। তাই ভাবলাম, তোমাকে আগেভাগে সাবধান করে দিই।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পালা করে হালাম আর হার্ভে স্টেজের দিকে তাকিয়েছিল ড্রাম। 'তোমরা হয়তো একটা ব্যবস্থা করতে পারবে ওর।'

এখন নিচু স্বরে মুচকি হাসল হালাম। 'ব্যবস্থা' বলতে ড্রাম কী বুঝিয়েছিল সেইদিনই বুঝতে পেরেছিল সে। খুনোখুনির ব্যাপারটা আবার ড্রামের ধাতে সয় না, যদিও টাকাটা ভোগ করতে পারে নির্দ্বিধায়।

দোকান বন্ধ করে ডার্লিং ফিরে আসতে ওর দিকে তাকাল হালাম। অভিযোগের সুরে দোকানি বলল, 'আশা করি লিউয়ের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই আমার বিশ্বাস তোমরা ওর একটা কিছু ব্যবস্থা করেছ '

'কোদাল দিয়ে ব্যবস্থা করেছি,' হার্ভে স্টেজ নির্বিকার

'বর্ণনা দেয়ার দরকার নেই,' মুখ বিকৃত করল ডার্লিং। 'শুনতে চাই না আমি।'

'বটে,' বলল স্টেজ, তারপর আচমকা হাসল–নেকড়ের হাসি। ড্রামকে কখনোই দুচোখে দেখতে পারে না সে, এমনকী যখন সে ওদের সমস্ত অপকর্মের দোসর ছিল তখনও পারত না। তাই ইচ্ছা করে ওকে চটিয়ে মজা করতে চাইল হার্ভে। 'ছয়ফুট মাটির নীচে কবর দেয়ার সময়ও ওই কোদালটাই ব্যবহার করেছি।'

অস্থিরভাবে ডার্লিং তার ঠোঁট ভেজাল। 'ব্যাপারটা যদি লিউয়ের না হয়, তা হলে কেন খামোকা এখানে এসে একজন বুড়োমানুষকে চিন্তার মধ্যে ফেলছ তোমরা?' জানতে চাইল সে। 'লিউ আসার আগে পর্যন্ত ব্যাপারটা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু এখন–নিজের ছায়া দেখলেও চমকে উঠি। সবসময় মনে হয় কেউ অনুসরণ করছে আমাকে। ওই জেমস গ্রীনকে দেখে আমার সেরকম অনুভূতি হয়েছে। এখন শুনতে পাচ্ছি, কার্লকে খুঁজছে সে।'

'ব্যাপারটা তা হলে জানো তুমি?' হালাম অবাক

'শহরের সবাই জানে–মক তার ব্যবস্থা পাকা করেছে। ভাল কথা, তোমরা শুনেছ কিছু, জেমস গ্রীনের কী দশা হয়েছে সেজে?'

সাগ্রহে সামনে ঝুঁকল হালাম; প্রত্যাশিত খবরটা জানতে চায়। 'কী?'

'আজ সকালে তোমার ওখান থেকে ফেরার পথে মাইনিং ক্যাম্পে যায় ও। সম্ভবত কার্লের খোঁজে গেছিল, ঠিক জানি না।

'যাই হোক, রীডের স্যালুনে যে লোক দুটো থাকে, তারা মারধর করে ওকে, তারপর ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে বলে এই তল্লাট ছেড়ে চলে যেতে–আর কখনও যেন ফিরে না আসে।'

মন খুলে একচোট হাসল হালাম 'তাই?'

'তাই,' গোমড়া মুখে জবাব দিল ডার্লিং 'কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে যায় ও, খুন করে ওদের একজনকে–নাম ফ্লিন্ট–ডুয়েলে, তারপর রীডের স্যালুন লণ্ডভণ্ড করে চলে আসে।'

হালাম তার চেয়ারে নড়েচড়ে বসল, ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে। ও নিশ্চিত ছিল গ্রীনকে এমন ধোলাই দেয়া হবে যে এখানে থাকার ব্যাপারে আগুপিছু চিন্তা করবে সে। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছে যা ভেবেছিল ও, লোকটা তার চেয়ে কঠিন। চিন্তিত হলো হালাম, তবে বাইরে তা প্রকাশ করল না।

'কার্লের খোঁজ জানো?' কর্কশ সুরে জানতে চাইল ফ্রেড।

'সেই যে মাতলামি করছিল শহরে এসে, তার পর আর দেখিনি। আশ্চর্য, আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। মানে, ছেলেটা মদ খাওয়ার ব্যাপারটা আরকী। কথা বলার জন্য ডাকলাম রাস্তায়, অথচ ও মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল। ভাল ছেলে ছিল কার্ল, ভদ্র। হঠাৎ এমন বদলে গেল কেন?'

'লিউয়ের সাথে আলাপ হয়েছে ওর, সব জানে,' থমথমে গলায় জবাব দিল হার্ভে স্টেজ।

ফ্যালফ্যাল করে একটুক্ষণ স্টেজের দিকে তাকিয়ে রইল ডার্লিং, তারপর কথাটা ওর মগজে ঢুকতে রক্তশূন্য হয়ে গেল মুখ। 'মানে লিউ ওকে বলে দিয়েছে আমাদের কীর্তিকলাপ।'

'তাই।'

'আচ্ছা, এটাই তা হলে পাগল করে তুলেছে ওকে,' মৃদু সুরে বলল ডার্লিং, অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হালামের দিকে। 'তোমাকে ভীষণ বিশ্বাস করত ও, ফেরেশতার মত জানত। তারপর এখন জানতে পেরেছে তোমার আসল চেহারা–'

'তুমিও ছিলে এতে,' রুক্ষ স্বরে মনে করিয়ে দিল হালাম। 'এভাবেই তুমি বড়লোক হয়েছ, ব্যবসার টাকা পেয়েছ।'

'ঠিক। কিন্তু ওই পাট চুকে গেছে অনেক আগেই। কার্ল হয় পালিয়ে বেড়াচ্ছে, নয়তো লুকিয়ে আছে কোথাও। তাই না? এখন যদি গ্রীন ধরতে পারে ওকে, তখন কী হবে?'

'সব বলে দেবে ও,' স্টেজ বলল রূঢ় স্বরে। 'আর তা হলেই ফেঁসে যাব আমরা।'

নড়েচড়ে বসল ডার্লিং, অস্বস্তি বোধ করছে। 'আমার ভাল ঠেকছে না এটা। আমরা আর্মির লোককে খুন করেছিলাম–এখনও ব্যাপারটা ফাঁসিতে ঝোলাতে পারে আমাদের, কিংবা বিশ বছরের জেল।' উঠে দাঁড়াল ড্রাম, প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করল কামরার এমাথা-ওমাথা। 'অনেক সাধনা করে আমি ব্যবসা গড়ে তুলেছি, এখন ওই ছোকরার জন্য সব রসাতলে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও–ভাবতেই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।'

'জাহান্নামে যাক তোমার ব্যবসা,' খেঁকিয়ে উঠল হালাম, স্টেজ আর ডার্লিংয়ের কথাবার্তা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে ওর, রক্ত চড়ে গেছে মাথায়। 'আমরা তোমাকে সাবধান করতে এসেছিলাম, ব্যস। কারণ লিউয়ের ব্যাপারে তুমি আমাদের সাবধান করেছিলে। তোমরা বলছ বটে, কিন্তু আমার মনে হয় না কার্ল ফাঁস করে দেবে সবকিছু। ডাকাতি মামলায় ওর নাম জড়িয়েছে ডিউক রিপ–বাকি সবাই মারা গেছে। এখন আমি রিপের একটা হিল্লে করতে পারলেই কার্ল রেহাই পেয়ে যাবে, ফিরে আসতে পারবে বাসায়।'

'অসম্ভব, ওই ছেলেকে বিশ্বাস নেই। ও ঠিকই বলে দেবে,' অসন্তোষের সুরে বলল হার্ভে।

'আমার ইচ্ছে হচ্ছে সময় থাকতে সব বেচে দিয়ে ভাগি এই দেশ ছেড়ে,' বিড়বিড় করল ডার্লিং।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল স্টেজ। 'সাবধান একা পালাবার চেষ্টা করলে ফল ভাল হবে না কিন্তু,' হিসহিস করে উঠল ওর গলা। 'মনে রেখ, আমাদের সঙ্গে তুমিও ছিলে ডাকাতিতে, লিউকে খুন করার ব্যাপারেও।'

'আমার কোন ভূমিকা ছিল না ওতে,' মিনমিনে গলায় প্রতিবাদ করল ডার্লিং। মাথা নিচু করে এক মুহূর্ত ভাবল সে, তারপর হালামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শোনো, তুমি যদি ছেলেটাকে ধরে ওর সাথে কথা বল, হয়তো এদিককার সবকিছু শান্ত না হওয়া পর্যন্ত মেক্সিকো কিংবা অন্য কোথাও চলে যেতে রাজি হবে ও।'

'কোথায় পাব তাই জানি না,' বিরক্তির সুরে বলে উঠে দাঁড়াল হালাম। দোরগোড়ায় গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে যোগ করল, 'ভুলে যাও আমরা এখানে এসেছিলাম, ড্রাম। আমার সমস্যা আমি একাই সামলাতে পারব।'

'ভুলে যাব!' বিস্ফোরিত হলো ড্রাম ডার্লিং। 'কীভাবে ভুলব? ঝামেলা না মেটা পর্যন্ত ঘামতে ঘামতে রক্ত পানি হয়ে যাবে আমার, খুব ভাল করেই তুমি তা জানো। ভাবছি আগামী হপ্তা দুই বেলুরাইডে গিয়ে থাকব, আমার ফ্রেইটিং ব্যবসাটা দেখাশোনা করব। তা হলে হয়তো ভুলে থাকতে পারব এদিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে।'

নিদারুণ বিরক্ত হলো স্টেজ, খিস্তি করল। 'ভীতুর ডিম কোথাকার। সবসময় তোমাকে দেখে আসছি এরকম। ঝামেলা দেখলেই কেটে পড়তে চাও। এখন টাকা হওয়ায় সেই ভয় বেড়েছে আরও, খরগোশের ভয়ে পালাচ্ছ লেজ তুলে। কিন্তু মনে রেখ, তোমার পেছনেই নেকড়ে আছে একটা।' ডার্লিংয়ের দিকে আরেকবার জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে বাইরে বেরিয়ে গেল সে।

বেহায়ার মত হাসল হালাম। দোকানি বলল, 'খেপে উঠেছে। তুমি একটু নজর রেখ।'

'ভয় নেই। হার্ভে আগেও আমার বুড়ো আঙুলের নীচে ছিল, এখনও আছে।' মুচকি হাসল হালাম, অনুসরণ করল তার ফোরম্যানকে।

পেছনে গোলাপি আভা রেখে ডুবে গেছে সূর্য। সাঁঝ নেমে এসেছে শহরে, বাড়িঘরের জানালাগুলো হলুদ করে তুলেছে লণ্ঠনের আলো। ডার্লিংয়ের স্যালুনের দিকে হাঁটা দিল হালাম। 'এস, গলা ভেজাবে,' বলল স্টেজকে।

মদ, সিগারেটের ধোঁয়া আর পোড়া কেরোসিনের গন্ধ ভাসছে স্যালুনের বাতাসে। বিরাট ঘরটা মোটামুটি জনাকীর্ণ। সখেদে হালাম অনুভব করল ওরা ঢুকতেই থেমে গেছে সমস্ত গুঞ্জন। তার ছেলের ব্যাপারেই আলোচনা করছিল ওরা, অনুমান করল সে। মাইনিং ক্যাম্পে গিয়ে ব্লিডের কী হাল করে এসেছে গ্রীন তাও নিশ্চয় জেনে গেছে শহরবাসীরা।

বারে দাঁড়ানো খদ্দেরদের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় কোন ভাবান্তর ঘটল না হালামের চেহারায়। গম্ভীর মুখে পেছন দিকের একটা ফাঁকা টেবিলে গিয়ে বসল ওরা। বোতল আর দুটো গ্লাস হাতে তক্ষুণি ওদের সেবায় এগিয়ে এল বারটেন্ডার। নিজের

জন্য খানিকটা পানীয় ঢালল হালাম, একঢোকে শেষ করল সবটুকু, আচমকা কড়া নির্জলা হুইস্কি পেটে পড়ায় কেঁপে উঠল সামান্য, আবার ভরে নিল গ্লাস। এরপর বোতলটা সে ঠেলে দিল হার্ভে স্টেজের দিকে। অনেকটা সময় নিয়ে নিজের গ্লাস ভরল অ্যাংকর ফোরম্যান, ওর রুক্ষ মুখে খেলা করছে কুটিল ভ্রূকুটি।

ফিসফিস করে হালাম বলল, 'আজ সন্ধ্যায় সেজে যাবে তুমি। ভার্জিল রীডকে বলবে স্যাম ট্যানারকে খবর দিতে। যদ্দূর জানি সীমান্তের ওপাশে একটা র‍্যাঞ্চে আছে ও। রীডকে বলবে আজ রাতেই যেন লোক পাঠায় সে। আর যদি সেরকম কোন লোক না থাকে, তুমি নিজেই যাবে। কাল দুপুরের মধ্যে রীডের আস্তানায় স্যামকে হাজির করা চাই আমি থাকব ওখানে।'

নিচু গলায় শিস বাজাল স্টেজ, চোখ ছোট ছোট হয়ে এসেছে। 'একসময় বেলুরাইডে আস্তানা ছিল স্যাম ট্যানারের। তার মানে, এখানে ওকে দেখলেই চিনে ফেলবে পিপার মক। মক ঝানু লোক, অনেকদিন হলো মার্শালের কাজ করছে, বোকা না। স্যামকে দেখামাত্র বুঝে ফেলবে তুমি আছ এর পেছনে—ও জানে কাজ না থাকলে অহেতুক কোথাও ঘুরঘুর করে না স্যাম।'

'তাই পেতে যাচ্ছে স্যাম, সম্ভবত দুটো কাজ,' কঠিন সুরে বলল হালাম। 'তোমার ওপর কখন নির্ভর করা যায় আমি বুঝি, কিন্তু—'

'একটা লোকের কাছে কত আশা কর তুমি শুনি?' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল হার্ভে স্টেজ। 'কাল রাতেই একটা কাজ সেরেছি আমি, মনে নেই? তবে ওটাই শেষ।'

'আমরা একসুতোয় বাঁধা,' যুক্তি দেখাল হালাম। 'কাজেই আমরা যে যা-ই করি না কেন; দুজনের জন্যেই করি। তাই না?'

'সেজন্যেই বুঝি তুমি থাক প্রাসাদে, আর আমি আস্তাবলের বাংকে,' তিক্ত সুরে বলল স্টেজ। 'তুমি ক্যানসাস সিটিতে গিয়ে ফুর্তি কর, আর আমি পচে মরি এই পচা শহরে।'

'আগে কখনও অভিযোগ করনি তুমি,' জবাব দিল হালাম, অবাক হয়েছে।

'বলিনি কারণ সবকিছুই সুন্দরভাবে চলছিল। এখন অন্যরকম মনে হচ্ছে। ডার্লিংয়ের মত অবস্থা হচ্ছে আমার, খালি পেছনে তাকাতে ইচ্ছে করে, মনে হয় কেউ বুঝি তাড়া করছে আমাকে। পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, ডার্লিংয়েরও বোধহয় সেরকমই মতলব, মনে হচ্ছে অতীত কোণঠাসা করে ফেলেছে আমাকে। আর এর জন্য দায়ী—তোমার ছেলে।'

'তুমি আর ড্রাম শুধু শুধু ভয় পাও,' হালাম বিরক্ত।

'মনে হয় না। অন্তত গ্রীনকে না। তুমি ওর ব্যাপারে চিন্তিত, আর আমার বিশ্বাস ওকে কেনা যাবে। এই পেশায় যারা আছে তাদের টাকা পয়সা নেই বিশেষ। হাজারখানেক ডলার ধরিয়ে দিলেই আর থাকবে না এখানে—আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচব।'

'বোকার মত কথা বল না,' হালামের কণ্ঠে ঝাঁঝ। 'গ্রীনের মত লোককে কেনা যায় না—মেরে ফেলতে হয়।'

'স্যামকে বল।'

'তাই বলব। তুমি বরং এবার তোমার কাজে যাও।'

ওঠার কোন চেষ্টাই করল না হার্ভে স্টেজ। সরাসরি তাকাল হালামের দিকে। আবার সেই বিদ্রোহের পূর্বাভাস পেল র‍্যাঞ্চার। 'আমাকে হুকুম করবে না,' স্টেজ বলল। 'আরেক দফা মদ খাব, সাপার সারব হোটেলে গিয়ে–তারপর যাব।'

'বেশ,' জবাব দিল হালাম। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল সে। 'তোমারই যেমন মর্জি,' বলে গটগট করে বেরিয়ে গেল বার-কামরা ছেড়ে।

আট

ক্যান্টিনটা বিশেষ বড় নয়। নানারকমের শাকসবজি আর মশলার গন্ধ ভুরভুর করছে। একদিকের দেয়ালে সারবাঁধা টেবিল, মিটমিট করে জ্বলছে অনেকগুলো মোম। মেক্সিক্যান, আমেরিকান দুই ধরনের খাবারই পাওয়া যায়। পরিবেশনের দায়িত্বে আছে একটি মেয়ে। গায়ে লাল জিপসি ব্লাউজ, মিষ্টি একটুকরো হাসি সারাক্ষণ লেগে থাকে মুখে। উল্টো দিকে বার। কৃষ্ণকায় সুদর্শন এক লোক আপনমনে নিচু গলায় করুণ সুরে গান গাইছিল গিটার বাজিয়ে, মেক্সিক্যানদের অতি প্রিয় একটা প্রেমসংগীত। গ্রীন ঢুকতে বাজনা থামিয়ে গিটারটা বারের নীচে রেখে দিল সে। গ্রীনের আপাদমস্তক ভাল করে একবার জরিপ করে, পেছনের একটা পর্দার ওপাশে অদৃশ্য হলো।

ধীর পদক্ষেপে এগোল গ্রীন। নিচু সিলিং থেকে কয়েকটা তামার লণ্ঠন ঝুলছে। লালচে আলোয় ওর সদ্য দাড়ি কামানো মুখে গুটিকতক জখমের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে মাত্র। যখন টুপি সরাল ঘন কালো চুলে নাপিতের কাঁচির দাগ বেরিয়ে পড়ল।

অল্পক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে এল মারিয়া। প্রশান্ত কমনীয় মুখশ্রী; ডাগর কালো চোখজোড়া উজ্জ্বল, গম্ভীর। পোশাক বদলে এখন ধূসর রঙের স্কার্ট পরেছে, গলা আর আস্তিনের মুড়ি সাদা। চুল টেনে আঁচড়ে বেনী করেছে পিঠের কাছে।

খুব সংক্ষেপে অভ্যর্থনা জানাল ও। 'এস।'

পুঁথির পর্দা সরিয়ে ভেতরে যাবার সময় মাথা নিচু করল গ্রীন, বড়সড় রান্নাঘরে ঢুকল মারিয়াকে অনুসরণ করে। গরম গরম খাবারের গন্ধে পানি এসে গেল ওর জিভে। দেখল, হৃষ্টপুষ্ট বয়স্কা এক মহিলা ডিম দিয়ে ময়দা ছেনে কেক তৈরি করছে।

মারিয়া ভেতর বাড়ির দরজাটা খুলে দিতে, চুনসুরকির পাঁচিলে ঘেরা শান বাঁধানো ছোট্ট একটা উঠনে পা রাখল গ্রীন। দেয়াল জুড়ে বাগান। রকমারি মরু লতাপাতা আর ফুলের ঝাড় রয়েছে। ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতির লাউ আর লাল, হলুদ গোলমরিচের ছড়া ঝুলছে জাফরি কাটা মাচান থেকে। একধারে ভারি ওক কাঠের টেবিল আর খানকতক চেয়ার পাতা। টেবিলের ওপর, মাচান থেকে চৌকোমত একটা লণ্ঠন জ্বলছে। তার আলোয় রঙিন মায়াবী হয়ে উঠেছে পরিবেশ।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে বাগানটা দেখল গ্রীন। স্মিত হেসে মারিয়াকে বলল, 'চমৎকার। আমাকে তুমি দাওয়াত করেছ, সেজন্য আমি আনন্দিত।'

'আমি অতিথি পছন্দ করি।' ঝট করে টেবিলের দিকে ঘুরল মারিয়া। টেকুইলার

বোতল আর দুটো বড় গ্লাস রাখা আছে ওখানে। পাশেই ছোট ছোট দুটো পিরিচে খানিকটা লবণ আর লেবুর কোয়া।

'টেকুইলা ভালবাস তুমি?'

'খাইনি কখনও। আমাদের ওদিকে পাওয়া যায় না। শুধু হুইস্কি আর বিয়ার।'

'এভাবে খাবে।'

বাঁ হাতের পিঠে একচিমটি লবণ রাখল মারিয়া, লেবুর একটা কোয়া তুলে নিল। লবণ চাখল ও, লেবু চুষল, তারপর টেকুইলার গ্লাস তুলে নিয়ে পান করল একঢোকে—নির্জলা, চোখের পাতা না ফেলে। গ্রীনের দিকে তাকাল মারিয়া, এই প্রথম সামান্য হাসির রেখা ফুটেছে মুখে।

'এবার তুমি খাও,' বলল ও।

মারিয়ার অনুকরণে ছোট্ট আচার অনুষ্ঠানটি পালন করল গ্রীন; লবণ আর লেবুর স্বাদ বিদ্‌ঘুটে ঠেকল জিভে। জ্বালাময় পানীয়টা গলায় ঢেলে দিল ও, মুখ হাঁ করে গিলে ফেলার সময় ভয় হলো, আদৌ সে ওটা নীচে নামাতে পারবে কিনা। মাথা পেছনে হেলিয়ে কিশোরীসুলভ হাসিতে ফেটে পড়ল মারিয়া। 'তোমার মুখ! খুব কড়া?'

'হয় মারা যাবে, নয়তো বুড়িয়ে যাবে অকালে,' জবাব দিল গ্রীন, হাসি দুকান ছুঁয়েছে।

অন্যদিকে সরে গেল মেয়েটার চোখ, হাসি থেমে গেছে আচমকা।

'তুমি বস এখানে। আমি খাবার নিয়ে আসছি।'

ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল গ্রীন, ভরাট যৌবনের হিল্লোল উপভোগ করল। আরেকবার টেকুইলা পান করল সে, এবার খাওয়া সহজ হলো অনেক। তারপর পা ছড়িয়ে আরাম করে বসল ও, সারা দিনে যে ধকল গেছে, পানীয়ের প্রভাবে তার ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে।

নাপিতের চেয়ারে চোখ বুজে বসে থাকার সময় যে চিন্তাটা বিব্রত করেছিল ওকে এখন সেটা আবার ফিরে এল। গ্রীন কিছুতেই ভেবে পায় না যে মহিলা খুন করতে উদ্যত হয়েছিল ওকে, সে কেন হঠাৎ করে তাকে রাতে খাওয়ার দাওয়াত দিল।

এর একটাই জবাব পেল গ্রীন, একমাত্র সমাধান: মারিয়া গার্সিয়া কিছু চায় তার কাছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ভাপ ওঠা মাটির ডিশ হাতে ফিরে এল মারিয়া, রাখল টেবিলে।

'ভেড়া। আর এক মিনিট অপেক্ষা কর।'

ঘন সুবাসিত ঝোলের ওপর চাক চাক ভেড়ার মাংস ভাসছে। এরপর বড় প্লেটভর্তি ফ্রিওলস নিয়ে ফিরে এল মারিয়া, মাংস আর লাল গোলমরিচ দিয়ে ভুনা করা। এ ছাড়াও রয়েছে কয়েক থালা ট্যাকোস বা স্মোকড টর্টিলা। গ্রীনের পাতে ভেড়ার মাংস তুলে দিয়ে উল্টো দিকে বসল মারিয়া। সকালে নাস্তার পর থেকে আর কিছুই খায়নি গ্রীন, গোগ্রাসে খেতে শুরু করল। ফ্রিওলসটা খুব ঝাল, স্মোকড টর্টিলা আর মাংস গুরুপাক, সুস্বাদু। খাওয়ার মাঝপথে ক্ষমা প্রার্থনা করে উঠে গেল মারিয়া, ফিরে এল কয়েক বোতল ঠাণ্ডা বিয়ার হাতে। গ্রীন ভরে নিল একটা গ্লাস, পান করে

ঝাল দূর করল কিছুটা।

ধীরে ধীরে খাচ্ছে ও, সবশেষে টর্টিলা খেয়ে খালি করল প্লেট। মারিয়া খায়নি বিশেষ, এটা ওটা মুখে দিয়েছে শুধু। গ্রীন যখন তৃপ্তির একটা ঢেঁকুর তুলে চেয়ারে হেলান দিল, হাসি ফুটল ওর মুখে।

'পেট ভরেছে?'

মৃদু হেসে ঘাড় কাত করল গ্রীন। 'খাবার সুস্বাদু হলে জীবনটা খুব সুন্দর মনে হয়। তবে আমার বোধহয় এসব বলা ঠিক হচ্ছে না। তোমার জন্য খুব ভাল ছিল না আজকের দিনটা।'

'না।'

রমণীয় ভঙ্গিমায় উঠে দাঁড়াল মারিয়া, এঁটো থালাবাসন গোছাতে শুরু করল। গ্রীন উপলব্ধি করল ওর সহ্যক্ষমতা অসীম, ব্যথা-বেদনা কাবু করতে পারবে না সহজে, কাজের মধ্যে ভুলে থাকবে সমস্ত জ্বালা।

খাওয়া-দাওয়ার পর এখন আর বিদায় নিতে মন চাইছিল না গ্রীনের। ও যখন উঠতে নিল, তীক্ষ্ণ সুরে মারিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'এই তোমার উঠনে পায়চারি করে একটু হাওয়া খাব।'

'টেকুইলা রেখে যাচ্ছি। খাও। হজমের জন্য উপকারী।'

উঠে দাঁড়িয়ে টানটান পেটে আদরের চাপড় মারল গ্রীন, হেসে বলল, 'এই একটা জায়গা যেটা নিয়ে কখনও ঝামেলা হয়নি আমার।'

দেয়ালের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফুলের গন্ধ শুঁকল ও, কড়া তবে মদির। প্রাচীরের গায়ে ফটকটা ভারি মজবুত কাঠের, বাদামি রঙ করা, গ্রীনের কাঁধ সমান উঁচু। ওপর দিয়ে অন্ধকারে তাকাল সে, রাস্তার ওপাশে কয়েকটা আলোকিত জানালা চোখে পড়ল।

অন্ধকারে প্রাচীন গির্জার গম্বুজটা সম্ভ্রম জাগায় মনে। ওপরে তারাজ্বলা আকাশ, লণ্ঠনের মত মিটমিট করে জ্বলছে। পুবের চাঁদ এখন মাথার ওপরে; পাহাড়ি বাতাস শীতল পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে মরুভূমির বুকে। বারটেন্ডারের গিটারের বাজনা শুরু হয়েছে আবার, মৃদু সুরে।

চলে আসছিল গ্রীন, এই সময় হঠাৎ সে ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেল।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল ও, ফটকের ভারি হুড়কোটা নামিয়ে বেরিয়ে এল গলিতে। এক দৌড়ে পৌঁছে গেল মোড়ে, চন্দ্রালোকিত রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে এক লোক, পা ফেলার তালে তালে ভেসে আসছে ওর বুটের আওয়াজ। কোন তরুণ হবে, নইলে এত জোরে ছুটতে পারত না।

পরক্ষণে অদৃশ্য হলো ছায়ামূর্তি, আবার নিঝুম হয়ে গেল রাত... তবে গ্রীনের বুঝতে ভুল হয়নি। লোকটা ঘাপটি মেরে বসেছিল ফটকের বাইরে, নজর রাখছিল, অপেক্ষা করছিল। হাচ? তাকে শেষ করতে কোন ভাড়াটে বন্দুকবাজ পাঠিয়েছিল ভার্জিল? বিশ্বাস হতে চাইল না গ্রীনের। লণ্ঠনের আলোয় বসে সে যখন আহার করছিল তখন তাকে গুলি করার মত যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিল লোকটা।

তবে যে-ই হোক, সন্দেহ নেই, কারও নজরে পড়তে চায়নি সে।

ফিরে এল গ্রীন। হুড়কোটা জায়গামত বসিয়ে বন্ধ করল ফটক। ওর পেছন

থেকে মারিয়া কড়া গলায় জানতে চাইল, 'কী করছ?'
'এই ঘুরে-ফিরে দেখছি একটু।'
টেকুইলার বোতল বাদে আর সবকিছুই টেবিল থেকে সরিয়ে ফেলেছিল মারিয়া, লণ্ঠনের আলোয় দাঁড়িয়ে জরিপ করে ওকে, চোখে তিরস্কার।
'মিথ্যে কথা বললে কেন? কারও পায়ের আওয়াজ পেয়েছ তুমি–আমি নিজেও শুনেছি। মিথ্যেকথা বললে কেন?'
'ইচ্ছে করে বলিনি,' জবাব দিল গ্রীন, বিরক্তি বোধ করছে। 'আসলে তোমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাইনি আমি।'
'আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাওনি!' পুরুষ্টু ঠোঁট দুটো ওলটাল মারিয়া। 'তোমার ধারণা আমি দুশ্চিন্তা করি? ঘৃণা করি, কিন্তু দুশ্চিন্তা–কক্ষনো না।'
এগিয়ে এসে চেয়ারে বসল গ্রীন, তাকিয়ে আছে শ্যামাঙ্গিনীর দিকে।
'জানি। ফ্রেড হালামকে ঘৃণা কর তুমি। কিন্তু ওর ছেলেকে না। বরং, ওর পক্ষেই আছ, এমনকী স্টেজ ডাকাতির পরিকল্পনাটা ওর, তা জানার পরেও? ওর ওপর তোমার এত দরদ কেন?'
আবহাওয়ার মত চকিতে বদলে গেল মারিয়ার মেজাজ। এক মুহূর্ত আগেও গ্রীনের ওপর ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়েছিল সে, কিন্তু এখন নারীসুলভ কোমলতায় নরম হয়ে গেল দৃষ্টি।
'আমার চোখের সামনে ও বড় হয়েছে। ওর নিঃসঙ্গতাকে বুঝতে পারি, বিশাল র‍্যাঞ্চ হাউসে ওই লোকটার সাথে একা থাকে, কোন মেয়ে নেই ওকে একটু স্নেহ-মমতা দেবার জন্য। একটা পনি ছিল ওর, ছেলেবেলায় আমাদের শীপ ক্যাম্পে আসত কার্লোসের সঙ্গে খেলতে। একদিন আমার হাত চেপে ধরল ও, তখন ওর বয়েস বছর দশেক হবে, বলল, "তোমাকে ভালবাসি।" এখন বুঝতে পারছ? ওই বাড়িতে ওকে ভালবাসার মত কেউ ছিল না।
'আমাদের বাসায় আসতে নিষেধ করা হয়েছিল ওকে, তবু আসত। তারপর একদিন ওর বাবা এসে পনিটা কেড়ে নিয়ে গেল। কার্লকে বলল হেঁটে র‍্যাঞ্চে ফিরতে, মরুভূমি থেকে দীর্ঘ পথ। "এই নোংরা মেক্সিক্যানদের কাছে যেন আর না আসিস তাই শিক্ষা দিচ্ছি তোকে," আমাদের সবার সামনে ছেলেকে বলল সে। "দক্ষিণে ওরা ক্রীতদাস, তুলাবাগানে কাজ করে। আর এখানে ভেড়া চরায়–সব জংলী ভূত।"
'ঠিক এ কথাগুলোই বলেছিল সে। হেঁটে বাসায় ফিরল ছেলেটা। ওকে খাবার আর পানির ক্যান্টিন দিয়েছিলাম আমি, আর কার্লোস এক জোড়া মোকাসিন কারণ কাউবয় বুট পরে বেশিদূর হাঁটতে পারবে না ও। আর কোনদিন ও আসেনি, বাবার ভয়ে কুঁকড়ে থেকেছে। তবে কার্লোসের সঙ্গে দেখা করত, মাঝে-মধ্যে আমিও কথাবার্তা বলেছি শহরে।
'এবার বুঝেছ কেন–'
রান্নাঘর থেকে আচমকা একটা চিৎকার ভেসে আসতে মাঝপথে চুপ করল মারিয়া। পরমুহূর্তে দড়াম করে দরজা খুলে উঠনে পা রাখল ফ্রেড হালাম, শানের ওপর স্পার লাগানো বুটের শব্দ তুলে এগিয়ে এল হনহন করে, মুখ ঝোড়ো আকাশের মত অন্ধকার।

গ্রীনকে যখন চিনতে পারল মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ের ছাপ ফুটল ওর চেহারায়।

'এখানে কী করছ তুমি?' রূঢ় স্বরে জানতে চাইল হালাম।

'ভার্জিল রীডের সাথে আজ কথা হয়েছে তোমার।' পাল্টা প্রশ্ন করল গ্রীন।

হালামের চোখ দুটো সংকুচিত, সতর্ক হয়ে উঠল।

'এই মেক্সের বাড়িতে তোমার আসার সঙ্গে রীডের কী সম্পর্ক।'

'কিচ্ছু না। আমি শুধু ওকে বলেছিলাম তোমার সাথে দেখা হলে জানাতে, আমি বলেছি তুমি যেন আমাকে না ঘাঁটাও। যাক, এখন আমি নিজেই সাবধান করতে পারব। সাহস থাকলে, এরপর নিজে লড়তে এস–অন্যকে লেলিয়ে দিও না। তবে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, আমার পেছনে লাগলে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব আমি।'

চেয়ারের পিঠে হাত রেখে ধনুকের ছিলার মত স্টান দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া গার্সিয়া, কর্তৃত্বপূর্ণ চেহারা, চোখজোড়া আত্মাভিমানী, হিংস্র। ঠোঁটের কোণে একটা সিগারের গোড়া কামড়ে ধরেছিল হালাম। ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দিল সে, থুতু ফেলল, মেঘ গর্জনের সুরে বিদ্রূপের হাসি হাসল।

'আমাকে হুমকি দিচ্ছ? হাহ্, ইচ্ছা করলেই তোমাকে আমি একতুড়িতে উড়িয়ে দিতে পারি–তুমি একা। কেউ তোমাকে সাহায্য করতে আসবে না। মকও না–আমার বিরুদ্ধে যাবার সাহসই হবে না ওর।' আবার সশব্দে হাসল হালাম। 'আর তুমি কিনা হুমকি দিচ্ছ আমাকে!'

'রীডের স্যালুনে কেউ সাহায্য করেনি আমাকে।'

'ছিলাম না ওখানে, কাজেই বলতে পারব না।'

'গ্রীন একা না।' এই প্রথম মুখ খুলল মারিয়া। অহঙ্কার উঁচু করে রেখেছে ওর মাথা, অহঙ্কার আর নিদারুণ ঘৃণা। 'তুমি এখানে এসেছ কেন?'

ওর পানে তাকাল হালাম, ব্যঙ্গের হাসি খেলে গেল মুখে। 'বলছি, মেক্স। তোমার নাগরের সামনে বলতে আমি ভয় পাই না। কার্লকে খুঁজতে। দেখেছ ওকে?'

'না। ও এখানে আসবে কেন?'

'কারণ ও সবসময় তোমার স্কার্টের ছায়ায় ঘুরঘুর করে,' মারিয়ার আপাদবক্ষ নজর বুলিয়ে হালাম বলল। 'পুরুষমানুষের বুঝতে অসুবিধে হয় না এটা। তুমি সুন্দরী, পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত রূপ তোমার আছে। কাজেই ওর দোষ আমি দিই না, তোমার স্কার্ট চেপে ধরার–'

'মুখ সামলে,' হিসহিস করে উঠল গ্রীনের গলা।

'জাহান্নামে যাও,' হালাম জবাব দিল, তাকাচ্ছে না গ্রীনের দিকে। 'শুধু শুধু ভয়ে পালাচ্ছে কার্ল। তোমার সঙ্গে দেখা হলে বলবে, আমি তাকে বাসায় ফিরে আসতে বলেছি।'

'ও যাবে না। তোমাকে ও ঘৃণা করে, কেন যাবে?'

'শ্রদ্ধা করে, এখন থেকে আরও বেশি করে করবে,' খেঁকিয়ে উঠল হালাম।

'ওর জন্য তোমার দরদ নেই, তোমার একমাত্র ছেলে। তুমি কেবল নিজের কথা ভাব। তোমার এত ভয় কীসের শুনি? কী লুকাতে চাও? যে ছেলের প্রতি দরদ নেই, তাকে খুঁজছ কেন?'

'খবরদার! এভাবে কথা বলবে না আমার সাথে।' কালো হয়ে গেল হালামের

মুখ, রাগে কাঁপছে গলা। 'আমাকে প্রশ্ন করবে না, বোঝা গেছে, মেক্স? হুকুম করব আমি, আর তোমরা চুপ করে তামিল করবে। একদম চুপচাপ, বুঝেছ?'

মাথা নাড়ল গ্রীন। সংক্ষেপে বলল, 'হালাম, তুমি একটা গর্দভ, কথাবার্তাও তেমনি।'

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল মারিয়া, অদ্ভুতরকমের ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে শ্যামল চেহারা। 'বেরিয়ে যাও! এক্ষুণি! আর কক্ষনো আসবে না।'

চকচক করছিল হালামের চোখ, ক্রূর হাসিতে ভরে উঠল মুখ। 'যাচ্ছি। ক্যান্টিনা চালালে কী হবে, তোমার গায়ে এখনও ভেড়ার গন্ধ লেগে আছে। ওই একটা গন্ধ আবার আমার সহ্য হয় না।'

ঝট করে টেবিলের ওপাশ থেকে পা বাড়াল মারিয়া, গ্রীন এগিয়ে যেতে ওর বাহু আঁকড়ে ধরে টাল সামলাল। হালামের হাসি চওড়া হলো।

'তো, মেক্স, এখন আরেকজন নাগর ধরেছ তুমি। ভাল।'

'যাও!' ক্ষিপ্ত সুরে বলল মারিয়া। 'খুন হয়ে যাওয়ার আগেই চলে যাও তুমি।'

সশব্দে হেসে উঠল হালাম, ঘুরে রান্নাঘর হয়ে বেরিয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে ফুঁপিয়ে উঠল মারিয়া, প্রগাঢ় আবেগে গ্রীন ওকে কাছে টেনে নিল।

অনুভব করল সে ঢিল পড়েছে মেয়েটার পেশীতে, উত্তেজনা কমে আসতে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল একটা, কিন্তু সাড়া পেল না কোন।

'তোমার সাহায্য আমার লাগবে না। আমি তোমাকে বলেছি, কচিখুকি নই আমি।'

ওর শরীরের চড়াই-উতরাই নিজের বাহুতে অনুভব করতে পারছে গ্রীন। পেলবতার নীচে প্রচ্ছন্ন কাঠিন্যকে উপলব্ধি করছে। বহুকাল পর কোন মেয়েকে এভাবে বুকে টেনে নিয়েছে সে, মারিয়ার চিবুক উঁচু করে ওর বুনো সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে গ্রীন অনুভব করল তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে। কিন্তু শ্যামাঙ্গিনীর চোখে সামান্য কৌতূহল ছাড়া অন্যকিছুই নেই। তারপর ওর নিষ্ঠুর ঠোঁটজোড়া নেমে গেল ধীরে ধীরে—তবু সমর্পণের আভাস পেল না।

গ্রীন যখন রেহাই দিল ওকে, আস্তে করে পিছিয়ে গেল মারিয়া, দুর্বলভাবে কাঁধ ঝাঁকাল।

'আমি তোমাকে বন্ধুর মত মনে করেছিলাম।'

'বোধহয় না,' জবাব দিল গ্রীন। ভাবছে মেয়েটার সাথে প্রেমের অভিনয় করার কোন অধিকার তার নেই। ও বারোয়ারি না। 'তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলে, হালামকে বলেছিলে আমি একা নই। আমার ভাল লেগেছে ওটা।'

'ওর বিরুদ্ধে যে লোকই দাঁড়াবে, তার হয়ে ওই কথা বলব আমি,' অধৈর্য সুরে বলল মারিয়া। তারপর, সহসা চড়া গলায় বলল, 'এখন আরও স্পষ্ট করে বলছি। খুন কর ওকে! সমস্ত খারাপের মূল ওই লোক, কাজেই ওকে মেরে ফেল।'

আচ্ছা, তা হলে এটাই চায় ও, গ্রীন ভাবল। মেয়েটা তবে ওর কাছে এটাই চাইছে।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে ও জবাব দিল, 'আমি এখানে এসেছি ছেলেটাকে ধরতে, ওর বাবাকে খুন করতে নয়।'

ওর চোখ ভেদ করল মারিয়ার শীতল, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি।

'ভয় পাচ্ছ? আজ সেজে এক লোককে গুলি করেছ তুমি, তখন ভয় পাওনি। হালামকে খুন করা আলাদা কিছু না।'

শক্ত হয়ে গেল গ্রীনের মন, রুক্ষতা ফিরে এল।

'আমাকে ব্যবহার করার চেষ্টা কর না, সুন্দরী। বন্দুক ভাড়া করতে চাও, অন্য কোথাও খোঁজ কর। আমার-টা বিক্রির জন্য নয়।'

'তুমি একটা বোকা।'

ঘুরে মাথায় হ্যাট চাপাল গ্রীন, মেয়েটার দিকে তাকাতে উপহাসের ভঙ্গিতে বেঁকে গেল ঠোঁট

'হ্যাঁ, বোধহয় তাই। তুমি কিছু চাও জেনেও এখানে আসার মত বোকা। তবে একজন মানুষের জীবননাশ করতে চাইবে তা আশা করিনি। ভালই গুলি চালাতে জানো তুমি—নিজেই চেষ্টা করছ না কেন?'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে এক পলক তাকাল মারিয়া, তারপর চোখ সরিয়ে নিল।

'আসলে আমরা বোধহয় একা নই। আমার শরীরে স্প্যানিশ রক্ত, আমরা অহঙ্কারী জাত। অপমানের প্রতিশোধ নিতে খুন করি আমরা, কিংবা যখন আমাদের পুরুষদের মেরে ফেলা হয়। গ্রিংগোরা বুঝবে না। ওরা অন্য মেয়েমানুষের কাছে চলে যায়।'

'মন্দ না, কখনও কখনও। তবে আমারও একধরনের অহঙ্কার আছে। নিছক তোমাকে প্রতিশোধের স্বাদ দেয়ার জন্য কারোকে খুন করতে পারব না আমি।' স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল গ্রীন, ভাবল আরও কিছু বলবে, তারপর মত পাল্টাল।

'খাবারের জন্য ধন্যবাদ। শুভ রাত্রি।'

ঘুরে রান্নাঘর আর ক্যান্টিনা হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল গ্রীন, রাস্তায় নেমে শ্বাস টানল বুকভরে। ভীষণ একলা বোধ করছে সে, জানে মাতাল হওয়া ছাড়া এ মুহূর্তে আর কিছুই ওর করবার নেই। পরক্ষণে দুঃখের সঙ্গে উপলব্ধি করল ওর আত্মমর্যাদাবোধ টনটনে, স্রেফ আঁতে ঘা লেগেছে বলেই কোন স্যালুনে গিয়ে মাতলামি করা সম্ভবপর নয় তার পক্ষে।

নয়

রাগে হতাশায় জর্জরিত হয়ে আছে মারিয়া। রাগ নিজের ওপর, অন্ধ ভাবাবেগে তার মনোভাব প্রকাশ করে ফেলায়; হতাশা জন্মসূত্রে পাওয়া উদ্ধত স্বভাবকে অবদমিত করতে না পারার কারণে।

টেকুইলার বোতল, গ্লাস আর অবশিষ্ট বাসনপত্র জড়ো করে সেগুলো ও রান্নাঘরে নিয়ে গেল, মন গ্রিংগো জেমস গ্রীনের কাছে পড়ে আছে। ওর বাহুস্পর্শের কথা মনে পড়তে মারিয়ার রক্ত নেচে উঠল। হুয়ানের পর আর কোন পুরুষ এভাবে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়নি। তবে হুয়ান এখন মৃত; শরীরের রক্ত ঝরিয়ে নিজের জীবন দিয়েছে

সে লবণের শয্যায়, উত্তপ্ত মরু সূর্যের নীচে।

কার্লোস ওই অর্থহীন খুনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। বাকবোর্ড চালিয়ে লবণ হ্রদে গিয়েছিল ওরা; মানুষের যেমন লাগে, ভেড়ার তেমনি প্রয়োজন হয় লবণ। অ্যাংকরের লোকজন তখন ছিল সেখানে, গরুবাছুরের জন্য কোদাল চালিয়ে বড় একটা ওয়াগনে লবণ বোঝাই করছিল। ওদের নেতৃত্বে ছিল হার্ভে স্টেজ।

মেক্সিক্যান আর মেষপালকদের সম্বন্ধে মৃদু টীকা-টিপ্পনি কাটে ওরা, এবং হুয়ান ছিল সশস্ত্র। তারপর আর হালকা থাকেনি অপমান, ছুঁচাল হয়ে উঠেছে। হুয়ানের তরুণ রক্তে সহ্য হয়নি তা।

কার্লোস ঠিক বলতে পারেনি কে শুরু করেছিল গোলাগুলি; তবে হঠাৎ করেই গর্জে ওঠে কয়েকটা পিস্তল, হুয়ান লুটিয়ে পড়ে, ওর রক্তে রঞ্জিত হয় লবণ হ্রদ। পরে, শহরে, হার্ভে স্টেজ আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা প্রচার করে, 'মেক্সই প্রথম গুলি করেছিল, তাই আত্মরক্ষা করতে হয়েছে আমাদের।'

ওখানেই ধামাচাপা পড়ে যায় ব্যাপারটা; কোনরকম তদন্ত হয়নি। কেউ আশাও করেনি তা। বন্দুকের লড়াই হয়েছে এবং তাতে মারা গেছে একজন। সীমান্তের অতি পুরাতন চল এটা।

অধিকাংশ মানুষই হয় বোকা এবং খুনী।

কিন্তু গ্রিংগো গ্রীন নয়। সত্যিকারের মানুষ ও! সে প্রায় খুন করতে বসেছিল ওকে, কিন্তু গ্রীন শুধু ওর হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে। অন্য কেউ হলে মারধোর করত তাকে, মাতাল হয়ে বেশ্যাপড়ায় গ্রিংগোরা হরহামেশা যেমন করে।

গ্রীন স্পর্শ করেনি তাকে। প্রাথমিক রাগ পড়ে যাবার পর বন্ধু ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে, এমনকী সে যখন মন্তব্য করেছে সব গ্রিংগোই বোকা তখন কৌতুক বোধ করেছে। সেজে একজন লোককে হত্যা করেছে ও, কিন্তু বিচলিত হয়নি সেজন্য। তবু খুনী ওকে বলা যাবে না।

বোকাও না, কারণ মুহূর্তে তার অন্তর দেখে নিয়েছে ও। সত্যি, ওকে সে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, এক গ্রিংগো আরেক গ্রিংগোকে খুন করলে কী আসে যায়? কিন্তু এখন লজ্জা পাচ্ছে সে, নিজের কাছেই। এই উপলব্ধি মোটেই স্বস্তিকর নয়; কোন লোককে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে তার কাছে ধরা পড়লে মাথা হেঁট হয়ে যায় আপনা থেকেই।

বন্ধের সময় হয়ে আসছিল. ক্যান্টিনায় একবার উঁকি মেরে ভেজা তোয়ালে হাতে উঠনে ফিরে এল মারিয়া। টেবিল মুছে, লণ্ঠনটা নেভাতে একটা চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়াল।

সবে নেমেছে ও এই সময়ে একটা শব্দ সচকিত করে তুলল ওকে। তারপর ফিসফিসে গলায় একটা ব্যগ্র কণ্ঠ ভেসে এল, 'মারিয়া—' ধক করে উঠল ওর বুক, কার্ল হালামের গলা চিনতে পেরেছে।

তাড়াতাড়ি ফটক খুলে দিল সে ভেতরে পা রাখল কার্ল, মৃদু হেসে বলল, 'আরেকবার এসেছিলাম, কিন্তু তোমার কাছে লোক ছিল। আরেকটু হলেই ধরে ফেলেছিল আমাকে '

ভয় পেয়েছে কার্ল, কিন্তু ওর সামনে নিজের দুরবস্থা হালকা করার প্রয়াস পাচ্ছে। এর কারণ উপলব্ধি করতে পারে মারিয়া। পশ্চিম বেপরোয়া, সাহসী লোকদের দেশ কিন্তু কার্ল বেপরোয়া বা সাহসী কোনটাই নয়। তবে মারিয়া জানে কেবলমাত্র এই কারণেই ওকে আগলে রাখতে চায় সে–অনেকটা মা যেমন ছেলেকে করে হতাশাগ্রস্ত বেপরোয়া মানুষের প্রতি ওর এক ধরনের টান আছে; ইন্দ্রিয়সুখে ও একদা আসক্ত ছিল। জ্যোৎস্নালোকে মারিয়া কার্লের চেহারায় ভাবান্তর লক্ষ করল, গম্ভীর মুখে মাথা নিচু করে নখ খুঁটছে।

'কার্লোস মারা গেছে আমি জানি। কিন্তু কী বলব বুঝতে পারছি না। দুঃখিত বললে সবটা বলা হবে না।' পলক তুলল কার্ল, আত্মধিক্কারে কণ্ঠ তেতো হয়ে আছে 'আমিই এজন্য দায়ী। সব দোষ আমার। কেউ মরলে, আমারই মরা উচিত ছিল।'

'শ্‌। কার্লোসের কথা শুনলে কীভাবে?'

যে রাতে লাইল ক্যানাডা ওদের বাথানে উপস্থিত হয়েছিল এবং আড়ি পেতে সে কী শুনেছিল তার কথা মারিয়াকে জানাল ও। কার্লোস নিহত বা ডিউক রিপ হাজতে আছে তা নয়, শুনেছিল গ্রীন নামে এক গোয়েন্দা তাকে খুঁজছে।

সেই থেকে, পালিয়ে শীপ ক্যাম্পে গিয়ে সেখানে কারোকে না পেয়ে, কোথাও দুদণ্ড স্থির হয়ে বসেনি ও, কেবলই ভেবেছে এখন তার কী করণীয়।

'মেক্সিকো পালিয়ে যাব না আশপাশেই লুকিয়ে থাকব কোথাও। ক্যানাডা যে ঘোড়াটা ভাড়া করেছিল, পালাবার সময় ওটাই চুরি করেছিলাম আমি। তারপর আজ বিকেলে যখন বাথানের কাছেই একটা ঝোপের মধ্যে বসেছিলাম, তখন দেখলাম বাবা আর স্টেজ শহরে যাচ্ছে। সুযোগ বুঝে বাথানে ঢুকে পড়ে মাঠ থেকে আমার নিজের ঘোড়াটা ধরে এনেছি। আমাদের বাবুর্চি বুড়ো টিম ছাড়া সে সময় কেউ ছিল না কাছেপিঠে। দিনের বেলায় বাজার করতে ও শহরে এসেছিল ওই বলল কার্লোস মারা গেছে, ডিউক রিপ হাজতে আছে।'

'লিভারি স্ট্যাবলের ঘোড়াটা কী করেছ?'

'শহরে এনে, সন্ধ্যের পর টেরিলের আস্তাবলের কাছে ছেড়ে দিয়েছি। তারপর এসেছি এখানে।'

'এস আমার সাথে। কোন শব্দ করবে না।'

হাত ধরে মারিয়া ওকে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে ওর বাসায় নিয়ে গেল।

'চুপ করে বস এখানে। ক্যান্টিনা বন্ধ করে তোমার জন্য খাবার আনছি। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়?'

'খেতে পারব।'

কার্লকে ওখানে রেখে বেরিয়ে এল মারিয়া। কোন খদ্দের ছিল না ক্যান্টিনায়, টেবিলগুলো সাফ করছিল ওয়েট্রেস, বারটেন্ডার তখনও আপনমনে বাজিয়ে চলেছে তার গিটার ওদেরকে সে জানাল এবার চলে যেতে পারে ওরা। তারপর বারটেন্ডার যখন সমস্ত বাতি নিভিয়ে বিদায় নিল, দরজায় তালা ঝুলিয়ে রান্নাঘরে ফিরে এল মারিয়া।

ওর রাঁধুনি অনেক আগেই চলে গেছে; মোটামুটি গরম ছিল খাবার, একটা প্লেটে সাজিয়ে সেগুলো ওর বসার ঘরে নিয়ে গেল ও। লণ্ঠন ধরতে দেখল গদি আঁটা

সোফায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছে কার্ল, চোখে ঘুম।

'খাও। পরে তোমার সঙ্গে আরও কিছু খাবার দিয়ে দেব। কিছুদিনের জন্য তোমার বোধহয় শীপ র‍্যাঞ্চে লুকিয়ে থাকাই ভাল। ঝরনায় পানি আছে, আমি একটা কম্বল দিচ্ছি।'

'বাসা থেকে আমি এক জোড়া কম্বল নিয়ে এসেছি।'

'বেশ। এখন খাও তারপর বল আমাকে, সেদিন ওরকম মাতলামি করেছিলে কেন তুমি। কীসের এত তিক্ততা, হতাশা তোমার মধ্যে? তুমি তো এরকম ছিলে না। হঠাৎ করে কী এমন ঘটল?'

একটা টর্টিলা মুখে পুরল কার্ল, নিষ্প্রাণ সুরে হাসল।

'বেশিকিছু না বলাই ভাল। কেবল এটুকু বলছি, আমি যা জেনেছি তাতে বাবার সম্বন্ধে আমার ধারণা চুরমার হয়ে গেছে।' শ্রাগ করল কার্ল 'প্রথম যখন জানলাম, মাথা ঠিক রাখতে পারিনি তাই মদ খেতে শুরু করি। তারপর মনে হয় ওকে কষ্ট দিতে চেয়েছিলাম। জানি, পাগলামি করেছি। নিছক পাগলামি।'

'এখন কীরকম মনে হচ্ছে?'

'বুঝতে পারছি না ঠিক। একবার মনে হয় পালিয়ে যাই। পরক্ষণে যখন ভাবছি ব্যাপারটা, বুঝতে পারছি এভাবে আমি বাঁচতে পারব না বাবা কী করেছে এখন আর সেটা বড় না, আমি কী করেছি, এর পরিণতি মেনে নেয়ার সৎসাহস আমার আছে কিনা। কী করব শেষ পর্যন্ত, জানি না এখনও।'

মারিয়ার দৃষ্টি নরম হয়ে এল। কার্লের খাওয়া দেখছে। কার্লোস, তার ভাই, মারা গেছে, কিন্তু সেজন্য ওকে দায়ী করতে পারছে না সে। এখন সে কার্লকে সাহায্য করতে চাইল।

'তোমার বাবা এসেছিল। বাসায় ফিরে যেতে বলেছে তোমাকে।' একটু ইতস্তত করল মারিয়া। 'ধারণা করেছিল তুমি আসবে এখানে।'

'তুমি কী বললে?'

'তুমি ফিরে যাবে না। বলেছি, তুমি তাকে ঘৃণা করো, কাজেই কেন যাবে?'

ঢেকুর তুলে প্লেটটা ঠেলে একপাশে সরিয়ে রাখল কার্ল।'

'আসলেও বোধহয় ঘৃণা করি, বিশেষ করে সত্যটা জানার পর। আগে ভয় পেতাম, শ্রদ্ধাও ছিল হয়তো, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভীষণ ভয় করতাম, পাছে কোন কারণে রেগে যায় আমার ওপর। ধারেকাছে থাকলে পা টিপে টিপে চলেছি, মুখ খুলিনি সহজে। জানি এরকমটা হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু বাবার চোখে ধিক্কার দেখেছি আমি। তাকে খুশি করতে চেয়েছি, অথচ বুঝতে পারিনি কীভাবে করব। কিন্তু এখন আর পরোয়া করি না—অন্তত বাবাকে না।'

ওর দিকে তাকাল মারিয়া। ধরতে পারল তফাতটা। যা ঘটে গেছে তা বদলে দিচ্ছে কার্লকে। এখনও তার ভয় কাটেনি, তবু চেহারায় ফুটে উঠেছে একটা স্থিরসংকল্প—ইতিপূর্বে ওর মাঝে যা সে দেখেনি। সমস্যা মোকাবেলা করছে ও, এড়িয়ে যাচ্ছে না।

তবে ওর হৃদয়হীন বাবা যে ক্ষতি করেছে ছেলের পরিণামে তা ওকে উচ্ছৃঙ্খল করেছে, অন্যদের নিয়ে গেছে পাপের পথে। গ্রীন যে লোকটাকে সাবেক মাইনিং

ক্যাম্পে হত্যা করেছে তার কথা ভাবল মারিয়া, ভাবল গ্রীনকে অন্ধ আক্রোশে সে নিজে যে গুলিটা করেছিল তার কথাও। মারিয়া উপলব্ধি করল ঘৃণাবশত নির্দ্বিধায় সে মানুষ খুন করতে পারবে—এবং ন্যায়সঙ্গত মনে করবে ব্যাপারটাকে।

রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে ন্যাকড়া জড়িয়ে খাবারের পোঁটলা বাঁধল ও, খানিকটা কফি আর ছোট্ট একটা কেতলির সঙ্গে ওটা একটা ময়দার থলেতে রাখল। তারপর চারটে ম্যাচবাক্স ভরে থলেটা নিয়ে ফিরে গেল বসার ঘরে।

'এই তোমার খাবার। এবার তুমি যাও। আমি যতক্ষণ না ডাকছি বাসাতেই থেকো। সাবধান থাকবে, বাছা। খোদার নাম জপে রওনা হয়ে যাও।'

কার্ল বিদায় নেবার পর মুহূর্তের জন্য দুঃখ, হতাশায় ম্রিয়মাণ হলো মারিয়া। তারপর উদ্ধত অহঙ্কার ভর করল ওর ওপর, সহসা একটা কিছু সংকল্প করে কার্লোসের রাইফেলটা আনতে উঠে গেল।

দশ

জেমস গ্রীন যখন হোটেল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পিপার মকের দফতরে গেল তখন অনেক বেলা, সূর্য তেতে উঠেছে।

মক তার ডেস্কে বসে একগাদা ওয়ান্টেড পোস্টার ঘাঁটছিল, কিন্তু গ্রীন ঢুকতে সেগুলো একধারে সরিয়ে রেখে বলল, 'টেরিল তার ঘোড়া ফিরে পেয়েছে, ক্যানাডা যেটা ভাড়া করেছিল। আজ সকালে ওর ওয়াগন ইয়ার্ডের গেটের সামনে পেয়েছে।'

'সেক্ষেত্রে কার্ল হালাম এখন কোথায়?' চিন্তিত গলায় বলল গ্রীন। 'শহরেই কোথাও লুকিয়ে থাকা সম্ভব?'

'সম্ভব। তবে আমার তা মনে হয় না। আমার বিশ্বাস এখন আরেকটা ঘোড়া জোগাড় করেছে সে।' স্মিত হাসল মক। 'রাতে দাওয়াত কেমন খেলে?'

'ভাল। কেবল শেষ দিকে হালাম এসে পড়েছিল, অল্পের জন্য আমাদের মধ্যে মারামারিটা হয়নি।'

গ্রীন খুলে বলল কী ঘটেছে, তবে মারিয়া ওকে দিয়ে হালামকে খুন করাতে চেয়েছিল সেটা এড়িয়ে গেল সযত্নে।

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল মার্শাল।

'হালাম রাতে ছিল শহরে। আধঘণ্টাটেক আগে বাথানের দিকে রওনা দিয়েছে।' উঠে দাঁড়িয়ে মক তার টুপি তুলে নিল। 'চল, আস্তাবলে যাই। ঘোড়াটা একবার দেখব আমি।'

ওরা ওয়াগন ইয়ার্ডটা অতিক্রম করতেই টেরিল বেরিয়ে এল আস্তাবল থেকে। মককে বলল, 'আন্দাজ করেছিলাম ঘোড়াটা তুমি দেখতে চাইবে। যদিও জানি না কী লাভ হবে এতে।'

'কিছুই বলা যায় না।'

'তা অবশ্যি। ও হ্যাঁ, ওই যে মেক্সিক্যান ছোকরা মারা গেছে, ওর ঘোড়াটা আজ

সকালে নিয়ে গেছে ওর বোন। বাইরে যাচ্ছিল ও, আমি ভাবলাম ওটাই দিই; এমনিতেও ও-ই পাবে '

মক বলতে নিয়েছিল কিছু একটা, কিন্তু গ্রীন বাধা দিল।

'কোথায় যাচ্ছে কিছু বলেছে?'

'না।'

'কতক্ষণ আগে?'

টেরিল কাঁধ ঝাঁকাল।

'মিনিট কুড়ি হবে।'

'আমার ঘোড়ায় জিন চাপাতে পারবে? এক্ষুণি?'

'নিশ্চয়,' বলে ভেতরে ঢুকে গেল আস্তাবল মালিক।

চিন্তাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে মক তাকাল গ্রীনের দিকে। 'কোন ঝামেলা?' জিজ্ঞেস করল।

'তেমন কিছু না,' অধৈর্য সুরে জবাব দিল গ্রীন। কামনা করছে তা-ই যেন হয় কিন্তু ও জানে হালামকে কোন চোখে দেখে মারিয়া। হালাম বাসার দিকে রওনা হবার পরপরই শহর ত্যাগ করেছে ও, ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না গ্রীনের।

'কার্লের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে?' মক জিজ্ঞেস করল।

কাঁধ ঝাঁকাল গ্রীন, টেরিলের দেরিতে বিরক্ত বোধ করছে। 'অসম্ভব না।'

ও নিজেই ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাতে পা বাড়িয়েছে এই সময় বিশাল লাগাম ধরে স্টীলডাস্টটা টেনে নিয়ে এল আস্তাবল মালিক। একলাফে ওর পিঠে চড়ে বসল গ্রীন, মার্শালকে, 'পরে দেখা করব,' বলে ছুটে বেরিয়ে গেল ওয়াগন ইয়ার্ড থেকে।

ঝড়ের বেগে পশ্চিমের রাস্তা ধরল ও। ভাবছে এখনও হয়তো সময় আছে। পাথুরে রাস্তায় ঢাক পেটাবার মত আওয়াজ তুলল ওর ঘোড়ার খুর। শঙ্কিত বোধ করছে গ্রীন, বুঝতে পারছে মারিয়া যদি খুন করতে চায় হালামকে নির্ঘাত অ্যামবুশ করবে। কোথায় হতে পারে জায়গাটা অনুমান করতে চেষ্টা করল।

আধঘণ্টা পর, যখন অনুভব করল হালাম আর বেশি দূরে নেই গতিবেগ মন্থর করল গ্রীন। পরমুহূর্তে সামনে ঘোড়ার পদশব্দ শুনতে পেল। রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে পৌঁছে আধমাইল দূরে একজন অশ্বারোহীকে দেখতে পেল সে, বুঝল ওটাই হালাম।

রাস্তার ডান পাশে উঁচু খাড়াই ডগলাস ফার আর গ্রীষ্মঋতুর হলুদ অ্যাসপেনে ছাওয়া। মেয়েটা যদি অ্যামবুশ করতে চায় এই খাড়াইয়ের কোন জায়গা থেকে করবে, গ্রীন অনুমান করল। কারণ উঁচু হলে নিশানা করতে সুবিধে হবে।

এগোল সে, ট্রেইলের সন্ধানে তাকাচ্ছে আশপাশে। যখন দেখতে পেল না ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে রওনা হলো খাড়াই বরাবর। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটল দ্রুতগতিতে। একটু বাদে ঘেসো জমিতে বেরিয়ে এল সে, তারপর ট্রেইলটা চোখে পড়ল, রাস্তার সমান্তরালে সামনে এগিয়েছে। জোরকদমে ওটা অনুসরণ করল গ্রীন, ভাবছে আলেয়ার পেছনে ছুটছে কিনা। ঘণ্টাখানেক এগোবার পর, যখন সে বুঝতে পারল হালামকে পেছনে ফেলে এসেছে সেই সময় হঠাৎ করেই ঘোড়াটা চোখে পড়ল ওর। একটা ঝোপের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় ঘাস খাচ্ছে।

মাটিতে নেমে নিজের ঘোড়াকে ঘেসো জমিতে ছেড়ে দিল গ্রীন, হলুদ অ্যাসপেন

বনের ভেতর দিয়ে কোনাকুনি নামতে শুরু করল।

অচিরেই শ-খানেক গজ নীচের রাস্তাটা দেখতে পেল ও, তারপর অদূরে হাঁটু-সমান ঘাসের মধ্যে বুক ডুবিয়ে কেউ একজন শুয়ে আছে লক্ষ্য করে বুক ভরে শ্বাস টানল। মারিয়া গার্সিয়াকে চিনতে পারল গ্রীন। ওর কাঁধে রাইফেলের কুঁদো ঠেকানো তাড়াতাড়ি পা চালাল ও, কাছেই একটা ঘোড়া ছুটে আসার শব্দ হতে দেখল গুলি ছোঁড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে মারিয়া।

দৌড়াতে শুরু করল গ্রীন। চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল মারিয়া, পরক্ষণে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রীন, রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল একপাশে, শ্যামাঙ্গিনী চেঁচাবার প্রয়াস পেতে ওর মুখে চেপে ধরল।

মারিয়া ছাড়া পাবার আপ্রাণ চেষ্টা করল, কিন্তু গ্রীন আরও শক্ত করে ধরে রইল ওকে। অনুভব করছে ঢিলেঢালা ব্লাউজ আর বাকস্কিন রাইডিং স্কার্টের নীচ থেকে ওর উষ্ণ শরীর আর উদ্দাম যৌবনের স্পর্শে আগুন ছড়াচ্ছে তার দেহে। ক্রোধের তাপে তড়পাচ্ছে মারিয়ার হৃৎপিণ্ড। গ্রীনকে লাথি মারার চেষ্টা করল ও, কিন্তু গ্রীন তার ডান পায়ের ভর ওর দু-পায়ের ওপর চাপিয়ে দিল। তারপর হালাম যখন নীচের রাস্তা ধরে মাঝারিকদমে বেরিয়ে গেল তখন আড়ষ্ট হয়ে গেল মারিয়া, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পেছন থেকে চেয়ে রইল অশ্বারোহীর দিকে।

অবশেষে হালাম দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে ওর মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল গ্রীন। একটুক্ষণ কাত হয়ে নিঃসাড়ে ঘাসের মধ্যে পড়ে রইল মারিয়া, মুখ আরক্ত, চোখ বোজা। টের পেল শিউরে উঠছে মেয়েটা, বুঝল নিজের ভুল উপলব্ধি করেছে ও।

'সব এখন ঠিক হয়ে গেছে, তবে আরেকটু হলেই হত না,' গ্রীন বলল।

চিত হলো মারিয়া, ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল ওর দিকে, খিমচি দেয়ার চেষ্টা করল মুখে।

'মনে করেছ ওকে খুন করলে আমার কী হবে ভেবে আমি ডরাই? তুমি একটা বোকা।'

আবার ওকে চড় মারার প্রয়াস পেল মেয়েটা, ঝট করে ওর কব্জি দুটো চেপে ধরল গ্রীন।

'বাঘিনী!' বলল সে। 'এরকম করলে তুমি আউট-ল হয়ে যাবে।'

ঝুঁকে ওর ঠোঁটে চুমু খেল সে, ফের ছাড়া পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল মারিয়া। তারপর, সহসাই, ফুঁপিয়ে উঠল, গ্রীনের ঘন চুল জাপটে ধরে বুনো আবেগে সাড়া দিল ভয়ঙ্করভাবে। ওর গায়ের সাথে সেঁটে গেল মারিয়া, গ্রীন সোহাগ করল। তারপর আবার বনবেড়ালির মত আঁচড়ে খামচে লড়তে শুরু করল মেয়েটা।

ওকে ছেড়ে দিল গ্রীন, কামনাবেগে ঝিমঝিম করছে শরীর

উঠে বসল মারিয়া, হাঁপাচ্ছে, তপ্ত নিশ্বাসের তালে তালে দ্রুত ওঠানামা করছে ভরাট বুক, আগুন ঝরছে চোখ থেকে।

'কী মনে কর তুমি? একজন গ্রিংগোর সাথে প্রেম করব আমি? বাহ্! আমি কারোকে ভালবাসি না।'

'কোন একদিন করতেও পারো,' পাল্টা জবাব দিল গ্রীন। রাইফেলটা তুলে নিল

'আপাতত আমার কাছেই থাক, শহরে গিয়ে ফেরত পাবে। যেরকম বাঘিনী তুমি, আবার হয়তো তাড়া করবে ওকে।'

'ভেবেছ আমি তোমার সঙ্গে শহরে যাব?' অবজ্ঞার সুরে বলল মেয়েটা। 'না! আমি একাই যাব, গ্রিংগোদের আমি বিশ্বাস করি না, কেবল প্রেম করতে চায়। তুমি একটা পশু। ফের যদি আমাকে চুমু দেয়ার চেষ্টা কর–খুন করব!'

'তোমার মধ্যেও একটা জানোয়ার বাস করে, থাবা আছে তার,' গ্রীন বলল। 'কামনাও।'

'বোকা'

ওকে পাশ কাটিয়ে নিজের ঘোড়ার কাছে চলে গেল মারিয়া, মাথা উঁচু, অবাধ্য কালো চুল ছড়িয়ে আছে পিঠের ওপর। ওকে স্যাডলে চড়তে দেখল গ্রীন, তারপর যখন রওনা হলো ধীরে ধীরে তখন কর্কশ সুরে চেঁচিয়ে বলল, 'তোমার রাইফেল নিয়ে আসছি আমি–আজ সন্ধ্যায়!'

একটিবারও পেছনে না তাকিয়ে চলে গেল মারিয়া। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল গ্রীন, ভাবছে মেয়েটার ভেতর নারীসুলভ সবকিছুই আছে, কেবল প্রয়োজন একটু বশ মানাবার। মুচকি হেসে ওর রাইফেলটা ক্যান্টেলের পেছনে বাঁধল সে, স্যাডলে চেপে রওনা হলো মারিয়ার ট্রেইল ধরে।

এগারো

মার্শাল মক তার দফতরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমের পাহাড়ে সূর্যাস্ত দেখছিল। হঠাৎ চোখের কোণে লক্ষ করল সে গোধূলি আলোর ভেতর দিয়ে এক অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে তার দিকে ধক করে উঠল মার্শালের বুক, একটা হার্টবিট মিস করল

স্যাম ট্যানার কী করছে এখানে? অকটিওতে ওর কী কাজ?

মার্শালকে দেখতে পেয়েছিল স্যাম ট্যানার, এগিয়ে এল। লম্বা পায়ের তাগড়া একটা সোরেলে চড়েছে ও, চমৎকার জানোয়ার। কিন্তু স্যাম, যতটা মনে পড়ছে মকের, আগের মতই বদখত রয়েছে। খর্বকায় একটা মানুষ, পরনে ধুলোমলিন কাউবয় পোশাক, সাদামাঠা চেহারা। ব্যতিক্রম শুধু ওর ছাইরঙা চোখ দুটো–ভাবলেশহীন, মরা মানুষের চোখের মত নিষ্প্রাণ।

চোখ আর পিস্তল, মক ভাবল। মোটামুটি একসাথে কাজ করে ওরা। মার্শাল লক্ষ্য করল ট্যানারের হাড্ডিসার উরুর সাথে তার অস্ত্রটা নিচু করে বাঁধা।

রাশ টানল বন্দুকবাজ, একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মকের দিকে, নীরবে। এটাই ওর রীতি, মকের মনে পড়ল। এমনকী কোন লোক যদি একটা সাধারণ প্রশ্নও করে, জবাব দেবার আগে ওই ধূসর চোখজোড়া মেলে দীর্ঘক্ষণ তার পানে অপলকে তাকিয়ে থাকবে স্যাম। যে কেউ ওই দৃষ্টির সামনে কেঁপে উঠবে, যেমন এখন উঠল মার্শাল।

'কেমন আছ, স্যাম?' জিজ্ঞেস করল মক। আসলে সে বলতে চেয়েছিল, 'এখানে তুমি কী করছ?' কিন্তু স্যাম ট্যানারকে ওই ধরনের প্রশ্ন করতে নেই।

'ভাল,' একটু বাদে জবাব দিল স্যাম ট্যানার। 'সেই বেলুরাইডের পর আর দেখিনি তোমাকে, তখন একটা লিভারি স্ট্যাবল চালাতে। তবে শুনলাম, এখানে তুমি মার্শাল।'

'এই শহরটা খুব শান্ত, স্যাম।'

এমনভাবে মককে জরিপ করল বন্দুকবাজ যেন বহুদূর থেকে দেখছে।

'তাই,' একসময় জবাব দিল সে। 'ঠিক সীমান্তের দক্ষিণের মত, যেখানে আমি থাকি, ভদ্র, শান্ত—যেমনটা হওয়া উচিত।' সিধে হলো স্যাম, আলতোভাবে নড করে চলে গেল। মক খেয়াল করল ও হোটেলের উদ্দেশে যাচ্ছে। অকটিওতে, তার শহরে, আস্তানা গাড়ছে স্যাম ট্যানার ভাবতেই মার্শালের গায়ে কাঁটা দিল।

পরক্ষণে আরেকটা চিন্তা আঘাত করল তার মগজে, কেবলমাত্র একজন মানুষই স্যাম ট্যানারকে ডেকে পাঠাবার ক্ষমতা রাখে—ফ্রেড হালাম।

এবং এর পেছনে কারণও একটাই: জেমস গ্রীনকে খুন করা। এই তল্লাটে আসার পর থেকেই হালামকে সে অনবরত নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে।

মক আন্দাজ করতে চেষ্টা করল এখন কোথায় গেলে পাওয়া যাবে গ্রীনকে, সাবধান করতে চায়। তার অনুমান যদি ঠিক হয়, গ্রীনকে গানফাইটে প্ররোচিত করবে স্যাম ট্যানার, এবং সামান্যতম সুযোগও পাবে না গ্রীন। ওর এখন শহর ত্যাগ করাই উত্তম, যদিও মকের দৃঢ়বিশ্বাস তা সে করবে না। পালাবার লোক না ও, এমনকী মৃত্যু নিশ্চিত একথা জেনেও।

ঠিক তখনই ভয়ঙ্কর সত্যটা অনুধাবন করতে পারল মক; একান্তই যদি কোন গোলাগুলি হয়, শেষ পর্যন্ত তাকেই মোকাবেলা করতে হবে সেটা—এবং স্যাম ট্যানারের বিরুদ্ধে সেও টিকবে না একমুহূর্ত।

মারিয়া ক্যান্টিনায় রাতের খাওয়া সেরে হোটেলে ফিরছে গ্রীন এমন সময় গুলির আওয়াজ শুনতে পেল সে।

মৌন রাতে আপনমনে হাঁটছিল গ্রীন, সকৌতুকে মারিয়ার কথা ভাবছিল। সারাটা সন্ধ্যে খুব নিরুত্তাপ ছিল ও, দূরে-দূরে থেকেছে, কথাবার্তা বিশেষ বলেনি, আর যাও-বা বলেছে তার সবই ছিল ওর প্রতি ধিক্কারে ভরা।

তবু গ্রীনের বিশ্বাস মেয়েটাকে বোঝে সে, যদিও ওর তখনকার সেই মদিরাবেগের পাশাপাশি আচমকা খেপে ওঠার ব্যাপারটা একটু খাপছাড়া।

গুলির আওয়াজ নিমেষে সতর্ক করে তুলল গ্রীনকে। পিপার মকের অফিসের দিক থেকে এসেছে ওই আওয়াজ। দ্রুত পা চালাল ও, তারপর ঘটনাস্থলের দিকে আরও লোকজনকে ছুটে যেতে দেখে দৌড়াতে শুরু করল।

অফিসের সামনে ভিড় করেছে একদল মানুষ, উঁকি মারছে জানালা দিয়ে, ভেতরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। ভিড় ঠেলে এগোল গ্রীন, দরজা খুলে পা রাখল ঘরে। কারোকে দেখতে পেল না ও। পিস্তল বের করে দ্বিতীয় দরজাটা খুলে সেল ব্লকে গেল। দুটো কারাকক্ষ, মুখোমুখি, ডানেরটায় বিস্ফারিত চোখে এক লোক গরাদ

আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়েছিল, গ্রীনকে দেখে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাল। ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় কোনমতে বলল সে, 'কেউ ওকে গুলি করেছে।'

মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল গ্রীনের চেহারা। ঝট করে ঘাড় ফেরাল দ্বিতীয় সেলটার দিকে, দেখল পাথুরে মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে ডিউক রিপ, করিডরের বাতিতে নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে চোখ, বুকের গর্ত থেকে রক্ত চোয়াচ্ছে।

অপর কয়েদির দিকে ঘুরল গ্রীন। লোকটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে গরাদ আঁকড়ে, লাশটা দেখছে।

'কীভাবে ঘটেছে?'

সচল হলো লোকটার মুখ, ঘাড়ের সংযোগস্থল থেকে নড়ছে মাথাটা।

'আজ সকাল থেকে মদ খাচ্ছিলাম আমি, তাই ঘণ্টা দুয়েক আগে মার্শাল আমাকে কয়েদ করেছে। ঘোরের মধ্যে ছিলাম, ফলে বলতে পারব না ঠিক কী ঘটেছে। তবে একটা লোকের গলা শুনতে পেয়েছি: "ডিউক। অ্যাই, ডিউক," বলে ডাকছিল। তারপর দুটো গুলি, পেছনের দেয়ালের ওই ছোট্ট জানালাটা দিয়ে।'

খিড়কি দরজা খুলে বাইরে গেল গ্রীন। রুপালি জ্যোৎস্নায় দেখল জানালার ঠিক নীচে একটা কাঠের বেঞ্চ পাতা। বেঞ্চে উঠে দাঁড়াতেই ও বুঝে গেল এখান থেকে সেলের ভেতরটা দেখা যায়। এর অর্থ এখানে দাঁড়িয়ে খুনী ডাক দিয়েছিল ডিউক রিপকে, তারপর ও এগিয়ে এলে গুলি করেছে।

জেলহাজতে ফিরে এল গ্রীন। গরাদের ফাঁক দিয়ে বেশকিছু লোক অপলকে দেখছিল লাশটা। পিপার মক এসে ওদেরকে যখন রুক্ষ স্বরে বেরিয়ে যেতে আদেশ করল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরে গেল লোকগুলো।

তালা খুলতে খুলতে গ্রীনকে জিজ্ঞেস করল মার্শাল, 'তুমি খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছেছ। জানো, কীভাবে কী ঘটেছে?'

মাতালের কাছে যা শুনেছে গ্রীন জানাল ওকে। একটা বাংকের ওপর লাশটা তুলল ওরা, মক কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল মার্শাল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'কার্লের বিরুদ্ধে তোমার একমাত্র সাক্ষী ছিল ও। এখন ছেলেটা একরকম বেঁচে গেল। প্রমাণ ছাড়া মামলা টিকবে না।'

'হিসেবি চাল, তাই না?' গ্রীনের মুখ থমথমে। 'কার কাজ বলে মনে হয়? হালামের ফোরম্যান?'

গম্ভীরভাবে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল মার্শাল।

'কে গুলি করেছে আমি জানি, হার্ভে স্টেজ না,' ধীরে ধীরে বলল ও। 'তবে প্রমাণ করতে পারব না। চল, অফিসে যাওয়া যাক তোমার একটা কথা জানা দরকার।'

করিডর ধরে ওরা রওনা হয়েছে, এই সময় চেঁচিয়ে উঠল মাতাল। 'অ্যাই, মক; তুমি আমাকে একটা লাশের সাথে রেখে যাচ্ছ নাকি?'

'তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না ও,' মক বিরক্ত।

'এখন সুস্থ হয়ে গেছি আমি। কসম, সুস্থ হয়ে গেছি। গুলির আওয়াজে কেটে গেছে নেশা।'

'ধেত্তেরি,' বলে সেলের তালা খুলল মক। 'এবারের মত ছেড়ে দিলাম, টোবি। বাড়ি যাও। আবার স্যালুনে থেমে সবাইকে বল না যেন কী জানো তুমি, বোঝা গেছে? তা হলে কিন্তু এরপর এক মাসের ঘানি।'

ধন্যবাদ জানিয়ে একরকম ছুটে পালাল মাতাল। গ্রীন আর মক অফিস ঘরে গেল। সেখানে ওকে স্যাম ট্যান্নার সম্পর্কে অবহিত করল মক।

'হালাম তলব করছে ওকে, আমার বিশ্বাস। এবং এরপর তোমার পালা—যদি আগেই চলে না যাও। আর যাবে না-ই বা কেন তাও বুঝতে পারছি না আমি। কার্ল মোটামুটি বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে এখন, কেবল সময়ের ব্যাপার।'

মৃদু হাসল গ্রীন। 'মোটামুটি। না, মক, ওকে আমার ধরতে হবে। ওটাই আমার কাজ।'

অস্বস্তিভরে মক বলল, 'আর আমার স্যাম ট্যানারের সঙ্গে দেখা করা।'

'তুমি না বললে প্রমাণ করতে পারবে না। যাই হোক, ওটা তোমার ব্যাপার, তবে আমি ওর পরবর্তী চালের অপেক্ষায় থাকব।'

ঘোঁৎ করে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করল মার্শাল। 'দেখা যাক কী হয়।' স্যাম ট্যানারের চেহারার বিবরণ দিল ও। 'জানি না কীভাবে সারবে, তবে কোন অন্ধকার গলিতে ঢুকবে না, খোলা দরজার দিকে পেছন ফিরবে না। এর বেশি কিছু বলতে পারব না আমি। হালামের ছেলের ব্যাপারে কী করবে ভেবেছ কিছু? কোথায় খুঁজবে ওকে? এভাবে অন্ধকারে হাতড়ে লাভ হবে না কোন। ও যদি ধরা দিতে না চায়, ওকে খুঁজে পাবে না তুমি।'

'দুটো বুদ্ধি এসেছে মাথায়,' বলে উঠে দাঁড়াল গ্রীন। 'প্রথমটায় যদি কাজ না হয়, আঙুল বাঁকাতে হবে।'

'পিস্তলে তোমার হাত কেমন?'

'সেরা নই।'

'স্যাম ট্যানার তাই। অন্তত সেরাদের একজন।'

'এ ব্যাপারে মাথা ঘামাব না এখন, এটুকু বলতে পারি। এসব কাজের সবচেয়ে খারাপ দিক এটাই—অযথা চিন্তা করা। দুর্বল করে ফেলে মানুষকে, নিজের ছায়া দেখলেও ভয় পায়। চলি, মক। শুভ রাত্রি। তুমিও খামোকা দুশ্চিন্তা কর না।'

'চেষ্টা করব,' শুকনো গলায় বলল মার্শাল। ওকে স্বর্গীয় হাসি উপহার দিয়ে বেরিয়ে গেল গ্রীন।

বারো

অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে এপাশ-ওপাশ তাকাল গ্রীন। খোলা দরজা-জানালা গলে ছেঁড়াখোঁড়া আলো এসে পড়েছে ফুটপাতে। এখন আর হাসছে না ও। জানে এখন থেকে সবসময় হুঁশিয়ার থাকতে হবে ওকে। খানিক ইতস্তত করল সে, তারপর ঘুরে মেক্সিক্যান পাড়ায় মারিয়ার ক্যান্টিনার উদ্দেশে রওনা হলো, আলোর বাইরে দিয়ে

ফুটপাতের কিনার ঘেঁষে হাঁটছে।

মেক্সটাউনের প্রান্তে শেষ হয়ে গেল ফুটপাত। এখানকার চুন-সুরকির ঝুপড়িগুলোতে আলো কম, ম্লান। গির্জাটা পেরিয়ে গেল গ্রীন, দেখল ভেতরে মিটমিট করে মোম জ্বলছে, উপাসনা করছে জনাকয়েক লোক। জানালার কাচে লালচে আভা ছড়িয়েছে ক্যান্টিনার বাতি। ঢোকার আগে মুহূর্তের জন্য থামল গ্রীন, গতরাতে মারিয়ার বাসার ফটকের বাইরে এক লোক লুকিয়েছিল মনে পড়তে কানখাড়া করে বোঝার চেষ্টা করল আজও সেরকম কেউ আছে কিনা আশপাশে।

সন্দেহজনক কোনকিছু টের পেল না ও। ক্যান্টিনায় ঢুকল গ্রীন, বারে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে ধক করে উঠল বুক।

লোকটাও তাকিয়েছিল ওর দিকে, বিদ্যুৎচমকের মত একটা পরিচয়ের আভাস বিনিময় হলো ওদের মাঝে। গ্রীন তার দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিল। বারের দিকে এগোল সে, ক্ষুদ্রকায় লোকটা থেকে তিন ফুট দূরে থামল।

'টেকুইলা,' কৃষ্ণকায় বারটেন্ডারকে বলল গ্রীন।

গ্লাসে মদ ঢেলে এগিয়ে দিল বারটেন্ডার, বারের ওপর একটা রৌপ্যমুদ্রা রাখল গ্রীন। একচুমুকে পানীয়টুকু শেষ করল ও, তারপর পাশে দাঁড়ানো লোকটার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, 'তুমি স্যাম ট্যানার। এইমাত্র তোমার ভাষায় একটা "কাজ" সেরে এসেছ।'

নির্লিপ্ত চোখ দুটো স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর পানে, কিন্তু স্যাম ট্যানার মুখ খুলল না।

'নিশ্চয় হ্যালাম তোমাকে বলেছে আমাকে পাওয়া যাবে এখানে,' গ্রীন বলল।

'আর তুমিও বোধহয় ভেবেছিলে তোমাকে খুঁজে পাব না আমি,' মৃদু গলায় বলল ট্যানার, এক মুহূর্ত পর।

'আমি চলে গেলে পেতে না।'

'হয়তো এখনও খুব দেরি হয়ে যায়নি।'

'আমাদের একজনের জন্য তাই যাবে,' জবাব দিল গ্রীন, লক্ষ করল ঈষৎ কেঁপে উঠল স্যাম ট্যানারের চোখের পাতা। জীবনে বহু বন্দুকবাজকে দেখেছে গ্রীন, অনেকের সঙ্গে লড়াইও করেছে। তার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায়, অন্যকিছু না হোক, একটি সত্য সে জেনেছে; অধিকাংশ বন্দুকবাজই হয় কাপুরুষ, প্রতিদ্বন্দ্বীকে মোকাবেলা করার চাইতে আড়াল থেকে গুলি করতেই পছন্দ করে বেশি।

কিন্তু স্যাম ট্যানারের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না ও। অতিসাধারণ চেহারা; কেবল অদ্ভুত ওর চোখ দুটো, নিরাসক্ত, ভাবলেশহীন—কোনরকম ভাবান্তর নেই।

গ্রীনের মনে পড়ল মক তাকে অন্ধকার গলি আর খোলা দরজা থেকে সরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

বন্দুকবাজের উদ্দেশে আরেকবার শীতল চাহনি হানল সে, তারপর বারের কোনা ঘুরে রান্নাঘরের দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটা দিল পুঁতির পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় শিরদাঁড়ার কাছে শিরশিরে অনুভূতি হলো ওর।

রান্নাঘরেই মারিয়াকে পেয়ে গেল গ্রীন, কাজে ব্যস্ত ছিল। এত তাড়াতাড়ি ওকে ফিরে আসতে দেখে অবাক হলো মেয়েটা, কালো ভুরুজোড়ায় ভাঁজ পড়ল।

'আবার কী? শিগগিরই বন্ধ করে দেব, তখন এমনিতেও চলে যেতে হবে তোমাকে।'

বিরাট দুই হাতের মুঠোয় গ্রীন তার টুপিটা নাচাল, অস্বস্তি বোধ করছে। শান্ত গলায় মেয়েটাকে জানাল ডিউক রিপ মারা গেছে।

'আধঘন্টা আগে কেউ ওকে গুলি করেছে সেলের মধ্যে। তুমি হয়তো আওয়াজ শুনে থাকবে।'

দুর্বোধ্য ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল মেয়েটা, গভীর কালো চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল।

'ডিউক ভাল ছেলে ছিল, মোটামুটি। কে খুন করল? কেন?'

কান্নায় ভেঙে পড়ল মারিয়া, বিস্ফারিত হয়ে গেছে চোখ, গাল ভেজা, মুখ ফ্যাকাসে।

'কী ব্যাপার?' গ্রীন জিজ্ঞেস করল। 'কী ভাবছ এত?'

'খুব দুঃখজনক এই মৃত্যু। তবে আমাকে জানাতে এসেছ তুমি, সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ।'

'জানাচ্ছি তার কারণ কার্লের সঙ্গে যদি তোমার দেখা হয় তাকে বলতে পারবে ঘটনাটা।'

ভোঁতা হয়ে গেল মারিয়ার দৃষ্টি, গলার স্বর রুক্ষ হয়ে উঠল। 'কার্লের সঙ্গে আমার দেখা হবে এরকম ভাবছ কেন?'

'আমি বলেছি যদি দেখা হয়,' বলল গ্রীন, মেয়েটার এই আকস্মিক মেজাজ পরিবর্তনে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে ওর মন।

'দেখা হবে না আমার সাথে,' ঝাঁঝের সাথে বলল মারিয়া। 'এবার তুমি যাও! আমি খুব ব্যস্ত। সারা রাত ধরে গ্রিংগোর সাথে প্যাচাল পাড়ার মত সময় নেই।'

বিদায় জানিয়ে ঘুরে দাঁড়াল গ্রীন। পর্দাটা সামান্য ফাঁক করে বারের দিকে তাকিয়ে দেখল স্যাম ট্যানার নেই।

দ্বিধায় পড়ল ও, বুঝতে পারছে মারিয়া লক্ষ করছে ওকে। বাইরে কোথাও হয়তো ওত পেতে অপেক্ষা করছে স্যাম ট্যানার, ও বেরোলেই গুলি করবে, পেছনে ক্যান্টিনার আলো থাকায় নিশানা করা সহজ হবে গুপ্তঘাতকের পক্ষে। মারিয়ার দিকে ফিরল গ্রীন।

'পেছনের রাস্তা দিয়ে বেরোতে চাই আমি। তোমার ঘরের ভেতর দিয়ে যে দরজাটা উঠনে খোলে।'

'কী ব্যাপার? কার ভয় করছ?'

'ভয় পাচ্ছি না,' গ্রীন বিরক্ত। 'সামনে দিয়ে বেরোলে একটা যুদ্ধ বাধতে পারে, তোমার খদ্দেররা তা হলে বিপদে পড়বে।'

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল মারিয়ার দৃষ্টি, গলা নেমে গেল খাদে।

'কে আছে বাইরে?'

'ডিউক রিপকে যে লোকটা খুন করেছে। নাও, এবার আমাকে দেখাও দরজাটা।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল মারিয়া, বাসায় ঢুকে শোবার ঘর হয়ে ওকে নিয়ে গেল

দরজার কাছে। অন্ধকার ঘরে গ্রীনের হাত চেপে ধরল। অন্ধকারে ওর মুখাবয়ব, চকচকে চোখ দেখতে পেল গ্রীন।

'সাবধান, নয়তো তুমিও খুন হয়ে যেতে পার,' মৃদু গলায় বলল মারিয়া।

স্মিত হাসল গ্রীন। 'তাতে কি সত্যি তুমি খুব দুঃখ পাবে, মারিয়া?'

'সি। পাব।'

ওর ক্ষীণ কটি জড়িয়ে ধরল গ্রীন, অনুভব করল শক্ত হয়ে গেল শরীর—সেই চাপা ইস্পাত। তারপর ঢিল দিল মারিয়া, চোখের পলকে ওর মাথাটা টেনে নামিয়ে চুমু খেল ক্ষুধার্ত কামনায়। সকালে সোনালি অ্যাসপেনের নীচে ঘাসের মধ্যে যেরকম অনুভূতি হয়েছিল গ্রীনের এখন আবার তেমনি আগুন ছড়াল ওর শিরায় শিরায়।

বাইরে যাবার বদলে রাতটা এখানে কাটাতে পারলেই বেশি খুশি হবে সে, চকিতে একবার ভাবল ও।

মারিয়াকে রেহাই দিল গ্রীন, তপ্ত একটা নিশ্বাস ছেড়ে সোজা হলো।

'তোমার মধ্যে বারুদ আছে,' বলল ও।

তারপর ঘুরে দরজা খুলল সে, দ্রুত পা রাখল বাইরের জাফরি কাটা মাচানের নীচে। চন্দ্রালোকিত উঠনটা জরিপ করার সময় মারিয়ার কথা পুরোপুরি ভুলে গেল ও, দেয়াল ঘেঁষে ফটকের দিকে এগোল উবু হয়ে। একটু ইতস্তত করে তুলল হুড়কোটা, নিঃশব্দে নামিয়ে রাখল একপাশে। তারপর পিস্তল বের করে ঠেলে ফাঁক করল গেট, অনুভব করল চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে।

অদূরে কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল এবং চুপ করল। পেলব রাতে আর কোন শব্দ নেই। গলিতে বেরিয়ে ফটকটা টেনে বন্ধ করে দিল গ্রীন, চোখ সতর্ক, আশপাশের রুপালি আঁধার আর সামনের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার রাস্তাটা জরিপ করছে।

আগে বাড়ল গ্রীন, গেল রাতে যে লোকটা দৌড়ে পাশের রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল তার কথা ভাবছে।

দেয়ালের কোণে পৌঁছাল সে। উবু হয়ে চলাফেরা করছে খেয়াল হতে সোজা হয়ে দাঁড়াল। পিস্তলটা রাখতে যাচ্ছে হোলস্টারে এই সময় আচমকা গুলির আওয়াজে খানখান হয়ে গেল রাতের নিস্তব্ধতা। অন্ধকারের ভেতর উল্টো দিকে আগুনের ঝলক দেখতে পেল গ্রীন। নিক্ষিপ্ত পাথরখণ্ডের মত শক্ত একটা কিছু আঘাত করল ওর কোমরে, এক হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল ও। পরক্ষণে আরেকটা বুলেট উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে, পেছনের দেয়ালে বিঁধল। আগুনের ঝলক নিশানা করে গুলি ছুঁড়ল গ্রীন, তারপর আরও দুটো গুলি করে উঠে দাঁড়িয়ে এগোল সামনে। হিমশীতল ভয়ঙ্কর ক্রোধে জেগে উঠেছে ওর মাঝে।

এরপর আরেকটা গুলি বিস্ফোরিত হলো ওর মগজে। গ্রীন খেয়াল করছে না ও সামনে এগোচ্ছে। শুধু বুঝতে পারছে প্রতিবার ট্রিগার টেপার সাথে সাথে পিস্তলটা লাফিয়ে উঠছে ওর হাতের মুঠোয়। এখন আর কোন পাল্টা গুলি ছুটে আসছে না। সামনে অন্ধকার রাস্তায় হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা মানুষটাকে ঝাপসা চোখে দেখতে পেল ও, পিস্তলের শেষ গুলিটা ঢুকিয়ে দিল ওর শরীরে। গ্রীনের মনে হলো ও একটা আর্তচিৎকার শুনতে পেয়েছে, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারার আগেই ওর মাথা ঘুরে উঠল ভীষণভাবে, ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু, কিন্তু টের পেল না কখন

মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে সে।

আবার যখন চেতনা ফিরে পেল গ্রীন তখন দেখল হোটেলে নিজের কামরায় শুয়ে আছে সে। নিঃসাড়ে পড়ে রইল ও, বুক ধড়ফড় করছে, শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে দ্রুতলয়ে গ্রীন বুঝে উঠতে পারল না এখানে সে কী করছে। তারপর, প্রথমে ধীরে ধীরে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চকিতে মনে পড়ে গেল সব। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। চোখ পিটপিট করল, আচমকা টের পেয়েছে ঘরে সে একা নেই। আড়ষ্টভাবে বালিশের ওপর ঘাড় ফেরাল ও, দেখল বিছানার পাশে মারিয়া বসে আছে। মেয়েটার চেহারায় স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠতে লক্ষ করল সে।

তারপর মারিয়া যখন খেয়াল করল গ্রীন লক্ষ করছে ওকে তখন ঠাট্টার সুরে বলল, 'এবার তা হলে বুঝতে পারছ তুমি বেঁচে আছ? অনেক সময় লাগল কিন্তু।'

'কত?' ক্ষীণ শোনাল গ্রীনের কণ্ঠ, যেন গভীর কোন কুয়ো থেকে উঠে আসছে।

'দুদিন। প্রায় তিন। আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো মারাই যাবে। ডাক্তার বলেছে তোমার কনফিউশন হয়েছে।'

আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসল গ্রীন। 'মানে কনকাশন।'

'একই কথা। মাথা ঘুরবে তোমার। এখন কেমন লাগছে?'

গ্রীন অনুভব করল ওর মাথার একপাশে এখন ব্যথা করছে, হাত ওঠাতে আঙুলে ব্যান্ডেজের স্পর্শ পেল। ঝিমঝিম করছে ভেতরটা, ভুরু কোঁচকাল ও।

'খিদে পেয়েছে,' বলল।

'ভাল,' উঠে দাঁড়াল মারিয়া। 'চুপ করে শুয়ে থাক, আমি খাবার আনছি।'

মারিয়া যখন দরজায় পৌঁছাল, গ্রীন ওর নাম ধরে ডাকল, মেয়েটা ঘুরে দাঁড়াতে বলল, 'এই দু-তিনদিন তুমি এখানেই বসেছিলে?'

'যে কারও জন্য এটা করব আমি।'

বেরিয়ে গেল মারিয়া। জানালার দিকে পাশ ফিরতে গ্রীন দেখল বাইরে রোদ। তা হলে সে প্রায় তিন দিন অজ্ঞান হয়েছিল ও ভাবল। আস্তে আস্তে হাত-পা নাড়াল গ্রীন, তার মাজার ব্যান্ডেজটা টিপে দেখল। তারপর চোখ মুদল সে এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরে, মারিয়া যখন ঢাকনা দেয়া খাবারের ট্রে নিয়ে এল জেগে উঠে গোগ্রাসে সেগুলো খেল গ্রীন। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধ্যে নাগাদ ওকে দেখতে এল ডাক্তার, সংক্ষিপ্ত পরীক্ষার পর রায় দিল শিগগিরই ও সেরে উঠবে।

'তবে তোমার চোটটা খারাপ, কাজেই আরও কটা দিন শুয়ে থাকতে হবে তোমাকে। এরপরও, দ্রুত চলাফেরা করতে গেলে মাথা ঘুরবে।'

মারিয়া চলে গেছে ক্যান্টিনায়। রাতের খাওয়া নিয়ে পিপার মককে আসতে দেখে অবাক হলো গ্রীন। ওর কোলের ওপর ট্রেটা রেখে গম্ভীর গলায় মার্শাল বলল, 'বুটহিলে তোমার জায়গায় স্যাম ট্যানারের স্থান হয়েছে সেজন্য আমি খুশি।'

'ধন্যবাদ,' বলে খেতে শুরু করল গ্রীন।

'দুবার ওর মাথায় গুলি লাগিয়েছ তুমি, জানো?'

'ওই পর্ব শেষ। আলাপ করে খামোকা সময় নষ্ট। কার্লের ব্যাপারে কিছু শুনলে?'

'না,' একটু থামল মার্শাল। 'নতুন কোন খবর নেই–শুধু ড্রাম ডার্লিং সব ব্যবসা বেচে দিয়ে চলে যাচ্ছে।'

'এতে অবাক হবার কী আছে?'

'অপ্রত্যাশিত, এই পর্যন্ত। ভাল ব্যবসা করছিল, টাকা কামাচ্ছিল। আর টাকাটাই ওর কাছে সব। তা ছাড়া আগেই বলেছি, ফ্রেড হালাম আর হার্ভে স্টেজের সঙ্গে সেই প্রথম দিকে এখানে বসতি করে ও। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোন কারণ না ঘটলে মানুষ সাধারণত তার পুরানো জায়গা ছেড়ে নড়তে চায় না। তবে আমার কেন যেন মনে হয় ওই তিনজনের ভেতরে একটা গোপন কোন ব্যাপার আছে। আগেও এরকম মনে হয়েছে আমার।'

'তোমারটা ঠিক বলতে পারব না, তবে আমি একটা ব্যাপারে অনেক ভেবেও কূলকিনারা করতে পারিনি। এত ভাল ছেলে ছিল কার্ল হালাম, সে কেন হঠাৎ করে এমন মাতাল হয়ে স্টেজ ডাকাতি করতে গেল? তোমার মনে আছে আমরা একবার আলাপ করেছিলাম, ডিউক রিপ আমাকে বলেছিল কার্ল তার বাবার কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে চাইছিল? আমার কাছে ব্যাপারটা এখনও রহস্যময়। এই ঘর থেকে বেরোতে পারলেই ওকে খুঁজে বের করব আমি।'

'মামলাটা বন্ধ করে দেয়াই বোধহয় ভাল। একটা সাক্ষীও তো আর বেঁচে নেই।'

'না, তা সম্ভব না,' সংক্ষেপে বলল গ্রীন। নীরবে খাওয়া সারল ও। মক উঠে খালি ট্রেটা তুলে নিল।

'এবার নিশ্চয়ই ঘুম?'

গ্রীন হাসল। 'খাওয়া আর ঘুম, সামনের কয়েকটা দিন কেবল এ দুটোই করব,' বলল ও। 'শুভ রাত্রি, মার্শাল। এবং ধন্যবাদ।'

মক অকপটে বলল, 'আমারই উচিত তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া। তুমি স্যাম ট্যানারকে না মারলে ওকে মোকাবেলা করতে হত আমার। এবং এ মুহূর্তে আমিই থাকতাম বুটহিলে।'

তেরো

পরদিন উঠে বসল গ্রীন। মাজার ক্ষতটা শুকিয়ে আসছে, খুব একটা সমস্যায় ফেলছে না ওকে। কিন্তু মাথার-টাই ভাবিয়ে তুলেছে। ঘরের ভেতর মাত্র তিনটে চক্কর দিতেই এমন ঝিমঝিম করে উঠল যে সময়মত বিছানায় বসে না পড়লে মেঝেতে পড়ে যেত ও।

পরের দিনটা একটু ভাল কাটল। প্রচুর পুষ্টিকর খাবার আর ঘুম ওর শক্তি আর দম ফিরিয়ে এনেছে কিছুটা। অবসন্ন বোধ করার আগে প্রায় মিনিট পনেরো ঘরের মধ্যে পায়চারি করল সে

একটু বেলা করে পিপার মক এল, মুখ থমথমে।

'ঝামেলা। ডার্লিংকে আজ সকালে তার দোকানে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। পিঠে ছুরি মেরেছিল কেউ।'

'তাই নাকি! কারোকে সন্দেহ হয়?'

মক ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল, শ্বাস ফেলল ক্লান্তভাবে।

'আন্দাজ করছি, কিন্তু প্রমাণ নেই। লাইল ক্যানাডা মরেছিল ছুরিতে। এখন ড্রাম ডার্লিং। দুজনেরই একসময় যোগাযোগ ছিল হালামের সাথে। আর হার্ভে স্টেজ তার কোমরের বেল্টে সবসময় একটা ছুরি রাখে।' দম নিতে চুপ করল মক। 'কাল রাতে শহরে ছিল হার্ভে, ডার্লিংয়ের স্যালুনে মদ খাচ্ছিল।'

'তার মানে ওকে বাদ দেয়া যায় সন্দেহের তালিকা থেকে। খুনী কখনও ঘটনাস্থলের আশপাশে দেখা দিতে চায় না।'

'জানি। তবে আমার বিশ্বাস, হার্ভে কাল সন্ধ্যায়ই স্যালুনে বসে ডার্লিংয়ের চলে যাওয়ার খবরটা জেনেছে।'

'কিন্তু একজন লোক তার ব্যবসা বেচে দিচ্ছে বলেই তাকে খুন করতে হবে কেন?' বলল গ্রীন। 'এটা ঠিক ঢুকছে না আমার মাথায়।'

'কালই তোমাকে বলেছি ডার্লিংয়ের বিক্রি করার ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। এবং হার্ভে, হালাম আর ওর মাঝে একটা গোপন কিছু আছে। এমন কিছু যেটা ঘটেছে এখানে আসার আগে। এখন ডার্লিং চলে যেতে চাইছিল এখান থেকে। ধরা যাক, হার্ভে ধারণা করে ও পালাবার মতলব করছে। ওর পছন্দ হয়নি সেটা-তাই খুন করেছে।'

'তোমার অনুমান হয়তো ঠিক, তবে ওদের সম্বন্ধে আমি বেশিকিছু জানি না। ফলে হুট করে একটা মন্তব্য করে বসা উচিত হবে না।'

'পাগল হয়ে যাব আমি,' মক বলল। 'যাক, এখন আমি যাচ্ছি। কাল আসব আবার।'

মার্শাল চলে যাবার পর গ্রীন উঠে দাড়ি কামাল। ছোট্ট আয়নায় রক্তশূন্য দেখাল মুখ, তবে খোঁচা খোঁচা জঙ্গল সাফ করে বেশ আরাম বোধ করল ও। তারপর বিছানায় ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ওর দুপুরের খাবার নিয়ে এল মারিয়া। বসে থেকে গ্রীনের খাওয়া দেখল সে, মুখ অন্ধকার।

'তুমি তা হলে চলে যাচ্ছ?' মানে যখন ঘোড়ায় চড়তে পারবে? কোথায় যাবে?'

'নির্দিষ্ট করে কোন যাওয়ার জায়গা নেই, তবে কথাটা ইদানীং ভাবছি আমি। একটা সময় আসে যখন মানুষের কোথাও সুস্থির হতে হয়, নইলে পানিও পায় না মরার সময়। একবার ক্যালিফোর্নিয়ায় একটা কাজ করেছিলাম। সমুদ্রের কাছাকাছি, স্যানডিয়েগো নামে ছোট্ট এক শহরে। শহরের পুবে প্রচুর ঘাস মেলে। চমৎকার উপত্যকা, ঝরনা এসব আছে। সীমান্ত থেকে খুব বেশি দূরে না। ভাবছি ওখানে যাব। ঘোড়া পালব, ভাল জাতের। স্যাডল হর্সের দাম বাজারে সবসময়ই চড়া। আপাতত এরকমই ইচ্ছে আমার।'

তেমনি মুখ কালো করে গ্রীনের দিকে তাকাল মারিয়া, বলছে না কিছু।

'তবে সব পুরুষেরই বউ লাগে। একা থাকা ভাল না, কোন পুরুষই একা একা

বাঁচতে পারে না বেশিদিন। তা ছাড়া ঘরদোর সাফ করা, রান্না, ছেলেপুলে মানুষ—এগুলোর জন্যেও মেয়েমানুষ দরকার একজন।'

'হাহ্!' বিদ্রূপের স্বরে বলল মারিয়া। 'তুমি বউ চাও না, বাঁদি চাও।'

ওকে অনাবিল হাসি উপহার দিল গ্রীন।

'প্রেম, যত্নআত্তি সব পাবে ওই মেয়ে, ঘরের টুকিটাকি কাজে সুন্দর কেটে যাবে সময়।'

'খুব বেশি কথা বল তুমি।'

'আমাকে তুমি বিয়ে করবে, মারিয়া? যাবে আমার সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া?'

উঠে পড়ল মেয়েটা, আগের মতই নির্বিকার, গ্রীনের কোল থেকে সরিয়ে নিল ট্রে।

'তোমাকে বিয়ে করব? একজন গ্রিংগোকে? তুমি একটা বোকা। কোন সাদা চামড়ার মেয়েকে বিয়ে কর, আমাকে এসব বলে লাভ হবে না।'

'তবে ভুলে যেও না আমি তোমাকে প্রস্তাব দিয়েছি—এবং মন থেকে।'

'ভোলা সোজা। যেমন তুমি ভুলে যাবে আমাকে।'

'হয়তো পারব না শেষ পর্যন্ত। যাই হোক, কাল আবার আসছ তো?'

দোনোমনো করল মারিয়া, মাথা নিচু করে আছে।

'কাল না,' বলে বেরিয়ে গেল।

পুরানোগুলো বদলে নতুন ব্যান্ডেজ বাঁধতে সন্ধ্যায় ডাক্তার এল। মাথার জখমটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করল সে।

'ভাল, খুব ভাল,' বিড়বিড় করে বলল ডাক্তার। 'আজ ছোট পট্টি বাঁধলেও চলবে। একটা দাগ থেকে যাবে, তবে তোমার চুল ঘন, ঢেকে রাখতে পারবে।'

টাকমাথা ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে একগাল হাসল গ্রীন।

'তোমাকে আমার মাথার কিছু চুল দিতে ইচ্ছে করছে, ডাক্তার। তোমার ফি হিসেবে।'

'নগদ পেলেই বেশি খুশি হব আমি, ধন্যবাদ। ডিম, মুরগি, গরুর রান এগুলো নিয়েছি। তাই বলে চুল—না।' ব্যাগ বন্ধ করে মাথায় হ্যাট চাপাল ডাক্তার। 'দিন দুয়েক পরে আবার আসব, যদিও আমার মনে হয় না আমাকে আর লাগবে তোমার। বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে, আশা করা যায়, আর দু-এক হপ্তার মধ্যেই চলাফেরা করতে পারবে তুমি।'

ডাক্তার বিদায় নেয়ার পর আরেক দফা ঘুমাল গ্রীন। তারপর হরেকরকমের তরকারি দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে আবার শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে নাস্তা খেয়ে পায়জামা পরে ঘরের ভেতর পায়চারি করছে ও এই সময় দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকল পিপার মক। গ্রীনকে দেখে হাসল মার্শাল।

'উঠে পড়েছ? সকালের দিকে টেরিলের কাছে গিয়েছিলাম। তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।'

'বুড়ো খুব ভাল।'

স্মিত হাসল মক, মাথা ঝাঁকাল।

'আমি থাকতেই মারিয়া আসে ওখানে। ওর রাকবোর্ড নিতে। ঠাট্টা করার চেষ্টা

করেছিলাম। তোমার ব্যাপারে। সাড়া পেলাম না, মেজাজ বিগড়ে ছিল। বাকবোর্ডে মালপত্র চাপিয়ে কোথায় যেন গেল।'

চিন্তার ভাঁজ পড়ল গ্রীনের কপালে।

'কোথায় যাচ্ছ আন্দাজ পাচ্ছ কিছু?'

'কারও সাথে দেখা করতে, মনে হয়। শহরের বাইরে অনেক মেক্সিক্যান পরিবার আছে। সকলেই ওর বন্ধু।'

'তোমার কথাই হয়তো ঠিক, তবু আমি একটু নিশ্চিত হতে চাই। একটা উপকার কর, আমার ঘোড়াটা নিয়ে এস এখানে।'

'কী বলছ তুমি, গ্রীন। তোমার কোন কাজে আসবে না ঘোড়া। অন্তত এখনও না। নাকি তুমি আন্দাজ করেছ কোথায় যেতে পারে মারিয়া?'

'তাই। প্রথম যেদিন ওর ক্যান্টিনায় খেলাম সেদিন থেকেই মেয়েটার ওপর আমার সন্দেহ। আমি কাপড় পরতে পরতে তুমি নিয়ে এস ঘোড়াটা। এখন আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না।'

পা চালিয়ে বেরিয়ে গেল মক। দেয়াল আলমারি থেকে কাপড় বের করে তৈরি হতে শুরু করল গ্রীন। গানবেল্ট বাঁধছে কোমরে এই সময় আবার ঘুরে উঠল ওর মাথা। খাটের বাজু ধরে পতন ঠেকাল ও, সহজ হতে বলল নিজেকে, টুপি চাপাল। ব্যান্ডেজ থাকায় একটু আঁটসাঁট হলো ওটা। সিঁড়ি বেয়ে গ্রীন যখন একতলায় নেমে গেল, ওকে দেখে চোখ কপালে তুলল হোটেলের কেরানি। লোকটাকে পাত্তা দিল না ও, বারান্দায় গিয়ে ফুসফুস ভরে নিল মুক্ত বাতাসে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘোড়া নিয়ে হাজির হলো মার্শাল মক। স্যাডল থেকে নেমে বলল, 'আমি আসব?'

'নাহ, দরকার হবে না।' স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেলটা টেনে বের করল গ্রীন, পরখ করে রেখে দিল যথাস্থানে। দোল খেয়ে স্যাডলে চাপল সে, মাথা ঘুরে উঠল আবার। একবার মনে হলো সে হয়তো আলেয়ার পেছনে ছুটছে। 'তবু নিশ্চিত হতে চাই আমি,' আপনমনে ভাবল গ্রীন, তারপর মককে ঘাড় কাত করে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

মারিয়া তার পুরানো বাড়ি, পরিত্যক্ত শীপ র‍্যাঞ্চে যাচ্ছে, জেমস গ্রীনের কথা ভাবছে ও। কখনও দারুণ আত্মাভিমান জেগে উঠছে ওর মাঝে, নিজেকে পরিতৃপ্ত বলে মনে হচ্ছে; আবার পরক্ষণে ভয়ঙ্কর হতাশা ওর মনোবল ভেঙে দিচ্ছে, একলা বোধ করছে ভীষণ।

ওই লোক একটা পুরুষ বটে। বিয়ে করতে চেয়েছে তাকে, বলেছে প্রেম-ভালবাসা পাবে সে। উফ্! কিন্তু তা কী করে সম্ভব? একজন গ্রিংগোকে বিয়ে করে এই সীমান্ত শহর, তার জন্মস্থান ছেড়ে সে চলে যাবে কীভাবে? ক্যালিফোর্নিয়া হ্রদ, ঘেসো উপত্যকার কথা বলেছে লোকটা। সে কখনও হ্রদ দেখেনি। অকটিও থেকে বিশ মাইল দূরে, বেলুরাইড ছাড়া অন্য কোথাও জীবনে যায়নি ও। ক্যালিফোর্নিয়াকে মনে হচ্ছে বহুদূরে, যেন পৃথিবীর অপর প্রান্তে। আর কখনও তার দেশ, বন্ধুদের দেখতে পাবে না সে। তারপর ক্যান্টিনাটা আছে। ওটা গড়ে তোলার জন্য দারুণ পরিশ্রম করেছে ও। শুরুতে কোন বার ছিল না, শুধু ঘরে তৈরি স্মোকড টর্টিলা বিক্রি করত।

ধীরে ধীরে তার টর্টিলার সুখ্যাতি বাড়ে, তারপর গ্রিংগোরাও খেতে আসতে শুরু করে।

এরপর থেকে ভালভাবেই চলছে সব। তার অবস্থার উন্নতি হয়েছে, শহরের মেক্সিক্যান প্রান্তের বাসিন্দারা সম্মান করে তাকে। চারপাশের ভয়াল অথচ সুন্দর মরুভূমির দিকে তাকাল মারিয়া। এই বুনো দেশ তার জন্মস্থান। একজন গ্রিংগো, যে তাকে সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা এক দেশে নিয়ে যেতে চায়, তাকে বিয়ে করার জন্য এর মায়া সে ত্যাগ করবে কীভাবে?

নিজের শরীরে গ্রীনের ছোঁয়া, তার শক্তিশালী দুই বাহুর কথা ভাবল ও, দুর্বল বোধ করল।

অদূরে জরাজীর্ণ শীপ র‍্যাঞ্চটা চোখে পড়তে হাঁপ ছাড়ল মারিয়া, সতর্ক হয়ে উঠল ওদিকে এগোবার সময় ঝরনার পানে তাকাল ও. দেখল উইলো বন থেকে বেরিয়ে এসে ওর উদ্দেশে হাত নাড়ছে কার্ল। সেও জবাব দিল হাত নেড়ে, ঘোড়া ঘুরিয়ে বাড়ির একপাশে বাকবোর্ড থামাল।

বাকবোর্ডের পাটাতন থেকে মালপত্র তুলে নিল মারিয়া, বাসায় ঢুকল। স্টোভ জ্বেলে কফির পানি চড়াচ্ছে এই সময় কার্ল হাজির হলো দোরগোড়ায়, হাসছে ম্লান মুখে।

গত কদিনে বদলে গেছে ছেলেটা, মারিয়া ভাবল। ডিউক রিপ খুন হবার পর এ পর্যন্ত মাত্র একবারই ওর সাথে দেখা করেছে সে। ডিউকের মৃত্যুতে দারুণ আঘাত পেয়েছে কার্ল; তবে গ্রীন আততায়ীকে মারতে সমর্থ হয়েছে শুনে শোক প্রশমিত হয়েছে কিছুটা।

কার্লের উদ্দেশে হাসল মারিয়া। বলল, 'আজ তুমি গরম খাবার খাবে। ফ্রিওলস আর টর্টিলা। এবং কফি।'

স্মিত হাসল কার্ল, পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল আবার। বলল, 'অনেক ভাবনাচিন্তা করলাম। মনস্থির করে ফেলেছি এখন। খাওয়া-দাওয়া সেরেই বাসায় ফিরে গিয়ে বাবাকে বলব, আমি ধরা দিচ্ছি পুলিসের কাছে।'

সঙ্গে আনা তাওয়াটা বের করছিল মারিয়া, ঝট করে ঘুরল কার্লের দিকে, দৃষ্টিতে ক্রোধ।

'বোকার মত কথা বল না। ডাকাতির সঙ্গে তুমি জড়িত ছিলে তার কোন প্রমাণ নেই। এখন তুমি নিরাপদ—মুক্ত। কেন শুধু শুধু ধরা দিয়ে বিপদ বাড়াবে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কার্ল। 'প্রথমত, অন্যায় করেছি। দুই, আমার দোষেই হয়েছে সব বন্ধুরা মারা গেছে, তারপর আছে স্টেজের সেই নিরীহ যাত্রী। সবাই তাদের জীবন দিয়ে সাজা ভোগ করেছে। আমি কেন বাদ যাব? বুঝতে পারছ না, ভীষণ অন্যায় হবে এটা করা?'

ছেলেটার অকপট আগ্রহে মারিয়ার দৃষ্টি নরম হয়ে এল।

'প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছ। তাই না?'

'অনেকটা তাই,' মুখ নিচু করল কার্ল। 'এভাবে বাঁচতে পারব না আমি। কিছু একটা সুরাহা না করলে সারাটা জীবন জ্বলে-পুড়ে মরব '

'সি। বুঝতে পারছি। কিন্তু সেজন্য তোমার বাবার সাথে দেখা করবে কেন? তাকে বলার কী দরকার?'

'জানি না, তবে হয়তো এটা আমার অহঙ্কার। জানোই তো, বাবাকে সবসময় ভয় করতাম আমি, কিন্তু আর না। সেটাই প্রমাণ করতে চাই তার কাছে।'

'হ্যাঁ, তোমার সিদ্ধান্তই ঠিক। সি, যাবে তুমি।'

'তুমি খাওয়া গরম কর, এই ফাঁকে আমি আমার ঘোড়া নিয়ে আসছি,' বলে বাইরে বেরিয়ে গেল কার্ল। দরজায় গিয়ে দাঁড়াল মারিয়া, দেখল দৃঢ় পদক্ষেপে ছেলেটা এগিয়ে যাচ্ছে ঝরনার দিকে; সংকল্পের ছাপ ওর চলাফেরায়।

উল্টো দিকের ঢালে দাঁড়ানো ঘোড়সওয়ারকে লক্ষ করল না মারিয়া। কার্লকে দেখছিল লোকটা।

চোদ্দ

কার্লও দেখেনি ওই অশ্বারোহীকে।

ঝরনার পাশ দিয়ে ছোট্ট একটা গুহামুখের কাছে গেল সে, ওর ঘোড়াটা বাঁধা আছে ওখানে। বাহনের পিঠে জিন চাপাচ্ছে কার্ল এমন সময় পেছন থেকে একটা রুক্ষ, ক্রুদ্ধ গলা বলে উঠল, 'ঠিকই ভেবেছিলাম, তোমাকে পাব এখানে। এর আগেও একবার খুঁজেছি, তারপর আর আসিনি। আজ ওই মেক্স ছুঁড়িটাকে দেখেই বুঝেছি বাগে পাব তোমাকে।'

ধীরে ধীরে সোজা হলো কার্ল, বিতৃষ্ণায় বেঁকে গেছে ঠোঁট।

'তা হলে তুমি আমাকে খুঁজছ, হার্ভে?'

'আলবত! ওই মেক্স মেয়েটাকে কী বলেছ তুমি?'

চাপা গলায় বিদ্রূপের হাসি হাসল কার্ল।

'আচ্ছা, তবে এজন্যই ভয় পাচ্ছ তুমি। মাতাল অবস্থায় পোর্চে বসে লিউ যা বলেছে আমাকে; তারপর কী ঘটেছে ওর কপালে? কোথায় ওকে পুঁতে ফেলেছ তুমি? ভয় পাচ্ছ, আমি ফাঁস করে দেব সব?'

কঠিন চোখে তাকাল হার্ভে স্টেজ, সমস্ত রক্ত জমা হয়েছে মুখে। 'আমার সঙ্গে তামাশা কর না, বাছা,' কর্কশ গলায় বলল। 'তোমার বাবার হুকুম শুনছি, কিন্তু তাই বলে একটা দুধের বাচ্চার ঠাট্টা সহ্য করব না। এমনিতেও তোমাকে আমি পছন্দ করি না—ভেজা বেড়ালের মত ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াও সবসময়।'

'তুমি কখনোই কারোকে পছন্দ কর না, হার্ভে। সেজন্যই কেউ তোমাকে দেখতে পারে না। আর পারবেই-বা কেন—'

'চোপ। কার সাথে কথা বলছিলে তুমি? কজনকে বলেছ এ পর্যন্ত?'

নিঃশব্দে হাসল কার্ল, নিজেকে এখন অসীম ক্ষমতাবান মনে হচ্ছে ওর।

'কেন, হার্ভে, বলিনি কারোকে... এখনও। ইচ্ছে করেই তুলে রেখেছি ভবিষ্যতের জন্য, তুমি ঘামতে থাকবে, মনে হবে এই বুঝি লোকজন ফাঁসি দেয়ার জন্য তোমাকে ধরতে আসছে।'

কার্ল আবার হাসল, হার্ভের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। 'না, বলবে না তুমি!'

খেঁকিয়ে উঠল সে, পিস্তল বের করল।

মুহূর্তে বোবা হয়ে গেল কার্ল। আজন্ম এই লোককে চেনে সে; বন্ধুত্ব না থাকলেও, কল্পনা করতে পারেনি হার্ভে কখনও বন্দুক ধরবে তার দিকে। তবু ওর মনে হলো, হার্ভে হয়তো নিছক চোখ রাঙাচ্ছে, তাই নিজের পিস্তল বের করার কোন চেষ্টাই সে করল না।

'খেলনাটা রেখে দাও, হার্ভে,' বলল ও। 'আমাকে তুমি গুলি করতে পারবে না।'

ছোটখাট কামান-সদৃশ পিস্তলটা কেঁপে উঠল হার্ভের হাতে, ভোঁতা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর দৃষ্টি। ট্রিগার টিপল সে।

পিস্তলের গর্জন প্রতিধ্বনি তুলল রোদেলা মরুভূমিতে।

বিস্ফারিত হয়ে গেল কার্লের চোখ, টলতে টলতে দুকদম আগে বাড়ল সে, রক্তে ভিজে যাচ্ছে শার্ট। ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'আমি মারা যাচ্ছি–'

তারপর ভাঁজ হয়ে গেল ওর হাঁটু, মুখ থুবড়ে পড়ল ধুলোয়।

লম্বা একটা কাঠের হাতা দিয়ে টর্টিলা নাড়ছিল মারিয়া, গুলির শব্দে আপনাআপনি স্থির হয়ে গেল হাত, তারপর তাওয়া নামিয়ে রেখে দৌড়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

উদ্বিগ্ন চোখে ঝরনার দিকে তাকাল ও, তারপর ছুটল ওই পথে; মাঝামাঝি দূরত্বে পৌঁছে গেছে এমন সময় দেখতে পেল অশ্বারোহীকে।

একনজরেই হার্ভে স্টেজকে চিনতে পারল সে, ঘৃণিত লোকটাকে দেখতে পেয়ে ছোটার গতি কমাল।

পরমুহূর্তে একটা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল মারিয়ার শরীরে, ঘোড়সওয়ার তার উদ্দেশে ছুটে আসছে, চাপা দিতে চাইছে।

ঝট করে একপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল মারিয়া, ঘোড়ার তপ্ত নিশ্বাস লাগল গায়ে। ধুলোর মেঘের ভেতর দিয়ে হার্ভে স্টেজের হিংস্র মুখখানা দেখতে পেল সে, ওর হাতের পিস্তলটা সরাসরি তার পানেই চেয়ে আছে।

গর্জে উঠল পিস্তল, বুলেট লাগার আশঙ্কায় বুকফাটা চিৎকার করে গড়ান দিয়ে সরে গেল মারিয়া। তবু, ঠিক ওই মুহূর্তে উপলব্ধি করল সে স্টেজ গুলি করেছে কার্লকে, এবং এখন তাকে, একমাত্র সাক্ষীকে খুন করতে চাইছে।

একশো ফুট দূরে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল হার্ভে, ক্রুদ্ধ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'এবার তোকে আমি শেষ করব, মেক্সিক্যান কুত্তী।'

আবার উঠে পড়েছে মারিয়া, কাপড়চোপড়, মুখ, আর চুল ধুলোয় মাখামাখি, দাঁড়িয়ে আছে ঈষৎ উবু হয়ে, আগুন ঝরছে দুচোখ থেকে। ওর উদ্দেশে ঘোড়া দাবড়াল হার্ভে।

মেয়েটার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে সে এমন সময় দুবার গর্জে উঠল একটা রাইফেল। মাথার ওপর বুলেটের হিংস্র গুঞ্জন শুনতে পেল মারিয়া। হার্ভে স্টেজের গায়ে লাগেনি ওগুলো, তবে দৌড় থামিয়ে বাউলি কেটে একপাশে সরে যেতে বাধ্য করেছে তাকে। যেদিক থেকে এসেছিল গুলি এখন সেদিকে তাকিয়ে আছে স্টেজ।

মারিয়াও তাকিয়েছিল ওইদিকে, তারপর গ্রীনের ধাবমান বিশালকায় স্টীলডাস্টকে যখন চিনতে পারল মনে মনে বলল, 'খোদা মেহেরবান।'

জেমস গ্রীন যখন পয়লা গুলির আওয়াজ শুনতে পায় তখনও সে শীপ র‍্যাঞ্চ থেকে বেশ দূরে ছিল। ঝড়ের বেগে খাড়াইয়ের মাথায় ছুটে আসে ও, দেখে হার্ভে স্টেজ মারিয়াকে ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে মারার চেষ্টা করছে। ক্রোধ জেগে উঠল ওর মাঝে, বুট থেকে বের করল রাইফেল। তখনও দুশো গজ দূরে রয়েছে গ্রীন, হঠাৎ হার্ভেকে আবার ধেয়ে যেতে দেখে বুঝল, আর অপেক্ষা করা চলবে না। কড়া রোদে ছোটাছুটি করায় এমনিতেই মাথা ঝিমঝিম করছিল ওর, তার ওপর ধীরে-সুস্থে নিশানা করার সময় ছিল না। বাঁ হাতে লাগাম আর ডান হাতে পিস্তলের ঢঙে রাইফেল ধরে গুলি করল সে–তারপর আরেকটা কার্তুজ চেম্বারে পাঠিয়ে আবার ট্রিগার টিপল।

তাড়া করে স্টেজকে ধরতে চেষ্টা করল ও, কিন্তু আচমকা ডানে মোড় নিল অ্যাংকর ফোরম্যান, দ্রুতগতিতে ছুটল দূরের ঢাল বরাবর, নুয়ে পড়েছে স্যাডলে।

গ্রীন ধাওয়া করল ওকে, ঘোড়ার পেটে অনবরত স্পার বসাচ্ছে, তারপর মারিয়ার কথা স্মরণ হতে রাশ টানল। যত্নের সঙ্গে লক্ষ্যস্থির করে তৃতীয়বার গুলি ছুঁড়ল সে কিন্তু চোখ ধাঁধানো কমলা-হলুদ আলোয় নিশানা নড়ে গেল, ট্রিগার টানার সময়েই গ্রীন বুঝতে পেরেছিল এবারও ফসকে যাবে তার গুলি তারপর খাঁজের ওপাশে অদৃশ্য হলো হার্ভে স্টেজ।

পরে ধরলেও চলবে ওকে, সখেদে ভাবল গ্রীন।

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সে, লক্ষ করল ঝরনা-সংলগ্ন উইলো ঝোপের পেছনে হারিয়ে যাচ্ছে মারিয়া। ওকে অনুসরণ করল গ্রীন, মিনিট কয়েক পর দেখল একহারা গড়নের এক যুবকের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে ও মুখ তুলল মারিয়া, তামাটে ত্বকের নীচে আশ্চর্যরকমের ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে। চোখ দুটো বিস্ফারিত, ছলছলে।

দোল খেয়ে মাটিতে নেমে ওর কাছে হেঁটে গেল গ্রীন।

'কার্ল?' জিজ্ঞেস করল সে।

অসাড় ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

'মারা গেছে?'

'বোধহয়–'

এক হাঁটুতে বসে নাড়ি দেখল গ্রীন। পেল না। এবার কার্লের পাতলা চিবুকের নীচে বুড়ো আঙুল ঠেসে ধরল সে। অনুভব করল খুব দ্রুতলয়ে অথচ দুর্বল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। উঠে দাঁড়াল গ্রীন।

'বেঁচে আছে এখনও। বাসায় নিয়ে যেতে হবে। আমি পারব বইতে, কিন্তু মারাত্মক ঝাঁকুনি লাগতে পারে। আমাদের আসলে এখন দরকার একটা স্ট্রেচার। বাঁশ-টাশ কিছু আছে বাড়িতে?'

'আছে, কোরালের।'

'চলবে, তুমি এখানেই থাক।'

ফের স্যাডলে চেপে জোরকদমে বাড়ির দিকে ছুটল গ্রীন। একটু বাদে দুটো সরু খুঁটি আর একটা কম্বল নিয়ে ফিরে এল সে। দেখল মারিয়া তার পেটিকোটের একটা প্রান্ত ছিঁড়ে সেটা ভিজিয়ে কার্লের মুখ মুছে দিচ্ছে।

দক্ষহাতে কম্বলটা দুভাঁজ করল গ্রীন, প্রত্যেক কোণে ছুরি দিয়ে চিরে ফেলল খানিকটা অংশ, ফুটোগুলোর ভেতর সাবধানে ঢুকিয়ে দিল খুঁটি দুটো। ও আর মারিয়া

ধরাধরি করে কার্লকে আলতোভাবে শোয়াল কম্বলের ওপর। তারপর চলনসই স্ট্রেচারটা দুজনে মিলে তুলে নিয়ে বাসার পথ ধরল। কার্লের ওজন বেশি না, ফলে কষ্ট হচ্ছে না তেমন।

বাসায় পৌঁছে কার্লকে একটা বাংকে শুইয়ে দিল ওরা। গ্রীন আড়মোড়া ভাঙল।

'ওকে বাকবোর্ডে করে নেয়া যায় শহরে, তবে মনে হয় না ধকল সইতে পারবে। তার চেয়ে আমি বরং ডাক্তার ডাকতে যাই।' একটু ইতস্তত করল সে, তারপর বলল, 'দাঁড়াও।'

ঝরনার পাড় থেকে নিজের ঘোড়াটা আনতে ছুটে বেরিয়ে গেল গ্রীন। ও ফিরে আসতে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল মারিয়া। গ্রীন বুট থেকে রাইফেলটা বের করে দিল ওর হাতে।

'এটা ও যদি ফিরে আসে তার জন্য। এলে, আশা করি সোজা গুলি ছুঁড়তে পারবে তুমি।'

গ্রীনের দিকে তাকাল মারিয়া, রাইফেল ধরে আছে, চকচক করছে চোখ।

'তোমার বিছানায় থাকার কথা। তবু এসেছ তুমি? কেন?'

'শুনলাম বাকবোর্ড নিয়ে বেরিয়েছ, আমার সন্দেহ হলো কার্লের সঙ্গে দেখা করতে আসতে পার তুমি।'

হাত বাড়াল মারিয়া, দুম করে একটা কিল বসাল গ্রীনের উরুতে।

'বোকা গ্রিংগো। এখন কেমন আছ?'

'খুব খারাপ,' গ্রীন হাসল, রওনা হয়ে গেল মারিয়ার চুলে একবার বিলি কেটে, ভাবছে মিথ্যেকথা বলেনি সে। আসলেও খারাপ লাগছে ওর, দুর্বল অবসন্ন বোধ করছে। তবে, ও জানে, আস্তে আস্তে কেটে যাবে ওটা। শহরে ঢোকার সময় গ্রীন কামনা করল ডাক্তারকে যেন তার চেম্বারেই পাওয়া যায়। জরুরি তলবে বাইরে কোথাও গিয়ে থাকলেই বিপত্তি।

চেম্বারে ঢুকে হাঁপ ছাড়ল গ্রীন। ডেস্কে বসে প্রেসক্রিপশন লিখছিল ডাক্তার, ফ্যালফ্যাল করে তাকাল ওর দিকে, অবাক হয়েছে।

'বিছানা ছেড়ে উঠেছ কেন? কমপক্ষে আরও তিন দিন তোমার শুয়ে থাকা উচিত।'

'ও কিছু না, ডক।'

সংক্ষেপে এবং দ্রুত ডাক্তারকে বোঝাল গ্রীন কী ঘটেছে। ওর বক্তব্য শেষ হবার আগেই তড়িঘড়ি তৈরি হয়ে নিল ডাক্তার। গ্রীন তাকাল তার দিকে।

'বাড়িটা চেন?'

'অবশ্যই। মিস্টার গার্সিয়া মারা যাবার আগে কতবার দেখতে গেছি তাকে। মরতে অনেক সময় লেগেছিল বেচারার। যাই হোক, এবার তুমি বিছানায় ফিরে যাও, নইলে এরপর আবার তোমাকে নিয়ে টানাটানি হবে।'

'যাব, ডাক্তার। তোমাকে ঘোড়া, বা বাকবোর্ড কিছু একটা এনে দেব?'

'লাগবে না, বাসার পেছনে আমার নিজেরই ছোট একটা আস্তাবল আছে। লোক রেখেছি, ওকে বললে ও-ই দেবে এনে। তুমি এখন বিছানায় যাও।'

'গুড লাক, ডক।'

রাস্তায় নেমে হাঁটতে হাঁটতে হোটেলে ফিরে গেল গ্রীন। সরাসরি খাবার ঘরে ঢুকল ও। এখনও সন্ধ্যে হয়নি, জনা দু-তিনেক খদ্দের আছে মোটে। ওয়েট্রেস আসতে দিনের স্পেশাল মেনু, বিফ স্ট্যুয়ের ফরমাস দিল সে। সবিস্ময়ে লক্ষ করল গ্রীন, যা ভেবেছিল তার বেশি খিদে পেয়েছিল ওর, অনায়াসে দুই বাটি স্ট্যু আর দুকাপ কফি সাবাড় করল। খাওয়া সেরে সোজা রাস্তায় পিপার মকের দফতরে গেল ও, দেখল জানালা দিয়ে আনমনে বাইরে তাকিয়ে আছে মার্শাল।

'স্বীকার করছি বিছানা থেকে ওঠা উচিত হয়নি আমার,' মার্শাল মুখ খুলতে পারার আগেই বলল গ্রীন। 'আমি—'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে মাপছিল মক।

'তোমার মাথা ঠিক আছে তো? সকালে আমি ঘোড়া এনে দিয়েছিলাম তোমাকে, মনে নেই?'

সিলিংয়ের পানে তাকাল গ্রীন, ধীরে ধীরে মাথা নাড়াল।

'ঠিক আছে, পয়লা জিত তোমার, মার্শাল। তবে এবার মন দিয়ে শোনো।'

শীপ র‍্যাঞ্চের ঘটনা ওকে জানাল গ্রীন, বলল ডাক্তার রওনা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

মক উঠে দাঁড়াল, পাতলা ঠোঁটজোড়া পরস্পর চেপে বসেছে।

'এবার তা হলে আমাকে খেলা শুরু করতে হয়,' টুপি পরতে পরতে বলল ও। 'খোদা জানে, তুমি এমনিতেই অনেক করেছ।'

'ওটাই আমার দায়িত্ব,' বলল গ্রীন, বিরক্ত হয়েছে। 'তুমি বাথানে যাচ্ছ?'

'হার্ভে ওখানেই যাবে, আমার ধারণা।'

'মারিয়া, আমি দুজনেই দেখে ফেলেছি ওকে, পালাবার চেষ্টা করাই স্বাভাবিক।'

'স্বাভাবিক। বাথানে গেলেই বুঝতে পারব।'

'নিশ্চয়ই। আমি গার্সিয়াদের র‍্যাঞ্চে ফিরে যাচ্ছি। জানা দরকার কেমন আছে ছেলেটা।'

হলদেটে চোখ দুটো পিটপিট করে গ্রীনকে জরিপ করল মার্শাল। অসন্তুষ্ট গলায় বলল, 'বেঁচে গেলে নিশ্চয় ওকে টাওসে ধরে নিয়ে যাবে তুমি—আর ওরাও হয়তো ফাঁসি দেবে ওকে।'

পকেট থেকে একটা চাবির গোছা বের করল মক, ডেস্কের পেছনের দেয়াল ঘেঁষে রাখা ক্যাবিনেট খুলে রাইফেল বের করে নিল একটা। ওটা পরখ করল সে, একটা বাক্স থেকে একমুঠো কার্তুজ নিয়ে কোটের সাইড পকেটে রাখল। তারপর বন্ধ করল ক্যাবিনেট, ক্লান্ত দেখাচ্ছে, মাত্র এই কমিনিটেই যেন বয়স বেড়ে গেছে কয়েক বছর।

'সহজ হবার চেষ্টা কর,' পরামর্শ দিল গ্রীন, রূঢ় স্বরে।

'এই দায়িত্বটা নেয়ার পর থেকে আমি সহজভাবেই নিচ্ছি সবকিছু, কিন্তু এবার টাকাটা হালাল করা দরকার।' তারপর বেরোবার মুখে গ্রীনের উদ্দেশে ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'তুমি চেষ্টা কর সহজ হতে।'

পেছন থেকে ওর পানে তাকিয়ে রইল গ্রীন; ধীরপায়ে টেরিলের আস্তাবলের দিকে

হেঁটে যাচ্ছে মার্শাল, হাতে রাইফেল, গায়ে একটা কালো কোট, তারপর ও চোখের আড়াল হতে স্টীলডাস্টে চেপে শাঁপ র‍্যাঞ্চে পথ ধরল সে।

পনেরো

হিংস্র মেজাজে অ্যাংকর ইয়ার্ডে প্রবেশ করল হার্ভে স্টেজ। স্যাডল থেকে নেমে হিচ রেইলে লাগাম বাঁধল ও, দুমদুম করে পা ফেলে অফিস-ঘরের দিকে এগোল। খোলাই ছিল দরজা, ভেতরে ঢুকে হার্ভে দেখল হালাম তার পুরু গদি আঁটা চেয়ারে ডুবে আছে, পাশেই মেঝের ওপর পড়ে আছে একটা আধখালি বোতল। দুদিন হলো দাড়ি কামায়নি হালাম, মুখ রক্তবর্ণ হয়ে আছে, ফোলা-ফোলা। ড্রাম ডার্লিংয়ের সঙ্গে ওদের সাক্ষাতের পর ফিরে এসে আর বেরোয়নি সে, র‍্যাঞ্চে বসে মদ খেয়েছে সারাক্ষণ। নিশ্চিত না হলেও, হার্ভে অনুমান করতে পারে এর কারণ–তবে এখন সে পরোয়া করে না কোনকিছুর।

বার দুই-তিনেক পিটপিট করে চোখের পাতা মেলল হালাম, ভুরু কোঁচকাল, সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। মেঝে থেকে বোতলটা তুলে নিল সে, ছিপি খুলে ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিল খানিকটা তরল পদার্থ। তারপর একটা ঢেঁকুর তুলে বলল, 'ড্রামকে খুন করেছ তুমি। কেন?'

'ড্রাম মারা গেছে জানলে কীভাবে?' হার্ভে সন্দিগ্ধ।

'শহর থেকে সকালে একজন কাউহ্যান্ড ফিরেছে। শুনেই বুঝেছি কার কাজ। কেন খুন করতে গেলে ওকে?'

মুখ বিকৃত করল হার্ভে, কোমরে গোঁজা ছুরির বাঁটটা চেপে ধরল।

'ড্রাম সব বেচে দিয়ে পালাচ্ছিল দেশ ছেড়ে,' গরগর করে উঠল হার্ভে। 'স্যালুনে খবরটা পাই আমি। দোকানের পেছন দিকে গিয়ে দরজা খোলাই ওকে ডেকে। তারপর কথা বলি।' জ্বলজ্বল করছে ফোরম্যানের চোখ, ক্রূর ভঙ্গিতে বেঁকে আছে ঠোঁট। 'বলল ভাল দাম পাচ্ছে, বিক্রি করবে না কেন। এমনিতেও লোকটাকে দেখতে পারতাম না, দিয়েছি শেষ করে।'

বিরক্তি প্রকাশ করল হালাম। মদ খেল আরেক ঢোক। ওর কার্যকলাপ লক্ষ করছে হার্ভে, ভাবছে দিনের এই সময় কখনও এত মদ খেত না অ্যাংকর মালিক।

'গ্রীনের খবর কিছু জানো?' রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল হালাম।

ওর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল হার্ভে।

'তুমি জানো সবই,' ক্ষিপ্ত সুরে জবাব দিল সে। 'স্যাম ট্যানারকে খুন করেছে, ওর মাথায় আর কোমরে চোট লেগেছে। আমি যদ্দূর জানি, হোটেলের বিছানায় এখনও শুয়ে আছে ও।'

'আমি আশা করেছিলাম তুমি ওর মরার খবর দেবে,' ম্লান গলায় বলল হালাম। 'এখানে এসেছিল সে, ফ্লিন্টকে খুন করে, ভার্জিল রীডের স্যালুন ভাঙচুর করেছে। তারপর আমি যখন ওই মেক্স ছুকরির ক্যান্টিনায় গেলাম ও শাসাল আমাকে। হ্যাঁ,

ওখানেও ছিল গ্রীন, মেয়েটার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। আর সবশেষে স্যাম ট্যানারকে মারল—দেশের সেরা পিস্তলবাজদের একজন ছিল স্যাম হারামির ভাগ্যটাই দারুণ। অ্যামবুশ না করে, স্যামের উচিত ছিল খোলা জায়গায় ওকে আক্রমণ করা।'

নাক চুলকাল হার্ভে। ফ্রেডের বিচলিত হবার কারণ এখন বুঝতে পারছে সে; জেমস গ্রীন, এখানে আসার পর থেকেই লোকটা বারবার টেক্কা মারছে ওর ওপর। চুলোয় যাক ফ্রেড, ভাবল স্টেজ। এক পা এগিয়ে এল সে, বলল, 'ড্রামকে খুন করার দায়ে মক আমার পিছু নিয়েছে। সিন্দুকে যা আছে আপাতত তাই দাও আমাকে, কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকব কোথাও।'

চোখ পিটপিট করল হালাম। বলল, 'কী?'

'আমার কথা শুনতে পেয়েছ তুমি।' খেঁকিয়ে উঠল হার্ভে। 'এই র‍্যাঞ্চের অর্ধেক শেয়ার আমার। কিন্তু এখন সিন্দুকে যা আছে তাই দাও।'

'পাগল, এখানে তোমাকে আমার দরকার। হপ্তাখানেকের মধ্যে গরুবাছুরের খোঁজ নিতে যায়নি কেউই। কার্টার মন্দ না, কিন্তু কোনওরকম ঝামেলা হলে কতটা কি সামলাতে পারবে আমি জানি না।'

'কার্টার সামলাতে পারবে না এমন ঝামেলা হবে না,' জবাব দিল হার্ভে, মনে মনে পুলকিত হয়েছে কারণ জীবনে এই প্রথম ফ্রেড তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করল। দেখল আবার মদ খাচ্ছে হালাম। একটা সুস্থ-সবল আত্মবিশ্বাসী মানুষ কত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেতে পারে ভেবে অবাক হলো হার্ভে। হয়তো গ্রীন সম্পূর্ণ দায়ী নয় এর জন্য—হয়তো বাপের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ছেলেটা যা করেছে, স্টেজ ডাকাতি, সেটাই শেষপর্যন্ত কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে। ভেতরে ভেতরে হালামের প্রতি করুণা বোধ করল হার্ভে।

'টাকাটা আমার দরকার, এবং এক্ষুণি!' কর্কশ গলায় বলল সে। 'সঙ্গে নেয়ার মত কিছু মালপত্র গোছাতে যাচ্ছি এই ফাঁকে টাকাটা তুমি বের করে রাখ।'

'হাজারখানেকের বেশি হবে না, বড়জোর।'

'চলবে,' বলে বেরিয়ে গেল হার্ভে, ক্যারেজ হাউসে ওর ঘরের দিকে যাচ্ছে।

পেছন থেকে ওকে একটুক্ষণ লক্ষ করল হালাম। তারপর আবার ভুরু কোঁচকাল সে, দাড়িতে হাত ঘষল জোরে জোরে, ভাবল আজই কেটে ফেলতে হবে। অতীতে মাঝে-মধ্যে মাতাল হয়েছে ও, তবে একেবারে ভিন্ন কারণে, একঘেয়েমি দূর করতে কিংবা হয়তো দুর্বিষহ ঠেকেছিল জীবন। উঠে সিন্দুক খুলতে গেল সে; টিনের ক্যাশবাক্সের ওপর থেকে .৪৫ কোল্টটা তুলে নিল হালাম, তারপর সিন্দুকের ভারি ডালা বন্ধ করে বাক্সসমেত ফিরে এল নিজের ডেস্কে।

টাকার তোড়াগুলোর দিকে তাকাল ও, কিন্তু গুনতে ইচ্ছে হলো না। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে এক ঢোক মদ খেল হালাম, উপলব্ধি করছে হার্ভে চলে গেলে তার অপূরণীয় ক্ষতি হবে। জাহান্নামে যাক; ও ফিরে আসবে আবার, আসতে হবে, হালাম ভাবল। চিরকাল হার্ভে নীরবে তার সমস্ত হুকুম, এমনকী মানুষ খুন পর্যন্ত করে আসছে বলে ওর প্রতি একধরনের করুণা বোধ করে সে। বেশির ভাগ মানুষের মত ওর জন্ম হয়েছে ব্যবহৃত হতে; খুব কমসংখ্যক লোকই আছে, যেমন সে নিজে, হালাম ভাবল, যারা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবার যোগ্যতা রাখে।

নিদারুণ তাচ্ছিল্যের সাথে হালাম তার ছেলের কথা ভাবল। ছেলেটা সবসময় তার বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছে, ওর উপস্থিতি অসহিষ্ণু করে তুলত তাকে। ও কোথায় আছে হালাম জানে না, জানার আগ্রহও নেই, যদিও ওর ঘোড়াটা পাওয়া যাচ্ছে না শুনে বুঝেছে কার্ল এসেছিল বাসায়।

বোতলটা শেষ করল হালাম, তারপর ঘরের কোণে অন্যান্য খালি বোতলের সঙ্গে ওটা রেখে দিয়ে নতুন আরেকটা বের করল লিকার কেবিনেট থেকে।

ওটা থেকে এক ঢোক খাবে সে এমন সময় ডেস্কের পাশের খোলা জানালা দিয়ে দুজন মানুষের কথাবার্তা শুনতে পেল।

পর্দাটা একপাশে সরাল হালাম, ফোরম্যানের সঙ্গে আলাপরত অশ্বারোহীকে দেখল ভাল করে, বুঝল ওটা মার্শাল পিপার মক।

মাথা সাফ করার জন্য এপাশ-ওপাশ নাড়াল সে, কান খাড়া করল।

হার্ভে বলছিল, '...মিথ্যেকথা।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল মক। 'তুমি ওকে গুলি করেছ, হার্ভে। মারিয়া গার্সিয়াকেও মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলে। গ্রীন উপস্থিত না হলে, ঠিকই খুন করতে। এখন তোমাকে গ্রেফতার করতে এসেছি আমি।'

'বললাম তো, মিথ্যে বলছে ওরা!'

'এসব বলে তুমি বাঁচতে পারবে না, হার্ভে। আমার কাছে প্রমাণ নেই, কিন্তু জানি ডার্লিংকেও তুমিই খুন করেছ। লাইল ক্যানাড়াকেও। তবে কার্লকে গুলি করার ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারব আমরা। ও যদি মারা যায় ফাঁসি হবে তোমার। আমি যতটুকু জানি বাঁচার ভরসা কম। এবার তোমার গানবেল্টটা খুলে—'

বজ্রাহতের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল হালাম। তার ছেলে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে, হার্ভে বেঈমানি করেছে এই খবর দুটো ওর ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে দারুণভাবে।

নিশিতে পাওয়া মানুষের মত সিন্দুকের কাছে এগিয়ে গেল সে, ঝট করে ডালা তুলে পিস্তলটা বের করে নিল।

পিঠের কাছে রেখে বাইরে বেরোল সে, বাসার কোনা ঘুরে এসে থামল।

'...চেষ্টা কর না,' বলছে হার্ভে ঈষৎ বাঁকা হয়ে আছে সে, ডান হাতটা ঝুলছে পিস্তলের বাঁটের ওপর। 'তুমি ড্র করার আগেই তোমাকে খুন করতে পারব আমি। বিশ্বাস না হয়, নিতে পার ঝুঁকি।'

হার্ভের ঘাড়ের পাশ দিয়ে সামনে তাকাল মক, দেখতে পেল হালামকে, কিছু বলল না।

'হার্ভে,' ডাকল হালাম।

ওর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যে আড়ষ্ট হয়ে গেল হার্ভে।

'কী?' বলল সে।

'এদিকে ফের, হার্ভে।'

হার্ভে ফিরল না—পাঁই করে ঘুরে গেল লাটিমের মত, এবং সেইসঙ্গে ঝাঁপ দিল একপাশে, হাত চলে গেছে পিস্তলে।

কোন লাভ হলো না হালামের পয়লা গুলি ওর কাঁধে বিঁধল, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে। দ্বিতীয়টা ঢুকল পেটে, তিন নম্বর ওর বুকের খাঁচা গুঁড়িয়ে দিল।

হাঁটুতে ভর দিয়ে ওঠার প্রয়াস পেল হার্ভে, মুখ থুবড়ে পড়ল।

হালাম তার পিস্তল ফেলে দিল, হাঁটু গেড়ে বসল হার্ভের পাশে, চিত করে ওর মরা মুখে চড় মারল। মকের দিকে চোখ তুলে তাকাল অ্যাংকর মালিক, ওর চেহারায় যন্ত্রণার আভাস দেখে বিস্মিত হলো মার্শাল।

'নিপাত যাক, হারামজাদা, নিপাত যাক,' কর্কশ কণ্ঠে বলল হালাম।

'কী লাভ বলে। মারা গেছে ও,' বলল মার্শাল।

'আমি হার্ভের কথা বলছি না, বোকা গাধা কোথাকার! বলছি গ্রীনের কথা। ও-ই সব নষ্টের গোড়া, না হলে সব ঠিক করে ফেলতাম আমরা। কিন্তু বেজন্মাটা এসেই ভণ্ডুল করে দিল।'

'একটা বিশেষ কাজেই এখানে এসেছে ও,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল মক।

'কাজ! ও এমনকী পুলিসের লোকও না। ওর মত লোক দরকার নেই আমাদের।'

মুখ খুলতে গিয়েও আবার বন্ধ করল মক। বলল না কিছু।

'বেজন্মা,' হালাম খিস্তি করল।

'আমার বিশ্বাস, এবার তুমি ছেলের কথা জানতে চাইবে,' বলল মক। 'জানালা থেকে আমার কথা শুনতে পেয়েই হার্ভেকে খুন করেছ তুমি, তাই না?'

'না।'

'অ,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল মক। টুপি নাচিয়ে মাথা চুলকাল সে, তারপর আবার যথাস্থানে বসাল ওটা। 'স্রেফ রেকর্ডের খাতিরে, হার্ভেই ছুরি মেরেছে ডার্লিংকে?'

'এখন সে কথা জেনে লাভ নেই কোন। আছে?'

'বললাম তো রেকর্ডের খাতিরে।'

'ঠিক আছে। হ্যাঁ, ডার্লিংকে ও-ই খুন করেছে,' মরা মুখের দিকে চোখ নামিয়ে জবাব দিল হালাম। 'ক্যানাডাকেও, যদি সেটাও জানতে চাও।' মুখ তুলল সে, চোখের তারায় আগুন। 'ছুরিটা ও গ্রীনকে মারলেই আমি খুশি হতাম।'

হালাম মাতাল হয়ে আছে, ভাবল মক। এরকম অবস্থায় এটাই স্বাভাবিক। তবু কোন মানুষের মাঝে এত পরিবর্তন সে দেখেনি কখনও। উন্মাদ মনে হচ্ছে ওকে।

'আচ্ছা, ও তা হলে ক্যানাডাকেও মেরেছে,' মক বলল। 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। তা এক্ষেত্রে তোমার অবস্থানটা কী দাঁড়াচ্ছে?'

হালাম তখনও জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মকের দিকে। 'যাই দাঁড়াক, আমাকে জেলে পুরতে পারছ না তুমি—এটুকু বলতে পারি!

'ঠিক আছে, ফ্রেড। আমি কোন সাহায্যে আসতে পারি?'

সরাসরি উত্তর দিল না হালাম। দুহাতে হার্ভের লাশটা তুলে নিয়ে সোজা হলো।

'এই জঞ্জালটা সরাতে পার আমার বাড়ি থেকে। তুমি না এলে, এতক্ষণে চলে যেত ও। অনেক দেরিতে জানতে পেতাম আমি, ওকে খুন করতে হত না। যাও, বেরিয়ে যাও এবার।'

ঘুরে হার্ভের লাশ অফিসে বয়ে নিয়ে গেল হালাম। অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল মক, শ্রাগ করল, ধীর পদক্ষেপে রওনা হলো শহরের উদ্দেশে।

ষোলো

কার্লকে বাঁচাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ডাক্তার। সুচিকিৎসার জন্য রোগীকে সন্ধ্যার আগেই শহরে নেয়া দরকার এই সিদ্ধান্ত দেয়ায় ওকে বাকবোর্ডের পাটাতনে শুইয়ে ধীরগতিতে রওনা হয়েছে ওরা। চালকের আসনে বসেছে গ্রীন।

পরীক্ষায় বোঝা গেছে কার্লের বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেছে গুলি, গুরুত্বপূর্ণ কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চোট লাগেনি।

'ওর কপাল ভাল,' ক্ষতে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে বলেছে ডাক্তার। 'রক্তও বেশি হারায়নি। তবে এভাবে আঘাত লাগাটাই একটা মারাত্মক ধাক্কা, বিশেষ করে এরকম হালকা-পাতলা শরীরে।'

ওরা যখন শহরে পৌঁছাল তখন সন্ধ্যে। ডাক্তারের বাসার দোতলায় ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হলো কার্লকে। মুমূর্ষু রোগীদের জন্য কয়েকটা বাড়তি ঘর আছে ওখানে।

'হ্যাঁ, এবার ওর ওপর নজর রাখতে পারব আমি,' বলে গ্রীনের উদ্দেশে ফিরল ডাক্তার। 'আর তোমার প্রেসক্রিপশন–টানা বারো ঘণ্টা ঘুম। মনে হচ্ছে এটা তোমার দরকারও।'

'তাই, ডাক্তার।'

গ্রীন আর মারিয়া ফিরে গেল বাকবোর্ডে। স্টীলডাস্ট, কার্লের সোরেল দুটোই বাঁধা আছে পেছনে। মেয়েটাকে সীটে উঠতে সাহায্য করল গ্রীন, তারপর নিজে বসল চালকের আসনে। মার্শালের অফিসের পাশ দিয়ে যাবার সময় মক ভেতরে আছে দেখে রাশ টানল ও, নেমে লাগামটা মারিয়ার হাতে দিল।

'তুমি যাও টেরিলের কাছে।' মারিয়ার উরুতে চাপড় মারল গ্রীন। চট করে পা টেনে নিল মেয়েটা, চোখ জ্বলে উঠল। গ্রীন হাসল একগাল। 'বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নাও। মকের সাথে কথা আছে আমার।'

'পরে আসছ? খাবে না?'

'আজ রাতে মনে হয় পারব না। খুব ক্লান্ত, মাথাটাও ব্যথা করছে। হোটেলেই কিছু একটা খেয়ে শুয়ে পড়ব।'

নরম হয়ে এল মারিয়ার দৃষ্টি। মৃদু গলায় বলল, 'তুমি আসায় বেঁচে গেছি। খুব ভয় পেয়েছিলাম।'

'তুমি একটা বনবেড়ালি–সহজে মরবে না। তা হলে যাও এবার। অনেক ধকল গেছে তোমার ওপর দিয়ে। তা ছাড়া, খদ্দেররাও হয়তো অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।'

'কর্মচারীরাই খুলবে ক্যান্টিনা। রাঁধা-বাড়া ওরাই করে, আমার না থাকলেও চলে।'

'যাই হোক, তোমাকে থাকতে হবে ওখানে, না হলে আমি আসব না।'

সরে দাঁড়াল গ্রীন। অবাধ্য ঘোড়ার মত ওকে ভেংচি কাটল মারিয়া, হাসতে

হাসতে চলে গেল। সাঁঝের অন্ধকারে ওকে মিলিয়ে যেতে দেখল গ্রীন, তারপর ফুটপাত মাড়িয়ে মার্শালের অফিসে গিয়ে ঢুকল।

ভ্রূকুটি করে গ্রীনের দিকে তাকাল মক। 'কার্ল বেঁচে আছে?'

'এখনও। এইমাত্র নিয়ে এলাম ওকে।'

মাথা ঝাঁকাল মার্শাল। 'দেখেছি তোমাদের।' চুপ করল সে। 'হার্ভে মারা গেছে। হালাম গুলি করেছিল।'

অ্যাংকর র‍্যাঞ্চে কী ঘটেছে গম্ভীর মুখে গ্রীনকে জানাল মক। 'হালাম মদ খাচ্ছিল। ওর আচরণ একটু উদ্ভট মনে হয়েছে আমার কাছে। অবশ্য নেশা ছুটে গেলে হয়তো কেটে যাবে। ঠিক জানি না। এরকম অবস্থায় ওকে কখনও দেখিনি আমি ও খুব শক্তিশালী—কী যেন শব্দটা?—দাম্ভিক মানুষ, নিজের নিয়মে চলে। এখন বদলে গেছে। তোমার কারণে, আমার বিশ্বাস।'

'আমি আবার কী—'

'এখানে আসার পর থেকেই অনবরত ওকে নাজেহাল করছ তুমি। হালামের মত মানুষের পক্ষে এটা হজম করা কঠিন। ওর ধারণা এখানে থাকার কোন অধিকার নেই তোমার। সবই তো জানো তুমি, প্রথম লোক লাগিয়ে মার দিয়েছে তোমাকে, তারপর খুন করার জন্য স্যাম ট্যানারকে পাঠিয়েছিল। একটাতেও সফল হয়নি। এখন ভয়ঙ্কর খেপে উঠেছে তোমার ওপর। কী করবে বলতে পারছি না, তবে সাংঘাতিক কিছু একটা করে বসতে পারে, যেটা হয়তো কল্পনাও করতে পারছ না তুমি। আমি হলে এখনই শহর ছাড়তাম। এখানে তোমার কাজ শেষ হয়েছে। কার্লকে এ অবস্থায় নিয়ে যেতে পারবে না টাওসে, আর তা ছাড়া ও পালাবে না আর।'

'জানি,' শান্ত কণ্ঠে বলল গ্রীন। 'মারিয়া আমাকে বলেছে ও আত্মসমর্পণ করতেই আসছিল। বিবেকের দংশনে ভুগছে ছেলেটা। মনে করছে তার অপরাধের শাস্তি পাওয়া উচিত। এটা এখন একটা নৈতিক দায়িত্ব হয়ে উঠেছে ওর কাছে। আমার নিজেরই শ্রদ্ধা আসছে ছেলেটার ওপর।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মক। নাক চুলকে ঝট করে একবার তাকাল গ্রীনের দিকে তারপর অন্ধকার জানালার পানে চোখ ফেরাল।

'আমার কী মনে হচ্ছে জানো? ইস্তফা দিই। দেয়াই উচিত।'

প্রতিবাদ করতে গিয়েও মত পাল্টাল গ্রীন। আবার ওর উদ্দেশে চোরা চাহনি হানল মক, তারপর অন্যদিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

'পুলিসের ব্যাজ কেউ ঝোলালে তার কর্তব্য একে সম্মান করা,' ধীরে ধীরে শুরু করল মক, নিজের মনের কথা খুলে বলতে চাইছে। 'এটা পরার যোগ্যতা থাকা উচিত। আমার তা ছিল, আজকের আগে পর্যন্ত।'

গ্রীন তাকাল ওর দিকে, জানে কী বলছে ও, কিন্তু কোন মন্তব্য করল না।

'হার্ভেকে গ্রেফতার করতে চাইলাম আমি। ও আমাকে চ্যালেঞ্জ করল,' শ্লেষভরা কণ্ঠে বলে চলে মক। 'বলল ও আমাকে গুলি করে ফেলে দেবে স্যাডল থেকে। পারতও তা। হালাম ওই সময় এসে না পড়লে কী করতাম, আমি নিজেই জানি না। হয়তো চলে আসতাম পালিয়ে। খোদা জানে, আমি মরতে চাই না; কিন্তু হালাম যদি তখন না আসত আর আমি আমার কর্তব্য পালন করতে চাইতাম, নির্ঘাত মারা

পড়তাম।' গ্রীনের দিকে তাকাল মার্শাল, স্পষ্ট ভাষায় বলল, 'আমি বোধহয় এ কাজের যোগ্য না, অথচ সেটা মেনে নিতেও কষ্ট হচ্ছে।'

অল্পদিনের পরিচয় ওদের, কিন্তু একই পেশার লোক হওয়ায় পরস্পরকে বোঝে। গ্রীন চাঁছাছোলা কণ্ঠে জবাব দিল, 'খামোকা উতলা হচ্ছ। অ্যাদ্দিন যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছ তুমি; আজ হার্ভেকে ধরার আগেই হালাম ওকে মেরে ফেলার মানে এই নয় তোমার যোগ্যতা শেষ হয়ে গেছে। কাজেই—'

'জেনেশুনে মরতে যেতাম?' বাধা দিয়ে ম্লান গলায় বলল মক।

'তাতে কী? এ কাজে ওরকম ঝুঁকি আছেই, তাই না? তুমি কি মনে কর তুমিই হতে প্রথম মার্শাল যে গুলি খেত? ঝেড়ে ফেল এসব ফালতু ভাবনা। আমার মনে হয়, যা ঘটেনি তা নিয়ে অযথা চিন্তা করছ তুমি।'

মক শিরদাঁড়া সোজা করল। 'হয়তো তাই। মোকাবেলা না করা পর্যন্ত এসব ব্যাপারে কিছু বলা শক্ত। তা ছাড়া মানুষের বয়স যত বাড়ে, ততই সে হিসেব কষে চলাফেরা করে। যদিও কোন অর্থ হয় না এর। একজন তরুণ, যার সারাটা জীবনই ধরা আছে সামনে, সে পরোয়া করে না কোনকিছুর। অথচ আমরা বুড়োরা খুব হুঁশিয়ার কোন মানে হয় না এর।'

'দুবার বললে কথাটা। ঢের হয়েছে।' গ্রীন উঠে দাঁড়াল। 'আজেবাজে চিন্তা করে নিজেকে আর কষ্ট দিও না। কিচ্ছু হয়নি তোমার। আমি যাই, আমার এখন একটু ঘুম দরকার। শুভ রাত্রি, মার্শাল।'

মক কোন জবাব দিতে পারার আগেই বেরিয়ে গেল গ্রীন। হোটেল কামরায় ফিরে এসে কাপড়চোপড় পাল্টে বিছানায় গিয়ে ঢলে পড়ল ঘুমের কোলে।

গ্রীন যখন জেগে উঠল তখন সকাল, রোদে ঝলমল করছে চারদিক। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে বিছানা ছাড়ল সে, বেসিনে পানি ভর্তি করে তোয়ালে ডুবিয়ে দিল তাতে, তারপর দিগম্বর হয়ে ভেজা তোয়ালে দিয়ে ভালমত ঘষল সারা গা। গোসল সেরে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও, হাই তুলল কয়েকবার। তেমন জরুরি কোন কাজ ছিল না হাতে, কাজেই বিছানায় ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

ওর কাঁধে কিল মারল কেউ একজন, চোখ মেলে জানালার শার্সিতে গোধূলির রঙ দেখল গ্রীন। পাশ ফিরল ও, হাই তুলে তাকাল মারিয়ার দিকে। ওর ওপর ঝুঁকে পড়েছিল মেয়েটা, ঢোলা জিপসি ব্লাউজের গলার ফাঁক দিয়ে ওর শরীরের অনেকটাই দেখতে পেল গ্রীন ঢোক গিলল ঢেউ খেলানো কালো চুলগুলো পিঠের ওপর বিছিয়ে দিয়েছে মারিয়া। গ্রীন ওর কমনীয় মুখে উৎকণ্ঠা দেখল।

'শরীর ঠিক আছে তোমার? সারা রাত ঘুমিয়েছ, দিনেও। অসুখ-বিসুখ করেনি তো?'

'আলসেমি লাগছে,' গ্রীন হাসল। 'অবশ্য এরকম কখনও হয় না আমার। কার কাছে শুনলে এত ঘুমাচ্ছি?'

'নীচতলায় ঝাড়ুদার ঘর পরিষ্কার করতে এসে ফিরে গেছে।'

মারিয়ার অহেতুক উৎকণ্ঠায় না হেসে পারল না গ্রীন, জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিল ওকে। চেঁচিয়ে উঠে বাহুপাশ ছাড়াবার প্রয়াস পেল মেয়েটা, আদরের চড় মারল

ওর গালে। মুখ বিকৃত করল গ্রীন, মারিয়াকে ছেড়ে দিল।

'পরে আমার মাথায় মারতে পারবে তুমি। তবে এখন ব্যথা সহ্য করতে পারব না আমি।'

সহসা ভয়ের ছায়া ঘনাল মারিয়ার চেহারায়, চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

'ব্যথা দিয়েছি?' গ্রীনের গালে নিজের গাল ঘষল মারিয়া। 'ওহ্, জেমস, আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।'

'এই প্রথম আমার নাম ধরে ডাকলে তুমি। এর আগে ছিল শুধু "গ্রিংগো।"'

'তোমাকে আমি জেমস বলেই ডাকব—জেমস, জেমস, জেমস,' অস্ফুট স্বরে জপল মারিয়া। চুমু দিল ওর গালে।

'শোবে না?'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, দুচোখে আগুন বাবিয়ে পিছিয়ে গেল, ক্ষিপ্ত বনবেড়ালির মত এমনভাবে মাথা ঝাঁকাল যে একগুচ্ছ চুল এসে পড়ল কপালে।

'কেন শোব? প্রেম করতে? গ্রিংগোর সাথে? হাহ্!' চেঁচিয়ে উঠল ও, মাথা ঝাঁকাল আবার। 'এর চেয়ে বরং ষাঁড়ের সঙ্গে প্রেম করা ভাল। না!'

বিছানা থেকে ওকে স্বর্গীয় হাসি উপহার দিল গ্রীন, হাত বোলাল নিজের লোমশ বুকে।

'অন্য সময়? শিগগিরই?'

'ও হো হো, শখ কত,' ঠোঁট ওল্টাল মারিয়া। 'আমি তোমাকে ঘৃণা করি, গ্রিংগো। আজ রাতে না, কাল না, কক্ষনো না। কী ভাব তুমি? গ্রিংগোরা বললেই আমি পটে যাই?'

'না। আমার কাছে আসবে—আসতে চাও বলে।'

'চাই না। এবার তুমি কাপড় পাল্টে নাও, তারপর আমরা কার্লকে দেখতে যাব।'

'আচ্ছা। তবে কিনা আমি জন্মদিনের পোশাকে আছি, তুমি হয় পেছন ফিরে থাক, নয়তো অপেক্ষা কর নীচে গিয়ে।'

বিছানা ছাড়ার প্রয়াস পেল গ্রীন, 'মাগো' বলে একটা চিৎকার দিয়ে দৌড়ে দরজার কাছে চলে গেল মারিয়া, ঝট করে ওর পানে একবার তাকিয়েই কপাট খুলল

'নীচে আছি আমি।'

বেরিয়ে গেল ও। হো-হো করে একচোট হাসল গ্রীন, পোশাক পরতে শয্যা ত্যাগ করল। পরে, ডাক্তারের বাসায়, বলা হলো ওদের কার্ল এখন খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমাচ্ছে। ওর ফাঁড়া কেটে গেছে, সেরে উঠবে, শুধু একটু সময়ের ব্যাপার। বাইরে এসে ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগল ওরা, সাঁঝের আলোয় গ্রীনের দিকে তাকাল মারিয়া।

'খেতে আসবে না?'

'আসব। তবে আগে দাড়ি কামাতে হবে, আজ রাতে এক মেয়ের কাছে যাচ্ছি আমি।'

থমকে দাঁড়াল মারিয়া, চকিতে সজাগ হয়ে উঠেছে

'কোন্ মেয়ে?'

'তুমি।'

'ওহ্।' গ্রীনের কোমর জড়িয়ে ধরল শ্যামাঙ্গিনী। হোটেলের দিকে এগোচ্ছে ওরা,

রাস্তায় পরিচিত কারোকে দেখতে পেলে আলতো করে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মান জানাচ্ছে। 'আমি ভাবলাম কোন সাদা চামড়ার মেয়ে হয়তো।'

'আমার জন্য এক শ্যামলা মেয়ে অপেক্ষা করছে।'

'কক্ষনো না! কোন গ্রিংগোর জন্য আমি অপেক্ষা করি না।'

'ঠিক। কিন্তু একবার যদি তোমার ওই সুন্দর মাথায় ঢুকত—'

ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল মারিয়া, তাকাল ফ্যালফ্যাল করে।

'আমি? সুন্দর?'

'হ্যাঁ, তুমি,' মৃদু গলায় জবাব দিল গ্রীন। 'খুব সুন্দর।'

'ওহ্ না, আমি না,' বলল মারিয়া, হাসছে—গর্বের হাসি। 'আমি একটা বনবেড়ালি।'

'তোমার যখন খুশি আঁচড় কেটো।' মুচকি হাসল গ্রীন। মারিয়াও হেসে উঠল, গ্রীনের বাহু চেপে ধরল আরও শক্ত করে।

হোটেলের সামনে এসে পড়ল ওরা। বারান্দায় বসে আড্ডা মারছে অনেক লোক। টুপি খুলে গ্রীন বিড়বিড় করে বলল, 'আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি।'

'এসো,' গম্ভীর কণ্ঠে বলে বিদায় নিল মারিয়া। দোতলায়, নিজের কামরায় ফিরে গেল গ্রীন, জামা খুলে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নিয়ে বসল। শ্যামাঙ্গিনীর কথা মনে পড়তে আপনমনে হাসল ও। মারিয়া। মিষ্টি মেয়ে! ছন্নছাড়া পুরুষকে বাঁধতে জানে।

দাড়ি কামানোর পর, ধোয়া জামাকাপড় পরে নীচে নেমে এল গ্রীন, সন্ধ্যার রাস্তায় নেমে ক্যান্টিনার উদ্দেশে হাঁটা ধরল।

ও ঢুকতেই বারটেন্ডার জিজ্ঞেস করল, 'সিনর গ্রীন?'

'হ্যাঁ, আমি। মিস গার্সিয়া আছে ভেতরে?'

ম্লান মুখে ওর হাতে একটা চিরকুট দিল বারটেন্ডার। 'সিনোরিটা ফেরেনি। এক লোক দিয়ে গেছে এটা, আগে কখনও দেখিনি। বলেছে, তোমাকে এটা দিতে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বারটেন্ডারের দিকে তাকাল গ্রীন, তারপর ভুরু কুঁচকে চিরকুটটা পড়ল:

মেক্স ছুকরিকে ফেরত চাইলে আজ রাতেই সেজে আসবে।

গুম মেরে দাঁড়িয়ে রইল গ্রীন, অনুভব করছে ভয়ঙ্কর ক্রোধ জেগে উঠছে ওর মাঝে। মর্কের সাবধানবাণী মনে পড়ল ওর: 'কী করবে বলতে পারছি না, তবে এমন একটা কিছু যা তুমি হয়তো কল্পনাও করতে পারবে না।'

তা হলে ওকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে, গ্রীন ভাবল, বারটেন্ডারের উদ্বিগ্ন চোখের দিকে তাকাল ও।

'সিনোরিটা ঠিক আছে?' শঙ্কা ঝরে পড়ল কৃষ্ণকায় লোকটার গলায়।

'ঠিক হয়ে যাবে। ধন্যবাদ, অ্যামিগো। এই চিঠি যে নিয়ে এসেছিল তুমি তবে চেন না তাকে?'

'না। খুব মোটা। বেঁটে, আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু অচেনা।'

'হাচ,' গ্রীন ভাবল; 'অবশ্যই হাচ।' দশাসই দাম্ভিক লোকটার চেহারা স্মরণ করল

ও। দুবার ওকে ধরাশায়ী করেছিল সে—দ্বিতীয়বার শৌচাগারে। মারিয়াকে তা হলে ধরে নিয়ে গেছে ওরা; ওকে ফাঁদে ফেলার জন্য টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে মেয়েটাকে।

এখন ওরা আমার অপেক্ষায় থাকবে; জানে, আমি নির্দ্বিধায় গিয়ে পা দেব ওই ফাঁদে।

কতজন লোকের মোকাবেলা করতে হবে ওকে? ভার্জিল রীভ থাকবে, সন্দেহ নেই; রীড তার স্যালুন ভাঙচুর করার জন্য মনেপ্রাণে ঘৃণা করে ওকে।

হাচ থাকবে, চেষ্টা করবে ফ্লিন্টের মৃত্যুর বদলা নিতে। আর থাকবে হালাম নিজে, এবং হয়তো আরও দু-তিনজন।

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে গ্রীনকে জরিপ করছিল বারটেন্ডার। বলল, 'আমরা চাই না সিনোরিটার কোন ক্ষতি হোক। আমাদের যদি কিছু করার থাকে—'

'চিন্তা কর না, অ্যামিগো। এটা আমার দায়িত্ব।'

বাইরে এসে লিভারি স্ট্যাবলের দিকে দ্রুত পা চালাল গ্রীন। মারিয়া ফাঁদে পড়েছে মনে হতেই খুন চড়ে যাচ্ছে ওর মাথায়, কিন্তু বুদ্ধি হারাচ্ছে না।

ওখানে গিয়ে ওকে উদ্ধার করে আনবে সে। হ্যাঁ, তাই, মনে মনে নিজেকে বলল গ্রীন। ওকে ফিরিয়ে দাও আমার কাছে—ও আমার।

সতেরো

দীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবন ভার্জিল রীডের। সহজে ভয় পাবার লোক সে নয়। বারের সামনে অস্থিরভাবে হালামকে পায়চারি করতে দেখে এখনও ভয় পাচ্ছে না সে, কিন্তু গরু ব্যবসায়ীর অস্বাভাবিকরকমের উজ্জ্বল চোখ, ছেঁড়াখোঁড়া খ্যাপাটে হাসি আর স্বগত সংলাপে অস্বস্তি বোধ করছে।

হারিকেনের হলুদ আলোয় হালামের কপালে ঘামের ধারা দেখতে পাচ্ছে সে। সাহায্যের আশায় আজ বিকেলেই হালাম এসেছে এখানে। রীড জানত না মেক্সিক্যান মেয়েটিকে অপহরণ করতে চায় অ্যাংকর মালিক; জানলে সে অনুমোদন করত না ব্যাপারটা, এমনকী ওকে উদ্ধার করতে এসে জেমস গ্রীন মরার ঝুঁকি নেবে এটা বোঝার পরেও না।

গ্রীনের মৃত্যুতে তৃপ্তি পাবে রীড; স্যালুনের ভাঙা জানালার দিকে তাকালে ওর চোখের সামনে ভাসে কীভাবে ওই লোক তার সমস্ত বোতল চুরমার করে দিয়েছে। তখন উন্মত্ত ক্রোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে রীডের মাঝে। হ্যাঁ, তার সামনে মেঝের ওপর গ্রীনের লাশ পড়ে থাকতে দেখলে আনন্দিত হবে সে।

যাই হোক, গ্রীনের বিরুদ্ধে তারা মোট চারজন, তাকে ধরে। আস্তাবলে অসল্যারের সঙ্গে রয়েছে হাচ। আছে নতুন আমদানি তুর্ক। একতাড়া ডলার খরচ করে লোকটাকে কিনে নিয়েছে হালাম। তুর্ক পালিয়ে বেড়াচ্ছে; ফেরারি লোকের চেহারা দেখলেই চিনতে পারে ভার্জিল রীড।

বারে এসে নিজের গ্লাসে মদ ঢালল হালাম। রীডের দিকে তাকাল সে, একপাশে রাখা কাটাবন্দুকটা দেখল। বন্দুকটা তুলে নিল হালাম, নিশানা তাক করে জোড়া ট্রিগার টেপার ভান করল, 'দুটো ব্যারেলই ওর পেটে খালি করতে চাই আমি,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল অ্যাংকর মালিক। 'তারপর দেখব ওর চিৎকার।'

'দেখি, শটগানটা দাও আমাকে,' বলল রীড। 'প্রয়োজন হলে তোমার নিজের বন্দুক ব্যবহার কর। তবে দুটো ব্যাকশট লাগলে বাছাধনকে আর চিৎকার করতে হবে না–এমনিতেই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।'

বিড়বিড় করে হালাম বলল কিছু। 'হার্ভে' নামটা কানে গেল রীডের গতকাল তার ফোরম্যানকে খুন করার পর থেকে ওই নামটা ঘুরছে গরু ব্যবসায়ীর মাথায়। হালামের স্বগতোক্তি থেকে একটু-একটু করে ব্যাপারটা জেনেছে রীড, বুঝেছে র‍্যাঞ্চার প্রকৃতিস্থ নেই

আচমকা হনহন করে দরজার কাছে হেঁটে গেল হালাম, চৌকাঠে ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেলটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল রীড। ছাতের দিকে অস্বস্তিভরে তাকাল সে, ছড়িতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দোতলায় উঠে গেল পেছনের সিঁড়ি বেয়ে, কষ্টেসৃষ্টে একেকটা ধাপ টপকাচ্ছে।

শেষ ধাপে পৌঁছে হাঁপাতে লাগল রীড, ছড়িতে ভর রেখে জিরাল কিছুক্ষণ, দেয়ালে বসানো ছোট্ট কুপির আলো ওর পাকা বাবরি চুলের জট আর তোবড়ানো গালে প্রতিফলিত হয়ে চকচক করছে। তারপর একসময় ডানের প্রথম দরজাটার দিকে এগোল সে। তালা খুলে ফিরে এল সিঁড়ির মাথায়, কুপি নিয়ে ঘরে ঢুকল। শতরঞ্চি বিছানো একটা লোহার খাটের ওপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে মারিয়া, মুখে কাপড় গোঁজা যাতে চিৎকার করতে না পারে।

স্বভাবসিদ্ধ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর পানে তাকাল মেয়েটা, ঘৃণা আর আক্রোশে মুখ বিকৃত করল।

রুক্ষ সুরে রীড বলল, 'কেমন আছ, মেয়ে?'

হিসহিস একটা শব্দ করল মারিয়া, মুহূর্তের জন্য চোখ সরাচ্ছে না রীডের ওপর থেকে। ওই দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি বোধ করল বুড়ো। ও জানে অকটিও এবং তার আশপাশে প্রচুর বন্ধুবান্ধব আছে মেয়েটার, এখানে যদি ওর কোন ক্ষতি হয় চড়া মাশুল গুনতে হবে তাকে–বিশেষ করে মেক্সিক্যানরা মরণকামড় দেবে।

তবে ভরসা একটাই: হালাম রয়েছে। মেক্সিক্যানদের সে দুচোখে দেখতে পারে না, মেষপালক বা তার চেয়েও খারাপ কিছু বলে গাল দেয়। মেয়েটাকে ধরে এনেছে, সম্ভবত গ্রীনের সাথে মাখামাখি আছে বলে। হালামের বোধহয় চোখ পড়েছে ওর ওপর, মনে মনে ভাবল ভার্জিল রীড। বিছানার সাথে মেয়েটাকে বাঁধার সময় ওর আচরণে লালসা দেখতে পেয়েছে সে।

সেরকম কিছু ঘটলে দেশ ছাড়তে হবে হালামকে, নইলে মেক্সিক্যান পুরুষরা ছাড়বে না ওকে, খুঁজে বের করে ওদের ধারাল ছুরি দিয়ে ফেড়ে ফেলবে ওর পেট। মেক্সিক্যান পুরুষরা ভীষণ আত্মাভিমানী, ওদের মা-বোনদের বেইজ্জতি সইতে পারে না

'ঠিক হয়ে যাবে সব,' রুক্ষ সুরে মারিয়াকে সান্ত্বনা দিল রীড। 'গ্রীন এলেই

তোমাকে ছেড়ে দেবে।'

অপলকে ওর পানে চেয়ে রইল মারিয়া। দায়সারাভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে এল রীড, দরজা টেনে বন্ধ করে দিল পেছনে।

আচমকা অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করল মারিয়া। জানে কোন ফল হবে না, তবে এতে করে অন্তত ব্যস্ত থাকতে পারবে একটা কিছুতে, দুশ্চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়বে না। তবু, যখনই ভাবছে ফাঁদে পা দিতে আসছে গ্রীন, তখনই পাষাণভার চেপে বসছে ওর বুকে।

রীড বলেছে বটে ঠিক হয়ে যাবে সব কিন্তু, মারিয়া নিশ্চিত, গ্রীন বাঁচবে না—সেও না। একবার অপহরণ করে, ওকে ছেড়ে দেয়ার মত ঝুঁকি নিতে পারবে না হালাম। স্রেফ গুম হয়ে যাবে সে, এবং হপ্তাখানেকের মধ্যেই তার কথা ভুলে যাবে লোকে। ওর ব্যাপারে ভাববে এমন কোন নিকটাত্মীয় নেই ওর, শুধু দু-চারজন বন্ধুবান্ধব, কিছুদিন খোঁজ করেই হাল ছেড়ে দেবে তারা।

'ভুল,' অধৈর্য সুরে হঠাৎ নিজেকে বলল মারিয়া। গ্রিংগো গ্রীনের ওপর ভরসা রাখা উচিত তোমার। একে বিশ্বাস করতে পার, সত্যি। অন্ধের মত ফাঁদে পা দেবার লোক ও না। বিশ্বাস রাখ।

সহসা একধরনের সাহস বোধ করল মারিয়া, হৃতশক্তি ফিরে পেল। ক্যান্টিনা থেকে মাত্র কয়েকটা বাড়ি দূরে ওকে পাকড়াও করে হালাম আর হাচ নামের এক লোক। বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল সে, পারেনি। একটা ছালা দিয়ে ওর মুখ বেঁধে ফেলে ওরা যাতে চিৎকারের আওয়াজ ঢাকা পড়ে যায়। তবু আপ্রাণ লড়েছিল ও, কিন্তু হালাম ওর মাথায় আঘাত করতে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তারপর ওকে আড়াআড়িভাবে নিজের স্যাডলে তুলে নেয় হালাম। এর পরের ঘটনা দুঃস্বপ্নের মত। নোংরা ছালার ভেতর দম আটকে আসছিল ওর। শক্ত করে ওকে এক হাতে স্যাডলে ধরে রেখে দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছোটাল হালাম। তারপর ও যখন ক্রুদ্ধভাবে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করে তখন বসার সুযোগ দেয় ওকে। এক হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে ছুটতে থাকে হালাম। হাচ ওদের পাশাপাশি ছুটছিল। কয়েক ঘণ্টা পর সেজে পৌঁছায় ওরা এবং হালাম তাকে বেঁধে রাখে এখানে। তখন তার মনে হচ্ছিল সমস্ত শক্তি বুঝি হারিয়ে ফেলেছে সে।

অচিরেই আসবে গ্রীন, আস্থা রাখা উচিত তার। নিঃসাড়ে পড়ে রইল মারিয়া, বুক ধড়ফড় করছে, মুখ বাঁধা থাকায় কষ্ট হচ্ছে শ্বাস নিতে, পট্টিটা ভিজে গেছে লালায়। চোখ বুজল মারিয়া, বাজুর সঙ্গে বাঁধা হাত দুটো ঢিলে করে দিল। ওর পা দুটোও বাঁধা, অসাড় হয়ে গেছে।

'এমনভাবে বাঁধব যেন ছুটতে না পারিস, খোদার কসম!' নির্দয় ব্যবহার করেছে হালাম, অকারণে ওকে ব্যথা দিচ্ছে। ভার্জিল রীড তখন উপস্থিত না থাকলে আর কী ঘটাত কার্লের বাবা ভাবতে গেলেই ওর গা শিউরে উঠছে।

কার্ল এখনও বেঁচে আছে কিনা জানে না মারিয়া কায়মনোবাক্যে কামনা করল যেন থাকে। তারপর শান্ত হয়ে পড়ে রইল ও, কান খাড়া, ঘোড়ার খুরের শব্দ, গুলির শব্দ শুনতে চেষ্টা করছে—এমন কোন আওয়াজ যা থেকে বুঝতে পারে গ্রীন এসেছে তাকে উদ্ধার করতে।

*

সন্দেহ নেই এটা একটা ফাঁদ, সেজের রাস্তায় জোরকদমে ছুটতে ছুটতে কথাটা আবারও ভাবল গ্রীন। দূরে স্যালুনের বাতি দেখতে পাচ্ছে সে, সাবেক মাইনিং ক্যাম্পের একমাত্র বাতি ওগুলো।

স্যালুনেই মারিয়াকে আটকে রাখবে ওরা, দোতলার একটা ঘরে। রাস্তার এ মাথায়, আস্তাবলের কাছে, পাহারায় থাকবে এক লোক, আরেকজন থাকবে অপর প্রান্তে–যদি আদৌ সেরকম কারোকে জোগাড় করে থাকে হালাম।

ঘোড়ার গতি হাঁটার পর্যায়ে নামিয়ে আনল গ্রীন, গতযাত্রায় যে গিরিখাত ধরে সে দ্বিতীয় বার মাইনিং ক্যাম্পে ঢুকেছিল সেদিকে এগোল।

একটু বাদে স্যাডল থেকে নামল সে, ঘোড়াসমেত পায়ে হেঁটে স্যালুন ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূর চলে এল। লাগামের খুঁটাটা মাটিতে পুঁতে রেখে, খাড়াই বেয়ে গিরিখাতের কিনারে উঠল গ্রীন, চোখ কুঁচকে তাকাল বাড়িঘরের অন্ধকার কাঠামোগুলোর দিকে। ছায়ার ভেতর যা খুঁজছিল, খানিক বাদে দেখতে পেল সে। রাস্তার শেষ মাথায় অস্থিরভাবে পায়চারি করছে এক রাইফেলধারী।

একটা ঝুপড়ির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দীর্ঘ ঢাল বেয়ে কারবাইন হাতে গলিতে নামল গ্রীন। গোটা দু তিনেক ঝুপড়ি পেরিয়ে চলে এল গলির মুখে, উঁকি মেরে দেখল লোকটাকে। হাচ নয়, এ বেশ লম্বা। নতুন কেউ? ওর দিকে এগিয়ে গেল গ্রীন। পেছনে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল রাইফেলধারী, ঘাড় ফেরাল।

'দেখতে পেলে কারোকে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল গ্রীন।

'কিচ্ছু না, একটা শব্দ পর্যন্ত নেই। তুমি কোত্থেকে এলে? হালাম বলছিল আমরা মাত্র চারজন।'

'র‍্যাঞ্চ থেকে এসেছি। গ্রীনকে খুন করতে চায় ফ্রেড, আজ রাতে বোধহয় সম্ভব হবে সেটা। মেয়েটাকে কোথায় রেখেছে ওরা?'

'কেন, তোমাকে বলেনি?' রাইফেলধারীর কণ্ঠে সন্দেহ, এক কদম আগে বাড়ল সে, ভাল করে দেখার চেষ্টা করল অন্ধকারের ভেতর। চমকে উঠল পাহারাদার, অব্যক্ত একটা শব্দ বেরিয়ে এল ওর গলা চিরে। ইতিমধ্যে গ্রীন পৌঁছে গিয়েছিল ওর কাছে, কারবাইনের কুঁদো দিয়ে লোকটার মাথায় আঘাত করল সে।

হাঁটু দুমড়ে বসে পড়ল রাইফেলধারী, গ্রীন আবার আঘাত করতে জ্ঞান হারাল।

ওকে নিরস্ত্র করল গ্রীন, কোমরের বেল্ট ধরে টানতে টানতে অদূরের একটা ঝুপড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে রাখল, বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিল দরজায়। এরপর সে রাস্তার ওপাশে চলে গেল, বুকে হেঁটে স্যালুনের উল্টো দিকে এসে থামল ভাঙা জানালা দিয়ে আলোকিত ঘরটা জরিপ করল গ্রীন।

ভার্জিল রীডকে দেখতে পেল সে, বারের পেছনে ওর নিজের জায়গায় বসে আছে; ডান হাতের কাছে রাখা শটগানটাও চোখে পড়ল। কিন্তু মারিয়াকে দেখতে পেল না কোথাও, হালামকেও না

শিরদাঁড়া সোজা করল গ্রীন, কাছেই এক জোড়া পদশব্দ শুনতে পেয়ে দ্রুত পিছিয়ে গেল গাঢ়তর অন্ধকারে স্যালুনের দরজা-জানালা গলে আসা আলোয় এসে দাঁড়াল এক লোক, হাতে রাইফেল। ওকে চিনতে পারল গ্রীন–হালাম। র‍্যাঞ্চার

স্যালুনের ভেতরে ঢুকে যাবার সময় ওর চওড়া পিঠ বরাবর কারবাইন তাক করল সে।

ওকে মারতে পারতাম আমি, যা করেছে ও তাতে অন্যায় হত না এটা, ভাবল গ্রীন। বুড়ো রীডকেও মারতে পারি। শেষ করে দাও ওদের, নিজেকে বলল গ্রীন, তারপর মারিয়াকে নিয়ে চলে যাও এখান থেকে।

কিন্তু গুলি করল না সে—ট্রিগার টেপার প্রবৃত্তি হলো না। হাচের কথা ভাবল গ্রীন, ব্যাপারটা কীভাবে সামলাবে মনস্থির করে ফেলেছে। কিন্তু হাচকে পেছনে রেখে কাজে নামতে চাইল না ও, ঠিক করল প্রথম ওর একটা ব্যবস্থা করবে।

নিঃশব্দে রাস্তার পাড় ধরে এগোল গ্রীন, চোখ অদূরবর্তী আস্তাবলটা জরিপ করছে। কোন বাতি দেখা যাচ্ছে না ওখানে। অসল্যারের মুখটা মনে করল ও, জরাগ্রস্ত, নেহাত গোবেচারা মানুষ।

তখনও একশো ফুট দূরে আছে গ্রীন এমন সময় আস্তাবলের কোণে ফস করে একটা ম্যাচ জ্বলে উঠল, সিগারেট ধরানোর সময় লোকটার মুখ দেখতে পেল ও। হাচ। ম্যাচ নিভে যেতে আবার অন্ধকার হয়ে গেল সবকিছু।

একটু দোনোমনো করল গ্রীন। তারপর একদৌড়ে রাস্তা অতিক্রম করে আস্তাবলের পেছনে চলে এল। আবার ইতস্তত করল সে। একটা দরজা খোলা রয়েছে এপাশে, গোবর আর পচা খড়ের দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছে। কপাটের পাশ দিয়ে সাবধানে সামনের বড় দরজাটার দিকে তাকাল গ্রীন; দেখল ওটাও খোলা, দোরগোড়ায় গোড়ালির ওপর বসে আছে এক লোক। নড়ে উঠল লোকটা, গলায় উপুড় করল একটা বোতল, কয়েক ঢোক খেয়ে নামিয়ে রাখল আবার, স্থির হয়ে গেল।

পিস্তল বের করে আস্তাবলে ঢুকল গ্রীন, মেঝেতে খড় থাকায় ঢাকা পড়ে গেছে বুটের মচমচ আওয়াজ। অকস্মাৎ একজন মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে অস্থিরভাবে পা ঠুকল স্টলে বাঁধা ঘোড়াগুলো, খাওয়া থামিয়ে নাক ঝাড়ল ঘোঁৎ করে। ওদের পাশ কাটিয়ে এল সে, উৎকট গন্ধে বমি চলে আসছিল, এক হাতে নাক-মুখ চাপা দিল।

দরজার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে গ্রীন এই সময় হাই তুলে উঠে দাঁড়াল অসল্যার, বাইরে গেল। একলাফে দরজার পাশে চলে এল গ্রীন, শুনতে পেল জড়ানো গলায় অসল্যার বলছে, 'ওরা কেন ভাবছে ও আসবে বুঝতে পারছি না। গাধা না হলে যে কেউ বুঝবে এটা একটা ফাঁদ। আমি হলে তো আসতাম না, এমনকী দোতলার ঘরে যে মেয়েটাকে আটকে রেখেছে তার খাতিরেও না।'

'তুমি গ্রীন না,' চাঁছাছোলা জবাব দিল হাচ। 'ও ঠিকই আসবে। লড়াই দেখে ভয় পাবার লোক না গ্রীন।'

'তাই বলে মরতে আসবে?'

'আসবে।'

'ওই মেক্স মেয়েটাকে নিয়ে কী করবে ওরা?'

'সেটা আমার মাথাব্যথা না। যাকগে, এবার তুমি চুপ কর। এরকম বকবক করলে শুনতে পাব কীভাবে ও আসছে কিনা?'

মৃদু সুরে বিরক্তি প্রকাশ করল অসল্যার, দোরগোড়ায় ফিরে এসে আবার বোতল খুলে বসল। কপাটের পেছনে জমে গেল গ্রীন, মাকড়সার আঠাল জালে পড়ায় গা

ঘিনঘিন করে উঠল। আরও এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে পিস্তলের নল দিয়ে বাড়ি মারল অসল্যারের কানের পাশে। কলার ধরে ভেতরে টেনে এনে দেয়ালের পাশে শুইয়ে দিচ্ছে ওকে এই সময় হ্যাচ এগিয়ে এসে বলল, 'অ্যাই, কোথায় তুমি? বোতলটা কই? আমি খাব এক ঢোক।'

আরও এক কদম এগোল হ্যাচ, ওর পায়ে বেধে উল্টে পড়ল বোতল। গ্রীন কোথাও লুকাতে পারার আগেই নিচু স্বরে গাল বকে, ওটা কুড়িয়ে নিল সে।

শার্টের আস্তিনে বোতলের গলা মুছে নিল হ্যাচ, উঁচু করে গলায় ঢালল। খেতে খেতে ওর দৃষ্টি সরে গেল আস্তাবলের ভেতর দিকে, দেয়ালের গায়ে গ্রীন আর অচেতন অসল্যারের ছায়া দেখতে পেল।

'শালা–' আঁতকে উঠেই গ্রীনের উদ্দেশে বোতলটা ছুঁড়ে মারল হ্যাচ, কনুইয়ের ফাঁকে ধরা রাইফেলের ট্রিগার টিপল।

আচমকা এবং দ্রুত ঘটে গেল ব্যাপারটা। বুলেটের ঘষায় পুড়ে গেল গ্রীনের বাহু, ঝট করে বাঁ-হাতে দুবার গুলি ছুঁড়ল সে, পিছিয়ে গেল হ্যাচ, তারপর টলতে টলতে দুকদম এগিয়ে এসে লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়।

দৌড়ে আস্তাবলের বাইরে চলে এল গ্রীন, জানে গুলির আওয়াজে এক্ষুণি ছুটে আসবে হ্যালাম। রাস্তা ধরে এগোল না সে, আস্তাবলের পাশ দিয়ে গলিতে ঢুকল, একটু থেমে খাড়া করল কান। ভারি বুটের আওয়াজ পেল গ্রীন, ঘুরে স্যালুনের পেছনে চলে গেল, লাথি মেরে দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

চমকে উঠে টুলের ওপর সোজা হলো ভার্জিল রীড, শটগানের দিকে হাত বাড়াল।

যত্নের সঙ্গে নিশানা করে শয়তান বুড়োর কাঁধে গুলি করল গ্রীন। কর্কশ সুরে বলল, 'বাইরে যাও, রীড।' তারপর শটগানটা তুলে নিয়ে দৌড়ে টপকাতে শুরু করল সিঁড়ির ধাপ।

দেয়ালে বসানো কুপির আলোয় করিডরের দুপাশে সারি সারি ঘর চোখে পড়ল ওর। প্রথমে বাঁয়ের দরজাটা খুলল গ্রীন। কাউকে দেখতে পেল না। তারপর উল্টো দিকের দরজা খুলেই বুঝতে পারল মারিয়া আছে এখানে। করিডর থেকে আসা ক্ষীণ আলোয় দেখল খাটের ওপর মুখ-হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে ও। ছুরি বের করে ঝটপট বাঁধন কাটতে শুরু করল গ্রীন।

আঠারো

ছাড়া পেয়েই একটা খুশির চিৎকার দিয়ে গ্রীনের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মারিয়া। আস্তে করে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল গ্রীন।

'দেখ, জানালা বেয়ে নীচে নামার মত দড়ি হবে কিনা। এটাই বোধহয় সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা।'

কথা শেষ করে গ্রীন বেরিয়ে গেল, খাটের বাজু থেকে দড়ি খুলতে শুরু করল

মারিয়া। সিঁড়ির মাথায় চলে এল গ্রীন। ওর পা দৃষ্টিপথে আসামাত্র নীচ থেকে ছুটে এল তিনটে গুলি। লাফিয়ে পেছনে সরে গেল গ্রীন, একটু থেমে দেয়ালের কুপিটা নামাল। কেরোসিন ছিটাল সিঁড়ির ধাপে, জ্বলন্ত কুপিটা ছুঁড়ে মারল ওই তেলের ওপর।

নীল শিখা জ্বলে উঠল ধাপগুলোয়, তারপর শুকনো কাঠে ছড়িয়ে পড়ল আগুন। ক্ষিপ্রপায়ে ঘরে ফিরে এল গ্রীন। জানালা হাট করে খুলে দিয়েছে মারিয়া, খাট ঠেলে নিয়ে গেছে ওখানে। দড়ির এক মাথা বেঁধেছে খাটের বাজুর সাথে, অন্যপ্রান্ত ঝুলিয়ে দিয়েছে জানালার বাইরে। ওর হাতে শটগানটা দিল গ্রীন।

'আমি নামছি আগে। বেশিক্ষণ লাগবে না। হালাম যদি আগুনের এপাশে চলে আসে, গুলি করতে দেরি কর না।'

'হাহ্! খুন করব!'

কুঁদো নীচমুখী করে রাইফেলটা জানালা গলিয়ে ফেলে দিল গ্রীন। তারপর চৌকাঠে বসে টেনে দেখল দড়িটা ওর ভার সইতে পারবে কিনা। সন্তুষ্ট হয়ে নামতে শুরু করল ও, মাঝামাঝি চলে এসেছে এই সময় শটগানের গর্জন শুনতে পেল সে, প্রথম একটা গুলি, তারপর আরেকটা।

এর এক সেকেন্ড পর দড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল ও, ছেড়ে দিয়ে ধপ করে নামল মাটিতে। গোড়ালির ওপর পড়ে সামান্য ঝাঁকি খেল সে, তবে ভারসাম্য হারাল না। ওপরে তাকিয়ে দেখল জানালার বাইরে শরীর গলিয়ে দিয়েছে মারিয়া, নামতে শুরু করেছে।

যখন দড়ির শেষমাথায় পৌঁছাল, পাঁজাকোলা করে ওকে মাটিতে নামিয়ে রাইফেলটা কুড়িয়ে নিল গ্রীন। 'চল,' বলল ও। 'তুমি গুলি করেছ ওকে?'

'না। ছায়া দেখে মেরেছি। চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম না ভাল করে।'

মারিয়ার হাত ধরে ছুটতে ছুটতে গলির মুখে এসে পড়ল গ্রীন, ডাইনে-বাঁয়ে একবার নজর বুলিয়ে রাস্তা পার হলো। ঘাড় ফিরিয়ে শেষবারের মত স্যালুনের খিড়কি দোরের দিকে তাকাল ও, দেখল ভেতরে লকলক করছে আগুনের শিখা। পরক্ষণে দোরগোড়ায় বেরিয়ে এল হালাম, রাইফেল ছুঁড়ল ওদের উদ্দেশে। অনেকদূর দিয়ে চলে গেল গুলি, হালাম আসলে দেখতে পায়নি ওদের, আন্দাজে নিশানা করেছিল। গ্রীন পাল্টা জবাব দিল না, নিজেদের অবস্থান জানাতে চায় না বলে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই খাড়াইয়ের মাথায় পৌঁছে গেল ওরা, পিছলে গিরিখাতে নেমে গিয়ে স্টীলডাস্টের উদ্দেশে ছুটল। স্যাডলে চাপল গ্রীন, মারিয়া পেছনে বসল, দুই হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরেছে।

ঘোড়া ঘুরিয়ে গিরিখাতের বাইরে বেরিয়ে এল গ্রীন। আবার পেছনে তাকাল ভার্জিল রীডের স্যালুনটা এখন দাউদাউ করে জ্বলছে। ওই আগুনে বহুদূর অবধি আলোকিত হয়ে উঠেছে রাতের আকাশ।

শহরে পৌঁছে মারিয়াকে ক্যান্টিনায় নামিয়ে দিল গ্রীন ওকে যেতে নিষেধ করল মারিয়া, লুকিয়ে থাকতে বলল।

'এবার হালাম কী করবে কিছুই বলা যায় না, মার্শালকে সাবধান করা দরকার,' মারিয়ার কথার পিঠে গ্রীন জবাব দিল।

'পাগলা কুকুর হয়ে গেছে ও। তুমি সাবধান থেক, জেমস, না হলে ও তোমাকে খুন করবে।'

'চেষ্টা করবে বোধহয়। আমার বিশ্বাস, শেষ একটা মোকাবেলা হবে আমাদের—তবে আমি ওর পিছু নেব না।'

'সেটা করলেই মনে হয় ভাল করতে,' যুক্তি দেখাল মারিয়া। 'ভয় পেত তোমাকে!'

'ও ভয় পাবার লোক না,' বলে মারিয়ার চোখের পানে তাকাল গ্রীন। 'এবার তুমি ভেতরে যাও—আর বেরোবে না।

'তুমি আসছ পরে?'

'অবশ্যই। তবে তোমার উঠনে খাব না, অন্তত আজ রাতে না। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ঘেরা জায়গায় বসতে হবে, যেন দরজার ওপর চোখ রাখতে পারি।'

'সি—' বলে ওর একটা হাত বুকে টেনে নিল মারিয়া, চাপ দিল আলতোভাবে। 'তুমি আসবে,' গাঢ় স্বরে আমন্ত্রণ জানাল ও। 'মেয়েদের সম্মান বাঁচাতে জানো তুমি।'

'এভাবে ভেবে দেখিনি কখনও। যেটা উচিত মনে হয় করি—ব্যস।'

অনাবিল হাসি হাসল গ্রীন। দেখল মারিয়ার দৃষ্টি নরম হয়ে এসেছে, চোখ ছলছল করছে। মেয়েটা ওর হাত ছেড়ে দিতে রওনা হলো গ্রীন, শহরের মূল অংশে ফিরে যাচ্ছে। মার্শালের দফতরের সামনে থামল ও। মক ছিল না, মাঝবয়সী এক লোক—সম্ভবত ডেপুটি—স্মিত হাসল ওকে দেখে। বেশ রাত হয়েছে, মককে খবর দিতে বলে বিদায় নিল গ্রীন।

চারটে বাড়ি পরেই টেরিলের আস্তাবল। সেখানে ঘোড়া রেখে রাইফেলটা নিয়ে হোটেলে ফিরে এল সে, জামাকাপড় না খুলেই টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। ঘুম চলে আসছিল, ঝট করে উঠে পড়ল গ্রীন, হাই তুলে বেসিনের ধারে গিয়ে হাত-মুখ রগড়ে সাফ করল পানি দিয়ে। তারপর ওর সর্বশেষ পরিষ্কার শার্টটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে এল করিডরে, ভাবছে হালাম এতক্ষণে বোধহয় পৌঁছে গেছে শহরে। করিডর ধরে পেছনের সিঁড়িতে চলে গেল গ্রীন, অন্ধকার গলিতে নামল। নানান গলিঘুঁচি হয়ে মেক্সটাউনের কিনারে পৌঁছে কিছুটা নিরাপদ বোধ করল ও। তবু, স্যাম ট্যানার ওকে অ্যামবুশ করেছিল মনে পড়তে, ক্যান্টিনার আশপাশের এলাকা জরিপ করল ভাল করে।

হালামের এখন যে মানসিক অবস্থা, বিশেষ করে সেজের ঘটনাবলীর পর, তাতে ওর পক্ষে অ্যামবুশ করা বিচিত্র কিছুই নয়। ক্যান্টিনায় ঢুকল গ্রীন। বারটেন্ডার ছাড়া আর কেউ নেই, সাপারের সময় বহু আগেই পেরিয়ে গেছে। ওকে চওড়া একটা হাসি উপহার দিল বারটেন্ডার, বেশ অনেকটা মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল।

'সিনর গ্রীন। সিনোরিটা গার্সিয়াকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছ তুমি, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। রান্নাঘরেই ওকে পাবে।'

'ধন্যবাদ। আর কতক্ষণ খোলা আছে ক্যান্টিনা?'
'বড়জোর ঘন্টাখানেক, সিনর।'
'হালামকে চেন?'
'সি, দেখলেই চিনব।'
'বন্ধের আগেই যদি আসে, চিৎকার করবে।'
'তার চেয়েও ভাল কিছু করব,' কঠিন গলায় জবাব দিল বারটেন্ডার। বারের নীচ থেকে বড় একটা পিস্তল বের করল সে। 'এর সাহায্যে চিৎকার করব, সিনর। সিনোরিটার গায়ে হাত তুলেছে ওই লোক, ওকে পেলে আমি ছাড়ব না।'
ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল গ্রীন। 'যথেষ্ট,' বলে রান্নাঘরে পা রাখল।
বাসায় ফিরে জামাকাপড় পাল্টেছে মারিয়া, চুল আঁচড়েছে নতুন করে। স্টোভে একটা কিছু ভাজছিল ও, গ্রীনকে দেখে স্মিত হাসল।
'বুয়েন্স নচেস, শুভ সন্ধ্যা, সিনর জেমস গ্রীন। তুমি বস ওখানে, দেয়ালে পিঠ দিয়ে।' অল্পক্ষণ আগে সাজানো দুটো চেয়ার আর টেবিল দেখিয়ে বলল মারিয়া। 'রান্না হয়ে এল, শিগগিরই আমরা খাব।'
'সত্যি, খুব খিদে পেয়েছে আমার,' স্বীকার করল গ্রীন। 'তবে আজ আর টেকুইলা না। মাথা পুরোপুরি সেরে না ওঠা পর্যন্ত ঠিক হবে না খাওয়া।'
মিনিট কয়েক বাদে টেবিলে খাওয়া দিল মারিয়া, গ্রীনের মুখোমুখি বসল। দুজনেই খাচ্ছে গোগ্রাসে, কথা হচ্ছে সামান্য। বলার বিশেষ কিছু নেই ওদের। যা ঘটে গেছে তা এতই সাম্প্রতিক যে নতুন করে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। তা ছাড়া গ্রীনের বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও এ প্রসঙ্গ কখনও তুলবে না তারা।
পিপার মক যখন ঢুকল রান্নাঘরে তখন ওরা কফি খাচ্ছে। থমথমে হয়ে আছে মার্শালের মুখ, ওকে এত গম্ভীর এ যাবৎ কখনও দেখেনি গ্রীন।
গ্রীন বলল, 'তোমার অফিসে গিয়েছিলাম, কেবল ডেপুটি ছিল।'
ওপর নীচ মাথা ঝাঁকিয়ে মক বলল, 'সেজের অসল্যার ভার্জিল রীডকে ডাক্তারের কাছে আনার পরপরই ও খবর দিয়েছে আমাকে। তোমার তলবও পেয়েছি তখন। অসল্যারের সাথে আলাপ হয়েছে আমার। ও বলল, হালাম তোমাকে খুঁজছে।'
'আন্দাজ করেছিলাম। কোথায় আছে এখন, জানো কিছু?'
'না। তবে অসল্যার বলল রীডকে নিয়ে ও আসার আগেই হালাম রওনা হয়েছে। কাজেই স্বচ্ছন্দে ধরে নিতে পার কাছেপিঠেই কোথাও ওত পেতে আছে তোমার জন্য।'
মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল গ্রীন।
'অন্ধকারে অনেক গোলাগুলি হয়েছে—আর না। এবার আমি হোটেলে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ব। প্রয়োজন হলে কাল সকালে আমাকে খুঁজে নিতে পারবে—যদি সেটাই চায় ও।'
গ্রীনের দিকে তাকাল মার্শাল। 'এখনও কিন্তু শহর ছাড়ার সময় আছে,' বলল রুক্ষ গলায়।
'এই নিয়ে তিনবার কথাটা আমাকে বললে তুমি,' কাঠখোট্টা গলায় জবাব

দিল গ্রীন। 'ভাল করেই জানো, আমি তা করব না। কেন করব না–তাও জানো।'

টুপি পরল গ্রীন। মক একদৃষ্টে তাকিয়েছিল, বলল, 'চল, হোটেল অবধি এগিয়ে দিই তোমাকে, তারপর অফিসে যাব।'

'বেশ,' গ্রীন বলল।

খাবারের জন্য মারিয়াকে ধন্যবাদ দিল ও। 'এ পর্যন্ত মনে হয় একবারও দাম দেইনি,' স্মিতহাস্যে বলল। 'মুফতে খাচ্ছি। চলি, শুভ রাত্রি। ঘুমাও ভাল করে।'

'তোমার এরকম বিপদে আমার ঘুম হবে কীভাবে?' জানতে চাইল মারিয়া। 'রাতটা এখানেই থেকে যাও। বল থাকবে, থাকবে না?'

'আজ রাতে না,' মারিয়ার গাল টিপে দিল গ্রীন। 'পরে, আমাদের বিয়ের পর।'

ধাক্কা মেরে ওর হাত সরিয়ে দিল মেয়েটা, চোখ জ্বলছে।

'কে বিয়ে করছে তোমাকে? আমি না! বোকা গ্রিংগোকে কে করবে বিয়ে, মরা মানুষের সাথে ঘর করতে পারব না আমি।'

বড় বড় হয়ে গেছে মারিয়ার চোখ, মুহূর্তের জন্য গ্রীনের মনে হলো মেয়েটা বুঝি কেঁদে ফেলবে।

'ঝুঁকিটা নিয়েই দ্যাখ,' বলে ক্যান্টিনার মূল ঘরে পা রাখল ও। একটু থেমে এক পেগ টেকুইলা পান করল মক, দাম চুকিয়ে বেরিয়ে এল দুজন।

বাইরে রাতের রাজপথ নীরব, কোমল। ধীর পদক্ষেপে হাঁটছে ওরা। গ্রীন বিড়বিড় করে বলল, 'সেজে আরও দুজন লোক ছিল। একজনকে মেরে বেহুঁশ করেছিলাম আমি। দ্বিতীয়জন বোধহয় মারা গেছে–নাম হাচ।'

'অসল্যারের কথা অনুযায়ী, হাচ মারা গেছে। অপরজনের নাম তুর্ক। অসল্যারকে ও বলেছে সকালে হাচকে সে কবর দেবে। কিন্তু অসল্যারের ধারণা তার আগেই ভাগবে ব্যাটা, তাই ও নিজেই কবর দিয়ে আসবে গিয়ে।'

'তা হলে মিটে গেল ওদিককার পাট। লাশ বেশিক্ষণ বাইরে ফেলে রাখতে নেই, অযথা কষ্ট দেয়া।'

হাঁটার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আশপাশের গলিঘুঁচি, ছায়াচ্ছন্ন এলাকা জরিপ করছে ওরা। এত রাতে একমাত্র স্যালুনগুলোই খোলা আছে। গোটা কয়েক পনি বাঁধা আছে ওগুলোর হিচ রেইলে। হোটেলের খোলা দরজা দিয়েও আলো এসে পড়েছে বাইরে, হলুদ করে তুলেছে বারান্দা। এতক্ষণ স্নায়ুর চাপে ভুগছিল গ্রীন, বারান্দার ধাপে পৌঁছে হাঁপ ছাড়ল।

'এগিয়ে দেয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, মার্শাল। শুভ রাত্রি। দেখা হবে কাল, সম্ভবত।'

'হুঁশিয়ার থেক,' গম্ভীর সুরে বলল মক। গ্রীন ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকিয়ে উঠতে শুরু করল সিঁড়ি ভেঙে। প্রায় মাথায় পৌঁছে গেছে ও, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওকে হোটেলের বাতিতে, এই সময় রাস্তা থেকে ভেসে এল একটা বাজখাঁই গলা।

'আজ পর্যন্ত কারও পিঠে গুলি করিনি আমি–ঘুরে দাঁড়াও, গ্রীন!'

সামনে, বারান্দার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রীন, প্রায় একই সময় নীচের রাস্তায় হালামের পিস্তল গর্জে উঠল। ক্রুদ্ধ গুঞ্জন তুলে মাথার ওপর দিয়ে লবির দিকে

উড়ে গেল বুলেট। একটা আর্তচিৎকার ভেসে এল ভেতর থেকে। ইতিমধ্যে পিস্তল বের করে গড়িয়ে একপাশে সরে গিয়েছিল গ্রীন, অ্যাংকর মালিক আবার গুলি ছুঁড়তে তার পিস্তলের আগুন লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল ও।

তারপর মার্শাল মকের কর্কশ অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনতে পেল গ্রীন। 'পিস্তল ফেলে দাও, হালাম। খুনের চেষ্টা করার দায়ে গ্রেফতার করা হলো তোমাকে।'

অশ্রাব্য খিস্তি করল হালাম, বিরক্ত হয়েছে।

'কেন, ব্যাটা বুড়ো গর্দভ, তুমি কেন এর মধ্যে–' অবজ্ঞার সুরে শুরু করল হালাম, আধপাক ঘুরে গুলি করল মার্শালকে।

কিন্তু মক ততক্ষণে সরে গেছে অন্যপাশে, পাল্টা গুলি করল সে, বারান্দা থেকে গ্রীন তার দ্বিতীয় গুলিটা ছুঁড়ল।

হালামের তরফ থেকে আর কোন সাড়াশব্দ এল না, আচমকা গোলাগুলির পর থমথমে নীরবতা নেমে এসেছে, রাস্তার মাঝখানে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে একজন মানুষ। তারপর দূর থেকে কোলাহল ভেসে এল, লোকজন ছুটে আসছে। রাস্তায় নেমে গেল গ্রীন, হালামের লাশের কাছে মকের সঙ্গে মিলিত হলো

'চল, বাতিতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করি,' বলল মক। সিঁড়ির গোড়ায় যেখানে সামান্য আলো এসে পড়েছে, ধরাধরি করে হালামের দেহ সেখানে নিয়ে গেল ওরা। লাশের ওপর ঝুঁকে পড়ল মার্শাল, জামার বোতাম খুলল। একসময় পরীক্ষা শেষ করে উঠে দাঁড়াল সে।

'একটাই গুলি লেগেছে। সোজা হৃৎপিণ্ডে, মনে হয়। তুমি অথবা আমি–কে তা জানার উপায় নেই। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না।'

ভিড় জমে উঠেছে চারপাশে, বিস্ফারিত চোখে দেখছে লাশ। ক্লান্ত সুরে মককে বলল গ্রীন, 'আমার কিছু করার থাকলে বল। না হলে আমি ঘুমাতে চললাম।'

'যাও। সকালে দেখা হবে।'

দোতলায় নিজের কামরায় উঠে গেল গ্রীন, মাথা খালিখালি লাগছে। পরে এক সময়ে কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটা সম্পর্কে ভাববে ও। কাপড়চোপড় খুলে বিছানার চাদরের তলায় ঢুকল সে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল।

মারিয়া বলছিল, 'কাল রাতে গুলির শব্দ পেয়ে পাগলের মত ছুটে আসছিলাম আমি। ভয় হচ্ছিল তুমি মারা গেছ। তারপর দেখলাম লোকজন ভিড় করে একটা লাশ দেখছে–হালামের। খুশিতে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। তারপর মার্শাল মক এসে বলল, তুমি ঘরে আছ, ঘুমাচ্ছ। তাই আর বিরক্ত করিনি, ফিরে গিয়ে আমিও ঘুমিয়ে পড়েছি।'

বেলা করে, হোটেলের খাবারঘরে বসে নাস্তা খাচ্ছে ওরা, এরপর কার্লকে দেখতে যাবে। মারিয়া ঠিক করেছে ছেলেটাকে তার বাবার মৃত্যুসংবাদ জানাবে ও। হাজার হলেও বাপ; সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করবে কার্লকে।

'আমরা খুব আপন, কার্ল আর আমি। সেই ওর ছোটবেলা থেকে। আর এখন ও বড় হয়ে গেছে।'

ওরা এখন হাঁটতে হাঁটতে ডাক্তারের বাসায় যাচ্ছিল, আড়চোখে গ্রীনকে একবার মাপল মারিয়া।

'ছেলেটার ব্যাপারে ভাবলে কিছু?'

'তোমার কথাই ঠিক–বড় হয়ে গেছে।'

কথা বলার জন্য মুখ খুলছিল মারিয়া, কিন্তু শেষ মুহূর্তে কি ভেবে চুপ করেই রইল।

দরজায় ওদের সঙ্গে মিলিত হলো ডাক্তার, ভেতরে নিয়ে গেল।

'তোমরা বোধহয় কার্লের সাথে দেখা করতে এসেছ। জেগে আছ, তবে দু-চার মিনিটের বেশি থেক না। খানিক আগে মার্শাল মক এসেছিল, ওর বাবার মৃত্যুর খবর জানিয়ে গেছে। শান্তভাবেই ব্যাপারটা নিয়েছে কার্ল, তবে দেরিতে প্রতিক্রিয়া হওয়া অসম্ভব না। ঠিক আছে, যাও তোমরা। করিডরের শেষ দরজা।'

মারিয়া এগোল, কিন্তু গ্রীন আরেকটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'ভার্জিল রীড কেমন আছে, ডাক্তার?' খারাপ চোট?'

'ওই বুড়ো মরবে না সহজে, এটুকু বলতে পারি,' হাসল ডাক্তার। 'একটু মাংস উড়ে গেছে। তবে ওর দুঃখ স্যালুনটার জন্য। মনে হয় না আর কিছু অবশিষ্ট আছে।'

'সাধ করে নিজের সর্বনাশ করেছে রীড। আচ্ছা, ধন্যবাদ, ডাক্তার।'

ডাক্তার বেরিয়ে যেতে কার্লের ঘরে গেল গ্রীন। বিছানার পাশে বসে ওর একটা হাত ধরে আছে মারিয়া। ও ঢুকতে ম্লান হেসে ছেলেটা বলল, 'আপাতত বোধহয় তোমার সঙ্গে আমি টাওসে যেতে পারছি না, মিস্টার গ্রীন।'

টুপি খুলে আগে বাড়ল গ্রীন। 'তুমি টাওসে যাচ্ছ না, কার্ল। এই মামলার কারণে না। আজই আমার রিপোর্ট পাঠাচ্ছি আমি, তোমার নাম থাকছে না।'

আন্তরিক সুরে কথা বলছে ও। 'তোমার যা অপরাধ, আমার দৃষ্টিতে যথেষ্ট সাজা হয়েছে তোমার। সুস্থ হয়ে ব্যবসা দেখবে। এটাই গুরুত্বপূর্ণ। কাজই একজন মানুষের জীবনে সব।'

অপলকে গ্রীনকে লক্ষ করছিল মারিয়া, দৃষ্টিতে আনন্দ। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কার্ল, হাত টেনে নিল মারিয়ার মুঠি থেকে, সিলিংয়ের পানে তাকাল।

'হ্যাঁ, ব্যবসা দেখব আমি,' একসময় বলল ও। 'মার্শালের সঙ্গে র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে আলাপ হয়েছে আমার। লী কার্টারকে খবর দিতে পাহাড়ে লোক পাঠাবে সে। লী অস্থায়ী ফোরম্যান, ভাল মানুষ। আমি ওর নিয়োগ পাকা করব। এখন ও-ই দেখাশোনা করবে সবকিছু।' স্বর্গীয় হাসিতে উদ্ভাসিত হলো কার্লের চেহারা। 'রাউন্ডআপের আগেই পুরোপুরি সুস্থ হতে চাই আমি।'

খানিক বাদে বিদায় নিল গ্রীন আর মারিয়া। চলে আসার আগে মারিয়া প্রতিশ্রুতি দিল, ডাক্তার রাজি হলে, রোজ ওর প্রিয় মেক্সিক্যান খাবারগুলো নিজের হাতে রেঁধে নিয়ে আসবে সে।

রাস্তায় বেরোতে রোদের তীব্র ঝাঁঝ টের পেল ওরা। চারপাশে কর্মব্যস্ত মানুষের ভীড়। গ্রীন বলল, 'তুমি যাও। আমি মার্শালের সঙ্গে দেখা করব। হয়তো ওর অফিসে বসেই লিখে ফেলব আমার রিপোর্ট।'

'তারপর আসছ? দুপুরে খেতে?'

'সি, সিনোরিটা,' বলে টুপির কারনিসে হাত ছোঁয়াল গ্রীন, রাস্তা পেরিয়ে মার্শালের অফিসে গিয়ে ঢুকল।

ডেস্কে বসে কাজ করছিল মক, অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ বেশ তরতাজা দেখাচ্ছে ওকে।

'ভালই করেছ এসে,' বলল মার্শাল। 'কার্লকে দেখতে গিয়েছিলে? আমি সকালে ঘুরে এসেছি, ভাবলাম আমারই দায়িত্ব ওর বাবার মৃত্যুসংবাদটা ওকে দেয়া।' চেয়ারে হেলান দিল মক। 'কার্লও আমাকে একটা মজার খবর জানাল। তোমার মনে আছে আমি বলেছিলাম, হালাম, হার্ভে স্টেজ আর ড্রাম ডার্লিংয়ের মধ্যে একটা কিন্তু আছে? আসলেও তাই। লিউ নামে এক লোকের কাছে ব্যাপারটা জানে কার্ল—এর পরপরই মাতাল হয়ে ওইসব কাণ্ড করে ও। হালাম আর তার ওই তিন বন্ধু যুদ্ধের অল্প কদিন পর একটা আর্মি পে-রোল লুট করে। কয়েকজন অফিসারকে খুন করে টাকা নিয়ে সরে পড়ে ওরা। লিউ তার বখরা নিয়ে চলে যায় নিজের পথে। কিন্তু হালাম, হার্ভে আর ড্রাম ঠিক করে তারা একসঙ্গে থাকবে, টাকাগুলো গরু ব্যবসায়ে খাটাবে। একপাল গরু কিনে এখানে চলে এল ওরা। একসময় আলাদা হয়ে গেল ডার্লিং।

'তারপর, কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন বাথানে এসে হাজির হয় লিউ। কার্ল তখন ওখানে। মাতাল ছিল লিউ, নেশার ঘোরে সব ফাঁস করে দেয়। বাপকে ফেরেশতা মনে করত কার্ল, এবার তার আসল চেহারা জেনে মনে দারুণ আঘাত পেল। যাই হোক, একটু বাদে ওর বাবা আর হার্ভে স্টেজ ফিরে এলে খড়ের গাদায় আত্মগোপন করে কার্ল। লিউর সাথে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হয় ওদের, তারপর হার্ভে ওর মাথায় কোদালের বাড়ি মেরে খুন করে ওকে আমার বিশ্বাস, গুলি করার ঝুঁকি নিতে চায়নি ওরা। এরপর হালামকে পাহারায় রেখে লিভারি বার্নের যেখানে কেরোসিনের ব্যারেল রাখে ওরা সেখানে গর্ত খুঁড়ে লিউকে মাটিচাপা দেয় হার্ভে।'

দম নিতে থামল মক, তারপর নিচু সুরে বলল, 'আমাদের মুর্দাফরাশকে সঙ্গে করে আমি ওখানে যাচ্ছি। লাশটা উঠিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করব। বিচ্ছিরি কাজ।'

জিভ নেড়ে চুকচুক শব্দ করল গ্রীন, এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল।

'এ দেখছি, একেবারে বটতলার উপন্যাস, মার্শাল। অবশ্য যুদ্ধের পর হঠাৎ করে বেকার হয়ে গিয়ে প্রথম প্রথম অনেকেই চুরি-ডাকাতি করেছিল।'

'এখনও আছে অনেক চোর-ডাকাত,' গম্ভীর সুরে বলল মক। 'নাহ্, আমি এবার যাই; দেরি করলে বেলাবেলি ফিরতে পারব না।'

'আমাকে আমার রিপোর্ট পাঠাতে হবে, মার্শাল। কার্লের নাম থাকবে না। তোমার অফিসটা ব্যবহার করলে আপত্তি আছে?'

'স্বচ্ছন্দে করতে পার। ডান দিকের ড্রয়ারে দোয়াত, কলম, কাগজ সবই পাবে। একটা ব্যাজ এঁটে দেব বুকে?'

মার্শালের রসিকতায় মৃদু হাসল গ্রীন, মাথা নাড়াল।

মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল মক, গ্রীন কাজে বসল। রিপোর্ট লেখা শেষ করে

তলায় নিজের নাম সই করছে ও, এমন সময় ঘরে ঢুকল মারিয়া, ক্ষুব্ধ চেহারা।

'আর কতক্ষণ লাগবে তোমার? দেরি সহ্য হচ্ছিল না, তাই চলে এলাম।'

'এইমাত্র শেষ করলাম,' চেয়ার ছাড়তে ছাড়তে একগাল হেসে বলল গ্রীন। লাথি মেরে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে, কাছে টেনে নিল মারিয়াকে। 'আচ্ছা, অস্থির হয়ে পড়েছ তা হলে? বিয়ে অবধি তর সইছে না?'

চোখ কুঁচকে ওর দিকে তাকাল মারিয়া। 'কবে?' জিজ্ঞেস করল।

'রোববার?'

'হাহ্! তারপর ক্যালিফোর্নিয়া?'

'হ্যাঁ, তবে এক্ষুণি না। ক্যান্টিনাটা বিক্রি করতে হবে তোমাকে, তারপর আমরা ডেনভার হয়ে ক্যালিফোর্নিয়া যাব। ডেনভারে আমার একটা সম্পর্ক আছে, চুকিয়ে ফেলব সেটা।'

দুম করে গ্রীনের বুকে কিল মারল মারিয়া। চোখ মটকে জিজ্ঞেস করল, 'কে? কোন মেয়ে বুঝি?'

জবাব দিল না গ্রীন, ব্যস্ত হয়ে পড়েছে অন্য কাজে।

বিধাতা-১

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৮৯

এক

আমি ড্যানিয়েল ও'হারা, সংক্ষেপে ড্যান। এই কাহিনির শুরু আমার বয়েস যখন ছবছর। ওই বয়েসেই মাকে হারিয়েছিলাম, হারাতে চলেছিলাম বাবাকে।

আমার মায়ের জন্ম ক্যালিফোর্নিয়ায়। আমৃত্যু সাগরপাড়ের সুন্দর ওই দেশটির প্রশংসায় তিনি ছিলেন পঞ্চমুখ। এ-ব্যাপারে তাঁর উৎসাহে কখনও ভাটা পড়তে দেখিনি আমি। তাঁর জন্মস্থান তাঁকে হাতছানি দিত সবসময়।

ক্যালিফোর্নিয়ার কথা উঠলে সবাই বলে, জায়গাটা নাকি উষ্ণ আর রোদেলা। কিন্তু আমার জানায়, ওটি ছিল ভয়ের দেশ। আমরা তখন সেখানেই যাচ্ছিলাম। মরুভূমি পেরিয়ে সেই ভয়ের মুখোমুখি হতে। বলতে লজ্জা নেই, আমার বুক কাঁপছিল শঙ্কায়।

রাতের কালো বুক চিরে, ঘর্ঘর শব্দে, এগিয়ে চলেছে আমাদের ছয় ঘোড়ার ওয়াগন। দুঃসাহসিক এক অভিযানে বেরিয়েছি আমরা। একটামাত্র ওয়াগন নিয়ে সান্তা ফে থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় যাওয়ার চেষ্টা করছি, মোটে দুজন ঘোড়সওয়ারের পাহারায়।

আমার চারপাশে আঁধার আর অচেনা মানুষ। যা কিছু আলো তা ওয়াগনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে চুঁইয়ে-আসা চাঁদের। আমি অনড় বসে, অজানা পৃথিবীর পানে চেয়ে আছি বিস্ফারিত চোখে।

বাবা শুয়ে আমার পাশে। একসময় তাগড়া জোয়ান ছিলেন মানুষটি কিন্তু এখন অসুস্থ। ফুসফুসের অসুখে ফ্যাকাসে আর ক্লান্ত। স্ত্রীর মৃত্যুশোক ভুলতে পারেননি আজও। একমাত্র ছেলের ভালমন্দের চিন্তায় তিনি উদ্বিগ্ন।

ঘুমোতে চেষ্টা করছেন বাবা, কিন্তু থেকে থেকে প্রচণ্ড কাশির দমকে জেগে উঠছেন। আমাদের সহযাত্রীরা এসময়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিল তাঁকে। কেউ করুণার দৃষ্টিতে। কেউ-বা বিরক্তির।

আমার মনে পড়ছে, আমরা রওনা হওয়ার আগে স্যান্তা ফে-র লোকজন কী বলেছিল আমাদের এই অভিযান সম্পর্কে। নিছক পাগলামি। অ্যাপাচিদের ফাঁকি যদি-বা দিতে পারি, কলোর‍্যাডো ক্রসিংয়ে আমরা নির্ঘাত ইউমাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ব।

বাবাকে এসব কথা জানিয়েছি আমি। নীরবে মাথা ঝাঁকিয়েছেন তিনি। তারপর বিষণ্ন সুরে বলেছেন, তবু যেতে হবে আমাদের। ডাক্তার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সময় শেষ হয়ে আসছে। ব্যথিত সুরে বাবা বলেছেন, কথাটা আমাকে বলতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর, কিন্তু তিনি নিরুপায়। তাঁর সাহায্য ছাড়াই বড় হতে হবে আমাকে। প্রতিকূল পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রাম করে।

এরপর, এই ওয়াগনটা আমরা দেখতে গিয়েছিলাম একসঙ্গে। পথের কথা ভেবেই এটা বানিয়েছে কিম হিউজ, মানে আমাদের স্কিপার। তক্তাগুলোকে কেবল পরস্পর জুড়ে দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি সে, প্রয়োজনের সময় যেন পানিতে ভেসে থাকতে

পারে সেজন্যে মাঝখানের সমস্ত ফাঁক দড়ি আর পুটিং মেরে বুজিয়ে দিয়েছে। বুলেটের আক্রমণ ঠেকাতে দুপাশের দেয়ালে রয়েছে পুরু মোষের চামড়ার দুপ্রস্থ আচ্ছাদন।

অনায়াসে আটজন মানুষ ধরবে এতে। তবে এই অভিযানে রয়েছে ছজন, আমাকে ধরে। নারী-পুরুষ প্রত্যেকেই রাইফেল নিয়েছে সঙ্গে, আর কমপক্ষে দুশো রাউন্ড করে অ্যাম্যুনিশন। এবং এগুলোর ব্যবহার যে তারা জানে এরও প্রমাণ দিতে হয়েছে সবাইকে।

হিউজ সাফ জানিয়ে দিয়েছে অধিকাংশ সময় আমরা রাতে পথ চলব। হট্টগোল, গোলাগুলি সব বারণ। নইলে অহেতুক ইন্ডিয়ানদের নজরে পড়ে যাব আমরা।

কালো সুট-পরা বলিষ্ঠ গড়নের এক লোক রয়েছে আমাদের মাঝে। নাম ভ্যালেটা। ক্রূর চেহারা, চৌকো চোয়াল, দুপাশের হনু ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সামনের দিকে। চোখজোড়া কুঁতকুঁতে। কেন-যেন লোকটাকে পছন্দ হয়নি আমার।

'তা হলে শিকার করব কীভাবে?' গোলাগুলি নিষেধ শুনে ব্যাজার মুখে প্রশ্ন করেছিল ভ্যালেটা।

'করবে না,' চাঁছাছোলা জবাব দিয়েছে হিউজ। 'খাবারদাবারের অভাব নেই আমাদের।'

'অ। তা ভাড়া কত পড়বে?'

'জনপ্রতি তিনশো ডলার। ক্যাশ।'

'বেশি হাঁকছ।'

'তোমার না পোষালে যেয়ো না। বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হয়তো এর অর্ধেকেই যেতে পারবে। কিন্তু আমি তাদেরকেই নেব যারা এখন যেতে চায়।' দম নিতে থামল স্কিপার। 'আমরা কাক-ভোরে রওনা হচ্ছি।'

'আমার ছেলের জন্যে কত দিতে হবে?' বাবা জানতে চেয়েছিলেন।

হিউজ একনজর তাকাল আমার দিকে। একটুক্ষণ স্থির হয়ে রইল ওর চোখ। 'বাচ্চা তো, একশোই দিয়ো।'

'এটা কিন্তু অন্যায়!' বিরক্তি প্রকাশ করে ভ্যালেটা। 'তুমি বলেছিলে যারা বন্দুক ধরতে জানে, কেবলমাত্র তারাই যেতে পারবে। আমি নিশ্চিত, ওই ছোকরা তা পারে না।'

একথায় লোকটার দিকে ঠাণ্ডা চাহনি ছুড়ে দিলেন বাবা। 'সময় হলে, তার প্রমাণ পাবে, বন্ধু। আপাতত, আমার বিশ্বাস, আমাদের দুজনের জন্যে আমি একাই যথেষ্ট।'

'তার মানে?'

হিউজের উদ্দেশে নজর ফেরালেন বাবা। 'মিস্টার হিউজ? আমি ডগলাস ও'হারা।'

সিগার ধরাল কিম হিউজ, জ্বলন্ত কাঠিখানা নিক্ষেপ করল আগুনে। 'আমি সন্তুষ্ট।'

'কিন্তু—'

ভ্যালেটাকে উপেক্ষা করল স্কিপার। 'ছেলেটা যাচ্ছে,' বলে অন্যদিকে চলে গেল সে।

আমার কাঁধে হাত রাখলেন বাবা। 'চল, বাছা, আমরা এইবেলা আমাদের মালপত্র নিয়ে আসি গিয়ে।'

চলে আসার সময়ে আমি শুনতে পেয়েছিলাম, পেছনে গজগজ করছে ভ্যালেটা। 'বলি, এর মানেটা কী? লোকটা নিজের নাম বলল আর অমনি ওকে নিতে রাজি হয়ে গেল হিউজ! যেভাবে কাশছে, ব্যাটা পথেই টেঁসে যাবে।'

বাসার সামনে আমাকে রেখে বাবা ভেতরে গিয়েছিলেন আমাদের মালপত্রগুলো নিয়ে আসতে। বাইরের বেঞ্চিতে বসে তখন কাঁপছিলাম আমি, লস এঞ্জেলসে যাঁর কাছে যাচ্ছি সেই ভয়ঙ্কর বুড়োর কথা ভাবছিলাম। ভয় হচ্ছে আমার, অথচ বাবাকে সেটা বলতে লজ্জা পাচ্ছি।

ওই বুড়ো আমার দাদু হন। বাবাকে উনি ঘৃণা করেন। বহু রাতে আচমকা ঘুম ভেঙে, এ-ব্যাপারে বাবা আর মায়ের আলাপ শুনে ফেলেছি আমি। আমার বাবা-মায়ের বিয়েতে তাঁর মত ছিল না। এমনকী চেষ্টা করেছিলেন লোক লাগিয়ে দুজনকেই গুম করে দিতে। আমার মা ছিলেন সম্ভ্রান্ত স্প্যানিশ পরিবারের মেয়ে। তাঁদের সমাজে খ্যাতি আর বংশগৌরবটাই আসল; ভদ্রলোক মাত্রেই সেখানে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকে, চাবুকহাতে।

আর বাবা ছিলেন সামান্য একজন নাবিক, খেটে-খাওয়া মানুষ। সুতরাং, দাদু এ-বিয়েতে অমত করবেন এতে আর আশ্চর্য কী!

তবে অন্য আরেকটা ব্যাপারে আমার খটকা লেগেছে। মা-বাবার কথাবার্তা থেকে আমার মনে হয়েছে দাদুর জীবনে সাংঘাতিক কোন রহস্য আছে, এবং সেটা তিনি সযত্নে লুকিয়ে রাখতে চান।

প্রায় রাতেই আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে মা আর বাবাতে আলোচনা হত। তারপর এক রাতে, মা মারা যাওয়ার অল্প কিছুদিন আগে, হঠাৎ বাবার রাগ দেখলাম আমি।

'আমি একটা বুদ্ধু, মারিয়া!' বাবা বললেন। 'আমার উচিত ছিল মুখ বুজে থাকা। তা হলেই কক্ষনো উনি জানতে পেতেন না কিছু।'

'তুমি তখন রেগে গিয়েছিলে। তোমার মাথার ঠিক ছিল না।'

'রেগে গিয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু ওটা কোন অজুহাত হলো না। আমার রাগ হয়েছিল বুড়ো ফেলিপির জন্যে। ও কারোকে কিছু বলত না, তবু খুন হতে হলো বেচারাকে।

'পাহাড় থেকে খামোকা একটা লোক পড়ে গেলেই হলো? বিশেষ করে ওই পাহাড়টা যার চেনা, জীবনে বহুবার গেছে! তা ছাড়া আবহাওয়া ভাল ছিল সেদিন, চাঁদনি রাত ছিল। না, মারিয়া, ওকে খুন করা হয়েছে।'

'আমি জানি বাবা একটু কঠোর মানুষ, কিন্তু—'

'অহঙ্কারী মানুষ, মারিয়া।' এরপর হঠাৎ খাদে নেমে যায় বাবার গলা। 'মারিয়া? ফেলিপি কি জানত?'

'আ...আমার বিশ্বাস। এ ছাড়া আর কী কারণ...? মানে অমন ভাল একটা বুড়ো মানুষ। মনে হত ও যেন কতকাল ধরে আছে আমাদের সাথে।'

'কিন্তু আমার প্রশ্ন, হঠাৎ সে-রাতেই কেন? কী এমন ঘটেছিল?'

কোন জবাব এল না। আমি জানতাম আসবেও না। ছোট হলে কী হবে, ওই

বয়েসেই আমি দিব্যি বুঝতে শিখেছিলাম মা চান না এ-ব্যাপারে কোন আলোচনা করতে। ফেলিপির প্রসঙ্গ উঠলেই কেমন-যেন আনমনা হয়ে যেতেন তিনি।

আমার জানতে ইচ্ছে হয়, কী এমন গোপন রহস্য আছে দাদুর জীবনে যা তিনি লুকিয়ে রাখতে চান। এমনকী এজন্যে মানুষ খুন করতে পর্যন্ত দ্বিধা করেননি?

নাগাড়ে পশ্চিমে এগিয়ে চলেছি আমরা। রাতে ক্যাম্পফায়ার একরকম হচ্ছে না বললেই চলে। আর দিনে যাও-বা হয়, তা কেবল রান্না আর কফি তৈরির জন্যে। দিনে ঘেসো জমিতে ছাড়া থাকে ঘোড়াগুলো, আমরা আড়াল খুঁজে নিয়ে সেখানে ঘুমোই। তবে আমাদের সঙ্গে যে-দুই পাহারাদার রয়েছে, তাদের অন্তত একজন সজাগ থাকে সবসময়। ওদের সাথে চমৎকার ভাব হয়ে গেছে আমার।

জর্জ বুশ মাঝারি গড়নের মানুষ। কখনও হাসে না, যদিও বেশ রসিক লোক। অপরজন, কেলসো, একটু বয়স্ক। কালচে-লাল চুলে ঈষৎ পাক ধরেছে। কম কথা বলে। উভয়ই নিজেদের কাজ বোঝে, ইন্ডিয়ানদের সাথে লড়াই করার অভিজ্ঞতা আছে।

ট্রেইলে যতক্ষণ থাকি, ওয়াগনের ভেতর কথাবার্তা হয় না কোন। বাবা পারতপক্ষে কিছুই বলেন না। আমরা যতই এগিয়ে যাচ্ছি ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে, ওই আলাপী মানুষটি কেমন-যেন গুটিয়ে যাচ্ছেন নিজের মাঝে। হয়তো অসুস্থতাই এর কারণ, তবে আমার ধারণা ক্রমশ শঙ্কিত হয়ে উঠছেন তিনি।

একদিন, ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিতে ট্রেইলে হাঁটছি আমরা, হঠাৎ জর্জ বুশ এগিয়ে এল আমার কাছে। তখন সবে চাঁদ উঠেছে, অন্ধকার ঘনায়নি পুরোপুরি।

'ঘোড়ায় চড়বে, বাছা?' বুশ প্রস্তাব দিল আমাকে। 'ইন্ডিয়ানরা আছে কিনা দেখার ব্যাপারে তুমি কিন্তু সাহায্য করতে পার আমাকে।'

'ছেলেটাকে তুমি ভয় পাইয়ে দিতে চাও?' বিরক্তি প্রকাশ করল এক যাত্রী।

'না, সার,' জবাব দিলাম আমি, 'আমি ভয় পাব না।' যদিও একটু-আধটু পাচ্ছিলাম বৈকি!

আমাকে স্যাডলে তুলে নিল বুশ, সামনে বসাল। 'কথা বলবে না,' উপদেশ দিল ও। 'কেবল শুনবে। ইন্ডিয়ানরা সাধারণত রাতে ঘুমিয়েই থাকে, তবু সাবধানীর মার নেই।'

'আমরা লড়ব।'

'হ্যাঁ, বাছা, তা লড়ব। কিন্তু আগে চেষ্টা করব শান্তিতে কাজ সারতে। লড়াই করবে তখন, দেয়ালে যখন তোমার পিঠ ঠেকে যাবে।'

দুই

আমাদের ওয়াগনই আমাদের পৃথিবী। ছজন মানুষ আমরা, যতক্ষণ ট্রেইলে থাকি চারপাশের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। ঘুমোই নয়তো বই পড়ে সময় কাটাই, ওয়াগনের

ছাতের দিকে চেয়ে থাকি কান খাড়া করে। হ্যাঁ, কান আমাদের সর্বক্ষণ খাড়াই থাকে।

কলোর‍্যাডো রিভার কাছে এসে পড়ায় আমরা এখন কম সময় ট্রেইলে থাকছি। ভোরের আলো ফোটার বহু আগেই গা ঢাকা দিচ্ছি কোথাও গিয়ে।

এখনও পর্যন্ত ইন্ডিয়ানদের ছায়াও দেখতে পাইনি আমরা। কেবল একবার গুটিকতক ট্র্যাক চোখে পড়েছিল জর্জ বুশের, তাও সেগুলো ছিল বেশ কদিনের পুরনো।

বাবা আজকাল নীরব হয়ে গেছেন, চেষ্টা করছেন তাঁর কাশিটাকে দমাতে, কিন্তু সমস্যাটা রয়েই গেছে।

ওয়াগনে, লিকলিকে গড়নের এক লোক বসেছে আমাদের উল্টো দিকে। ওর নাম টমাস গ্রে। ঝুঁকে পড়ে ছোট্ট একটা নোটবুকে সারাক্ষণ কী যেন লেখে সে। এসময় ওর রোগা কাঁধ দুটো এভাবে ছড়িয়ে যায়, মনে হয় ওগুলো বাজপাখির ডানা, ভাঁজ খুলছে। আমার কাছে একটু অবাকই লাগে ব্যাপারটা, এত ঝাঁকুনিতে কীভাবে ওর পক্ষে সম্ভব হয় লেখা ভেবে পাই না।

যে-রাতে নদীতে পৌঁছুলাম আমরা সেইদিন সকালে, ঘোড়াগুলোকে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে একটা ওঅটর হোলের ধারে নিয়ে গেল কিম হিউজ। 'বেশি করে পানি খাওয়াতে হবে,' ব্যাখ্যা করল সে। 'নইলে পরে পানির গন্ধে এমন ছুটবে, হুড়মুড় করে ওয়াগনসুদ্ধ নেমে যাবে নদীতে। আর সেই আওয়াজে কাছেপিঠে যত ইন্ডিয়ান আছে সব এসে পড়বে।'

'ওরা আছে এদিকে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'নিশ্চয় করে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে ওরা যখন আসে আচমকাই আসে।'

জর্জ বুশ এগিয়ে এল আমাদের উদ্দেশে, ওর হাতে রাইফেল। 'উত্তরপশ্চিমে ধোঁয়া উড়ছে। ফিতের মত।'

'কত দূরে?'

'মাইল আটেক। কিছু কমবেশি হতে পারে। তবে নদীর এপাশে।' থামল বুশ। 'আমি কি একবার গিয়ে দেখে আসব ট্রেইলটা?'

একমুহূর্ত ভাবল হিউজ, তারপর বলল, 'থাক। রাত গভীর হোক, আমরা চুপিসারে কেটে পড়ব।'

ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল সে। 'বুঝলে, বাছা,' বলল, 'সূর্য যখন ডুবে যায়, ইন্ডিয়ানরা ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এসে চারদিক জরিপ করে। এসময় পাখিদের কিচির-মিচির থেমে যায় বলে, বহুদূর থেকে শোনা যায় আওয়াজ। চোখেও কড়া আলো লাগে না, ফলে নড়াচড়াও দেখা যায় সহজে।' থুতু ফেলল সে। 'না, জর্জ, আমরা চুপচাপ অপেক্ষা করব।'

গরম পড়েছে আজ, বাতাস নেই একটুও। আমরা একটা সিডার বনের ভেতর ক্যাম্প করেছি। সামনের ঘেসো জমিতে চরছে ঘোড়াগুলো। অসংখ্য বোল্ডার রয়েছে এখানে, আর তার ওপাশে শৈলশিরা।

বাবা বসে আছেন চুপ করে। মাঝে মাঝে তাঁকে আমার হেঁয়ালির মত লাগে। যাত্রার শুরু থেকেই দেখছি বাবাকে যথেষ্ট সমীহ করে চলে হিউজ কেলসো আর বুশ।

তাঁকে ওরা নিজেদের একজন বলে মেনে নিয়েছে। কিন্তু অন্যদের বেলায় ব্যাপারটা তেমন নয়।

এরমাঝে বুশ আমাকে একদিন বলেছে পশ্চিমের বহু দেশ বাবার ঘোরা। সাহসী লোক হিসেবে তাঁর সুনাম আছে। বাবাকে আমি ফেলিপির কথা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম। আমার জানতে ইচ্ছে হয়, কেন মরতে হয়েছে ওই বুড়োকে। কিন্তু জিজ্ঞেস করিনি, বাবা তা হলে জেনে যাবেন গোপনে আমি তাঁদের কথাবার্তা শুনে ফেলেছি। যদিও সেসব কথার অধিকাংশই ছিল আমার ভবিষ্যৎ নয়তো আমার দাদুকে ঘিরে।

নির্জনে বসে ঝিমোচ্ছি আমরা। অনেকক্ষণ হয় পায়চারি করছে ভ্যালেটা। লোকটা ভীষণ অস্থিরপ্রকৃতির, একধরনের হামবড়াই ভাব আছে। আমি জানি বাবাকে পছন্দ করে না ও। আমাকেও নয়।

শেষমেশ ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল সে, একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। আমি দেখছি ওকে, আর ভাবছি ক্যালিফোর্নিয়া যাবার জন্যে লোকটার এত তাড়া কীসের। অবশ্যি এও ঠিক, একমাত্র নিজেদের কারণটি ছাড়া, আর সবাই কেন এই অসময়ে বিপদ ঘাড়ে করে যাচ্ছে ওখানে তাও জানা নেই আমার।

দুজন মহিলা যাত্রী রয়েছেন আমাদের সাথে। এঁদের কেউ এ-পর্যন্ত আলাপ জমাবার চেষ্টা করেননি আমার সঙ্গে। এটাও একটু অদ্ভুত ঠেকেছে আমার কাছে, কারণ আমি বরাবর দেখে আসছি বাচ্চাদের সঙ্গ মেয়েরা ভালবাসে।

মিস ডায়ানা সুন্দরী মহিলা। একহারা শরীর। বয়েস ত্রিশ বা তার সামান্য কিছু কম হবে। হাজার ধুলোবালি থাকলেও, মহিলা সর্বদা লেস-দেয়া কাপড়চোপড় পরেন। তাঁর জামাকাপড়গুলো বেশ পুরনো হয়ে গেছে, রিপুর চিহ্ন রয়েছে কয়েক জায়গায়। গোড়ায় চঞ্চল দেখালেও, আমি লক্ষ করছি, দিন যত গড়াচ্ছে ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠছেন তিনি। ইদানীং তাঁর পলক পর্যন্ত কাঁপে না। ভদ্রমহিলার যদি আর কোন নাম থেকেও থাকে, আমার সেটা জানা নেই।

মিসেস ওয়েবার হৃষ্টপুষ্ট গড়নের মহিলা। তিনি পরেন কালো স্যাটিনের গাউন। এই ধুলোবালি আর গরমের ভেতর ওই মোটা কাপড় পরে যেরকম হাঁসফাঁস করেন ভদ্রমহিলা তাতে ওঁর জন্যে ভীষণ মায়া হয় আমার। বেশির ভাগ সময় নাকে রুমাল চেপে রাখেন তিনি, আর সর্দি ঝাড়েন অনবরত।

মাঝে মাঝে আমি আন্দাজ করতে চেষ্টা করি ওরা সবাই কেন যাচ্ছে পশ্চিমে, কিন্তু, বলাই বাহুল্য, প্রতিবারই ব্যর্থ হই।

চারদিক নীরব-নিথর। গাছের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপছে না। একটা ঘোড়া মাটিতে পা ঠুকে মাছি তাড়াতে চেষ্টা করল। ওয়াগনের ছায়ায় শুয়েছিল জর্জ বুশ, উঠে রাইফেল হাতে ও বেরিয়ে গেল কেলসোর জায়গা নিতে।

হিউজ ধীর পায়ে হেঁটে এসে বসে পড়ল আমার বাবার পাশে। 'ও'হারা? তুমি এরকম উঁচুতে এর আগে কখনও এসেছ?'

'মোহাভে এলাকায় গিয়েছিলাম একবার, তবে এদিকে আসিনি।'

'নদীর পশ্চিম পাশটা চেন?'

'অল্পস্বল্প। সবসময় সাবধান থাকতে হবে। ইন্ডিয়ান তো আছেই, ঘোড়াচোরদের

উৎপাতও কম নয়।'

'আমরা হুঁশিয়ার।'

'কেবল ইন্ডিয়ানদের ওপর নজর রাখলে চলবে না—সতর্ক থাকতে হবে শ্বেতাঙ্গদের ব্যাপারে।'

তিন

অপেক্ষার প্রহর যেন আর কাটতে চাইছে না। ইন্ডিয়ান হামলার ভয়ে তটস্থ হয়ে আছি আমরা। তবে আমার ভয় সবথেকে বেশি ক্যালিফোর্নিয়ার ভয়ঙ্কর সেই বুড়োকে—যিনি আমার দাদু হন।

কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি, জেগে উঠলাম আশপাশে নড়াচড়ার শব্দে। সূর্য ইতিমধ্যে নেমে গেছে দিগন্তের নীচে, রিম হিউজ ওয়াগনে ঘোড়া বাঁধছে। এই কাজটা সবসময় নিজে করে ও, কারও সাহায্য নেয় না। আসলে ও নিশ্চিত হতে চায়, প্রয়োজনের সময় সবকিছু যেন ওর চাহিদামাফিক থাকে।

'শোন, তোমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো পরখ করে নাও এখুনি,' বলল স্কিপার। 'লড়াই একটা হবেই। কাজেই আমাদের তৈরি থাকা দরকার।'

বাবার দিকে ফিরল হিউজ। 'ও'হারা? তোমার কী মনে হয়, আমাদের কি উচিত এখন রওনা হওয়া? তিন মাইল লম্বা একটা ক্যানিয়ন পেরোতে হবে আমাদের, পথে প্রচুর পাথর আছে। প্রায় এক ঘণ্টা লাগবে ওটা অতিক্রম করতে। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে যাবে।'

'এখুনি রওনা দাও।'

'বুশ? কেলসো?'

উভয়েই মাথা ঝাঁকাল। ওয়াগনের সামনে চলে গেল কেলসো, ক্যানিয়নের বাঁ-দেয়াল ঘেঁষে এগোচ্ছে। স্যাডল বুট থেকে নিজের রাইফেল বের করে নিয়েছে ও। পঞ্চাশ গজ পেছনে, এর উল্টো দিকে রয়েছে জর্জ বুশ। আর এদের মাঝে আমরা। সবাই সতর্ক। তৈরি।

বাবা আগেই বের করেছিলেন তাঁর রাইফেলটা। এবার কম্বলের ভেতর থেকে বাড়তি একটা শটগানও বের করলেন। আমার কাঁধে হাত রাখলেন তিনি। 'ড্যান, তোকে আমি শিখিয়েছি কীভাবে গুলি ভরতে হয়। আমি এগুলো নামিয়ে রাখলেই তুই গুলি ভরে ফেলবি। আর এই পিস্তলটা রাখ, কোন ইন্ডিয়ান যদি ওয়াগনের পেছনে চলে আসে, খতম করে দিবি। তবে তার আগে দেখে নিস ওটা একজন ইন্ডিয়ান কিনা, কারণ বুশ বা কেলসোকেও ঘোড়া হারিয়ে ওয়াগনে ফিরে আসতে হতে পারে।'

'ঠিক আছে, বাবা।'

মুগুরের ঘা পড়ছে আমার বুকের ভেতর। বাবা ভরসা করছেন আমার ওপর। আমাকে এর মর্যাদা রাখতে হবে। রিলোডিংয়ের নিয়মকানুনগুলো মনে মনে ঝালাই করে নিলাম আমি। হয়তো অনেক ইন্ডিয়ান দলবেঁধে হামলা চালাবে, সুতরাং দ্রুত

এবং নিশ্চিতভাবে কাজ করতে হবে আমাকে।

হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে। বাবা তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করেন সবসময়। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ সারতে বলেন।

ধীর গতিতে এগোচ্ছি আমরা, বালু আর নুড়িপাথরের ট্রেইলে চাকার ঘর্ঘর শব্দ উঠছে। আমার গলা শুকিয়ে গেছে। বুকভরে শ্বাস টানলাম। বাবা আমাকে শিখিয়েছেন, ভয়ের সময়ে কীভাবে বড় বড় শ্বাস নিয়ে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে মনকে বাঁধতে হয়।

আমার উদ্দেশে ঘাড় ফেরালেন মিসেস ওয়েবার। তাঁর হাতে এখন একটা রাইফেল শোভা পাচ্ছে। আমাকে অবাক করে দিয়ে অভয়বাণী শোনালেন তিনি। 'ভয় পেয়ো না, খোকা। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'নিজের জন্যে নয়, ম্যাম,' বললাম, 'আমি ভয় পাচ্ছি মিস্টার কেলসো আর মিস্টার বুশের কথা ভেবে।'

'তাই, বাছা। ওরা খুব ভাল লোক।' মহিলা এবার মিস ডায়ানার দিকে তাকালেন। 'বুঝলে, মা, আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম—জর্জ বুশকে বিয়ে করতাম। সৎ, চরিত্রবান লোক। তোমার মত একটা মেয়ের আদর্শ স্বামী হওয়ার উপযুক্ত।'

মর্মাহত হওয়ার ভান করলেন মিস ডায়ানা, কিন্তু অভিনয়টা জুতসই হলো না। 'আমারও তাই ধারণা,' অস্ফুট স্বরে বললেন তিনি, 'তবে ক্যালিফোর্নিয়ায় আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি না।'

ঝট করে ওঁর দিকে তাকাল গ্রে, তারপর যখন পরস্পর মিলিত হলো ওদের চোখ, গ্রে মুখ ঘুরিয়ে নিল। নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করল ভ্যালেটা। মিস ডায়ানা লজ্জায় লাল হলেন।

মহিলার দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসলেন বাবা। 'কোন সন্দেহ নেই, ম্যাম, ক্যালিফোর্নিয়ার যুবকরা খুবই হতাশ হবে এতে।'

'বিয়েটাই জীবনের সব নয়,' গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন মিস ডায়ানা।

ওয়াগনের গতি কমে এসেছে, কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ খুলল কিম হিউজ। 'সামনেই ক্যানিয়নের মুখ। সাবধান।'

ওয়াগনের ভেতরে অন্ধকার। বাইরে আলো আছে এখনও, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবে না। স্কিপার হাত বুলিয়ে দেখে নিল তার সিক্স-শুটারটা যথাস্থানে আছে কিনা। জর্জকে দেখতে পাচ্ছি আমি, সহজ ভঙ্গিতে বসে আছে স্যাডলে, আর কেলসো অদৃশ্য হয়েছে একটা বাঁকের ওপাশে।

ঘোড়াগুলো এবার দুলকি চালে ছুটছে, হিউজ যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ওদের শান্ত রাখতে। ক্যানিয়নের বাঁক ঘুরতেই অদূরে পানির রুপোলি ছটা চোখে পড়ল আমাদের। আমার মুখ শুকিয়ে কাঠ, ঢোক গিলতে চেষ্টা করলাম।

বাবা আলতো চাপ দিলেন আমার কাঁধে। 'ভয় করিস না, বাছা, এরা সবাই দক্ষ লোক।

হিউজ নিচু স্বরে আলাপ করছে বাবার সাথে। 'ও'হারা, তুমি কটনউড আইল্যান্ডটা চেন?'

'চিনি।' একটু থামলেন বাবা, তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমাদেরকে যদি দেখতে না পেয়ে থাকে, মোহাভেরা এসময় ওখানে না থাকারই কথা।'

হিউজ টেনে ধরল ঘোড়ার লাগাম, এখন খসখস শব্দে নরম বালুর ওপর দিয়ে এগোচ্ছে ওয়াগন।

হঠাৎ কোত্থেকে যেন কেলসো হাজির হলো এসে। 'শান্তই মনে হচ্ছে, কিম। দ্বীপের এপাশে পানির গভীরতা বিশ ইঞ্চির বেশি হবে না।'

'এখন উজানে ঢল না নামলেই হয়,' বিড়বিড় করে বলল হিউজ।

ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলাম আমরা। চারদিক অন্ধকার, নিস্তব্ধ। আকাশে তারার মেলা, নদী থেকে ভেসে আসছে ভেজা গন্ধ। হিউজ একটা পাথরচাঁই এড়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে আরেকটার সাথে ধাক্কা লাগাল ওয়াগনের। মৃদু সুরে নিজেকে গাল বকল সে।

সবাই নীরব। ওয়াগনের অন্ধকারে অন্যদের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি। বাবা এক ঢোক সুরা পান করলেন বোতল থেকে। এমনিতে তিনি মদ্যপ নন, তবে মাঝে মাঝে কাশির বেগ থামাতে পান করেন।

সুমসাম পরিবেশ। কেউ কোন কথা বলছে না, সকলেই স্নায়ুর চাপে ভুগছে। এমনকী ভ্যালেটাও চুপ করে আছে। আমি শুনতে পেলাম একটা পাথরের সাথে পেছনের চাকা ঠোক্কর খেতে মৃদু সুরে বিরক্তি প্রকাশ করল সে। এরপর পাথরের ওপর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলাম আমরা। হিউজ রাশ টেনে ওয়াগন থামাল। পরক্ষণে অন্ধকারের ভেতর দেখা দিল এক ছায়ামূর্তি—কেলসো।

'লক্ষণ আমার ভাল ঠেকছে না, কিম। একটা ব্যাঙও ডাকছে না।'

'বোধহয় নদীর অতটা কাছে এখনও আসিনি।'

'আমি একেবারে শেষমাথা অবধি গিয়েছিলাম। তা ছাড়া গেল আধঘণ্টায় একটা কয়োটের ডাক পর্যন্ত শুনতে পাইনি।'

'এখন আর কোন উপায় নেই,' হিউজ বলল। 'এরকম খোলা জায়গায় ধরা পড়ার চেয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করা ঢের ভাল।'

'কিন্তু দলে ওরাই ভারি হবে।'

'কেউ বলেনি আমরা পিকনিকে বেরিয়েছি। তেমন বেগতিক দেখলে, ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিয়ে আমরা চেষ্টা করব ভাটিতে ভেসে যেতে।'

একমত হলো কেলসো। 'এটার নীচেই পিরামিড ক্যানিয়ন, পানি ওখানে গভীর। তবে সেক্ষেত্রে আমরা একেবারে মোহাভে এলাকার মাঝখানে চলে যাব।'

'জর্জ কোথায়?'

'অনেকক্ষণ হলো দেখছি না ওকে।'

বাবা বললেন, 'হিউজ, তোমার আপত্তি না থাকলে, আমি তোমার পাশে চলে আসতে পারি। মনে হচ্ছে গোলাগুলি হবে খুব কাছ থেকে, আমার হাত পিস্তলেই চালু বেশি।'

'তোমাকে পেলে তো সুবিধেই হয়।' লাগাম ঝাঁকিয়ে ঘোড়াগুলোকে এগোবার নির্দেশ দিল স্কিপার। 'ঠিক আছে, কেলসো। তুমি এখন কাছাকাছি থাক। আমরা যাচ্ছি।'

ঘোড়ার খুর আর চাকার ঘর্ঘর ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ নেই। আমাদের আগে, ঈষৎ বাঁয়ে কেটে এগোচ্ছে কেলসো, ওর ডান হাতে উদ্যত পিস্তল।

'সামনের পাড়টা ভাঙা। আবার আমাদের পাশে ফিরে এসেছে কেলসো। চাপা গলায় কথা বলছে। সোজা এগিয়ে যাও, দ্বীপের ওপাশে যেতে পারবে। পথের ওপর কোন মরা গাছপালা বা পাথরটাথর পাবে না।'

আচমকা ঘোড়াগুলো নেমে গেল নীচে, বার কয়েক লাফিয়ে উঠল ওয়াগন, তারপর ঝপাৎ করে পানিতে গিয়ে পড়ল। 'তলায় পাথর আছে এখানে,' জানাল হিউজ। 'এর আগে আমি ঘোড়ায় চড়ে পার হয়েছি।'

নদীটা রীতিমত খরস্রোতা। ওয়াগনের গায়ে এর ধাক্কা দিব্যি টের পাচ্ছি আমি। একবার স্রোতের টানে প্রায় আধপাক ঘুরে গেল ওয়াগনটা, কিন্তু হিউজ ঘোড়াগুলোকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওদের সাহায্যে আবার এগোল সোজা।

পানি থেকে ঠাণ্ডা উঠছে পাটাতনে। নিচু অথচ আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে ঘোড়ার সাথে কথা বলছে স্কিপার। পার হতে কতক্ষণ লাগল জানি না, তবে হঠাৎ করেই হাঁচড়ে পাঁচড়ে আমাদেরকে নিয়ে ডাঙায় উঠে পড়ল জানোয়ারগুলো।

ডানে, গাছপালার অন্ধকার সারি চোখে পড়ল আমাদের, সামনেও ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে কয়েকটা। এখান থেকে দ্বীপের আরেক মাথা আধমাইলটাক হবে। এগোলাম আমরা, কোথাও কোন শব্দ নেই।

তিক্ত সুরে অনবরত গাল বকছিল ভ্যালেটা। শান্ত অথচ দৃঢ় সুরে মিস ডায়ানা বললেন, 'দয়া করে আপনি একটু চুপ করুন, সার।'

চকিতে একদম বোবা হয়ে গেল ভ্যালেটা। মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল ওয়াগন। কেলসো ঝোপঝাড় আর ঝড়ে উপড়ে-পড়া গাছ-পালার মাঝ দিয়ে পথ দেখাচ্ছে। বাতাসে মৃদু কাঁপন উঠেছে গাছের পাতায়, ডালপালায়।

'ফাঁদ,' বলল ভ্যালেটা। 'এটা একটা ফাঁদ।'

সবে শেষ হয়েছে ওর কথা, এমন সময় গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওরা, কালো একটা তরঙ্গ, আচমকা একযোগে তারস্বরে চিৎকার জুড়ল রাতের স্তব্ধতা ভেঙে। সপাং করে ঝলসে উঠল হিউজের চাবুক, লাফিয়ে আগে বাড়ল মাস্ট্যাংগুলো। ঝড়ের গতিতে এগোতে শুরু করলাম আমরা, বাবা অবিরাম গুলি ছুড়ছেন।

হঠাৎ সাদা রঙ-করা একটা জংলী মুখ উঁকি দিল ওয়াগনের পেছনে, পর্দা সরিয়ে ওপরে ওঠার প্রয়াস পেল।

ওর কপালের সাথে রাইফেল ঠেসে ধরলেন মিস ডায়ানা, ট্রিগারটা টিপে দিলেন। নিমেষে সেই মুখ, আর মাথা, অদৃশ্য হয়ে গেল।

চার

খালি হয়ে গেছে বাবার পিস্তল, আমাকে ওটা দিয়ে আরেকটা তুলে নিলেন তিনি। দ্রুত গুলি ছুড়ছেন, অথচ কোনরকম তাড়াহুড়োর ছাপ নেই তাঁর মাঝে। এবং প্রতিটা গুলি

লক্ষ্যভেদ করছে। অল্পক্ষণের ভেতর চম্পট দিল ইন্ডিয়ানরা। অ্যামবুশ ব্যর্থ হওয়ায়, এবার ওরা অন্য কোন কৌশল খাটাবে।

ছুটে চলল ওয়াগন, হঠাৎ একটা চিৎকার শুনতে পেলাম আমি, 'বুশ চোট পেয়েছে! গুলি লেগেছে ওর ঘোড়ার!'

ঝট করে রাশ টানল হিউজ, এবং ও কিছু বলতে পারার আগেই বাবা নেমে গেলেন সিট থেকে। আমি দেখলাম পেছন দিকে ছুটে যাচ্ছেন তিনি, কুঠারহাতে এক ইন্ডিয়ান তেড়ে এল তাঁর উদ্দেশে, বাবা গুলি করলেন। লুটিয়ে পড়ল লোকটা।

ক্ষীণ আলোয় দেখা যাচ্ছে বুশকে, চাপা পড়েছে ওর ঘোড়ার নীচে, হাঁসফাঁস করছে বেরিয়ে আসার জন্যে। দৌড়ে ওর কাছে গেলেন বাবা, পলায়নপর ইন্ডিয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লেন আবার, তারপর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন বুশের দিকে।

অতিকষ্টে ওকে যাঁতাকল থেকে মুক্ত করলেন তিনি, এবং দুজনে মিলে পিছিয়ে এলেন ওয়াগনের কাছে। এখন শুধু বুশ গুলি করছে, কারণ বাবার দ্বিতীয় পিস্তলটাও খালি হয়ে গেছে। কেলসো ফিরে এল অকুস্থলে, গুলি ছুড়ছে অবিরাম।

কষ্টেসৃষ্টে ওয়াগনে উঠে পড়ল ওরা। গুলিভরা পিস্তলটা বাবাকে দিয়ে অন্যটা রিলোড করার জন্যে নিয়ে নিলাম আমি। এগোতে শুরু করল ওয়াগন, একটা গাছের গুঁড়ির ওপর চাকা উঠে যাওয়ায় ঝাঁকি খেল একবার।

মিস ডায়ানা তাঁর ভারি রাইফেলটা নিয়ে ওত পেতে বসে আছেন ওয়াগনের পেছনে, পাশেই রয়েছেন মিসেস ওয়েবার। গুলি ছোড়ার জন্যে সবে রাইফেল উঁচু করছেন মিস ডায়ানা এই সময়ে আচমকা থেমে গেল ওয়াগন, সিট থেকে উল্টে পড়তে পড়তে কোনমতে টাল সামলালেন মহিলা।

বাবার ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি দিলাম আমি, দেখলাম নদীর কালো পানি ছুটে চলেছে খলখল শব্দে। বুঝতে অসুবিধে হলো না স্রোত এবং গভীরতা দুই-ই এখানে বেশি।

পশ্চিম তীর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দূরত্ব ত্রিশ গজও হবে না, কিন্তু নদীর কারণে এই স্বল্প ব্যবধানকেই দুস্তর মনে হচ্ছে।

'কোন উপায় নেই,' শান্ত কণ্ঠে বললেন বাবা। 'দেরি করলে ওরা আমাদের ঘিরে ফেলবে।'

হিউজ ঘোড়াগুলোকে নির্দেশ দিল এগোতে, মৃদু সুরে কথা বলছে ওদের সাথে। একটু দোনোমনো করল ওরা, তারপর নেমে গেল পানিতে। স্রোতের টানে ওয়াগনটা ঘুরে গেল ভাটির দিকে, কিন্তু ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে রইল অনড় হয়ে। প্রথমে নিজেদের ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে হিমশিম খেল ওরা, তারপর আগে বাড়ল ধীরে ধীরে। নদীর উল্টো দিকে কোনাকুনিভাবে ওদেরকে পরিচালিত করল হিউজ, নিবিড় ঝোপঝাড়ের মাঝে একটা ফাটল বরাবর এগোল।

ক্রমশ কমে আসতে লাগল ব্যবধান। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো বুকপানিতে নেমে গেছে ঘোড়াগুলো, পরক্ষণে ডাঙায় উঠে এল ওরা।

'ইন্ডিয়ানরা ধাওয়া করবে আমাদের,' মন্তব্য করল হিউজ। লাগাম টেনে, ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল সে। 'কেউ কোন চোট পেয়েছে?'

'ও'হারা আহত হয়েছে,' বলল বুশ।

'ও কিছু না। এখুনি সেরে যাবে।'

আবার এগোলাম আমরা, ঢালু পাড় বেয়ে উঠে এলাম উঁচু জমিতে।

দক্ষিণপশ্চিম দিকে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল হিউজ, হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। অল্পক্ষণের ভেতর ওয়াগনের পাশাপাশি হলো কেলসো। 'যতটুকু দেখলাম ফাঁকাই মনে হলো,' হিউজকে জানাল সে। 'শক্ত সমতল মরুভূমি, আর কিছু পাথর আছে। অসুবিধে হবে না।'

'সার?' বাবাকে বললেন মিস ডায়ানা, 'আপনি একটু আসবেন এদিকে, আমি আপনার ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দিচ্ছি। এতে করে রক্তপাত আপাতত বন্ধ হয়ে যাবে।'

'বেশ।' অন্ধকার ওয়াগনের পেছনের অংশে সরে গেলেন বাবা।

সারাটা রাত দক্ষিণপশ্চিমে এগোল ওয়াগন। কখনও ঘুমোলাম আমি, কখনও জেগে রইলাম। 'সকাল নাগাদ দশ-বারো মাইলের বেশি যেতে পারব না আমরা,' ভ্যালেটা বলল। 'তা ছাড়া ঘোড়াগুলোকেও বিশ্রাম দিতে হবে।'

যখন ঘুম ভাঙল আমার, ধূসর আলো ঢুকছে ওয়াগনে। ভ্যালেটা ঘুমোচ্ছে, বাবাও। ওয়াগনের ভেতর গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে হিউজ, আর বুশ চালকের আসনে গিয়ে বসেছে। হামা দিয়ে চলে গেলাম ওর পাশে, আসন্ন ভোরের ম্লান আলোয় মরুভূমির অন্তহীন রিক্ততার দিকে তাকালাম। শুধুই বালু আর বালু, এবং পাথর।

যখন পেছনে তাকালাম, দূরে আবছায়া চোখে পড়ল নদীটা। যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক পথ চলে এসেছি আমরা, ক্রমশ উঠে যাচ্ছি আরও উঁচু অঞ্চলে।

ইতিমধ্যে হিউজ উঠে পড়েছিল, গুটিকতক পাথরের মাঝে ফাঁকা একটা জায়গায় ওয়াগনটা নিয়ে গেল সে। অল্পকিছু ঘাস আছে এখানে আর পানি যা আছে তাতে কেবলমাত্র ঘোড়াগুলোর তেষ্টা মিটবে।

তক্ষুণি রাইফেলহাতে নেমে গেল বুশ, আমাদের ট্রেইলের ওপর নজর রাখতে উঁচু একটা পাথরের মাথায় গিয়ে উঠল।

দিনের আলোয় বাবাকে দেখে চমকে উঠলাম আমি, দৌড়ে গেলাম তাঁর কাছে। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাঁকে, জামা রক্তে ভেজা।

'একটু সর তো, বাছা,' বললেন মিস ডায়ানা। 'আমি পট্টি বেঁধে দিচ্ছি।' জামা খুলতে বাবাকে সাহায্য করলেন তিনি, আমরা দেখলাম বাবার কাঁধের একটা ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। পালকসুদ্ধ একটা তীরের গোড়া বেরিয়ে আছে পিঠের দিকে।

'মাথাটা কেটে ফেলেছি আমি,' বাবা বললেন। 'ভেবেছিলাম বাকিটুকু আপনি বের করতে পারবেন টেনে।'

রক্ত সরে গেছে মিস ডায়ানার মুখ থেকে। 'আরেকবার দেখছি চেষ্টা করে।'

হিউজ এগিয়ে এল। 'দাঁড়ান, ম্যাম, আমি দেখছি কী করা যায়। এর আগেও বহুবার বের করেছি এমন।'

বাবার কাঁধ শক্ত করে আঁকড়ে ধরে, ধীরে ধীরে তীরটা টেনে বের করল ও, সবসময় হুঁশিয়ার রইল যেন জখমটা আরও বড় হয়ে না যায়। আমি দেখলাম বাবার কপাল আর মুখে ঘাম ফুটেছে, বড় হয়ে গেছে চোখ, তবু টুঁ-শব্দ করলেন না তিনি। তাঁর জন্যে দুঃখ হলো আমার। ভীষণ রুগ্ন দেখাচ্ছে বাবার কাঁধ দুটো, অথচ একসময়

দারুণ সবল ছিল ওগুলো, আমি কত খেলা করেছি সেখানে চড়ে।

'জানেন, আপনার জন্যেই বেঁচে গেছেন মিস্টার বুশ,' বললেন মিস ডায়ানা।

'আমরা সবাই নিজেদের সাধ্যমত কাজ করেছি,' বাবা জবাব দিলেন।

'কিন্তু কালকের নায়ক ছিলেন—আপনি!' দৃঢ়কণ্ঠে নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন মিস ডায়ানা।

স্মিত হাসলেন বাবা। 'এই পরিবেশে ওটা একটা ফাঁকা বুলি, ম্যাম। ওসব কথা গল্প-উপন্যাসে মানায়। এখানে মানুষকে মানিয়ে চলতে হয় পরিস্থিতির সঙ্গে।'

একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে কেলসো, টুপি খুলে ফেলেছে, চোখ বোজা। আমার মনে হলো সীমান্তের ডাকাবুকো কেউ নয়, বরং কবি হলেই ওকে মানাত বেশ।

বালুর ওপর জোড়াসন হয়ে বসে আছে গ্রে। হিউজ ওর কাছে যেতে চোখ তুলল সে। 'আমি পারিনি! আমি কোন কাজের না।'

থমকে দাঁড়াল হিউজ, মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পারনি? কী পারনি?'

'গুলি ছুড়তে।'

নিভে-যাওয়া পাইপটা আবার ধরিয়ে নিল স্কিপার, তারপর বলল, 'প্রথম-প্রথম সবারই হয় এরকম। ও কিছু না। মন খারাপ কর না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

গোমড়া মুখে বসে রয়েছে ভ্যালেটা। কবার গুলি ছুড়েছে ও? আমি দেখিনি। জানিও না। হয়তো অনেকবার।

মাথার ওপর উঠে গেছে সূর্য। তবে আমরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছি সেখানে ছায়া রয়েছে। বাবাকে পরিষ্কার একটা শার্ট পরতে সাহায্য করলেন মিস ডায়ানা। এটাই তার শেষ জামা। গোসল আর ধোয়া কাপড়চোপড় এ-দুটো জিনিসই বাবার সবচেয়ে প্রিয়। মুখে হাত দিয়ে একবার কাশলেন তিনি। মিস ডায়ানা বললেন, 'আপনি অসুস্থ, মিস্টার ও'হারা।'

'তাই।' ম্লান হাসলেন বাবা। 'আপনার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ, ম্যাম।'

'আপনার ছেলেকে দেখলাম পিস্তল লোড করতে পাবে। কীভাবে শিখল?'

'আমি শিখিয়েছি। আমি চাই না আমার ছেলে দুর্বল হোক।'

আবার হাসলেন বাবা। 'আপনি কিন্তু বেশ কাজের, ম্যাম।'

পলকে আরক্তিম হলেন ডায়ানা। 'কাজ-কাজ বুঝি না, যেটা করা প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে তাই করেছি।'

'সেটাই তো সবসময় করা উচিত, তাই না?'

'আপনি কি লস এঞ্জেলেসেই থাকবেন?'

ক্ষীণ হাসি ফুটল বাবার মুখে। 'বোধহয়...দিন কয়েকের জন্যে। আমার বিশ্বাস হয় না কোথাও আমি দীর্ঘদিন থাকতে পারব। মানুষ আর সভ্যতা, এদের মধ্যে মিল আছে, ম্যাম। এরা জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে দিনে-দিনে, যৌবনপ্রাপ্ত হয়, তারপর একদিন বুড়ো হয়ে মরে যায়। আসলে সব জিনিসই তাই।

'অন্তত আমি,' যোগ করলেন তিনি, 'যেখান থেকে এসেছি সেই সমুদ্রেই ফিরে যাচ্ছি আবার। ছেলেবেলায় ভেবেছিলাম বড় হয়ে বাবার মত জাহাজের ক্যাপ্টেন হব।

কিন্তু তারপর ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে এলাম।'

'বদলে গেলেন?'

'প্রেমে পড়েছিলাম, ম্যাম। অপূর্ব সুন্দরী এক স্প্যানিশ রমণীর প্রেমে পড়েছিলাম। ওই ব্যাপারটাই আমার জীবন পাল্টে দিল, এবং ওরও।'

'উনিই কি ছেলেটির মা?'

'ছিল। ওকে আমরা হারিয়েছি, ম্যাম। ছেলেটাকে আমি এখন ওর দাদুর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

এরপর দীর্ঘ নীরবতা। বিরাট একটা পাথরের ছায়ায় আমি বসে, চোখ মিস্টার কেলসোর মত বোজা। চরাচর শান্ত।

বুশ নেমে এল ওপর থেকে, ক্যান্টিনের ছিপি খুলে এক ঢোক পানি খেল। 'কিস্যু নেই,' হিউজকে বলল ও। 'আশপাশের অনেকটা দেখা যায় ওখান থেকে।'

'আমি যাব?'

'আরাম কর। আরও ঘণ্টা দুয়েক আমিই চালিয়ে নিতে পারব।' ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল বুশ। 'খাওয়া হলে আমার কাছে চলে এস। তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে।'

'আচ্ছা।'

'...মরুভূমিতে পালিয়ে গিয়েছিলেন আপনি?' মিস ডায়ানা কথা বলছেন আমার বাবার সাথে। 'ওরা আপনাকে তাড়া করেছিল?'

'হ্যাঁ, ম্যাম। সংখ্যায় ওরা অনেক ছিল। পাহারা বসিয়েছিল সবখানে।'

'তা হলে পালালেন কীভাবে?'

ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন বাবা। তাঁর গলার স্বরে সেটা স্পষ্ট। 'আমরা কখনোই পালাতে পারিনি, ম্যাম। যদিও বিশ্বাস করেছিলাম পেরেছি। এখন আবার তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ছেলেটাকে। কারণ উনি ছাড়া ওর আর কেউ নেই।'

আবার দীর্ঘ নীরবতা, তারপর মহিলা বললেন, 'আমি ওকে মানুষ করতে পারি।'

বাবার চোখ খুলে গেল, তাকালেন মিস ডায়ানার দিকে, ম্লান স্বরে বললেন, 'জানি, আপনি পারবেন। কিন্তু আগে...আগে ওর আত্মীয়স্বজনের কাছে চেষ্টা করতে হবে আমাদের।'

'ওরা আপনাকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও?'

বাবা শ্রাগ করলেন। 'করলই-বা। আমার সম্পর্কে ওদের কী ধারণা তাতে কিস্যু আসে যায় না। আমার ছেলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই এখানে সব। মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই দরকার ওর।'

মন্থর লয়ে গড়িয়ে চলেছে সময়। খাওয়াদাওয়ার পর, আমি উঠে গেলাম বুশ যেখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে সেখানে।

সঙ্গে ওর জন্যে রুটি আর মাংস নিয়েছিলাম, সেগুলো নিয়ে খেতে বসল ও। পাথরস্তূপের মাথায়, একটা গাছের গোড়ায় বসে আছি আমরা। যতদূর চোখ চলে ধু-ধু প্রান্তর। অগুনতি ক্যানিয়ন, ভাঙাচোরা এবড়োখেবড়ো। দূরে নীলাভ দেখাচ্ছে শৈলশ্রেণী, নীচে মরুভূমির বুকে মেঘের ছায়া।

খেতে খেতে নানান বিষয়ে আমার সাথে আলোচনা করল বুশ। শেখাল

মরুভূমিতে কীভাবে টিকে থাকতে হয়, আর পাহারা দেয়ার নিয়মকানুন। ও-ই আমাকে জানাল মরুভূমিতে পর্যবেক্ষণ চালানোর সময়ে একপাশ থেকে নজর বোলাতে হয়, কাছ থেকে দূরে। হুঁশিয়ার থাকতে হয় প্রতিটি নড়াচড়া, অথবা অস্বাভাবিক কোন ছায়া কিংবা অন্যকিছুর জন্যে।

'একদিনে হবে না, করতে করতে শিখে যাবে,' রুটি আর মাংস চিবুতে চিবুতে বলল বুশ। 'তোমার বাবার কাছ থেকে শিখতে পারবে। এসব ব্যাপারে উনি ঝানু লোক। ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে শিখবে। আর আমরা, মানে আমি কেলসো আর হিউজও কিছু কিছু শেখাতে পারব তোমাকে।'

আমার দিকে তাকাল ও। 'আচ্ছা, মিস ডায়ানা কি তোমার বাবাকে বিয়ে করতে চাইছেন?'

'নাহ্। আমার তা মনে হয় না। আসলে উনি আমাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করছেন।' তারপর বললাম, 'আমার বাবা অসুস্থ। আর মহিলা সেটা জানেন।'

'আমারও তাই বিশ্বাস।' একটুক্ষণ চুপ করে রইল ও, তারপর বলল, 'আমি হয়তো চলে যাব, বাছা, তবে একটা কথা মনে রেখ: এই জর্জ বুশ আজীবন তোমার বন্ধু থাকবে। যদি কখনও প্রয়োজন মনে কর, খবর পাঠিয়ো, আমি চলে আসব।'

পাথরস্তূপ থেকে যখন আমি নামলাম, বাবা তখন ঘুমিয়ে। চারদিক ভরে উঠেছে ঝাঁঝাল রোদ্দুরে, ভয়ঙ্কর গরম পড়েছে। ওয়াগনের ছায়ায় বসে আছেন মিস ডায়ানা, মাঝে মাঝে তাঁর টুপি দিয়ে হাওয়া করছেন নিজেকে।

পাথরের গোড়ায় যেখানে বসে রয়েছে সেখান থেকে আমার দিকে তাকাল কিম হিউজ। 'দেখতে পেলে কিছু?'

'না।'

'এই সময় না দেখাই স্বাভাবিক, তবে তারমানে এই নয়, ওরা কাছেপিঠে নেই।'

'জ্বি।'

'জর্জের কথা তুমি মন দিয়ে শুনো, বাছা। ও চালু লোক। বিপদ হবে কিনা ঠিক টের পেয়ে যায়।'

হাঁটু মুড়ে একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে গ্রে। নোটবুকখানা হাঁটুর ওপর রেখে ছাইপাশ কী যেন লিখছে। মাঝেসাঝে পলক তুলছে, যেন ভাবছে কিছু।

কাছেই হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে একটা গিরগিটি। আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে ওটা যেন মাপছে আমাকে। দূরে লাল-খয়েরি একটা শৈলশিরা আকাশ ছুঁয়েছে। কিন্তু আমি ক্লান্ত, প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ার মত অবস্থায় নেই, বিশ্রামের উপযুক্ত জায়গা খুঁজছি। ভাল ভাল সব জায়গা দখল হয়ে গেছে। তেরপলের নীচে গরম, তবু হামাগুড়ি দিয়ে ওয়াগনের ভেতর গিয়ে আশ্রয় নিলাম।

ধারেকাছেই রয়েছে সবাই, কিন্তু আমার ভয় কাটছে না, ভীষণ একলা লাগছে নিজেকে। ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু পাছে অন্যরা শুনে ফেলে তাই পারছি না। কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইলাম আমি, ইন্ডিয়ানদের বুনো চিৎকার আর গোলাগুলির কথা ভুলে যেতে চেষ্টা করলাম। এসময়ে মাকে আমার দরকার ছিল পাশে, পরক্ষণে ভাবলাম না থাকায় ভালই হয়েছে কেননা তা হলে তিনিও ভয় পেতেন। আমার

হতভাগ্য বাবার কথা ভাবলাম আমি, রুগ্ন আহত মানুষটি শুয়ে আছেন ওয়াগনের নীচে।

এরপর ক্ষীণ নড়াচড়ার শব্দে চোখ মেলে তাকালাম একসময়, বুঝলাম আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ওয়াগনের ভেতরটা অন্ধকার, নীরব। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম ওখানেও অন্ধকার।

ঘোড়াগুলোকে নিয়ে এসে বাঁধা হচ্ছে হার্নেসে। মিস ডায়ানা উঠে এলেন ওয়াগনের ভেতরে, আমার নিশ্বাসের আওয়াজ পেয়ে আঁতকে উঠলেন।

'কে?'

'আমি,' বললাম।

'ওহ? ড্যান! তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। আমি জানতাম না কেউ আছে এখানে। তোমার কোন অসুখ করেনি তো?'

'না, ম্যাম। এমনি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'তোমাকে আমার হিংসে হচ্ছে। আমিও চেষ্টা করেছি, কিন্তু গরমে পারিনি।'

মিসেস ওয়েবার ওয়াগনে ঢুকলেন। তারপর, একেএকে, অন্যরা। বাবাকে উঠতে সাহায্য করল গ্রে। আমার পাশে এসে বসলেন তিনি। 'বাছা, তুই কেমন আছিস?' জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

'ভাল, বাবা।'

চালকের আসনে হিউজের পাশে বসল জর্জ বুশ। আমরা রওনা হলাম, কেলসো পথ দেখাচ্ছে।

ওয়াগনের পেছনের অংশে সরে গেলেন বাবা, ট্রেইলের ওপর নজর রাখবেন। ব্যাপারটা লক্ষ করে ভ্যালেটা নাক সিটকে বলল, 'তোমার যে-হাল, তাতে লড়তে পারবে বলে তো মনে হয় না।'

শীতল জবাব দিলেন বাবা। 'যতক্ষণ শ্বাস আছে, আমি আমার দায়িত্বটুকু পালন করে যাব।'

'তারমানে আমি তা করিনি, এটাই তো বোঝাচ্ছ?'

'তুমি খামোকা চটছ, বন্ধু। ওরকম কিছুই আমি বোঝাইনি। নিজের ঝামেলা নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম, তুমি কী করেছ বা করনি–অতসব দেখার সময় ছিল না। আমার বিশ্বাস, তোমার পক্ষে যতটা সম্ভব তুমি তা করেছ।' একটু থামলেন বাবা। 'শত হলেও, আমরা কেউই মরতে চাই...'

'তবে একটা কথা মানতে হবে,' খানিক বাদে ঈর্ষার সুরে বলল ভ্যালেটা, 'পিস্তলে তোমার হাত চালু।'

'অস্ত্রের ব্যবহার কখনও কখনও জরুরি হয়ে ওঠে, বন্ধু,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন বাবা।

এরপর নীরব হয়ে গেল ওয়াগনের পরিবেশ, ছড়ানো-ছিটানো পাথরের ওপর দিয়ে হেলেদুলে এগিয়ে চললাম আমরা।

'ক্যানিয়নের ওপাশটা কি অনেক দূরে?' বহুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত কাবার হয়ে যাবে,' বাবা বললেন। 'কাহিল হয়ে পড়বে ঘোড়াগুলো, আমাদের হয়তো তখন হাঁটতে হবে।'

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। বাবা বলেছেন এ-ই হয় মরুভূমিতে, উত্তাপ ধরে রাখার মত কিছু না থাকায় খুব তাড়াতাড়ি গরম কেটে যায়।

তবে উনি যা অনুমান করেছিলেন, তার চেয়ে দ্রুত এগোলাম আমরা। যখন ভোর হলো, খোলামেলা বিশাল এক মরুপ্রান্তরে বেরিয়ে এসেছি, দিগন্তে নীলগিরি চোখে পড়ছে। এখানে অদ্ভুত এক গাছ দেখতে পেলাম আমি, মানুষের মতই হাত-পা রয়েছে এর, তবে আকারে অন্তত তিন-চার গুণ বড় হবে, আর পাতার বদলে রয়েছে ছুঁচোল ফলা।

'জশুয়া গাছ,' বাবা জানালেন আমায়। তারপর তর্জনী উঁচিয়ে দূরের একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে, ওখানে! একদিনের মত লাগবে পৌঁছুতে, একটা ঝরনা আছে ওই পাহাড়গুলোর মাঝে। পথে আর কোথাও পানি পাব না আমরা, এক যদি পাইউট ওঅশে থাকে। সেটাও নেহাত কম দূরে নয়। তাও আবার বেশির ভাগ সময় শুকনো থাকে।

চোখ কুঁচকে ওদিকে তাকাল কিম হিউজ, 'বারো মাইল?'

'প্রায়।'

'হুম, ঘোড়াগুলো তরতাজাই আছে।' পেছনে তাকাল স্কিপার। 'ওরা মনে হচ্ছে পিছু নেয়নি।'

'ইন্ডিয়ানদের কোন বিশ্বাস নেই,' জবাব দিল কেলসো। 'হতে পারে আমরা দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছি বলে আর চেষ্টা করতে চাইছে না—তবে মোহাভেরা সাধারণত এরকম করে না।'

'আমরা বড়জোর আর মাইল দুই যেতে পারব।' হিউজ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আমাদের পানে। 'কী, রাজি সবাই?'

'আগে বাড়,' বলল ভ্যালেটা। 'গরম সবখানেই সমান।'

দক্ষিণপশ্চিম অভিমুখে হাঁটতে লাগলাম আমরা। কখনও ওয়াগনের পাশাপাশি, কখনও পেছনে। ঘোড়াগুলোকে খানিক জিরোবার সুযোগ দিচ্ছি। জানি দুর্বল, তবু আমার পাশেই রয়েছেন বাবা। 'সাবধান থাকতে হবে আমাদের,' বললেন তিনি, 'ওই ঝরনার কাছে যাওয়ার সময়ে।'

'ইন্ডিয়ানরা থাকবে?'

'মনে হয়। মরুভূমিতে চলাফেরার সময় প্রত্যেকেরই পানি দরকার হয়। ইন্ডিয়ানরা জানে একথা। পানি কোথায় আছে তাও ওদের জানা। কাজেই, আগেভাগে ওখানে গিয়ে ওত পেতে থাকতে পারে।'

একটু পিছিয়ে পড়েছি আমরা, এবার তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। 'ড্যান,' আন্তরিক গলায় বাবা বললেন, 'মরার সময় আমি তোর জন্যে কিছু রেখে যেতে পারব না, শুধু সামান্য কিছু জ্ঞান ছাড়া। মন দিয়ে শোন। এটুকুই আমার সম্বল।'

আমরা হাঁটতে শুরু করলাম আবার। বাবা বললেন, মানুষের শেখার শেষ নেই। যে শিখতে চায় না সে নিজেই নিজের কবর খোঁড়ে। সুদিনের প্রত্যাশায় ঝিনুকের মত সাগরতলে বসে থাকলে চলবে না—নিজের কর্ম দিয়ে একে অর্জন করে নিতে হবে।

'...আর সবসময় একটা কথা মনে রাখবি: পানি যেখানে আছে মানুষকে সেখানে যেতেই হবে। তাই মরুভূমি যতই বড় হোক না কেন, বাস্তবে জায়গাটা

নেহাত ছোট।'

'বাবা?' জিজ্ঞেস করলাম। 'আমি শুনেছি তোমাকে আর মাকে খুঁজে পায়নি ওরা।'

'পায়নি। কিংবা যেসব ইন্ডিয়ানকে ওরা গাইড হিসেবে নিয়েছিল তারা হয়তো তেমন জোরাল চেষ্টা চালায়নি। কারণ আমাকে ওরা বন্ধু বলে জানত। তা ছাড়া আরও কিছু ব্যাপার আছে, ড্যান।

'আমি জানতাম কোথায় গেলে পানি মিলবে। ছোট ছোট ওঅটর হোল, বড়জোর কয়েক হপ্তা ভরা থাকে। বৃষ্টি নয়তো বরফগলা পানি। আমি গিয়ে খালি করে দিয়েছিলাম ওগুলো। ইন্ডিয়ানরা সেটা বুঝতে পেরেছিল। কেউ কেউ ওদের নিষেধ শোনেনি। যারা শোনেনি, তারা মারা পড়েছিল বোকার মত।'

বিশাল মরুভূমির ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলেছে কাফেলা, ওয়াগন আর এর ক্লান্ত ঘোড়াগুলোর পেছন পেছন। তবে শেষমেশ থামলাম একসময়। আমরা পাইউট ওঅশে এসে গেছি।

সবাই ক্লান্ত, তবু ওয়াগনসহ আমাদেরকে অপর তীরে নিয়ে গেল হিউজ। 'ঝরনা বা কোন শুকনো খাঁড়ির কাছে যখনই আসবে তুমি,' হার্নেস খুলতে খুলতে উপদেশ দিল স্কিপার, 'সঙ্গে সঙ্গে পার হবে। নইলে সকালে হয়তো দেখবে বান ডেকেছে।'

বাবা আমাকে এসব কথা শুনতে বলেছেন। তবে বলার কোন দরকার ছিল না, কারণ ছেলেপুলেরা এভাবেই দুনিয়ার হালচাল শেখে।

খাওয়ার সময় মিস ডায়ানা আমার পাশে বসলেন। আমি কখনও স্কুলে গিয়েছি কিনা জানতে চাইলেন তিনি। 'এখনি কী, আমার বয়স মাত্র ছয়,' বললাম তাঁকে।

'দেখে কিন্তু আরও বড় মনে হয়।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন আমার দিকে। 'সমবয়সী বন্ধুবান্ধব ছিল না তোমার?'

'না, ম্যাম। কোথাও বেশিদিন থাকিনি কিনা।'

'পড়তে জানো?'

'লিখতেও পারি। মা আর বাবা দুজনই বেশ যত্ন করে শিখিয়েছেন।'

রাতে একদল কয়োট হানা দিল আমাদের ক্যাম্পে। ঘোড়াগুলো যেন ভয় না পায় সেজন্যে হিউজ পাহারা দিতে গেল ওদের। ওয়াগনের নীচে বাবা শুয়ে আছেন আমার পাশে, পাশ ফিরতে গিয়ে যখনই চোট পাচ্ছেন তাঁর আহত কাঁধে, ঘুমের ভেতর ককিয়ে উঠছেন।

আকাশে জ্বলজ্বল করছে তারা, মেঘ নেই। একবার কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে ওয়াগনের সামনে এসে বসলাম আমি। রাতের নীরব-নিথর এই পরিবেশ কেন-যেন ভাল লাগছে আমার।

এসময় পাহারায় ছিল মিস্টার বুশ, আমার পাশে এসে দাঁড়াল সে। 'ঘুম আসছে না?'

'ভেঙে গেছে। এত আলো, চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগছে।'

'বুঝতে পারছি। আমারও অনেকসময় হয় এরকম। তবু ঘুমিয়ে পড়। সামনে ধকল আছে।'

'আমরা থামব পাইউট স্প্রিংয়ে?'

'বড়জোর এক রাতের জন্যে। ক্রিম হিউজ মনস্থির করে ফেলেছে। কোন কারণে খুব চিন্তার মধ্যে আছে ও। আমি বুঝতে পারছি।'

ভোর নাগাদ ফের ট্রেইল ধরলাম আমরা, সোজা এগোলাম পশ্চিমের নিচু পাহাড়ি এলাকার দিকে, এবং মাঝ-সকালে পৌঁছে গেলাম ঝরনায়। ওখানে ভরে নিলাম আমাদের পানির ব্যারেলগুলো। হিউজ কেলসোকে নির্দেশ দিল, প্রচুর কফি সহযোগে বেশি করে নাস্তা বানাতে।

জায়গাটা অত্যন্ত পাথুরে, তবে মনোহর। ঝরনা থেকে একটা সোঁতা পাথরের মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে খানিকদূর গিয়ে বালুর ভেতর হারিয়ে গেছে। দেখলাম কোন কোন পাথরে ইন্ডিয়ান ভাষায় লেখা আছে কিছু।

হাতে ধূমায়িত কফি কাপ নিয়ে, বাবার কাছে গেল হিউজ। 'তুমি এই ট্রেইল চেন?'

'মোটামুটি। গোটা কয়েক ঝরনা পড়বে পথে। মোহাভে আর পাইউট দুগোত্রই ব্যবহার করে। আমার ধারণা ওই ঝরনাগুলো প্রাচীনকাল থেকেই আছে। একসময় পুয়েব্লো ইন্ডিয়ানরা এখানে নীলকান্তমণির খোঁজে আসত।'

'আমার মন কেমন-যেন খুঁত খুঁত করছে।'

'নিজের ওপর আস্থা রাখ। তুমি এই দেশ চেন। যদি অস্বস্তি বোধ করেই থাক, নিশ্চয় তার পেছনে কারণ আছে। কিছু একটা ধরা পড়েছে তোমার অনুভূতিতে, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে তার স্বরূপ চিনতে পারছি না।'

হিউজ তাকাল বাবার দিকে। 'আচ্ছা, তুমিও তা হলে বিশ্বাস কর এসব। আসলে আমরা সবাই বোধ হয় করি—কম আর বেশি।' কফিতে চুমুক দিল ও। 'কেলসো বলছে ওরও নাকি ছমছম করছে গা।'

একটু ইতস্তত করল স্কিপার, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এখন তুমি কেমন বোধ করছ, ওঁহারা? এমনিতেই অসুস্থ, তার ওপর প্রচুর রক্ত হারিয়েছ।'

'চিন্তা কর না,' অভয় দিলেন বাবা। 'আমি ঠিক হয়ে যাব। ছেলেটার খাতিরে সুস্থ আমাকে হতেই হবে।'

ওরা দেখতে পাচ্ছে না আমাকে। খানিক তফাতে পানির ধারে পাথরের ওপর বসে রয়েছি আমি; কিন্তু প্রকৃতি শান্ত থাকায় পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি ওদের কথাবার্তা। পানির ভেতর তাকালাম, প্রার্থনা করলাম বাবা যেন চিরকাল বেঁচে থাকেন।

রাতে, স্বপ্নে, বার কয়েক সেই ভয়ঙ্কর বুড়োকে দেখলাম যাঁর কাছে আমি যাচ্ছি। আচ্ছা, আমাকে যখন দেখবেন তিনি, কী করবেন তখন? রৌদ্রালোকিত একটা র‍্যাঞ্চ-হাউসের স্বপ্ন দেখলাম। যেখানে ওই বুড়ো থাকবেন, কিন্তু আমার বাবার কোন স্থান নেই। ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার শরীর। কী ঘটবে বা আমার এখন কী করা উচিত কিছুই বুঝতে পারছি না, শুধু এটুকু জানি আমি ওই বুড়োর কাছে যেতে চাই না—এমনকী মুখও দেখতে চাই না তাঁর।

সেইদিনই পাইউট স্প্রিং ত্যাগ করলাম আমরা। পথে হঠাৎ আমার পাশে চলে এলেন মিস ডায়ানা। আমরা তখন অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়েছি সামান্য, একলা রয়েছি। 'তোমাকে অসুখী মনে হচ্ছে,' স্পষ্ট সুরে বললেন মহিলা। 'কেন—তোমার বাবা অসুস্থ বলে? নাকি আর কোন কারণ আছে?'

একমুহূর্ত চুপ করে রইলাম, ব্যাপারটা নিতান্তই আমাদের পারিবারিক, মনে হলো বাইরের কারোকে বলা উচিত হবে না। কিন্তু শেষমেশ কবুল করলাম, 'বাবা আমাকে দাদুর কাছে নিয়ে যাচ্ছেন।'

'বুঝেছি।' একটুক্ষণ বাদে মিস ডায়ানা বললেন, 'ড্যান, ওখানে যদি তোমার ভাল না লাগে, তুমি আমার কাছে চলে এস! আমি লস এঞ্জেলেসে থাকব। কি, মনে থাকবে তো, ড্যান?'

মনে থাকবে আমার, পরক্ষণে নতুন আরেকটা ভয় আমাকে ছেঁকে ধরল। যদি আমার জন্যে ডায়ানার কোন ক্ষতি হয়ে যায়?

মিস ডায়ানা সম্ভবত টের পেলেন আমার মনের কথা, তাই দৃঢ় সুরে বললেন, 'আমার নিরাপত্তার জন্যে তুমি ভেব না, ড্যান। আমার কাছে তুমি আরামেই থাকবে।'

পলকে পলক তুললাম আমি, তাকালাম ওঁর চোখের দিকে। মহিলাকে বিশ্বাস করলাম।

পাঁচ

সুযোগ ঘটতেই, কথায় কথায় বাবাকে আমি জানালাম মিস ডায়ানা আমাকে কী প্রস্তাব দিয়েছেন। হাঁটছিলাম আমরা, বাবা আচমকা থমকে দাঁড়ালেন। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি, তারপর গাঢ় স্বরে বললেন, তেমন অবস্থা হলে আমি স্বচ্ছন্দে মিস ডায়ানার কাছে গিয়ে থাকতে পারি।

দেখলাম, ওই মহিলা সম্পর্কে তাঁর ধারণা বেশ উঁচু। বাবা বললেন মিস ডায়ানা যথেষ্ট রূপসী না হতে পারেন, কিন্তু নিঃসন্দেহে বিদুষী। এখনও যে বিয়ে করেননি তিনি তার কারণ, এ-যাবৎ যত পুরুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে তারা কেউই সম্ভবত গুণের বিচারে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। মিস ডায়ানা সেই জাতের মহিলা, বাবা বললেন, যাঁরা চান তাঁদের স্বামী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ হোক।

আমার কাঁধে হাত রাখলেন বাবা। 'আর কিছু না হোক, তুই একজন ভাল বন্ধু পেয়েছিস, ড্যান। এটাই সবচেয়ে বড় কথা। এবং আমার সাহায্য ছাড়াই ওর বন্ধুত্ব অর্জন করতে পেরেছিস তুই।'

ওইদিনই কোন এক সময়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, আমরা মূল রাস্তা থেকে সরে ভিন্ন পথে এগোব। সিদ্ধান্তটা কিম হিউজের, রাতে খেতে বসে আমাদেরকে সেটা জানাল ও।

মরুভূমিতে আর থাকব না আমরা। নতুন আরেকটা রাস্তা ধরে লস এঞ্জেলেসে যাব। এতে করে বেশকিছু পাহাড়পর্বতের বাধা আর আউট-লদের উৎপাত এড়ানো সম্ভব হবে আমাদের পক্ষে।

সঙ্গে সঙ্গে স্কিপারের সাথে একমত প্রকাশ করল ভ্যালেটা আর টমাস গ্রে। মিস ডায়ানা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সবকিছু, তারপর তাঁর সায় জানালেন। 'আপনি যা ভাল বোঝেন,' বললেন মহিলা, কিন্তু পরক্ষণে বাবার অভিমত জানতে

চাইলেন। 'মরুভূমিতে চলাফেরার অভিজ্ঞতা আপনার আছে। আপনার কি মনে হয়, বুদ্ধিমানের কাজ হবে এটা?'

'হবে,' বললেন বাবা, 'যদিও রাস্তাটা একটু ঘোরা।'

রাতের অধিকাংশ সময় ঘুমিয়ে কাটালাম আমি। পরদিন সকালে সবাই যখন নাস্তার আয়োজনে ব্যস্ত, আমাকে একা পেয়ে বাবা বললেন, 'তোর মিস ডায়ানা, দেখলাম, বেশ বুদ্ধিমতি মহিলা। আমার জানতে ইচ্ছে হয় ওর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?'

এ-ব্যাপারে শুধু বাবাই যে কৌতূহলী তা নয়। আমি লক্ষ করেছি দলের সবারই একটু-আধটু কৌতূহল আছে মিস ডায়ানা সম্পর্কে। মোটেও অস্বাভাবিক নয় এটা। কোন যুবতী এরকম একা-একা দূরদেশে পাড়ি জমাচ্ছে দেখলে কমবেশি সবারই কপালে ভাঁজ পড়বে। কেউ কেউ ধারণা করল নিশ্চয় তাঁর বিস্তর টাকাকড়ি আছে, লস এঞ্জেলেসে গিয়ে বিয়ে-থা করে সংসারী হবেন। কেলসো বলল, মহিলা যেহেতু অনেক ভাষা জানেন, হয়তো বিদেশী ভাষা শেখানোর স্কুল খুলবেন ওখানে। আবার, কারও কারও মত, বিশেষ করে ভ্যালেটার, মিস ডায়ানা আসলে সুযোগসন্ধানী। লস এঞ্জেলেসে গিয়ে কোন স্প্যানিশ ডনকে লটঘট করে ভজিয়ে তার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবেন নিজের।

কালো মোচাকৃতির লাভা পাহাড় আর শুকনো বালিয়াড়ির মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। এখন আমাদের গাইড বাবা। হামেশা মিস্টার কেলসোর ঘোড়ায় চেপে তিনি আগে বেড়ে দেখে আসছেন ট্রেইল।

তৃতীয় দিনের মাথায়, ওয়াগনের পেছন পেছন হাঁটছি আমি আর মিস ডায়ানা, হঠাৎ থেমে তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, মিস ডায়ানা, ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে আপনি কী করবেন?'

তাঁর চোখ দুটো যেন বিদ্রূপ করল আমাকে। 'শেষ পর্যন্ত তুমিও মাথা ঘামাতে শুরু করেছ?' তিরস্কার করলেন তিনি। তারপর স্মিত হেসে বললেন, 'ড্যান, ওরা তোমাকে জিজ্ঞেস করলে বল, আমি এখনও কিছু ঠিক করিনি।'

'মিস্টার কেলসোর ধারণা আপনি স্কুল খুলবেন।'

'একবার তাই ভেবেছিলাম, ড্যান। কিন্তু কী জানো, আমি আসলে একটু অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। তা ছাড়া যে-কারণে এখানে আমার আসা, স্কুল খুললে সেটা সফল হবে না।'

'আর মিস্টার ভ্যালেটা বলছেন, আপনি আসলে টাকার কাঙাল। কোন স্প্যানিশ ডনকে বিয়ে করবেন।'

'যে যেমন সে তাই ভাবে।' কয়েক পা এগোলেন মহিলা, তারপর জানতে চাইলেন, 'তোমার বাবার কী ধারণা?'

'বাবা মনে করেন আপনি বুদ্ধিমতি মহিলা।'

আবার স্মিত হাসলেন তিনি। 'কথাটা পছন্দ হয়েছে আমার। বেশির ভাগ পুরুষই মেয়েদের বুদ্ধি আছে একথা স্বীকার করতে চায় না।' এরপর যোগ করলেন মিস ডায়ানা, 'অবশ্যি এতে সুবিধেও আছে একটা।'

বাবা আজকাল অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠেছেন। প্রায়ই আগে বেড়ে ট্রেইল জরিপ

করতে যান, কোথাও কোন সন্দেহজনক ট্র্যাক আছে কিনা দেখেন। ব্যাপারটা কিম হিউজের নজর কাড়ল। 'জর্জ, চোখ খোলা রেখ,' বুশকে বলল সে। 'ও'হারা বিপদের আশঙ্কা করছে।'

'ইন্ডিয়ান?'

'বোধহয় না। আরও সাংঘাতিক কিছু হবে।'

দিন কয়েক পর, মাঝরাত নাগাদ ইন্ডিয়ান ওয়েলস্-এ থামলাম আমরা। বাবা নেমে এলেন ওয়াগনের পেছন থেকে, ঈষৎ টলছেন।

'মিস্টার?' কেলসো জিজ্ঞেস করল। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। একটু দুর্বল, এই যা। তা এখানে কতক্ষণ থাকব আমরা?'

'বেশিক্ষণ না। আমাদের ঘোড়াগুলো কাহিল হয়ে পড়েছে, তাই হিউজ চাইছে ওগুলোকে বদলে নিতে।'

মাথা থেকে টুপি খুলে কপালের ঘাম মুছল কেলসো। খানিক বাদে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে, বুকের দোষ?'

'মনে হয়। যদিও মরুভূমিতে এসে কাশিটা অনেক কমে গেছে।'

'তা হলে অ্যগুয়া ক্যালিয়েন্তে কিছুদিন থেকে যাও না কেন? শুনেছি ওখানকার শুকনো গরম বাতাস নাকি এই রোগের জন্যে উপকারী।'

'আমার হাতে অত সময় নেই, কেলসো। ছেলেটাকে আগে লস এঞ্জেলেসে ওর দাদুর কাছে পৌঁছে দিতে হবে।'

অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কেলসো। বাবা কাছে টেনে নিলেন আমাকে, অদূরে ছোট্ট একটা কাঠের দালান দেখিয়ে বললেন, 'তুই এখানে থাক, বাছা। আমি ওখানে যাব আর আসব।'

আর কেউ নামেনি ওয়াগন থেকে। সবাই ঘুমিয়ে আছে নয়তো ঘুমোনোর চেষ্টা করছে। যারা ঘোড়া বদলাতে গেছে তারা ফিরে আসেনি এখনও। এদিকে ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে আমার।

আস্তে আস্তে কুয়োর কিনারে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি, উঁকি দিলাম ভেতরে। চাঁদের আলোয় দূর-নীচে পানির ছটা চোখে পড়ল।

সাবধানে নামতে শুরু করলাম নীচে, এক-এক করে অনেক ক.... ধাপ পেরিয়ে পানির কিনারে পৌঁছুলাম। এবার তাকালাম ওপর পানে। চৌকো আকাশ আর গুটিকতক তারা ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। এবার আশপাশে নজর বোলাতেই অন্ধকারের ভেতর বিশাল একটা পিপে চোখে পড়ল আমার, আর এর পাশেই একটা কাঠের মগ।

মগটা ভরে নিয়ে ঠাণ্ডা পানি পান করলাম আমি। প্রাণটা জুড়িয়ে গেল, মনে হলো জীবনে কোনদিন জিভে এত সুস্বাদু আর কিছু ঠেকেনি। আবার ডোবালাম মগটা, পরক্ষণে টের পেলাম কে যেন আমাকে লক্ষ করছে।

থুত্থুড়ে এক ইন্ডিয়ান, পরনে তার সুতির ঢোলা জামা। মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে, সাদা, বেণী করে একটা ফিতে জড়িয়ে বেঁধে রেখেছে কপালের সাথে। দেখলাম লোকটার গলায় সুতো দিয়ে নীল তেকোনা একটা পাথর বাঁধা রয়েছে, তাতে

কী-সব আঁকিবুঁকি কাটা।

'দুঃখিত, সার, আমি আপনাকে দেখতে পাইনি আগে।' পানি ভরে মগটা আমি এগিয়ে দিলাম ইন্ডিয়ান বুড়োর দিকে। অদ্ভুত চোখে লোকটা চেয়ে রইল আমার পানে। হঠাৎ বাবার ডাক শুনতে পেলাম, মগটা নামিয়ে রেখে তড়িঘড়ি উঠতে শুরু করলাম ওপরে। 'দুঃখিত, সার। আমাকে ক্ষমা করবেন।' ঘাড় ফিরিয়ে বললাম।

ওয়াগনের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাবা, আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরলেন। 'তুই আমায় চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলি, বাছা। ভয় হচ্ছিল বোধহয় পথ হারিয়ে ফেলেছিস।'

'পানি খেতে গিয়েছিলাম।'

আবার যখন চলতে শুরু করল ওয়াগন, বাবাকে বললাম, 'একজন ইন্ডিয়ানকে দেখলাম ওখানে।'

শুয়েছিল ভ্যালেটা, উঠে বসল। 'নিশ্চয় ভুল দেখেছ। ওরা আমাকে বলেছে ইন্ডিয়ানরা এখন আর কুয়োয় আসে না। বিশেষ করে রাতে।'

'লোকটা খুউব বুড়ো,' বললাম আমি, 'গলায় নীল একটা পাথর ঝুলছিল।'

'টারকুইজ,' ভ্যালেটা জানাল। 'ইন্ডিয়ানদের কাছে এর কদর সোনার চেয়েও বেশি।'

তাজা ঘোড়া পেয়ে, এখন বেশ জোরে ছুটছে ওয়াগন, বুশ চালাচ্ছে। হিউজ ওয়াগনের পেছনে শুয়ে আছে গুটিসুটি হয়ে। 'পরের স্টপই অ্যগুয়া ক্যালিয়েন্তে,' বলল স্কিপার। 'ওখানে তুমি আগে কখনও গেছ, ও'হারা?'

'হ্যাঁ, বেশ কয়েকবার। একেবারে স্যান হ্যাকিন্টোসের মুখে। অ্যাংলোরা পাম স্প্রিং নামে ডাকে। তিন-চার ঘর শ্বেতাঙ্গ আর কিছু কাউইয়া ইন্ডিয়ান থাকে।'

একটু থামলেন বাবা। 'ওখানে আমি একটা জরুরি চিঠি পাব বলে আশা করছি।'

মালপত্রের গায়ে শরীর এলিয়ে দিলেন তিনি, এবং এর খানিক বাদে আমিও। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, ঘুমোতে ইচ্ছে হচ্ছে, ওয়াগনের ভেতরে মন টিকছে না একটুও। কোথাও নেমে পড়ে বিশ্রাম নিতে চাইছি আমি, এরকম একঘেয়ে বিরামহীন যাত্রা আর সহ্য হচ্ছে না আমার।

চুপচাপ শুয়ে আছি, চোখ খোলা অন্ধকারে। নানান চিন্তা ভিড় জমাচ্ছে মাথায়। ঘোড়াগুলো এখন জোরকদমে ছুটছে। শিগগিরই অ্যগুয়া ক্যালিয়েন্তে পৌঁছে যাব আমরা, এবং তারপর লস এঞ্জেলেসে। আর কয় স্টপ পরে? পাঁচ, ছয়, বারো। জানি না আমি। রাতের বুক চিরে ছুটে চলল ওয়াগন। একসময় উঠে বসলেন বাবা, কোমরে-বাঁধা হোলস্টারটা সোজা করলেন টেনে। হাত বাড়িয়ে তাঁর রাইফেলটা টেনে নিলেন কাছে, নাগালের মধ্যে রাখলেন।

বিপদ ঘটতে যাচ্ছে? মনে মনে প্রমাদ গুনলাম আমি।

নিজের অজান্তেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ ধড়মড় করে জেগে উঠে দেখলাম আমাদের ওয়াগন স্থির। মিস্টার বুশের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মারলাম বাইরে, আলোকিত একটা জানালা চোখে পড়ল। তারপর দরোজা খুলে গেল, ঘরের খানিকটা আলো ছিটকে এসে লুটিয়ে পড়ল বাইরে, একজন লোককে দেখতে পেলাম. দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে আসছে ওয়াগনের দিকে।

ওয়াগনের পেছন দিকে সরে গেলেন বাবা, মাটিতে নামলেন। সবে সোজা হয়েছেন তিনি এই সময় ওয়াগনের কোনা ঘুরে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল লোকটা।

'ও'হারা?'

'কেমন আছ, বিল? অনেককাল পর দেখা, তাই না?'

'চল, ভেতরে গিয়ে কফি খাবে।' লোকটা লম্বায় প্রায় বাবার সমান, গোঁফ আছে। আমার দিকে তাকাল সে। 'তোমার ছেলে?'

'ড্যানিয়েল? এ হচ্ছে উইলিয়ম লারকিন। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে, ড্যগ। চল, ভেতরে গিয়ে বসবে।'

'সম্ভব হলে পরে আসবখন। এখন তাড়া আছে।'

'আমার কথা না শুনলে তুমি ভুল করবে, ড্যগ। লস এঞ্জেলেসে গেলে ওরা খুন করবে তোমাকে। এবং ছেলেটাকেও।'

'কী?'

'হ্যাঁ, ড্যগ, ওরা ওত পেতে আছে তোমার জন্যে।'

ছয়

ভেতরে গেল ওরা, আমি পিছু নিলাম। ছোট্ট একটা স্টোর, একপাশে বার আর গোটা তিনেক টেবিল-চেয়ার। বারের পেছনে কিছু বোতল সাজানো; অন্য আরেকটা কাউন্টারের পেছনে নানা ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন বাবা। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে, চোখ গর্তে। এখন আরও কাহিল দেখাচ্ছে তাঁকে।

'বিল, যেভাবেই হোক, ওদের সাথে আমাকে দেখা করতেই হবে। বোঝাতে হবে ওদেরকে। আমার ছেলের একটা আশ্রয় দরকার, ওরা ছাড়া ওর আর কেউ নেই।'

'আমি মরতে ভয় পাই না। বরং এতে আমার যন্ত্রণা অনেকটা কমে যাবে। আমার একমাত্র চিন্তা, ড্যানকে নিয়ে।'

'তুমি বুঝতে পারছ না, ড্যগ। ওদের দৃষ্টিতে, তুমি ওদের মেয়েকে বিয়ে করে ওদের বংশকে অপমান করেছ। আর ছেলেটা সেই লজ্জার জ্বলন্ত প্রমাণ। তাই ওকেও মেরে ফেলতে চাইছে ওরা।'

কাউন্টারের পেছনে গিয়ে দুটো কাপ আর কফিপট নিয়ে এল বিল লারকিন। দেয়ালের ধারে একটা বেঞ্চিতে বসে রয়েছি আমি, বাবার মুখের খানিকটা অংশ দেখতে পাচ্ছি।

তাঁর চেহারা ভয় ধরিয়ে দিল আমার মনে, এত ক্লান্ত আর মুমূর্ষু দেখাচ্ছে। যখন ঘাড় ফেরালেন, আমি লক্ষ করলাম তাঁর চোখ নিষ্প্রাণ, দৃষ্টি ফাঁকা।

'হায় খোদা, এখন আমি কী করব, বিল? আমি জানতাম ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষ তাদের ছেলেপুলেদের ভালবাসে, ভেবেছিলাম...'

'ড্যগ, আমি বরং তোমার মালপত্রগুলো নামিয়ে ফেলি ওয়াগন থেকে। ওরা জানে

তুমি আসছ, পাহারা বসিয়েছে রাস্তায়। বেলা ইউনিয়ন অফিসে চার-পাঁচজন ঘাঁটি গেড়েছে।

'পিস্তলে তোমার হাত চালু, কিন্তু একা এত লোকের বিরুদ্ধে পেরে উঠবে না। কেউই তা পারবে না।'

উঠে দাঁড়াল বিল্। 'তুমি চুপটি করে এখানে বসে থাক, ড্যগ। আমি তোমার মালপত্র নিয়ে আসছি।' টেবিলের ওপর লারকিন তার বিরাট হাত দুটো রাখল। 'শোন, ড্যগ। এখানে চমৎকার একটা বাড়ি রয়েছে। প্রচুর আলো-বাতাস খেলে, যাদের ফুসফুসের দোষ আছে জায়গাটা তাদের জন্যে স্বাস্থ্যকর। দু-চারদিন থাক সেখানে, আরাম কর, তারপর ভেবেচিন্তে দেখা যাবে ছেলেটার জন্যে কী করা যায়। তুমি মরে গিয়ে ওর ক্ষতি ছাড়া কোন উপকার করতে পারবে না।'

দরজায় গিয়ে একটু থামল সে। 'মরুভূমিকে তুমি একসময় ভালবাসতে, ড্যগ। এখন একেও সুযোগ দাও তোমার জন্যে কিছু করার।'

বেরিয়ে গেল লারকিন। বাবা ফ্যালফ্যাল করে একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন তাঁর কফির দিকে, তারপর চুমুক দিলেন। খানিক পর আরেক চুমুক। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ভুলেই গেছেন আমার অস্তিত্ব।

আমার পেছনের জানালাটা খোলা, কোরালের কাছে কয়েকজনের গলা শুনতে পেলাম।

'...ওর মালপত্রগুলো নিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, ওরা অপেক্ষা করে আছে। বেলা ইউনিয়ন অফিসে ওদের দেখা পাবে তোমরা। একটা উপকার করবে, আচ্ছা—ওদেরকে কিছু বলবে না।'

হিউজ কী বলল শুনতে পেলাম না আমি, তারপর আবার ভেসে এল লারকিনের গলা। 'পথে কেমন ছিল ওর অবস্থা?'

'খারাপ, খুব খারাপ। তবে কলোর‍্যাডো নদীর এপারে আসার পর থেকে কাশিটা একটু কমেছে।'

ওয়াগন থেকে মালপত্র নামাতে নামাতে লারকিন বলল, 'কারোকে কিছু বলবে না, আচ্ছা?'

'অন্যদের ব্যাপারে কথা দিতে পারব না আমি। কানাঘুষা কিছু হবেই।'

কফিপান সেরে বাইরে গেলেন বাবা, আমি অনুসরণ করলাম। সিঁড়ির গোড়ায় অপেক্ষা করছিল লারকিন।

'ড্যগ, তোমার জন্যে চমৎকার একটা বাড়ি ঠিক করে রেখেছি আমি। পুরনো আমলের এডৌব; এখন তুমি ঘোড়ায় চড়তে পারলেই, কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে সেখানে।'

আমরা যখন স্যাডলে চাপলাম, আকাশছোঁয়া একটা পর্বত অভিমুখে আমাদের নিয়ে চলল সে। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার, গা-ছমছমে পরিবেশ। বিল লক্ষ করল আমি ঘন ঘন তাকাচ্ছি পাহাড়টার দিকে। 'বাছা, টাহ্‌কুইৎস্ ওখানেই থাকে। অন্তত ইন্ডিয়ানদের তাই বিশ্বাস।'

'ইন্ডিয়ান মেয়েদের ধরে ধরে খেয়ে ফেলত ও। তারপর একদিন কয়েকজন ইন্ডিয়ান যুবক তাড়া করল ওকে, যেখানে ও থাকে সেই গুহাটা আবিষ্কার করল।

শোনা যায়, ওরা নাকি অসংখ্য হাড়গোড় দেখতে পেয়েছিল ওই গুহায়। ওদের বিশ্বাস, পরে এক ইন্ডিয়ান যুবক দেয়াল তুলে ওখানেই আটকে রেখেছে ওকে। তোমার বাবা জানেন গল্পটা।'

'শুনেছি আমি। আচ্ছা, আপনি বিশ্বাস করেন এসব?'

'বাছা, এরকম নির্জন পরিবেশে কিছুদিন থাকলে তুমিও বিশ্বাস করতে শুরু করবে।'

রাতের আকাশের পটভূমিতে নিরেট কালো দেখাচ্ছে পাহাড়টাকে, মাথার ওপর ঝুলে রয়েছে অগুনতি তারা। টাহ্‌কুইৎস্‌য়ের কথা ভাবলাম আমি, শিউরে উঠলাম ভয়ে। এখনও কি ওই পাহাড়ে আছে সে? ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্যানিয়নে ক্যানিয়নে? নাকি গুহাতেই আটকা রয়েছে, আপ্রাণ চেষ্টা করছে পালানোর?

সাত

গুটিকতক নিচু বালিয়াড়ির মাঝ দিয়ে আমাদেরকে ছোট্ট একটা বাড়িতে নিয়ে এল বিল লারকিন। এর সীমানা লম্বা লম্বা ক্যাকটাস গাছে ঘেরা।

'অকটিয়ো,' ব্যাখ্যা করল লারকিন, 'খুব ভাল বেড়া হয়।'

ওর পেছনে বসেছি আমি, কোমর জড়িয়ে ধরে। বাবা গজ কয়েক তফাতে আরেকটা ঘোড়ায় চেপে আসছেন। 'বাছা,' বলল বিল, 'তোমার বাবাকে যেভাবেই হোক ধরে রাখতে হবে এখানে। উনি অসুস্থ। একমাত্র এখানকার জলবায়ুই যা একটু উপকার করতে পারবে ওঁর।'

উঠনে রাশ টানল ও, নিজে নেমে আমাকেও নামাল পাঁজাকোলা করে।

খানিক বাদেই এসে পড়লেন বাবা, একটুক্ষণ বসে রইলেন ঘোড়ার পিঠে যেন শক্তি সঞ্চয় করছেন, তারপর নামলেন সাবধানে।

'ঘোড়া আমি তুলে রাখছি, ড্যগ। দরজার ঠিক ভেতরেই টেবিল। মোম আছে ওখানে। বাঁ দিকে।'

মোট তিনটে কামরা বাড়িটায়। অত্যন্ত ছোট ছোট দুটো বেডরুম, আর একটা বিরাট লিভিংরুম-কাম-কিচেন। বড়সড় একটা ফায়ারপ্লেস, টেবিল আর খান দুই চেয়ার আর বেঞ্চি রয়েছে এ-ঘরে। একটা চেয়ার রীতিমত ঢাউস, আজ পর্যন্ত আমি যেগুলো দেখেছি নিঃসন্দেহে সেগুলোর দ্বিগুণ হবে।

জ্বলন্ত মোমহাতে থমকে দাঁড়ালেন বাবা, অপলকে তাকিয়ে রইলেন সেই চেয়ারটার দিকে।

কামরার মেঝে মার্বেলপাথরের, কোনরকম আস্তর করা হয়নি, অথচ কেমন সুন্দর জোড়া লেগে রয়েছে পরস্পর।

'অ্যাগুয়া ক্যালিয়েন্তে বিশেষ কিছু নেই,' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল বিল লারকিন। 'গোটা কয়েক ঝরনা, ইন্ডিয়ানরা আসে, একটা স্টেজ স্টেশন, যদিও কোন স্টেজ আসেনি আজতক, মূলত স্টোর, আর পোস্ট অফিস হিসেবেই ব্যবহৃত হয় ওটা।

কালেভদ্রে দু-চারটে চিঠিপত্র আসে।

'আশপাশের মাইনিং ক্যাম্পগুলোতে কিছু শ্বেতাঙ্গ রয়েছে। আর আছে ইন্ডিয়ান, অধিকাংশই কাউইয়া। ওদের বেশির ভাগ পাহাড়ে থাকে, স্যান্তা রোসায়।'

'ওরা তোমাকে চেনে, ড্যগ। কাজেই কোন ক্ষতি করবে না তোমার। তা ছাড়া যদ্দিন এ-বাসায় আছ ইন্ডিয়ানরা তোমার ধারে কাছেও ঘেঁষবে না।'

'কেন, বাড়িটা আবার কী দোষ করল? এত মজবুত করে বানানো!'

'এই তল্লাটে এরকম আর একটাও পাবে না। তবু কেউ এখানে থাকে না—ভৌতিক বলে দুর্নাম আছে।'

বাইরে গেল লারকিন, ফিরে এল দুটো ব্ল্যাংকেট রোল নিয়ে। 'বিল,' বাবা বললেন, 'তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না।'

'থাক, আর লজ্জা দিয়ো না। যেদিন তুমি আমাকে গ্রিজলির কবল থেকে বাঁচিয়েছিলে, সেদিনই তোমার কাছে ঋণী হয়ে গেছি আমি।'

খানিক বাদে বিদায় নিল ও, আমি দেখলাম ধূসর আকাশ আর সাদা বালিয়াড়ির পটভূমিতে ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে ওর গাঢ় কালো অবয়ব।

বাবা শুয়ে পড়েছেন, নিশ্বাসের আওয়াজে বুঝলাম ঘুমোচ্ছেন। রাতের বেশি সময় জেগে কাটিয়েছি আমি, তবু ক্লান্তি লাগছে না একটুও।

আচ্ছা, কী এমন রহস্য আছে এ-বাড়ির? কেউ থাকে না কেন? আবার তাকালাম আমি ঢাউস চেয়ারখানার দিকে? ওটাই কি না থাকার কারণ? ওই চেয়ারের বেঢপ আকৃতি দেখে ভয় পায় লোকে?

এ-বাড়ির সবকিছুতেই চাতুর্যের ছাপ রয়েছে। আলমারিগুলো এমনভাবে বসানো হয়েছে দেয়াল কেটে, প্রথম দেখায় আলাদা করে বোঝাই যায় না ওগুলোর অস্তিত্ব। বাড়ির একটা অংশ অত্যন্ত পুরনো। এখানে-সেখানে মেরামতের চিহ্ন চোখে পড়ল আমার।

বাইরে, পেছন দিকে, শুধু স্ট্যাবল না কোরালও আছে। দুটো ঘোড়া রয়েছে ওখানে, আমাদের ব্যবহারের জন্যে রাখা হয়েছে।

বাবা তাঁর গানবেল্ট খুলে কাছেই একটা চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রেখেছেন। তাঁর রাইফেল আর শটগানটাও আছে ওখানে। দরজার মাথায় গোটানো দড়ি দেখতে পেলাম আমি, সন্তর্পণে গিয়ে নামিয়ে দিলাম ওটা।

এটাই এখন আমার বাসা। কতদিনের জন্যে জানি না, কেবল এটুকু বুঝতে পারছি ভয়ঙ্কর সেই বুড়োর কাছে যাওয়া চলবে না আমার।

টেবিলের ওপর পাউরুটি রয়েছে, পাশে ছুরি। পুরু একখানা স্লাইস কেটে নিয়ে ফের সদর দরজায় ফিরে এলাম আমি, উঠনের দিকে তাকালাম।

এর চারপাশে অকটিয়োর বেড়া, ছুঁচোল কাঁটাগুলো মুখ বের করে আছে। হালে বৃষ্টি হয়েছে এদিকে, কচি পাতা বেরিয়েছে গাছের, উজ্জ্বল লাল ফুলও দেখলাম কিছু। ঠায় ওখানে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, মাঝে মাঝে কামড় বসাচ্ছি রুটিতে, আর চেয়ে আছি সামনের সাদা মেঠো উঠনের দিকে।

অকটিয়োর বেড়াটা যেখানে ভাঙা, তার পাশেই গ্রীজউড ঝোপ। তাকালাম ওটার দিকে, চোখ সরাতে গিয়েই ঝট করে থেমে গেলাম।

কী যেন আছে ওখানে। ঝোপের পেছনে একটা নগ্ন পা দেখতে পেলাম আমি, বালুর রঙ যেমন, প্রায় তেমনি সাদা। আর একটা প্যান্টের নীচের অংশ।

পলক তুলতেই দেখলাম, আরেক জোড়া চোখের পানে চেয়ে আছি আমি। মিশকালো এক জোড়া চোখ।

ওগুলোর মালিক একটি ছেলে। বয়েসে আমার চেয়ে বড় হবে না।

আট

ভয় আর কৌতূহলে টিপটিপ করছে আমার বুক, জায়গায় জমে গেছি। উঁচু হয়ে বসে আছে অচেনা ছেলেটা, পাতার ফাঁক দিয়ে দেখছে আমাকে। আর আমি ভয় পাচ্ছি।

না, ভয় পাচ্ছি না আমি। 'আমি ড্যান ও'হারা,' মনে মনে বললাম নিজেকে, 'আমি কোনকিছুকে ভয় করি না।'

গায়েগতরেও ছেলেটা বড় হবে না আমার চেয়ে। অনায়াসে বসিয়ে দিতে পারব কয়েক ঘা। তারপর ও যখন ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ঝোপের পেছন থেকে, আমি ভাল করে তাকালাম ওর দিকে। শ্যামলা রঙ, বেশ শক্তপোক্ত। দেখে বোঝা যায় চালু মাল। নাহ, ওর সাথে বোধহয় এঁটে উঠতে পারব না আমি।

'হ্যালো,' বললাম।

'বুয়েনোস ডায়াস।'

এক কদম আগে বাড়ল ছোকরা। আমি বুঝতে পারছি না কী করব। শেষমেশ চোখেমুখে ডোন্ট-কেয়ার একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে বসে পড়লাম হাঁটুর ওপর, গাছের পলকা ডাল ছিঁড়ে নিলাম একটা। ওটা দিয়ে বালুতে লম্বা চুলওয়ালা মাথা আঁকলাম আমি, তারপর টুপি বসিয়ে দিলাম সেই মাথায়। এসব ক্ষেত্রে কী বলা বা করা উচিত কিছুই জানা নেই আমার। এ-বয়েসের আর ছেলেরা কী করে তাও জানি না। এবার, একেএকে, চোখ আর ভুরু আঁকলাম, তাবপর দুটো কান জুড়ে দিলাম ছবিতে।

'কী করছ তুমি?' ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল ছেলেটা।

'ছবি আঁকছি।'

ঝুঁকল সে, একনজর দেখল ছবিটা। 'আমার?'

'হ্যাঁ।'

'মুখ কই? এটার তো মুখ নেই কোন। আমার আছে।'

ডালটা বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে। 'নাও। তুমিই আঁক।'

ও নিল ডালটা, দ্বিতীয়ার চাঁদের মত মুখ আঁকল, কোণ দুটো ওপর দিকে উঠানো। আমি দেখলাম মুখখানা হাসছে।

'চমৎকার!' প্রশংসা করলাম।

পাশাপাশি বসে রইলাম আমরা দুজন, সন্তোষের সঙ্গে দেখছি আমাদের আঁকা ছবিটাকে।

'তোমার বাড়ি এখানে?'

'আমি যখন যেখানে থাকি সেটাই আমার বাড়ি।'

'কেন, বাঁধা-ধরা কোন বাসা নেই?'

বাতাসে হাত খেলাল ছেলেটা। 'আছে, ওদিকে।' তারপর গর্বের সুরে যোগ করল: 'আমি ফ্র্যান্সিসকো।'

'আমি ড্যানিয়েল। সংক্ষেপে ড্যান।'

কাঁধ ঝাঁকাল ছেলেটা। 'আর কিছু?'

ওকে একটু অদ্ভুত মনে হলো আমার। স্বভাব-চরিত্র তেমন কিছুই আঁচ করতে পারছি না। 'কোথাও যাচ্ছিলে?'

'না। এখানেই আছি।' থামল ছেলেটা। 'আর তুমি? এখানেই থাকবে তো?'

'জানি না। লস এঞ্জেলেসে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সেখানে গেলে বিপদ হবে আমাদের।'

'এখানে থাক, যদি ভয় না পাও।

'আমি ড্যান, আমি ভয় পাই না।' তারপর, একটু বিরতি দিয়ে, 'কাকে ভয় পাব?'

'কেন, এই বাড়িটাকে। কেউ থাকে না এ-বাসায়। এটা টাহ্কুইৎস্য়ের বাড়ি।'

'কী?' অবাক হলাম আমি। ইশারায় পাহাড়পর্বতগুলো দেখালাম। 'টাহ্কুইৎস্য়ের বাড়ি ওখানে।' প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বাড়ি কোথায়, এখানে?'

শ্রাগ করল ফ্র্যান্সিসকো। 'বললাম না, সব জায়গায়ই আমার বাড়ি, একখানে থাকলেই হলো। কখনও পাহাড়ে থাকি...কখনও মরুভূমিতে।'

'ইন্ডিয়ানদের ভয় পাও না?'

ও তাকাল আমার দিকে। 'কেন, আমি নিজেও তো ইন্ডিয়ান। কাউইয়া।'

'কাল রাতে আমি ইন্ডিয়ান ওয়েলস্য়ে পানি খেতে নেমেছিলাম। একজন ইন্ডিয়ান বুড়োকে দেখলাম। কথা বলেনি।'

উঠে দাঁড়াল ফ্র্যান্সিসকো। 'আমি এখন যাই।'

'আবার আসবে তো?'

'আমি যাচ্ছি।'

চলে গেল ও, প্রথমে ধীর পায়ে, তারপর হনহন করে। এবং একটিবারও তাকাল না পেছন ফিরে।

আমি যখন ফিরে এলাম ভেতরে, আলোয় ঘর ভরে গেছে। এবারই প্রথম মেঝেটা দেখলাম ভাল করে। সাদামাঠা, অথচ তাতেই কী সুন্দর! মাঝখানে কালো একটা পাখির ছবি, ডানা মেলে রয়েছে, আর এর চারপাশে সূক্ষ্ম কারুকাজ। পাখিটা দেখতে অনেকটা কাকের মত।

বেঞ্চিতে বসে, কারুকাজগুলোর দিকে তাকালাম আমি। ডানার খুঁটিনাটি সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ধরা পড়েছে ওতে। পাখির চোখের জায়গায় রয়েছে ছোট্ট দুটো লাল পাথর।

শোবার ঘর থেকে ডাকলেন বাবা। 'কে...ড্যান? ভাল আছিস তো, বাছা?'

'হ্যাঁ, বাবা। মেঝের পাখিটা দেখছি।'

'কার যেন গলা পেলাম মনে হলো।'

'ফ্র্যান্সিসকো। ইন্ডিয়ান। আমার বন্ধু হয়েছে।'

এ-ঘরে এলেন বাবা, সদর দরজার কাছাকাছি গেলেন। 'রোদ উঠলে, দরজা বন্ধ করে দিস। ভেতরটা ঠাণ্ডা থাকবে।' হামেশা যা করেন, আমার কাঁধে হাত রাখলেন তিনি। 'বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। সবাই পায় না।' এরপর মেঝের দিকে চোখ পড়ল তাঁর। 'অপূর্ব!' অস্ফুট স্বরে বললেন।

গোড়ালির ওপর বসে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেঝেটা পরীক্ষা করলেন তিনি। আঙুল বোলালেন মার্বেলপাথরের গায়ে। 'সত্যিই অপূর্ব!'

'ওটা টাহ্‌কুইৎস্‌। এই বাড়িটা ওর।'

ঝট করে চোখ তুললেন বাবা। 'মানে?'

'হ্যাঁ। ফ্র্যান্সিসকোই বলল। টাহ্‌কুইৎস্‌য়ের বাড়ি এটা, তাই কেউ থাকে না। যদিও বহুকাল আগে চলে গেছে সে, এবং আর ফিরে আসেনি।'

নকশাটা আরেক নজর দেখলেন বাবা। 'টাহ্‌কুইৎস্‌ কিনা জানি না.' আনমনে বললেন, 'তবে এই কারুকাজগুলো যে একজন মানুষের করা তাকে সন্দেহ নেই। এবং লোকটা শিল্প বোঝে।'

আস্তে আস্তে গড়িয়ে যাচ্ছে দিন। টাহ্‌কুইৎস্‌য়ের বাসায় আমাদের আসা তা প্রায় কয়েক হপ্তা হয়ে গেছে। মাঝেসাঝে উঠনে গিয়ে খেলা করি আমি, ছোট্ট নীল একটা টিকটিকির সাথে মিতালি হয়েছে, আবার কখনও-সখনও বেড়াতে যাই বালিয়াড়িতে। সকালের রোদে বাইরে বসে আরাম করেন বাবা, বিকেলে বইপত্তর পড়ে সময় কাটান। মাঝে-মধ্যে, বেলা ডোবার পর, বেড়াতে বেরোন আমাকে নিয়ে। যখনই ইন্ডিয়ানদের সাথে দেখা হয় আমাদের, বাবাকে সমীহ করে কথা বলে ওরা, তবে আমাদের বাসায় কখনও আসে না।

সাথে পিস্তল ছাড়া বাবা বাড়ির বাইরে যান না কখনও। আমাকে বলে রেখেছেন, অচেনা কারোকে দেখলেই যেন তক্ষুণি তাকে জানাই খবরটা।

এরমাঝে আমাকে একবার ফায়ারপ্লেসের ধারে নিয়ে গিয়েছিলেন বাবা। এর একটা ইট আলগা করে ফেলেছেন তিনি। তার পেছনে লোহার বাক্স রয়েছে একটা।

'এটার কথা কারোকে বলবি না; তোর প্রাণের বন্ধুকেও না। এতে কিছু টাকা আছে। ভবিষ্যতে তোর দরকার পড়বে।'

নয়

ঠিক এক মাসের মাথায় বিল লারকিন ফিরে এল। 'সাবধান,' ঘরে ঢুকেই বলল সে, 'ওরা আসছে।'

'বস, বিল। একটু বিশ্রাম নাও; কফি খাবে?'

'সময় নেই, ড্যগ। ওরা খুব বেশি হলে মাইল দুয়েক পেছনে রয়েছে।'

'তবু আছে সময়; যাও, তোমার ঘোড়াটা কোরালে রেখে এস গিয়ে।' নিষ্কম্প

হাতে নিজের কাপটা তুলে নিলেন বাবা। 'কজন?'
'পাঁচ, কম্‌সে কম। বেশিও থাকতে পারে।'
দ্রুত বাইরে বেরিয়ে গেল লারকিন, আমি টের পেলাম ও কোরালে ঘোড়া তুলে রাখছে। আবার যখন ফিরে এল সে, ঘামছে দরদর করে।
'বিল, বাসার ভেতরে পানির ব্যবস্থা আছে। খাবারও আছে। এই বাড়িটা প্রায় দুর্গের মত। কাজেই ভয়ের কিছু নেই।'
ধপ করে বসে পড়ল বিল, বারবার তাকাচ্ছে দরজার দিকে। 'পানির ব্যাপারটা আমিও জানি। সাধারণত এরকম দেখা যায় না। এই বাড়িটা যারই হোক, নিজের সুবিধার জন্যে সবরকম ব্যবস্থাই সে নিয়েছিল।'
আমার পানে ফিরলেন বাবা। 'ড্যান, তুই খাটের পেছনে গিয়ে চুপটি করে মেঝেতে বসে থাক।'
'আমি তোমার কাছে থাকব।'
'না, বাছা। যা বললাম আমি, তাই কর।'
'আমি তোমাকে গোলাবারুদ এগিয়ে দিতে পারব।'
'তা হয়তো পারবি। সেটা পরে দেখা যাবেখন।'
লারকিন তাকাল আমার দিকে। 'ওহে, ছেলেটার ভয়-ডর বলে কিছু নেই মনে হচ্ছে?'
'দেখতে হবে না কার ছেলে!' বললেন বাবা। সহসা গর্বে ফুলে উঠল আমার বুক, যদিও ঠিক সেই মুহূর্তে একটু ভয়-ভয় করছিল।
বাইরের উঠনে ওদের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলাম আমরা। আমি প্রার্থনা করলাম, আমার নীল টিকটিকিটা যেন লুকিয়ে পড়ে কোথায় গিয়ে।
'কে আছে বাসায়!'
জানালা দিয়ে একবার উঁকি মেরে, দরজার উদ্দেশে এগিয়ে গেলেন বাবা। 'ওরা আসলে জানে না আমিই থাকি এখানে,' বিলকে বললেন তিনি। 'খামোকা সন্দেহের ভেতর রেখে লাভ কী!'
কবাট খুললেন তিনি। বাইরে গেলেন না, দোরগোড়ায় একটু ভেতরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।
'এই যে, তুমি!' বক্তা একজন অ্যাংলো, বিশাল শরীর, পরনে ডোরাকাটা শার্ট। 'আমরা ডগলাস ও'হারাকে খুঁজছি। তুমি দেখেছ ওকে?'
'দেখেছি একথা বলতে পারব না,' নরম সুরে জবাব দিলেন বাবা, 'অন্তত আমি ঘুম থেকে ওঠার পর।'
'অ, তারমানে সে এখানেই আছে, না? এখানেই আছে?'
'হ্যাঁ, আছে।' বাবা হাসছেন মিটিমিটি। 'তবে কয়েক হপ্তার জন্যে বোধহয় বাইরে যাবে।'
কাঁধের ওপর দিয়ে চাপা গলায় তিনি বললেন, 'বিল, বাসার পেছনটা তুমি আগলাও।'
'তা শেষ কখন দেখেছ?'
'আজ ভোরে, যখন আয়নার দিকে তাকিয়েছিলাম। আমি শেভ করছিলাম।'

কৌতুকটা বুঝতে একটু সময় লাগল ওদের। তারপর অ্যাংলোর পেছন থেকে এক মেক্সিক্যান বলল, 'ওই তো! ওই লোকই!'

'তুমি? তুমিই তা হলে ডগলাস ও'হারা?'

শান্ত ভঙ্গিতে ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন বাবা, হাসলেন মুখ টিপে, তারপর আচমকা প্রশ্ন করলেন, 'কেন এসেছ?'

'তোমাকে খু–!' আমি তখন নেহাত ছোট, তবু বুঝতে পারলাম লোকটা একেবারেই আনাড়ি। স্যাডলের ওপর আড়াআড়িভাবে নিজের রাইফেলটা ফেলে রেখেছিল সে, তুলতে যাবে ওটা এই সময় বাবা গুলি করলেন ওকে। পরক্ষণে তৃতীয় লোকটাকে খতম করলেন তিনি, কারণ দ্বিতীয়জন, যে তাঁকে চিনতে পেরেছিল সবার আগে, ততক্ষণে বাড়ির কোনা ঘুরে পেছনে চলে এসেছে।

বিলের রাইফেল গর্জে উঠল। ওটা রিলোড করতে নিল সে, আমি ইশারায় শটগানটা দেখিয়ে দিলাম।

সাবধানে, মাটিতে একটুও বারুদ না ফেলে, লারকিনের রাইফেলটা রিলোড করলাম আমি, তারপর মেঝে অতিক্রম করে বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু হানাদাররা ইতিমধ্যে চম্পট দিয়েছে। যেখানে ফ্র্যান্সিসকোর ছবি এঁকেছিলাম আমি সেখানে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে অ্যাংলোটা, পাশেই আরেকজন। আর দুটো ঘোড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে উঠনে, ওদের স্যাডল শূন্য।

হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে পালাল একজন ঘোড়সওয়ার। বাবা অবাধে যেতে দিলেন ওকে। 'লাভ নেই গুলি করে,' বললেন তিনি। 'ও এমনিতেই পালাবার জন্যে অস্থির হয়ে আছে। আর ফিরবে বলে মনে হয় না।'

'কয়েকটা আঙুল হারিয়েছে ব্যাটা,' একগাল হাসল বিল লারকিন। 'স্যাডলের পেছনে পা ঢাকা দিয়েছিল; আমি গুলি করে পমেলটা উড়িয়ে দিয়েছি আর সেই সাথে ওর কয়েকটা আঙুল।'

'থ্যাংকস, বিল।' আমার দিকে ঘুরলেন বাবা। 'তোকেও ধন্যবাদ, বাছা। তুই খুব ঠাণ্ডা। বিপদে যারা বুদ্ধি হারায় না, আমি তাদের পছন্দ করি।'

আচমকা বসে পড়লেন তিনি, যেন কত ক্লান্ত। বিলের দিকে তাকালেন, মাথা নাড়ালেন আপনমনে। 'আমার শক্তি শেষ হয়ে গেছে, বিল। দম পাই না।'

'তবু আগের চেয়ে তোমাকে অনেক ভাল দেখাচ্ছে।' এগিয়ে গিয়ে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিল লারকিন। 'তুমি যা-ই ভাব, এখানকার আবহাওয়াটা কিন্তু তোমার জন্যে উপকারী।'

'বোধহয়।'

বেরিয়ে গেল বিল, আবার যখন বাইরে তাকালাম আমি, লাশ দুটো নেই, রক্তের দাগ মুছে ফেলা হয়েছে।

এরপর যখন ফের একা হলাম আমরা, বাবা বললেন, 'কারণ যা-ই হোক, মানুষ খুন করাটা খুব সুখের ব্যাপার নয়, বাছা। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও ছিল না কোন।'

'লোকটা কে, বাবা? ডন?'

'না, তাঁর ভাড়াটে গুণ্ডা।'

'ডন কি ভয় পান, তাই নিজে আসেননি?'

'না, বাছা। ভয় কী জিনিস উনি বোধহয় তা জানেনও না। সম্ভবত জানার সুযোগ ঘটেনি। এসব কাজ সারতে লোক ভাড়া করেন তিনি, যেমন করেন বুনো ঘোড়া কিংবা গরুবাছুর ধরতে।'

এই ঘটনার প্রায় এক মাস পর আবার বিল লারকিনের দেখা পেলাম আমরা। বাদামি রঙের চমৎকার একটা গেল্ডিংয়ে চেপে এল সে। সাথে কিছু খাবারদাবার আর তিনটে বই এনেছে।

'বাবা কেমন?' জিজ্ঞেস করল ও।

'একটু ভাল। কাশিটা কমেছে।'

'হুম। সবসময় তাজা বাতাসে তাঁকে নিয়ে ঘুরবে, বাছা। আর শোন, যত পার ওঁর কাছ থেকে দুনিয়ার হাল-হকিকত সম্পর্কে জেনে নাও। অনেক জানেন তোমার বাবা। ওঁর সঙ্গে কথা বললে তোমারই লাভ হবে।'

তাই করছি আমি। রোজ বেড়াতে যাই বাবার সাথে। নানান বিষয়ে আলাপ হয় আমাদের। বেশির ভাগই ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে, কীভাবে ওদের বন্ধুত্ব অর্জন করতে হয়। আর মরুভূমির কথা, এখানে বেঁচে থাকার কলা-কৌশল।

দিন-দিন উন্নতি হচ্ছে বাবার শরীর। আজকাল আর অল্পতে হাঁপ ধরছে না। তাঁর মাঝে সুস্থতার এই লক্ষণ দেখে আমিও আশান্বিত হয়ে উঠছি ক্রমশ। জানি বাবা কারও চিরকাল থাকে না, তবু যত বেশি কাছে পাব তাঁকে ততই আমার লাভ। মানুষের মত মানুষ হওয়ার জন্যে সত্যিকারের একজন শিক্ষক পাব আমি।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক।

সেদিন বিকেলে বেড়াচ্ছি আমরা, হঠাৎ বাবা বললেন, 'বাড়ি চল, ড্যান। আমার বোধহয় আবার জ্বর এল।'

উঠনে ঢুকতেই দেখি ওরা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। মোট চারজন। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক নেতৃত্ব দিচ্ছেন ওদের। তাঁর মাথার সমস্ত চুল সাদা, মুখখানা কঠোর। আর চোখ দুটো নিষ্ঠুর। তিনি বললেন, 'ওই যে, এসেছে! খুন কর ওকে!'

'সার?' শান্ত কণ্ঠে মিনতি করলেন বাবা. 'ছেলেটাকে ছেড়ে দিন। ও এখনও শিশু।'

'মেরে ফেল নেড়িকুত্তাটাকে,' বললেন বৃদ্ধ; 'তারপর ওর ছানাটাকেও! এক্ষুণি!'

কথা শেষ করেই ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। ধাক্কা দিয়ে আমাকে মাটিতে ফেলে দিলেন বাবা, ড্র করলেন। তাঁর ডান হাতটা আমাকে বিপদ থেকে ঠেলে সরাতে ব্যস্ত ছিল, ফলে তিনি ড্র করলেন অপেক্ষাকৃত আস্তে। নিজে কোন গুলি ছুড়তে পারার আগেই—আমি দেখলাম—দুবার আঘাত পেলেন বাবা। তারপর গুলি করলেন, একবার, একটা লোক ধরাশায়ী হলো। তাঁর দ্বিতীয় বুলেটটা আমাদের দরজার চৌকাঠের চলটা খসাল, এরপর মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি।

'ভাল করে দেখ মরেছে কিনা!' শান্ত গলায় দলের লোকদের নির্দেশ দিলেন বৃদ্ধ। 'এসব ছুঁচোর প্রাণ সাপের চেয়েও শক্ত হয়।'

আমার বাবাকে ঘিরে ফেলল ওরা, খুউব কাছ থেকে কয়েকবার গুলি করল তাঁর শরীরে। তারপর একজন পিস্তলটা তাক করল আমার দিকে।

'এখানে না,' বললেন বৃদ্ধ। 'ওকে আমরা মরুভূমিতে নিয়ে যাব। ওখানেই

ভাল হবে।'

আমাকে পাকড়াও করল এক লোক, আমি লাথি মারলাম তাকে। গোঁফের ফাঁক দিয়ে ভেংচি কাটল সে, সজোরে চড় মারল আমার গালে। 'আবার চেষ্টা করেই দ্যাখ, আমি তোর কান ছিঁড়ে নেব।'

লোকটার নাকের বাঁশিতে গভীর একটা কাটা দাগ রয়েছে। আমার বাবাকে যারা গুলি করেছে ও-ও ছিল তাদের মধ্যে।

'নিয়ে চল ওকে,' অধৈর্য সুরে আদেশ করলেন বৃদ্ধ। 'এক্ষুণি চলে যেতে হবে আমাদের। ইন্ডিয়ানরা যে কোন সময়ে এসে পড়তে পারে।'

'আমরা ওদেরকেও খুন করব,' বলল কাটা-নাক।

'তুমি একটা গর্দভ! ওরা অনেক, আমরা কম। তা ছাড়া,' একটু থেমে যোগ করলেন তিনি, 'ওরা ওকে ভালবাসত।'

শক্ত করে ধরে আমার হাত মুচড়ে দিল কাটা-নাক, আমাকে ব্যথায় কোকাতে দেখে হাসল। 'তোকে হয়তো আমার হাতে ছেড়ে দেবেন উনি,' বলল সে। 'তখন আমি তোকে চিংড়ি নাচ নাচাব।'

প্রায় অন্ধকার এখন। জোরকদমে ছুটছে ওরা, ট্রেইল এড়িয়ে যাচ্ছে। সুদর্শন এক যুবক রয়েছে এই দলে। শীতল চেহারা। মাঝে মাঝে আমার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল সে। এবার বৃদ্ধকে বলল, 'যাক, কাজটা তা হলে হলো শেষপর্যন্ত। এখন এটাকে খতম করলেই ল্যাঠা চুকে যায়।'

'ও আমার,' বলল কাটা-নাক।

ঝট করে স্যাডলের ওপর শরীর বাঁকা করলেন বৃদ্ধ। 'চুপ কর! ছোঁড়া এমনিতেই মরবে। আমরা ওকে মরুভূমিতে ফেলে রেখে যাব।'

'আমরা পুবে যাচ্ছি!' আচমকা বলে উঠল সুদর্শন যুবকটি। 'এটা ভুল রাস্তা!'

'এটাই ঠিক রাস্তা,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ। 'ইন্ডিয়ানরা ভাববে আমরা গিরিপথ দিয়ে ফিরে যাচ্ছি। ওরা পিছু নেবে। কিন্তু অন্ধকারে আমাদের ট্র্যাক দেখতে পাবে না। কাজেই এটাই ঠিক রাস্তা।'

ওরা যখন থামল তখন ক্ষীণ আলো রয়েছে আকাশে। পরিবেশ নীরব-নিথর, আমাদের চারপাশে বালু ভাঙাচোরা পাথর আর কাঁটাঝোপ।

'এখানে,' বললেন বৃদ্ধ, 'ছেড়ে দাও ওকে। শত হলেও, ও আমারই রক্তের। যদি মরতেই হয়—'

'খুন করুন ওকে,' বলল যুবক। 'এখুনি!'

'না,' জেদের সুর ফুটল বৃদ্ধের কণ্ঠে। 'যা করার মরুভূমিই করুক। আমি আমার নিজের রক্তকে শেষ করতে পারব না—সেটা দূষিত হলেও।'

কাটা-নাক আমাকে ছুড়ে ফেলে দিল স্যাডল থেকে, তারপর এমনভাবে ঘুরিয়ে নিল ওর ঘোড়াটাকে যেন খুরের ঘায়ে আমি ভর্তা হয়ে যাই। কিন্তু চট করে গড়িয়ে সরে গেলাম আমি, আত্মগোপন করলাম পাথরের আড়ালে।

'ছেড়ে দাও ওকে!' ক্রুদ্ধ স্বরে আদেশ করলেন বৃদ্ধ।

রওনা হলো ওরা, আর আমি, রাগে অন্ধ, উঠে দাঁড়ালাম পাথরের মাঝ থেকে। 'বিদায়, দাদু!' বললাম চেঁচিয়ে।

কেমন-যেন কুঁকড়ে গেলেন মানুষটা, যেন কেউ তাঁকে চাবুক মেরেছে, কাঁধ ঝুলে পড়ল। ফিরতে নিয়েছিলেন দাদু। কিন্তু সেই যুবকটি বলল, 'ছোঁড়াটা বেয়াদপ! ওর বাপের মতই!'

এরপর চলে গেল ওরা। আমি এক হয়ে গেলাম।

দশ

মরুভূমিতে পড়ে রয়েছি আমি। একা। ফিসফিস করে অনবরত বলছি নিজেকে, 'আমি ড্যান ও'হারা। আমি কখনও ভয় পাই না।'

আমার বাবা মারা গেছেন। ওরা খুন করেছে তাঁকে, আর আমাকে এখানে ফেলে রেখে গেছে মরার জন্যে।

কিন্তু আমি মরব না। বেঁচে থাকব। বেঁচে থাকব আমি, এবং তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে মারব ওদের, যারা আমার বাবাকে শেষ করেছে। আকাশের ম্লান আলো এখন জোরাল হয়েছে আরেকটু। যেখানে লুকিয়েছিলাম খানিক আগে, এখন সেই পাথরগুলোর মাঝে দাঁড়িয়ে আছি আমি। কৌতূহলভরে তাকাচ্ছি ইতিউতি।

শুধুই মরুভূমি, বালু আর ন্যাড়া পাথর। এখানে-সেখানে ক্যাকটাস। আমাকে যারা ধরে এনেছে সারা রাত পথ চলেছিল তারা, বলেছিল পুবে যাচ্ছে। কিন্তু আমি জানি সরাসরি পুবে এগোয়নি। অবশ্যি তাতে আসে যায় না কিছু। আমি ওদের ট্র্যাক অনুসরণ করব।

কতটা দূরে এসেছি আমরা? বেশ দ্রুত এগোচ্ছিল ওরা, ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিতে হাঁটার পর্যায়েও চলার বেগ নামিয়ে এনেছিল কয়েকবার, তবে অধিকাংশ সময় এগিয়েছে বাবা যাকে বলতেন জোরকদমে।

দূরত্ব ব্যাপারটা আমি কিছু কিছু বুঝি। স্যান্টা ফে থেকে পশ্চিমে এগোনোর সময়ে আমরা পথের হিসেব রেখেছিলাম। আমাদের স্কিপার, কিম হিউজ, প্রায়ই বলত দিনে কতটা পথ চলতে হবে তাকে, কিংবা ক-মাইল পাড়ি দেয়া হয়েছে। আমার অনুমান আমাকে ওরা মরুভূমির চল্লিশ মাইল ভেতরে নিয়ে এসেছে। ঘোড়সওয়াররা ভেবেছিল হাঁটার পক্ষে পথটা দুস্তর, বিশেষ করে একজন বাচ্চাছেলের জন্যে। কিন্তু ওয়াগনের পেছন পেছন বহুবার হেঁটেছি আমি, তাই দূরত্বটা বেশি মনে হচ্ছে না।

গরম পড়বে। সুতরাং হাঁটতে হলে এখুনি, আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকতে থাকতে। দিনের যে-সময়টা সবচেয়ে গরম, হিউজ তার ঘোড়াগুলোকে বিশ্রামে রাখত তখন। যাত্রা শুরু করত সে বেলা ডোবার পর। যখন শীতল থাকবে আবহাওয়া, আমি হাঁটব; অন্য সময় জিরোব।

কোথায়? তা আমি জানি না। এ-মুহূর্তে।

ফ্র্যান্সিসকো হলে কী করত? আমি যা করছি তাই। হাঁটত। এ ছাড়া আর কী?

বালুতে ট্র্যাক রয়েছে ওদের ঘোড়ার। ওগুলো অনুসরণ করে আমি ফিরে যাব টাহ্‌কুইৎস্যয়ের বাসায়।

আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলাম কোথায় আছি আমি। এখান থেকেই শুরু করতে হবে যাত্রা, আমার নতুন জীবন। আর কদিনের মধ্যে সাতে পা দেব আমি। এবং কয়েক বছরের মধ্যেই বড় হয়ে যাব, প্রতিশোধ নেয়ার মত যথেষ্ট বড়। তিনজন লোককে দেখা দেব আমি। বৃদ্ধ ডন, সুদর্শন যুবক, আর সেই কাটা-নাককে।

আমার মায়ের শিক্ষা: কখনও কারোকে ঘৃণা করতে নেই। ঘৃণা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। তবু, ঘৃণা করব আমি। মা আমার মারা গেছেন, বাবাকে খুন করা হয়েছে; জগতে এখন আপন বলতে আমার আর কেউ নেই।

পা দুটো আমার বেজায় ছোট। মনে হলো ওগুলো যদি আরেকটু লম্বা হত ভাল হত। অ হলে। লম্বা লম্বা পা ফেলতে চেষ্টা করলাম আমি। পেছনে সূর্য উঠি-উঠি করছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ট্র্যাক; কোথাও জ্বলজ্বল করছে, কোথাও বা সামান্য ঝাপসা। বাবা আমাকে একটু-আধটু ট্র্যাক করা শিখিয়েছেন, তবে এক্ষেত্রে তার প্রয়োজন পড়বে না।

পানি নেই আমার কাছে। এখানে আসার পথে কোন ঝরনায় থামিনি আমরা। এদিকে আমি এর আগে আসিওনি কোনদিন। তাই জানি না কোথায় মিলবে পানি। তেষ্টা পেয়েছে আমার, তবে ভয় পাওয়ার মত কিছু নয়। ধৈর্য ধরব আমি, এবং হাঁটব।

'আমি ডগলাস ও'হারা,' বললাম জোরে জোরে। 'আমি ভয় পাইনি।'

পরমুহূর্তে অদ্ভুত এক অনুভূতি গ্রাস করল আমাকে। চকিতে থমকে দাঁড়িয়ে তাকালাম আশপাশে। প্রায় সাদা হয়ে গেছে বালু, খানিক আগেও যেসব পাথরকে কালো দেখাচ্ছিল এখন সেগুলো খয়েরি। আকাশ গাঢ় নীল, একচিলতে মেঘও নেই। এসময় ভয় পাওয়াই উচিত আমার, কিন্তু তা পাচ্ছি না। চারধারের সবই যেন পরিচিত ঠেকছে, যদিও আগে কখনও এগুলোর কিছুই আমি দেখিনি, এবং এখানে এসেছি রাতের আঁধারে।

চ্যাপটা একটা পাথরের ওপর বসে পড়লাম। এটাই আমার বাড়ি, আমার দেশ। মা ভালবাসতেন মরুভূমি, বাবা থেকেছেন, একে আর এর অধিবাসীদের ভালবেসেছিলেন তিনি। হয়তো এজন্যেই, তবে আমার বিশ্বাস আরও কিছু আছে এর পেছনে। আমি অনুভব করলাম আমার জন্মই হয়েছে এই কারণে, মরুভূমিতে বাস করতে, এর অবিচ্ছেদ্য একটা অংশ হতে।

আবার যখন শুরু করলাম হাঁটা, তাড়াহুড়ো করলাম না। একটা আশ্রয় খুঁজে বের করতে হবে আমাকে, এবং রাত নামার আগেই পানি। সেই অদ্ভুত অনুভূতিটা এখনও আছে আমার মাঝে, মনে হচ্ছে আমি একা নই, এই মরুভূমিই আমার সহায়—আমার বন্ধু।

আশ্রয় খুঁজতে শুরু করলাম। নেই। ভাবলাম গাছের ডালপালা টেনে নিয়ে ছাউনিমত বানিয়ে ঢুকে পড়ব তার নীচে, কিন্তু সবকিছুই এখানে শক্ত, এবং কাঁটা আছে।

জশুয়া গাছের ছায়াগুলো ছোট। দুপুর প্রায়, অথচ এখনও কোন আশ্রয়ের হদিস পাইনি আমি। এদিকে গলা শুকিয়ে খটখট করছে। অগত্যা ছোট্ট একটা নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে হাতে রাখলাম. যখন ঠাণ্ডা হলো কিছুটা, মুখে পুরলাম ওটা। এতে তেষ্টা মিটবে

খানিকক্ষণের জন্যে। হোঁচট খেলাম আমি।

ছোট জাতের কোন পাখি এই পথে দৌড়ে গেছে আমার আগে। দূরে, দক্ষিণপশ্চিম দিকে, পাহাড়পর্বত দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ওগুলোই কি আমাদের পাহাড়? নিশ্চয় তাই হবে। কতদূর হেঁটেছি, জানি না। আমি বসে পড়লাম আবার।

ছায়া দেখে বুঝতে পারলাম এখন দুপুর, আমি হাঁটছি সেই ভোর থেকে। আর অল্পক্ষণের ভেতর, যেভাবেই হোক, বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে। পানি ছাড়া মানুষ বেশি সময় বাঁচতে পারে না।

যে-ট্র্যাকগুলোর ট্রেইল অনুসরণ করছিলাম, শুকনো একটা খাঁড়িতে নেমে গেল সেটা। খাঁড়ির ওপাশটা খাড়া। ওখান থেকে যখন উঠে এলাম, ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। আর ঠিক তখুনি চোখে পড়ল পাথরস্তূপটা। খুব বেশি উঁচু নয়, তবে একটার মুখ সামান্য বেরিয়ে থাকায় ছায়ামত সৃষ্টি হয়েছে। কাছে যেতে, পাথরটার পেছনে গর্ত দেখতে পেলাম একটা। পাছে সাপখোপ থাকে, তাই সাবধানে পরখ করলাম ওটা। একটা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে খোঁচা দিলাম গর্তের ভেতরে।

নেই কিছু...

গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়লাম ভেতরে গিয়ে। পেছনের ফাটল দিয়ে মৃদু হাওয়া আসছে, আরাম লাগছে শরীরে।

একসময় নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি, কারণ যখন চোখ মেললাম আবার, বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে প্রকৃতি, সূর্য ডুবে গেছে। বাইরে এসে নজর বোলালাম চারপাশে। শুধুই মরুভূমি, অন্তহীন। সাপখোপ আছে কিনা যে-ডালটা দিয়ে দেখেছিলাম সেটা তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম।

বাতাসে বালু উড়ে এসেছে ট্র্যাকের ওপর। এখন আর তত স্পষ্ট দেখাচ্ছে না ওগুলো। সহসা ভয়ে কেঁপে উঠল আমার বুক। যদি পথ হারিয়ে ফেলি?

থমকে দাঁড়ালাম আমি, মনে পড়ল কী বলেছিল জর্জ বুশ। 'সবসময় পথের হদিস রাখবে। বুঝতে চেষ্টা করবে কোথায় আছ তুমি।'

আমি জানি কোথায় অস্ত গেছে সূর্য, তারমানে ওটাই পশ্চিম। এর অর্থ আমি দক্ষিণ দিকে মুখ করে রয়েছি। দূরে উঁচু নিচু একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে, সরাসরি দক্ষিণে রয়েছে ওটা। এগোলাম সেদিকে, রাত নামল, যে-পাহাড়টা লক্ষ্য করে এগোচ্ছি তার মাথার ওপর একটা তারাকে বেছে নিলাম পথের দিশা হিসেবে।

রাতে ঠাণ্ডা হয়ে যায় মরুভূমি, শিগগিরই শীত করতে লাগল আমার, তবু হাঁটতে লাগলাম। কাছেপিঠে কোথাও কয়োট ডাকল, গাছের ডালটা শক্ত মুঠিতে আঁকড়ে ধরলাম আমি।

মুখ শুকিয়ে গেছে আমার। ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে। বুকভরে ঠাণ্ডা নির্মল বাতাস টানলাম, পানির স্বাদ পেলাম যেন, এতই তাজা। হাঁটতে হাঁটতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল আমার, চ্যাপ্টা একটা পাথর পেয়ে বসে পড়লাম তার ওপর। কয়োটগুলো ধারেকাছে ঘুরঘুর করছে, বোধহয় পিছু নিয়েছে আমার।

আমার ঘুম ভাঙল যখন ভোরের প্রথম আলো ফুটেছে পুবাকাশে। উঠে দাঁড়ালাম আমি, ভয়ানক আড়ষ্ট আর ক্লান্তি বোধ করছি। এবং খিদেও পেয়েছে, তবে মনেপ্রাণে

যে-বস্তুটি পেতে চাইছি সেটা পানি।

বাবা বলেছিলেন ব্যারেল ক্যাকটাসে পানি মেলে, কিন্তু এদিকে দেখতে পাচ্ছি না সেরকম কিছু। কেবল শক্ত শুকনো ডালপালা আর মাঝেসাঝে রোদজ্বলা ঘাস।

কোন পাহাড়টার দিকে হাঁটছিলাম রাতে এখন আর তা বোঝার জো নেই। দিনের আলোয় আমার দিশারি নক্ষত্রটিও বিদায় নিয়েছে। ট্র্যাকগুলো খুঁজে পেলাম না আর, তবে আমি দেখতে পাচ্ছি কোথায় উঠছে সূর্য, তাই ফের রওনা হলাম দক্ষিণে। সবে কয়েক কদম গেছি, হঠাৎ বালুতে কয়োটের ট্র্যাক চোখে পড়ল আমার। তাজা ট্র্যাক, অল্প কিছুক্ষণ আগের।

ছোট একটা চড়াইয়ের মাথায় উঠে বসে পড়লাম আমি। পা ব্যথা করছে, শরীর চলতে চাইছে না আর। আবার একটা নুড়ি পুরলাম মুখে, কিন্তু বিশেষ কাজ হলো না। সূর্য এখন মাথার ওপর, গনগন করছে।

তাপতরঙ্গ নাচছে মরুভূমিতে। দূরে নীল পানির মরীচিকা দেখতে পাচ্ছি। সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অজস্র পাথর, আর ঝোপঝাড়। এবং এর পেছনেই, স্যান হ্যাকিন্টোস, কিন্তু আমার কাছে ওটাকে মনে হচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

খানিক বাদে হাঁটতে শুরু করলাম আবার, ট্র্যাকগুলোর দেখা পেলাম। আমি এগোলাম ওগুলো ধরে, একবার পড়ে গেলাম হোঁচট খেয়ে, যখন উঠলাম বালু থেকে, আমার হাত ছড়ে গেছে কাঁকরের ঘষায়।

বেশকিছু পুরনো ট্র্যাক রয়েছে এখানে। প্রাচীন কোন একটা ট্রেইলে রয়েছি আমি, সোজা চলে গেছে আরও তপ্ত মরুভূমির দিকে, তবে এর শেষমাথায় রয়েছে পাহাড়। জিভ শক্ত হয়ে গেছে আমার, ঢোক গিলতে পারছি না। চোখ ব্যথা করছে, জ্বর-জ্বর লাগছে গা। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু বালু তেতে আছে আগুনের মত।

অনেকক্ষণ থেকে শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম একটা, ঢাক পেটার মত, এবার সেটা ঘোড়ার আওয়াজে পরিণত হলো। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম।

জনাছয়েক ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? বার কয়েক চোখ পিটপিট করলাম, ভুরু কুঁচকে দেখতে চেষ্টা করলাম ভাল করে। তাপতরঙ্গের পটভূমিতে ঝাপসা দেখাচ্ছে, অসম্ভব লম্বা মনে হচ্ছে ঘোড়াগুলোর পা। তবে এসবই তাপতরঙ্গের কারসাজি।

এগিয়ে এল ওরা, তাপতরঙ্গ আর ধুলো ভেদ করে, সবচেয়ে সামনের ঘোড়সওয়ারের একটা পা কাঠের।

লোকটাকে চিনি আমি, পেগ-লেগ স্মিথ, বাবার বন্ধু। স্যান্তা ফে থেকে আমরা যখন ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে আসছিলাম পথে ওর সাথে দেখা হয়েছিল আমাদের।

আমার সামনে এসে রাশ টানল ওরা, পেগ-লেগ স্মিথ বলল, 'হোলি জেসাস! এ দেখছি ও'হারার ছেলে!'

স্যাডল থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল ও, নিজের ক্যান্টিনটা ধরল আমার ঠোঁটে। এক ঢোক ঢেলে দিয়েই ওটা সরিয়ে নিল সে।

'এবার শুধু মুখটা ধুয়ে ফেল,' বলল স্মিথ। 'চুইয়ে ঢুকতে দাও ভেতরে।' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'বাছা, তুমি কোত্থেকে আসছ? তোমার বাবা কোথায়?'

'ওরা খুন করেছে তাকে,' বললাম।

'উনি কারোকে শেষ করতে পারেননি?' জানতে চাইল আরেকজন।

'একটাকে, বোধহয়।' আমাকে আরেক ঢোক পানি খাওয়াল পেগ-লেগ, তারপর স্যাডলে ফিরে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

'ওঠ, বাছা,' বলল সে। 'তোমাকে নিয়ে যাব আমরা।' একটু দ্বিধা করল সে। 'তোমার বাবা নেই। তা তুমি ঠিক করেছ কিছু কি করবে?'

'আমাদের বাসায় ফিরে যাব। বিল লারকিন আসবে ওখানে।'

'নিশ্চয় আসবে। বিল বন্ধুত্বের মর্যাদা বোঝে।' সবাইকে নিয়ে সামনে এগোল স্মিথ। 'বাছা, বাড়িতে খাবারদাবার আছে তো?'

'আছে।'

খানিকদূর যাওয়ার পর, থেমে আমাকে আবার পানি খেতে দিল সে, বেশি খেয়ে ফেলার আগেই সরিয়ে নিল ক্যান্টিনটা।

বহু পরে, যখন ঘোড়ার খুরের একঘেয়ে আওয়াজ আর আমার ক্লান্তি প্রায় ঘুম পাড়িয়ে দিল আমাকে, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে আমাদের বাসার উঠনে এসে থামলাম আমরা। চারদিক অন্ধকার, নীরব।

'টম?' বলল পেগ-লেগ। 'ভেতরে গিয়ে দেখ কেউ আছে কিনা। আমরা তোমাকে কাভার দিচ্ছি।'

দোল খেয়ে মাটিতে নামল টম, পিস্তলহাতে হেঁটে গেল দরজার কাছে, শেকল নামাল। ভেতরে পা রাখল সে। একটু বাদে আমরা টের পেলাম মোম খুঁজছে ও, তারপর একচিলতে আলো ছুটে এল দরজার বাইরে।

বাড়ির ভেতর খটখট আওয়াজ তুলল ওর বুট; তারপর আবার দরজায় ফিরে এল টম। 'একদম ধোয়ামোছা, পেগ!'

পাঁজাকোলা করে আমাকে মাটিতে নামিয়ে দিল স্মিথ। 'একলা থাকতে পারবে তো, বাছা? ইন্ডিয়ানদের সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন?'

'ভাল।'

'তা হলে তো আর কথাই নেই। আজ মাঝে-মধ্যে এক-আধ চুমুক পানি খেয়ো, তবে পেট বোঝাই করে না। ভরপেট খাবে কাল থেকে।'

'আর হ্যাঁ, খুউব সাবধান থাকবে, বাছা। ওই স্প্যানিশ বুড়ো যদি জানতে পায় তুমি বেঁচে আছ, এসে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তোমাকে।'

বিদায় নেয়ার আগে আমার উদ্দেশে হাত নাড়াল পেগ-লেগ। 'চলি, বাছা। দেখা হবে। তোমার বাবার জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার। বড় ভাল মানুষ ছিলেন।'

বাবা যেখানে পড়ে গিয়েছিলেন, উঠনের সেই জায়গায় বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, কান পেতে শুনলাম ওদের ঘোড়ার আওয়াজ, আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। তারপর ভেতরে গিয়ে তাকালাম চারপাশে।

টাহ্‌কুইৎসয়ের বাসায় এখন একলা রয়েছি আমি। ও কি রাগ করবে আমি এখানে থাকায়? আমাকে তাড়িয়ে দিতে আসবে না তো?

আচ্ছা, এই টাহ্‌কুইৎসটা আসলে কে? কোন মানুষ...নাকি অন্যকিছু?

খিদে পেয়েছিল আমার, তবু খেতে ইচ্ছে হলো না। বিছানা ঝেড়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম এল না সঙ্গে সঙ্গে, অনেক রাত অবধি চোখ মেলে তাকিয়ে

রইলাম অন্ধকারের ভেতর।

দূরে কোথায় যেন মেঘ ডাকছে, আমার আশপাশের পৃথিবীটা দুলে উঠল। টাহ্‌কুইৎস্ না তো?

ক্রুদ্ধ হয়েছে?

কেন হবে! এটাই তো আমার বাড়ি। নিজের বলতে একমাত্র এই একটি জিনিসই এখন আমার আছে। এবার কী করব আমি? কী করা উচিত? বিল কি সত্যিই আর আসবে না কোনদিন? আমাকে নিয়ে সে মাথা ঘামাবেই-বা কেন? আমি তো ওর ছেলে নই। মাথা ঘামাবার জন্যে ওর নিজেরই অনেক সমস্যা রয়েছে।

মৃদু হাওয়া গুমরে কেঁদে ফিরছে গাছের পাতায়, জানালা আর ছাদে ঝাপটা মারছে বালু।

মিস ডায়ানা বলেছিলেন আমি তাঁর কাছে গিয়ে থাকতে পারি। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি আমার শত্রুর অনেক কাছাকাছি চলে যাব, এবং ওরা জানতে পাবে আমি বেঁচে আছি। অথচ সেটা ওদের কিছুতেই জানতে দেয়া চলবে না। লস এঞ্জেলেস এখান থেকে পাঁচ-ছয়, বড়জোর সাতদিনের পথ। ঠিক কত দূরে, তা আমি জানি না।

এ-অবস্থায় কী করতে পারি আমি? থাকতে পারি এখানে–টাহ্‌কুইৎস্‌য়ের বাসায়।

অন্তত, যদ্দিন সে না ফিরছে...

এগারো

সকাল হলো কাবার্ড খুললাম আমি। রুটির বাক্সে রুটি আছে, এ ছাড়া দুই বয়েম জ্যাম, ভুট্টার ছাতু আর দুবোতল মদ আর কফি। প্রথম জিনিসটা আমি খাই না, দ্বিতীয়টা কদাচিৎ।

আলমারির নীচের তাকে পেলাম পনির। এক টুকরো কেটে নিয়ে বাকিটুকু জড়িয়ে রাখলাম কাপড়ে। তারপর রুটিতে পুরু করে জ্যাম আর পনির লাগিয়ে খেতে বসলাম টেবিলে। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম আমি, কী রকম খিদে আমার পেয়েছিল। এর আগে, আমি শুধু পানি খেয়ে ছিলাম।

খাওয়ার পর, দরজায় গেলাম আমি, দেখলাম ফ্র্যান্সিসকো দাঁড়িয়ে।

'টাহ্‌কুইৎস্‌কে দেখনি?'

'না,' বললাম আমি।

'কাল এসেছিল। রক্ত মুছে দিয়েছে।' আমার বাবা যেখানে পড়ে গিয়েছিলেন সেই জায়গাটা দেখাল ও। 'তারপর চলে গেছে।'

'কেমন দেখতে এই টাহ্‌কুইৎস্?'

'আমি দেখিনি। কেউই দেখতে পায় না। ও রাতে আসে, রাতেই চলে যায়। আমরা ওর শব্দ পেয়েছিলাম।' আমার পানে তাকাল ফ্র্যান্সিসকো। 'ও কেবিনে ছিল।'

সভয়ে, কেবিনটার দিকে তাকালাম আমি। ওখানে ছিল? ভেতরে?

'এখন কী করবে তুমি?'

'মানে?'

'আমাদের সাথে চলে আসছ না কেন? ইন্ডিয়ান হয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমি তো ইন্ডিয়ান নই।'

'ইন্ডিয়ানদের মত থাকতে পারবে তুমি।' কালো চোখের কোণ দিয়ে আমাকে মাপল ও। 'ইন্ডিয়ানদের মত খেতে পারবে। অন্তত,' যোগ করল ফ্র্যান্সিসকো, 'খাওয়াটা তো পাবে এতে।'

তা পাব। যখন রুটি শেষ হয়ে যাবে, জ্যাম আর পনির থাকবে না, তখন কী করব আমি?

বাবার কাছে শুনেছি, ওক গাছের ফল খায় কাউইয়ারা, ওদের খাবারের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ জুড়ে থাকে এই জিনিস। এ ছাড়া যব আর ভুট্টাও সংগ্রহ করে।

'আমাকে থাকতে হবে এখানে। বিল লারকিন আসবে। তারপর না হয় আমি যাবখন তোমার সাথে, তুমি আমাকে শেখাবে সবকিছু।'

উঠে দাঁড়াল ফ্র্যান্সিসকো, এতক্ষণে ওর বাকস্কিনের থলেটা চোখে পড়ল আমার। ওটা বাড়িয়ে দিল সে। 'তোমার জন্যে।' আমার দিকে তাকাল ও। 'জার্কি?' বলল ফ্র্যান্সিসকো, এমনভাবে যেন শব্দটা নেহাত অপরিচিত।

ব্যাগের ভেতর উঁকি দিতে, শুকনো মাংসের টুকরোগুলো দেখতে পেলাম আমি।

'প্রেসিয়াস,' বললাম। হাসল ও, মুক্তোর মত সাদা একসারি দাঁত বের করে।

'আমি এখন যাই,' বলল ফ্র্যান্সিসকো।

চলে গেল ও। খানিক বাদে আমি ফিরে এলাম ভেতরে। টাহ্‌কুইৎস্ এসেছিল এখানে!

দরজার ঠিক ভেতরে দাঁড়িয়ে নজর বোলালাম চারপাশে। টাহ্‌কুইৎস্ যদি এসেইছিল, কী করছিল তবে? ভাবলাম। কেনই-বা আসবে সে? তার বাড়ি দেখতে, সত্যিই যদি এটা তার বাড়ি হয়ে থাকে? নাকি আমরা কী করছিলাম এখানে সেটা জানতে?

কোন পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। আগের মতই আছে সব। মরুকগে, ভাবলাম, আমি ওসব রূপকথায় বিশ্বাস করি না। হ্যাঁ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, টাহ্‌কুইৎস্ আসলে রূপকথার কোন চরিত্র। যেমন অঙ্গরিকা বা সিন্ডারেলা। যদি সত্যিই থাকত টাহ্‌কুইৎস্, কেউ-না-কেউ দেখতে পেত তাকে। অথচ কাউইয়ারাও নাকি দেখেনি। কেবল শব্দ শুনেছে। সেটা বাতাস কিংবা কয়োটের হতে পারে। নয়তো অন্যকিছু।

দেয়ালের এককোণে ঠেস দিয়ে রাখা ছিল বাবার রাইফেলটা। আমি কাছে গিয়ে দেখলাম গুলি ভরা আছে কিনা। আছে। শোবার ঘরের একটা পেরেকে ঝুলছিল তাঁর গানবেল্ট, আমি নামালাম ওটা। লোড করা। নিশ্চয় কেউ করেছে কাজটা, কারণ বাবা দুটো গুলি ছুড়েছিলেন। আমার অনুপস্থিতিতে কেউ গুলি ভরে রেখেছে এতে।

গানবেল্টটা এবার খাটের বাজুতে ঝুলিয়ে রাখলাম আমি। এখন থেকে রাতে আমার নাগালের মধ্যে থাকবে ওটা, কী জানি যদি দরকার পড়ে। এর আগে পিস্তল ছুড়েছি আমি, তবে বাবার সাহায্য পেয়েছিলাম। রাইফেল চালনাও তিনি শিখিয়েছেন আমায়।

ওইদিন বিকেলেই বিল দেখা করতে এল আমার সঙ্গে। তখন ঘুমোচ্ছিলাম আমি, হঠাৎ কানে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আসতে জেগে গেলাম। উঠে, পিস্তলহাতে দাঁড়ালাম দরজার পাশে গিয়ে, বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে। তারপর ঘোড়সওয়ার যখন দৃষ্টিসীমায় এল, পিস্তল নামিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

'হাউডি, বয়। যা শুনেছি, তা হলে সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

স্যাডল থেকে নামল লারকিন, ঘোড়া তুলে রাখতে কোরালে গিয়ে ঢুকল। আমি পিছু নিলাম। ঘোড়াকে পানি খাওয়াল ও, তারপর খুঁটিতে বেঁধে রেখে, স্ক্যাবার্ড থেকে বের করে নিল ওর রাইফেলটা। হাঁটতে হাঁটতে বাসায় ফিরে এলাম আমরা।

ভেতরে, কেতলি নিয়ে নিজের জন্যে কফি বানাল বিল, সেই ফাঁকে সব ঘটনা আমি খুলে বললাম ওকে, পেগ-লেগ স্মিথ কীভাবে উদ্ধার করেছে আমাকে সেটাও বাদ দিলাম না।

'ব্যাটা একটা ধেড়ে শয়তান,' পেগ-লেগ সম্পর্কে মন্তব্য করল লারকিন, 'তবে দুঃসময়ে দারুণ উপকারী বন্ধু।' আমার পানে তাকাল ও। 'একা-একা সবকিছু করতে কেমন লাগছে তোমার?'

'ভালই। ভাবছি কাউইয়াদের কাছে গিয়ে থাকব। ওরা প্রস্তাবও দিয়েছে।'

'জানি, তোমার আর কোন আত্মীয়স্বজন নেই। তবে তোমার বাবা মিস ডায়ানা নামে এক মহিলা সম্পর্কে কী যেন বলেছিলেন।'

মিস ডায়ানার সাথে কীভাবে আমাদের পরিচয় জানালাম বিলকে, তারপর বললাম আমি এখানেই থাকতে চাই।

'এখানে? একা?' প্রথমে আঁতকে উঠল লারকিন, তারপর বলল, 'অবশ্যি আমিও খুব ছোটতেই একা হয়ে গিয়েছিলাম। যাক, তোমার জন্যে কিছু খাবার এনেছি। আমার স্যাডলের পেছনে যে-ব্যাগ আছে তাতে পাবে। খুব বেশিকিছু না. হাতের কাছে সামান্য যা পেয়েছি তাই নিয়ে এসেছি। আর, বাছা, আমি বোধহয় হরদম এভাবে আর আসতে পারব না।'

'জানি, পথ অনেক লম্বা।'

'বোঝই তো, বাছা, আমারও কাজকাম আছে।' ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল ও। 'আমি যেখানে থাকি সেখানে নিয়ে যেতে পারছি না তোমাকে। বাজে জায়গা।'

'এখানে ভালই থাকব আমি। আর তা ছাড়া, এখানেই আমি থাকতে চাই।'

'আজ রাতে আমি এখানে থাকলে তোমার কি অসুবিধে হবে, বাছা? খুব ক্লান্ত লাগছে।' আবার আমার দিকে তাকাল ও। 'তোমার ভয় করছে না, ওরা যদি ফিরে আসে?'

'ওরা ধরে নিয়েছে আমি মরে গেছি।'

পা থেকে টেনে নিজের বুট খসাল লারকিন, বাবার বিছানার কিনারে বসে তাকাল বইগুলোর দিকে। 'পড়েছ? অবশ্যি তোমার বয়েস কম।'

'আমি পারি পড়তে। তিন বছর বয়েসে আমার হাতেখড়ি হয়েছে।'

মাথা ঝোকাল বিল। 'হ্যাঁ, বাছা, পড়াশোনাটা চালিয়ে যেয়ো। এতে তোমার

উপকারই হবে। তোমার বাবাও বিদ্বান মানুষ ছিলেন। ঠিক আছে, পরের বার যখন আসব, আরও বই এনে দেবখন তোমাকে।'

সেবার প্রায় হপ্তাখানেক আমার সাথে কাটাল সে। কেক বিস্কুট এবং আরও কিছু সাধারণ খাবার বানাতে শেখাল আমাকে। সোনা খোঁজার কলাকৌশল, কীভাবে কী করতে হয়, এগুলোও বুঝিয়ে দিল ভাল করে।

যেদিন বিদায় নিল সে, আমি জানতাম না বহুকালের ভেতর আর দেখা পাওয়া যাবে না বিলের।

বারো

পরবর্তী দিনগুলোতে প্রায়ই ফ্র্যাঙ্গিসকোর সঙ্গে পাহাড়ে যেতাম আমি, মাঝে মাঝে ওর বাবা এবং অন্যান্য কাউইয়াদেরকেও সাথে নিতাম। রোজই নতুন কিছু শিখছিলাম আমি, আর যখন মরুভূমিতে যেতাম তখন লক্ষ করতাম কোন্ কোন্ ফল বা বীজ খাওয়ার জন্যে সংগ্রহ করা হয়েছে, আর বাদ পড়েছে কোন্‌গুলো।

এইভাবে দিন গড়িয়ে মাস, বছর ঘুরে গেল। বাসায় নিয়মিত পড়াশোনা করছি আমি, শব্দ শিখছি নিত্যনতুন; বাক্যে ওদের অবস্থান দেখে অর্থ বোঝার চেষ্টা করছি। একদিন হঠাৎ অপরিচিত এক ইন্ডিয়ান যুবক এসে আমাকে জানাল বেশকিছু ঘোড়সওয়ার আসছে এদিকে। আমি চট করে লুকিয়ে পড়লাম বালিয়াড়ির ভেতর, পথের ওপর নজর রাখলাম।

সন্দেহ নেই এতদিনে সবাই ধরে নিয়েছে আমি মারা গেছি। কিন্তু আমার দাদু সন্দেহপ্রবণ মানুষ, নিশ্চয় তাঁর কানে উড়োখবর পৌঁছেছে, কেউ একজন থাকে এই বাসায়। খানিক বাদে, ঘোড়সওয়াররা যখন ঢুকল উঠনে, চারদিক থেকে ওদের ঘিরে ফেলল কাউইয়ারা, প্রত্যেকেই সশস্ত্র, হাতে তীরধনুক নয়তো রাইফেল। নিমেষে, বিনা বাক্যব্যয়ে, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য পথ ধরল রাইডাররা, জানে যে কোন সময় বেধে যেতে পারে খণ্ডযুদ্ধ। কাউইয়ারা বহুদূর অবধি ধাওয়া করল ওদের, পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল, এখানে বাইরের কেউ আসে ইন্ডিয়ানদের সেটা কাম্য নয়।

মৃত্যুর সময় বাবা আমার জন্যে ছশো ডলার রেখে গিয়েছিলেন। সবই স্বর্ণমুদ্রায়। আমার খাবারদাবার যখন ফুরিয়ে এল, এবং বিল আর এল না, ছোট্ট বাক্সটা থেকে একটা মুদ্রা বের করে নিয়ে জিনিসপত্র কিনতে ইন্ডিয়ান পল্লীর একমাত্র দোকানটিতে গেলাম আমি।

দোকানি মুদ্রাটা নিল আমার কাছ থেকে, তারপর আশপাশে আর কেউ আছে কিনা চট করে একবার দেখে নিয়ে, গলা খাদে নামিয়ে আমাকে বলল: 'বাছা, তোমার কাছে যদি এরকম পয়সা আরও থেকে থাকে, ভুল করেও কারোকে জানতে দিয়ো না। বেশি জানাজানি হলে বিপদে পড়বে তুমি।'

মুদ্রাটা ওজন করল ও। 'তোমার সমস্ত জিনিস কিনেও কিছু টাকা বেঁচে যাবে এ থেকে। এটা বরং আমার কাছেই থাক, তোমার যখন যা প্রয়োজন এসে নিয়ে যেয়ো।

ফের যখন টাকা লাগবে, আমিই বলব তোমাকে।'

ওকে আমার দয়ালু লোক বলে মনে হলো। আবার এটাও ঠিক, আমি কারোকে বিশ্বাস করি না। তবে এক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছিল দোকানি, তাই আমি মেনে নিলাম ওর প্রস্তাব।

প্রায়শ একা, কখনও কখনও ফ্র্যান্সিসকোর সাথে, মরুভূমি নয়তো স্যান হ্যাকিন্টোস আর স্যান্টা রোসা পাহাড়ের গভীরে ঘুরতে যাই আমি। মাঝেসাঝে কোন ক্যানিয়নে ঢুকে সেখানে কাটিয়ে দিই দিনকতক।

একদিন একা রয়েছি বাসায়, হঠাৎ টের পেলাম একজন ঘোড়সওয়ার আসছে। সন্ধ্যার হাওয়া খেতে দরজা খুলে রেখেছিলাম আমি, তাই তড়িঘড়ি বাবার পিস্তলটা তুলে নিয়ে চলে গেলাম দোরগোড়ায়, দেয়ালের সাথে মিশে গিয়ে এক চোখে উঁকি দিলাম বাইরে।

ছেলেবেলা থেকেই ছোট-বড় নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র আমি চিনি। আমাকে শেখানো হয়েছে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় এসব জিনিস, সবসময় ধরে নিতে হয় গুলি ভরাই আছে। এরকম অসময়ে একজন ঘোড়সওয়ার আসা মানে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা, তবু অশ্বারোহীকে যখন চিনতে পারলাম আনন্দে আরেকটু হলেই হাত থেকে পিস্তলটা ফেলে দিচ্ছিলাম আমি।

লোকটা আর কেউ নয়—জর্জ বুশ।

বেল্টের পেছনে পিস্তল গুঁজে, বাইরে পা রাখলাম আমি। আমাকে দেখামাত্র হাসি ফুটল ওর মুখে। 'বেশ বড় হয়ে গেছ দেখছি। আমি নামলে আপত্তি আছে?'

'কেন থাকবে? চলুন, ভেতরে চলুন।'

একটা গাছের ডালে ঘোড়া বেঁধে রেখে, ঘরে এল বুশ, কোলের ওপর টুপি নিয়ে বসল চেয়ারে। পিস্তলটা নজরে পড়ল ওর।

'বিপদের আশঙ্কা করছিলে?'

'হ্যাঁ। ওরা আমার বাবাকে খুন করেছে।'

'শুনেছি। উনিও সাথে নিয়ে গেছেন একটাকে।'

'আরও নিতেন, কিন্তু আমাকে বাঁচাতে গিয়ে পারেননি।'

'স্বাভাবিক।'

'মিস্টার কেলসো কেমন আছেন?'

'শেষ যে-বার ওর খবর পাই, মাদার লোড অঞ্চলে একটা ক্রেইমে কাজ করছিল। হিউজ স্যান ডিয়েগোর দিকে র‍্যাঞ্চ খুলেছে।'

আবার আমাকে মাপল বুশ। 'তোমার রঙ একটু ময়লা হয়ে গেছে। বয়েস কত হলো এখন?'

'দশ।'

'আচ্ছা! দেখে কিন্তু পনেরো মনে হয়। তারপর, কেমন আছ...অসুবিধে হচ্ছে না একা থাকতে?'

'নাহ। তা ছাড়া কাউইয়াদের সাহায্য পাচ্ছি।'

এরপর ঘোড়া কোরালে তুলে রাখতে বাইরে গেল বুশ, আমি কফি বানালাম, বহুকাল পর চেনাজানা মানুষের দেখা পেয়ে আমার আনন্দ হচ্ছে। ও যখন ফিরে এল

আবার, মিস ডায়ানার খবর জানতে চাইলাম আমি।

স্মিত হাসল বুশ, জানাল মহিলা ভালই আছেন লস এঞ্জেলেসে। আমদানি-রফতানির কারবার খুলেছেন, জাহাজে করে বিদেশের মাল এনে নিজের দোকানে বিক্রি করেন, আবার দেশ থেকে পাঠান কাপড়চোপড়, ফার, চামড়া বা এই জাতীয় জিনিস। বুশ আর কেলসোর সঙ্গে যোগাযোগ আছে মহিলার, ওরা তাঁর ব্যবসা দেখাশোনা করে। 'এক কথায়,' হাসতে হাসতে বলল জর্জ, 'লস এঞ্জেলেসের অভিজাত সমাজে মিস ডায়ানার এখন যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি। পুরুষরা তাঁকে কাছে পাবার জন্যে ব্যাকুল, কিন্তু উনি কারোকে পাত্তা দেন না।'

'বাবা ঠিকই বলেছিলেন,' আমি বললাম, 'মহিলা বুদ্ধিমতি। আমারও বেশ পছন্দ তাঁকে।'

'সেজন্যেই তো এখানে আমার আসা,' কফিতে চুমুক দিয়ে বলল বুশ, 'মিস ডায়ানার ইচ্ছা তুমি লস এঞ্জেলেসে চলে এস। আমি তোমাকে নিতে এসেছি।'

লস এঞ্জেলেস?

'কিন্তু দাদু আছেন না?'

বুট খসাতে নিয়েছিল বুশ, থেমে গেল। 'কথাটা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ডায়ানাকে। তা উনি বললেন, তোমার দাদুর বিশ্বাস তুমি মারা গেছ।

'শহরে একটা বাড়ি আছে তাঁর, তবে বেশির ভাগ সময়ে তিনি নিজের জমিদারিতেই থাকেন। যদি কখনও আসেন, রাজার মত চালচলন হয় তাঁর, সাত-আটজন ভ্যাকুয়েরো থাকে সঙ্গে।'

পা থেকে বুট খসিয়ে মেঝেয় রাখল জর্জ। 'কেউ জানতে চাইলে মিস ডায়ানা বলবেন, তুমি ওঁর আত্মীয়, পুবে থাকতে। জাহাজের মালিক, ক্যাপ্টেনদের সাথে তাঁর ওঠাবসা। সহজেই বলতে পারবেন, ওদেরই কারও সঙ্গে তুমি এসেছ।'

হঠাৎ করেই, মিস ডায়ানাকে দেখতে দারুণ ইচ্ছে হলো আমার। মহিলা দয়ালু, দুদিনের পরিচয় হলেও বাবাকে উনি বুঝতে পেরেছিলেন। আমি জানি, বাবারও উঁচু ধারণা ছিল তাঁর সম্পর্কে।

তা ছাড়া, ডায়ানা বোকা নন। আমার মনে পড়ল পথে আমাদের ওপর ইন্ডিয়ানরা যখন চড়াও হয়, উনিও বন্দুক ধরেছিলেন। তারপর, সহসা উপলব্ধি করলাম, আমি একা—ভয়ঙ্কর একা।

'তোমার লেখাপড়ার ব্যাপারে ডায়ানা খুব চিন্তিত। বললেন, তোমার বাবাকে কথা দিয়েছিলেন তাঁর যদি কিছু হয়ে যায়, তোমাকে দেখবেন উনি।'

'এখানেই ভাল আছি আমি।'

'ইচ্ছে করলেই ফিরে আসতে পারবে যখন খুশি। শোন, ড্যান, তুমি ইন্ডিয়ান নও। এখন না হয় ভালই আছ, কিন্তু ভেবে দেখ বড় হয়ে কী করবে? তোমার বাবা শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। তাই সবখানেই যেতে পারতেন।

'তুমি ইন্ডিয়ান নও, আর এখানে সারাজীবন থাকলেও তা হতে পারবে না। তার চেয়ে লস এঞ্জেলেসে চল, মিস ডায়ানার সাথে কথা বল একবার। তারপর যদি ফিরে আসতে চাও, কেউ তোমাকে আটকাবে না।'

'এই বাড়িটা আমার পছন্দ। এখানকার কিছু কিছু জিনিস আমার বাবার ছিল।'

'এখানেই থাকবে ওগুলো। বুড়ো দোকানিকে বলে রাখব আমি, আর তোমার ইন্ডিয়ান বন্ধুরা তো আছেই।'

'ওরা আসে না এখানে। ভয় পায়।'

'ভয়? কীসের ভয়?'

'ওদের ধারণা এটা টাহ্‌কুইৎস্‌য়ের বাড়ি। এবং নিশ্চয় অলৌকিক কোন ক্ষমতা আছে আমার, সেজন্যেই এখনও পর্যন্ত কোনরকম বিপদে পড়িনি।'

টাহ্‌কুইৎস্‌য়ের কাহিনি জানত না বুশ, তাই আমি সামান্য যেটুকু জানি সেটাই বললাম ওকে। মন দিয়ে শুনল ও, তারপর বলল, 'আমি কিন্তু, বাছা, কুসংস্কার বলে হেলাফেলা করি না এসব জিনিসকে। আমার যেন মনে হয়, যা রটে তা কিছু বটে।' একটু থামল জর্জ। 'যাক, ভালই হলো তা হলে, তোমার মালপত্র নিরাপদেই থাকবে এখানে। একেবারে না নিলে নয়, কেবলমাত্র সেই জিনিসগুলোই সঙ্গে নেবে তুমি।

বিছানায় শুয়ে, পাশের কামরায় জর্জ বুশের নাক ডাকার আওয়াজ শুনছি আমি, আর ভাবছি লস এঞ্জেলেসের কথা। বহুকালের ভেতর কোন শহরে যাইনি, এত দীর্ঘ সময় যে আবছাভাবে শুধু স্যান্তা ফে-র কথাই মনে আছে। সেও ওখানে ছিলাম আমি প্রায় চার বছর আগে।

যখন সকাল হবে, একশোটা ডলার নিয়ে বাকি স্বর্ণমুদ্রাগুলো এখানেই লুকিয়ে রেখে যাব আমি। নিজের ঘোড়াটা সঙ্গে নেব, আর আমার পিস্তল আর রাইফেল। যখন ফেরার ইচ্ছে হবে, স্যাডলে চড়ে চলে এলেই হলো। দুর্গম অঞ্চল পাড়ি দেয়া এখন আর নতুন কোন ঘটনা নয়।

রাইফেলটা স্ক্যাবার্ডে তুলে রাখছি আমি এমন সময় ফ্র্যান্সিসকো হাজির হলো। 'চলে যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'লস এঞ্জেলেসে,' বললাম, ঈষৎ গর্বের সুরে।

'অনেক দূর,' বলল ও।

'পাঁচ...ছয় দিনও লাগতে পারে। ঠিক জানি না।'

'আমার বাবা একবার গিয়েছিলেন। অনেক বড় বড় বাড়ি আছে।'

'স্বাভাবিক।'

'তুমি আর ফিরে আসবে না।'

'এটাই আমার বাড়ি, এই বাসা। আমার বাবার কবর এখানে। আমি আসব ফিরে।'

'আসবে না, আমি জানি।' ওর মুখ গম্ভীর।

'ফ্র্যান্সিসকো, তুমি আমার বন্ধু। চিরকাল তাই থাকবে। আমি ঠিকই ফিরে আসব, বাবার জিনিসগুলো রেখে যাচ্ছি। বইপত্তরও।'

'তাই!' ফ্র্যান্সিসকো জানে বইয়ের কদর আমার কাছে কত। 'তা হলে বোধহয় তুমি আসবে ফিরে।'

স্যান হ্যাকিন্টো আর স্যান গরগনিয়ো গিরিশৃঙ্গে চুমু খাচ্ছে সূর্য এই সময়ে রওনা হলাম আমরা। যে-গিরিপথ ধরে এগোচ্ছি সেটা এই দুই চূড়ার মাঝ দিয়ে চলে গেছে,

এখনও অন্ধকার।

প্রথম চড়াইটার মাথায় উঠে পেছনে তাকালাম আমি, ছড়ানো-ছিটানো পাম আর মেসকিট ঝোপ, গুটিকতক কুঁড়ে আর দোকানের ছাতটা চোখে পড়ল। আমার বাড়িটা ঢাকা পড়েছে বালিয়াড়ির আড়ালে।

চাইনো ক্যানিয়নের মুখে লিনিং রককেও দেখতে পেলাম। কে যেন এর নাম দিয়েছে কলিং রক। ইন্ডিয়ান প্রবাদ, কেউ যদি বাইরে থাকে কলিং রক তাকে ডাকে ফিরে আসতে। আবার এও শোনা যায়, চলে যাওয়ার সময় পেছন ফিরলে কেউ যদি দেখতে পায় এই পাহাড়টাকে, ফিরে সে আসবেই। আমি ওদিকে চেয়ে রইলাম দীর্ঘক্ষণ, কারণ আমি ফিরতেই চাই। ফ্র্যান্সিসকো আছে ওখানে, ও আমার বন্ধু।

জর্জ সাবধান করল আমাকে। 'শোন, কারোকে বলবে না তুমি মরুভূমি থেকে এসেছ। এমনকী এর উল্লেখ পর্যন্ত করবে না। কেউ যদি তোমার আসল পরিচয় জানতে পায়, তুমি বিপদে পড়বে। বুঝেছ?'

'মনে থাকবে।' কয়েক কদম এগোনোর পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, লস এঞ্জেলেসে তো আমার কোন বন্ধু নেই...কথা বলব কার সাথে?'

'নতুন নতুন বন্ধু করে নেবে। তা ছাড়া মিস ডায়ানা আছেন। আমি আছি,..আমিও তোমার বন্ধু।'

নীরবে এগিয়ে চললাম আমরা। আমি ভাবনার সাগরে ডুব দিয়েছি। বাবা আমাকে গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াড আর ওডিসি-র গল্প শুনিয়েছেন। তিনি বলতেন মানুষকে সৃষ্টির প্রেরণা জোগাতে এসব কাহিনির দরকার হয়, এগুলো না থাকলে বহু আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত মানবসভ্যতা। মানুষ শান্তি খোঁজে, কিন্তু তা প্রতিষ্ঠার জন্যে তাকে শক্তি জোগায় তার শত্রু। নিরলস সংগ্রামের মাঝ দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে সে, শত্রুকে বাধ্য করে শান্তি প্রতিষ্ঠায়।

বাবা আরও বলতেন, 'আমার ছেলের জন্যে একটা জিনিসই রেখে যাব আমি—ভাষা আর সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা। সেইসব কবি আর মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা যাঁরা আমাদের মনের কথা বলেছেন।' বাবা 'আমাদের মনের কথা' বলতে মানবসভ্যতার কথা বোঝাতেন। তিনি মনে করতেন মানুষকে বড় হতে হলে ঐতিহ্যের সহায়তা প্রয়োজন হয়, আর মানুষ তার এই ঐতিহ্যকে খুঁজে পাবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মাঝে। কারণ মানুষ মাত্রেই যাযাবর, নানা সময়ে নানা দেশে পাড়ি জমিয়েছে সে—মেলামেশা করেছে অন্য জাতির লোকেদের সঙ্গে। আর এই মেলামেশার ভেতর দিয়েই গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা।

তা হলে, ভাবলাম আমি, লস এঞ্জেলেসের উদ্দেশে আমার এই যাত্রাও কি গ্রীক বীরদের সমুদ্র অভিযানের মতই মহান? এটাও কি কোন মহাকাব্যের অংশ হবে? যদি হয়, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে ধুলো খাওয়ার শামিল! আমি মনেপ্রাণে চাইছি জর্জ এখন বিশ্রাম দিক ঘোড়াগুলোকে, কারণ আমার ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। তবু, বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে পেছন ফিরে যখন একবার পর্বতমালা আর পাইন বন দেখতে পেলাম, আমার চোখ জুড়িয়ে গেল।

আর কিছু না হোক, ভাবলাম, বাবা এসব জিনিস দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন আমাকে, এতেই আমি ধন্য।

সেই রাতে, ক্যাম্পফায়ারের ধারে আমাকে সাবধান করল বুশ। 'বেশিকিছু আশা কর না। জায়গাটা মোটামুটি স্যান্তা ফে-র মতই। তবে মিস ডায়ানার বিশ্বাস, খুব শিগগিরই লস এঞ্জেলেস এ-দেশের সবচেয়ে বড় শহরগুলোর একটা হতে যাচ্ছে। আর ওই মহিলাও দারুণ বুদ্ধি ধরেন। তুমি সবসময় দেখবে কীভাবে কাজ করেন উনি। কোন সমস্যায় পড়লে পরামর্শ নেবে তাঁর। দেখবে, আর কোন অসুবিধে থাকছে না তোমার।'

কিন্তু আমি তখন মিস ডায়ানার কথা ভাবছিলাম না, বাবার কথাও নয়; আমি ভাবছিলাম পশ্চিমের অজানা দেশে যাওয়ায় যে-আনন্দ তার কথা।

তারপর হঠাৎ করেই শিউরে উঠলাম। লস এঞ্জেলেস নামের উষ্ণ রোদেলা শহরটার কথা ভুলে গেলাম। আমার চোখে তখন ভাসছে দাদুর মুখ, যিনি খুন করিয়েছেন আমার বাবাকে, আর সৃষ্টি করছেন প্রচণ্ড একটা ভীতির যার ভেতর বাস করছি আমি।

তেরো

লস এঞ্জেলেসে পৌঁছে সরাসরি শহরে ঢুকলাম না আমরা, জাহাজ-ঘাটায় চলে গেলাম। জর্জ বলল এখানে রাত কাটিয়ে তারপর মিস ডায়ানার বাসায় যাব আমরা। এক জাহাজের ক্যাপ্টেনের সাথে আমার আলাপ করিয়ে দিল সে, কেউ জানতে চাইলে বলা হবে এঁর জাহাজে চড়েই বেডফোর্ড থেকে আমি আসছি। কথা প্রসঙ্গে জানলাম ক্যাপ্টেন আমার পিতামহকে চিনতেন, একসময় একই জাহাজে কাজ করেছেন দুজন। সমুদ্র আর দেশ-বিদেশ সম্পর্কে আমার কৌতূহল দেখে ক্যাপ্টেন আমাকে তাঁর জাহাজে কাজ দিতে চাইলেন। কিন্তু আমি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করলাম। বললাম, আপাতত আমি মিস ডায়ানার কাছেই থাকব। তবে ক্যাপ্টেনের প্রস্তাবের কথা আমার মনে থাকবে, যদি কখনও অবস্থা তেমন বুঝি, আর সেসময় কাছেপিঠে থাকেন তিনি, আমি চলে আসব তাঁর কাছে।

মিস ডায়ানারও প্রশংসা করলেন ক্যাপ্টেন। বললেন, মহিলা কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের বাড়া। এই যে বিদেশের সাথে কারবার করছেন, খুব কম পুরুষই তা করতে পারবে এভাবে।

পরদিন সকালে তাঁর থেকে একটা খাড়া ট্রেইল ধরে রওনা হলাম আমরা। যখন চড়াইয়ের মাথায় পৌঁছুলাম, তখন দেখলাম আরেকটা জাহাজ ঢুকছে উপকূলে।

'শোন,' বলল বুশ, 'তোমাকে আগেভাগে বলে রাখছি, মিস ডায়ানা কী ধরনের ব্যবসা করেন এসব যদি কেউ তোমার কাছে জানতে চায় কখনও, তুমি কিছু বলবে না। লস এঞ্জেলেসের মানুষরা একটু সেকেলে। মেয়েদের ব্যবসা করাটা তেমন ভাল নজরে দেখে না।'

'কেন, কেউ জানে না?'

'জানে। দু-চারজন। ভন আবেল স্টার্নস জানেন। সম্ভবত এখানকার সবচেয়ে

ধনী লোক উনি। প্রচুর জায়গা-জমি আছে। আরও কয়েকজন জানে...সবাই পুরুষ।'

সামনেই গাছপালা রয়েছে কিছু, আর এর বাঁয়ে নিবিড় জঙ্গল। স্ক্রাব ওক আর সাইকামোর গাছ মিলেমিশে আছে। ট্রেইলটা এই জঙ্গলের পাশ দিয়ে ঘুরে এগিয়েছে।

'ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রচুর ভালুক আছে,' বলল জর্জ, 'ভীষণ হিংস্র হয়, ভয়-ডর কাকে বলে জানে না।'

বাদামি ঘাস আর ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। অদূরে নিচু একটা দালান চোখে পড়ল, রোদে-পোড়া ইটের তৈরি, কোরাল আর লম্বা একচালাও আছে। দালানের ছাদটা লাল টালির।

'ওই টালিগুলো দেখেছ? ইন্ডিয়ানদের তৈরি। মিশনারিদের কাছ থেকে শিখেছিল। সেসব মিশনও এখন আর নেই, ইন্ডিয়ানরাও অধিকাংশই ফিরে গেছে পাহাড়ে। ফলে এসব টালি আজকাল আর পাওয়া যায় না।'

'লস এঞ্জেলেস শহরটা কত বড়?'

'তা পনেরোশো থেকে দুহাজার বর্গমাইলের মত হবে। বছর কয়েক আগে, আঠারোশো ছত্রিশ-এ, আদমশুমারি হয়েছিল একটা। প্রায় হাজার আড়াই লোক বাস করত তখন। তার মধ্যে পাঁচশোর বেশি ছিল ইন্ডিয়ান।'

ফটকের ভেতর ঘোড়া ঢুকিয়ে হিচ রেইলের সামনে রাশ টানল বুশ। 'আমি এসব ব্যাপারে তেমন মাথা ঘামাই না, কিন্তু মিস ডায়ানা, উনি খুঁটিনাটি সবকিছু জানতে চান।'

ঘোড়া থেকে নামল জর্জ। 'এস, ড্যান। এখানকার লোকেরা নাস্তা করে বেলা দশটায়, সাধারণত, আর ডিনার তিনটায়। মাঝে-সাঝে সাপার করে ওরা, তবে বেশির ভাগ সময়ই খায় না।

'এ-বাসার সবাইকে চিনি আমি। পাবলো সম্ভবত নেই এখন। যানজায় কাজ করে ও। মানে শহরের মাঝ দিয়ে যে-সেচখালটা চলে গেছে সেখানে। ইসাবেল...ওর বউ...মেক্সিক্যান মেয়ে। পাবলো ক্যালিফোর্নিয়।

'চল, ভেতরে যাওয়া যাক। বাইরের কেউ এলে ইসাবেল তাদের খাওয়ায়। রোজগারপাতি, তা প্রায় পাবলোর সমানই হবে। বেশিও হতে পারে।'

ওপরে টালি, নীচে পাথরের মেঝে, ফলে ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। তিনটে টেবিল আর বেঞ্চি রয়েছে। আমরা ভেতরে ঢুকতেই একজন তরুণী এগিয়ে এল। সুন্দরী, চোখজোড়া ডাগর কালো।

'সিনর! তুমি তো এদিকে আসা ছেড়েই দিয়েছ প্রায়। একটু বস। বিশেষ কিছু নেই, তবে...'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ও, অল্পক্ষণের ভেতর ফিরে এল গরম চকোলেট আর কিছু টর্টিয়া নিয়ে। 'দাঁড়াও! তুমি কোয়েসাডিয়া পছন্দ করতে, সিনর...আছে...এনে দিচ্ছি।' থামল মেয়েটা, আমার দিকে তাকাল। 'আর তুমি? তুমি কী নেবে?'

'একটা কিছু দিলেই হলো,' বললাম আমি, অস্বস্তি বোধ করছি। মেয়েদের সাথে কথা বলার অভ্যেস নেই বলে।

'গরম চকোলেটটা আসলেই বেশ গরম, খেতেও স্বাদু। এর আগেও একবার চকোলেট খেয়েছি আমি, তবে এর কাছে সেটা লাগে না।

ইসাবেল যখন ফিরে এল কোয়েসাডিয়া হাতে তখন জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কালাপানি থেকে আসছ?'

'ও আসছে–' হাত ইশারায় আমাকে দেখাল বুশ। 'আমার সাথে জাহাজঘাটায় দেখা হয়েছে। এখন থেকে লস এঞ্জেলেসেই থাকবে, পড়াশুনো করবে স্কুলে।'

'তাই? তোমার বাবা-মা আছেন এখানে?'

মাথা নাড়ালাম আমি।

'মিস ডায়ানা ওদের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। উনিই আমাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে ওকে নিয়ে যেতে।'

'মিস ডায়ানা দয়ালু মহিলা,' ইসাবেল বলল। 'তবে এখনও যে বিয়ে করেননি এটাই আশ্চর্য।'

চোদ্দতেই একরকম বিয়ে-থা করে ফেলে ক্যালিফোর্নিয়রা, তাদের কাছে ত্রিশ বছরের অবিবাহিত একজন মহিলাকে হেঁয়ালি মনে হবে বৈকি! শুধু শুধু অঢেল প্রেমের বই পড়িনি আমি। কোয়েসাডিয়ায় কামড় বসাতে বসাতে বললাম, 'ওঁর মনের মানুষ মারা গেছেন...খুনও হয়ে থাকতে পারেন। আমি ঠিক জানি না।'

নিমেষে দরদে উথলে উঠল ইসাবেল। ভাঙা হৃদয়ের বেদনা স্প্যানিশদের চেয়ে ভাল আর কে বুঝবে? 'ওহ্! বুঝেছি! তখন নিশ্চয় ওর বয়েস অনেক কম ছিল?'

'প্রেম করতেন,' গম্ভীর গলায় বললাম আমি। 'দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন ভদ্রলোক। এখনও তাঁর কথাই ভাবেন উনি।'

ইসাবেল যখন রান্নাঘরে গেল, জর্জ চোখের কোণে তাকাল আমার দিকে, মৃদু সুরে বলল, 'আমি কিন্তু জানতাম না এটা।'

'আমিও না,' বললাম। 'তবে এই কাহিনিটাই চালু হয়ে যাবে এখন। আর মিস ডায়ানাও বাঁচবেন ওদের অহেতুক কৌতূহল থেকে।'

মুচকি হাসল বুশ। 'মানতেই হবে, এ-বয়সেই তুমি বেশ চালু। তোমার হবে, বাছা।'

শহরে পৌঁছুলাম আমরা সন্ধ্যে নাগাদ। প্রশস্ত সমতল একটা প্রান্তরে অবস্থিত লস এঞ্জেলেস শহর, এর উত্তরে নিচু এক সারি পাহাড়; আর পুবে আকাশছোঁয়া পর্বতমালা। শহরের গা ঘেঁষেই নদী, এ ছাড়া আঙুর বাগান আর হরেক রকমের গাছপালা। খোদ শহরে, রাস্তাঘাটগুলো পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি। অধিকাংশ ঘরবাড়ি রোদে-পোড়া ইটের তৈরি, সমান নিচু ছাত। অবশ্যি এখানে-সেখানে বড় বাড়িও আছে দু-চারটে, দোতলা। সরকারি ভবন রয়েছে একটা, আর আছে গির্জা।

পেছনের রাস্তা হয়ে উইলো-ঘেরা চমৎকার একটা বাসায় আমাকে নিয়ে এল জর্জ বুশ। এর কাছ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যানজা বা সেচখাল। এ-বাড়িটাও এডৌব, ছাত লাল টালির। দেখে মনে হলো অন্যগুলোর তুলনায় এটার গাঁথুনি মজবুত। বাসার পেছনে কোরাল, সেখানে ঘোড়া রয়েছে কিছু।

'ড্যান, তুমি গিয়ে দরজায় নক কর। মিস ডায়ানা এতক্ষণে নিশ্চয় উতলা হয়ে উঠেছেন তোমাকে দেখার জন্যে। আমি তুলে রাখছি ঘোড়া।'

দ্বিধায় পড়লাম আমি, দাঁড়িয়ে রইলাম উঠনে, হাত দিয়ে ঝেড়ে কাপড়চোপড় পরিপাটি করার চেষ্টা করছি। পোর্চের ওপরে নিচু ছাদ রয়েছে। একটা বেঞ্চি আর

দোলনা চেয়ার রাখা আছে ওখানে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম আমি, নক করতে হাত তুলছি এই সময়ে খুলে গেল দরজা, সামনেই একটি মেক্সিক্যান মেয়ে দাঁড়িয়ে।

ইশারায় আমাকে ভেতরে আসতে বলে পিছু হঠল সে, মিস ডায়ানা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। 'ড্যান! কদ্দিন পর দেখা! এস, ভেতরে এস!'

লজ্জায় লাল হলাম আমি, দেহের ভর বদল করলাম এক পা থেকে অন্য পায়ে। 'আপনি কেমন আছেন, ম্যাম?' জিজ্ঞেস করলাম।

'দাঁড়িয়ে কেন...বস, ড্যান। তোমার সব ঘটনা খুলে বল আমাকে।'

বসলাম আমি, একেএকে খুলে বললাম সবকিছু। এর মাঝে মেক্সিক্যান মেয়েটি গরম চকোলেট দিয়ে গেল, আমি পান করলাম।

আমার কথা যখন শেষ হলো, মিস ডায়ানা বললেন, 'তোমাকে খুব সাবধান থাকতে হবে, ড্যান। তোমার দাদু অত্যন্ত প্রভাবশালী মানুষ। ধনীও বটে। এখানকার লোকজনের সাথে বড় একটা মেশেন না, বিশেষ করে অ্যাংলোদের সঙ্গে। তবে যদি কিছু জানতে চান, সব খবরই তাঁর কানে পৌঁছয়। আমাদের সুবিধে একটাই: সাধারণত কিছু জানতে চান না তিনি।'

আচমকা উঠে দাঁড়ালেন মিস ডায়ানা। 'অনেক রাত হলো, তোমার বিশ্রাম দরকার। কাল তোমার জন্যে একজন শিক্ষকের ব্যবস্থা করব আমি।' আমার কপালে চুমু খেলেন তিনি। বললেন, 'আজ তা হলে এ-পর্যন্তই...আসি...শুভরাত্রি।'

চলে যেতে উদ্যত হয়েছেন ডায়ানা এমন সময়ে ত্রস্ত পায়ে মেক্সিক্যান পরিচারিকাটি ঢুকল ঘরে। 'সিনরিটা?'

'বল?'

'একটা লোক, রাস্তার ওপাশের উইলো ঝোপের ভেতর লুকিয়ে আছে। নজর রাখছে এ-বাসার ওপর।'

'আচ্ছা। তুমি এখন যাও, ধন্যবাদ।' আমার দিকে ফিরলেন তিনি। 'তুমি নিশ্চয় ভয় পাচ্ছ না, ড্যান?'

'না, ম্যাম।'

স্মিত হাসলেন ডায়ানা। 'বেশ। আমিও পাচ্ছি না।'

চোদ্দ

মিস ডায়ানার আভিজাত্যই ছিল আলাদা। কখনও চড়া স্বরে তাঁকে কথা বলতে দেখিনি আমি, অশালীন কোন অঙ্গভঙ্গি করতেও নয়। তাঁর পোশাক-আশাক ছিল সাদামাঠা, ধূসর অথবা বাদামি, হালকা শেডের। যখন বাইরে যেতেন কোথাও, সর্বদা ছোট্ট একটা ছাতা থাকত তাঁর হাতে। প্রায়শ হাসতেন তিনি, তবে এর রকমফের ছিল, আমি সেগুলো বুঝতে শিখেছিলাম।

তিনি কে বা কী ছিলেন বলেননি কখনও, কিংবা জীবনের কাছে তাঁর কী প্রত্যাশা বা নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কী ভাবেন সে-ব্যাপারেও নিশ্চুপ থাকতেন বরাবর। যখন

ক্যালিফোর্নিয়ায় এসেছিলেন, টাকাপয়সা সামান্যই ছিল তাঁর কাছে। লোকে যা ভাবে তার চেয়ে অনেক কম, যদিও এর পরিমাণ ঠিক কত ছিল আমি জানি না, তবে আমার বিশ্বাস অন্যদের চেয়ে বেশি জানি আমি। অনেক, অনেক কম টাকা।

মানুষের সাথে সহজে মিশতে পারতেন মহিলা, আর ওরাও পছন্দ করত তাঁকে। অন্যের বিপদে, সর্বদা হাসিমুখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন তিনি, আর কখন কী করতে হবে তাও বুঝে যেতেন কীভাবে যেন। ফলে পরিস্থিতির হাল সবসময় তাঁর হাতেই থাকত, অথচ হাবভাবে বোঝা যেত না সেটা, এতই দক্ষ ছিলেন নিজের কাজে।

তাঁর, বাবা যাকে বলতেন সুশৃঙ্খল মন সেটি ছিল। অর্থাৎ, ধীরস্থির। প্রত্যেকটা সমস্যাকে বিচার করতে পারতেন আলাদা আলাদাভাবে, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি, সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন চট করে। একজন উঁচুদরের সফল জুয়াড়ি হতে গেলে যেসব গুণ থাকা দরকার, মিস ডায়ানার মাঝে তার সবই ছিল। বলতে কী, একসময় তাই ছিলেন মহিলা।

বেশ লম্বা ছিলেন তিনি। এমনকী আমি যখন গায়েগতরে পুরোপুরি বেড়ে উঠলাম তখনও লম্বা দেখাত তাঁকে। পুরুষ মাত্রেই আগ্রহ বোধ করত তাঁর প্রতি, এবং ওরা সবাই তাঁকে সমীহ করত। আমার বিশ্বাস শুরুতে অনেকেই বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল তাঁকে, এদের ভেতর বিত্তশালী ক্ষমতাবান লোকজনও ছিল। তবে এসব কথা আমি মেয়েরা আড্ডায় শুনেছিলাম, মিস ডায়ানার কাছে যেসব মেয়ে কাজ করত তাদের কাছে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় বেতন খুব কম ছিল সেকালে, তবু একেকবারে কখনোই একজনের বেশি মেয়েকে চাকরি দেননি তিনি। এবং তাও অনেক বাজিয়ে নিয়ে। আমাদের জর্জ বুশও মিস ডায়ানার একজন কর্মচারী ছিল, মাসে বেতন পঁচিশ ডলার।

'কী করতে হবে আমাকে?' চাকরি নেয়ার সময় বুশ শুধিয়েছিল।

'আপনার যা খুশি করতে পারেন, তবে আমি ডাকলেই যেন পাই, এবং প্রায়ই আপনার ডাক পড়বে। সবচেয়ে বড় কথা,' নানা কথার পর যোগ করেছিলেন মিস ডায়ানা, 'আমি এমন মানুষ চাইছি যে বেশি কথা বলে না। আমি চাই আমাদের ব্যবসা সম্পর্কে আপনি কারোকে কিছু বলবেন না, আবার এমন ব্যবহারও করবেন না যাতে লোকের মনে সন্দেহ জাগে।'

এই বুশই আমাকে জানায় লস এঞ্জেলেসের সমস্ত ঘটনা মিস ডায়ানার নখদর্পণে। চামড়ার ব্যবসায় লাভ হওয়াতে তিনি এখন পুরোপুরি ঝুঁকে পড়েছেন এদিকে। তবে প্রকাশ্যে নয়, জর্জ এই ব্যবসাটা দেখাশোনা করে, তাঁর হয়ে।

আমি যখন আসি মরুভূমি থেকে ততদিনে গুদাম হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে পুরনো একটা বাড়িও কিনে ফেলেছিলেন মিস ডায়ানা। এ ছাড়া শহরের উপকণ্ঠে কয়েক একর জমি ছিল তাঁর। এসব জায়গায় তিনি কমলা আর আঙুর গাছ লাগিয়েছিলেন।

মিস ডায়ানার কাছে যেদিন এলাম আমি তার পরদিন সকালে আমাকে একটা খবরকাগজ দিয়ে পড়ে শোনাতে বললেন তিনি। যখন অনেকটা পড়া হয়ে গেল, আমরা নানান বিষয়ে গল্প করলাম। একগাদা প্রশ্ন করলেন মহিলা, বেশির ভাগই

মজার, মানুষজন, তাদের পোশাক-আশাক, ঘোড়া এগুলো সম্পর্কে। এর পরের কয়েকটা দিন অনেক আলাপ করলাম আমরা, আইভানহো, রবিনসন ক্রুসো, রবিনহুড এদের নিয়ে। এসব গল্প আমার জানা, নিজে পড়েছি আবার বাবাও বলেছেন কিছু কিছু।

আজ বুঝতে পারছি, সেদিন তিনি আসলে আমার জ্ঞানের পরিধি বিচার করছিলেন। যদি সত্যিই জ্ঞান বলা যায় একে।

'টমাস গ্রে-কে মনে পড়ে তোমার?' কথায় কথায় একদিন জিজ্ঞেস করলেন ডায়ানা।

'পড়ে, ম্যাম। আমরা যখন পশ্চিমে আসছিলাম, ওই ভদ্রলোক নোটবুকে কী-সব লিখছিলেন।'

'ঠিক। উনি এখন এ-শহরেই আছেন। ছোটখাট স্কুল খুলেছেন একটা। আমি ভাবছি ওঁর কাছেই পাঠাব তোমাকে। জানি ঝুঁকি আছে এতে, উনি তোমার আসল পরিচয় জানেন, তবু ঝুঁকিটা আমাদের নিতে হবে। কারণ, আমার বিশ্বাস, উনি একজন ভাল শিক্ষক হতে পারবেন তোমার জন্যে।'

'হ্যাঁ, ম্যাম।' চকিতে আরেকটা কথা মনে পড়ল আমার। 'আচ্ছা, মিস্টার ভ্যালেটা এখন কোথায়?'

ঈষৎ ভাবান্তর হলো মিস ডায়ানার চেহারায়। 'এখানেই আছে। মাঝেসাঝে দেখি রাস্তায়। তবে প্রায়ই স্যান ফ্র্যান্সিসকোয় চলে যায়।'

'ওকে আমার পছন্দ হয়নি।'

'আমারও না। এখনও পছন্দ করি না। পাঁড় জুয়াড়ি। ওকে এড়িয়ে চলবে, ড্যান।'

পরে, যখন একা হলাম আমরা, ভ্যালেটার কথা জিজ্ঞেস করলাম বুশকে। সেও মিস ডায়ানার বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করল।

একটা ব্যাপার আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না, আমাদের বাসার ওপর কেউ একজন নজর রাখছিল কেন? এর সাথে কি আমার কোন সম্পর্ক রয়েছে? নাকি মিস ডায়ানার সাথে আছে? যদি দ্বিতীয়টাই ঠিক হয়ে থাকে, তা হলে কে এই মিস ডায়ানা? কেন আমাকে মানুষ করতে চাইছেন তিনি?

দয়ালু বলে? আমার বাবাকে শ্রদ্ধা করতেন তাই? নাকি একজন সঙ্গী চান বলে? কিংবা অন্যকিছু যা আমি জানি না?

গল্পের বই পড়লে মানুষ কৌতূহলী হয়ে ওঠে, প্রতিটি ঘটনার পেছনে যেসব কারণ লুকিয়ে থাকে সেগুলো জানতে চায়। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমি বুঝতে পারলাম না আমার মত একটা বাচ্চা ছেলে কীভাবে কাজে আসতে পারে তাঁর, বরং আমার জন্যে তিনি বিপদে পড়তে পারেন এ-সম্ভাবনাই বেশি।

আজ স্কুলে ভর্তি হয়ে যাচ্ছি আমি। আমাদের স্কুলঘরটা লম্বা আর নিচু। একদিকে দুটো জানালা, দাঁড়ালে যানজার ওপাশে ফলমূলের বাগান দেখা যায়। আরেক দিকে একটা জানালা, ওখান থেকে চোখে পড়ে পরিত্যক্ত একটা কোরাল। কামরার ভেতরে আছে দুটো টেবিল আর চারটে বেঞ্চি।

শেষপ্রান্তে ছোট্ট একটা টেবিল আর চেয়ার, মিস্টার টম্যাস গ্রে বসেন ওখানে। আমরা ক্লাসরুমে ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'মিস ডায়ানা? কী সৌভাগ্য! আর এ হচ্ছে ড্যানিয়েল—?

'ডিফো,' রবিনসন ক্রুসো লেখকের নামটা বললেন ডায়ানা। 'ড্যানিয়েল ডিফো। আমার বিশ্বাস ওকে পড়িয়ে আপনি আনন্দ পাবেন।'

'নিশ্চয়। রোজ চারঘন্টা করে ক্লাস হয় আমাদের এখানে। বোঝেনই তো, ম্যাম, আমাকে আরও কিছু করতে হয়।'

'বেশ তো। তা এ-মুহূর্তে কজন ছাত্র-ছাত্রী আছে আপনার?'

'মোটে পাঁচ। তিনটে মেয়ে আর দুটো ছেলে। ড্যান হবে ষষ্ঠ।'

'আচ্ছা। তা হলে কাল থেকেই?'

'সকাল আটটায়...এই ঘরে।'

এরপর বেরিয়ে এলাম আমরা। মিস্টার গ্রে স্কুলের গেট অবধি আমাদের এগিয়ে দিলেন। রাস্তার এক কিনার ধরে হাঁটতে লাগলাম আমি আর মিস ডায়ানা। কোথাও কোথাও ফুটপাত আছে, কাঠের, তবে অধিকাংশ জায়গায় নেই। যেসব জায়গায় কাদা বা পানি জমে আছে, হাঁটার সুবিধের জন্যে সেখানে পাথর বিছিয়ে দেয়া হয়েছে।

মিস ডায়ানার বইয়ের দোকানটা ছোট, একটা জেনারেল স্টোর আর স্যাডল শপের মাঝখানে অবস্থিত। শেলফে বইপত্তর বিশেষ নেই। কিছু খবরকাগজ আর ম্যাগাজিন রয়েছে।

'শিগগিরই এসে পড়বে নতুন বই,' বললেন তিনি। 'অর্ডার দেয়া আছে।' টুপি খুলে ছাতার পাশে তিনি রাখলেন ওটা। 'তুমি কিন্তু আমাকে এখানে সাহায্য করতে পার, ড্যান। ঘুরেফিরে দেখবে কী কী আছে আমাদের—বা কী লাগবে।'

'আপনি বই বিক্রি করেন?'

'নিশ্চয়ই। আবার রিডিংরুম হিসেবেও ব্যবহার হয় এটা। খবরকাগজ পড়তে আসে লোকজন; ব্যবসা, রাজনীতি এগুলোর আলাপ করে। কান খোলা রাখলে প্রয়োজনীয় অনেক কিছু শিখতে পারে মানুষ।

'তা ছাড়া যারা আমার সাথে দেখা করতে চায় তারাও আসে এখানে। অবশ্যি মূলত মিস্টার বুশই আমার ব্যবসা দেখাশোনা করেন।' চকিতে দুষ্টু হাসির ঝিলিক খেলে গেল তাঁর চোখে। 'হাজার হলেও, আমি মেয়েমানুষ, ব্যবসা-রাজনীতির কী বুঝি?'

'থাক, আমার কাছে আর লুকোতে হবে না আপনার,' একগাল হেসে, প্রতিবাদ করলাম আমি। 'একদিন আমি ঠিকই বড় হব, তখন জানব কী করেন আপনি।'

'ততদিনে যেটি করার তা হয়ে যাবে, ড্যান। তবে আপাতত চোখকান খোলা রাখবে সবসময়, শিখবে, আর কথা বলবে না বেশি। একটা জিনিস মনে রেখ, বড় হয়ে তুমি যা-ই হও না কেন, বেঁচে থাকার জন্যে কাজ তোমাকে করতেই হবে। এটাই দুনিয়ার রীতি, ড্যান। তাই যা পার এইবেলা শিখে নাও।'

'আচ্ছা, আমার দাদু আসেন না আপনার দোকানে?'

'উনি পড়াশুনো করেন না। ইচ্ছে করলেই পারেন, কিন্তু করেন না। কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের স্বভাবই এরকম, ভাবে একবার বড় হয়ে গেলে বই থেকে আর

কিছু শেখার থাকে না।'

দরজায় দাঁড়ালেই, রাস্তায় লোক চলাচল দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। এখানে-সেখানে খুচরা বিক্রেতাদের হাট বসেছে। সূর্যাস্তের পর দোকান বন্ধ করলাম আমরা, বাসার দিকে এগোলাম। পথঘাট প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে তখন, অধিকাংশ লোকজন নিজেদের বাড়ি ফিরে গেছে।

এক লোক এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে, টুপি খুলে অভিবাদন জানাল মিস ডায়ানাকে, বলল তারা একটা ফ্যানডাংগোর আয়োজন করছে, মিস ডায়ানার সময় হবে কিনা যোগ দেয়ার। লোকটা যখন চলে গেল, ডায়ানা বললেন, 'উনি সিনর লিউগো। এখানকার এক বনেদি পরিবারের মানুষ, অনেক জমিজমা আছে। তোমার দাদুকে চেনেন ভদ্রলোক।'

'বন্ধু?'

'না। আমার তা মনে হয় না। তোমার দাদু কারও সাথে বন্ধুত্ব করেন না, করার আগ্রহও নেই। সবাই তাঁকে চেনে, সমীহ করে, ভয় পায়—ব্যস, এই পর্যন্ত।'

'মায়ের কাছে শুনেছি দাদু অনেকদিন আগে স্পেন থেকে এসেছেন এখানে। মা তখন খুব ছোট ছিলেন। রাজা জমি দিয়েছিলেন তাঁকে। শুনেছি, স্পেনে দাদুর বেশ ক্ষমতা ছিল, টাকাপয়সাও।'

'কিন্তু আমার কী মনে হয় জান, উনি ক্যালিফোর্নিয়ায় এসেছেন কেন? তাঁকে দেখে মনে হয় না তিনি অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষ, আর স্পেনে যদি মজবুত অবস্থানই ছিল, তা হলে সাত-সমুদ্দুর পেরিয়ে এই অখ্যাত জায়গায় এসে পড়ে আছেন কোন্ দুঃখে?'

মা আর বাবাও আলাপ করতেন এ-ব্যাপারে, তাঁদের কাছেও একটা ধাঁধার মত ছিল বিষয়টা।

'তোমার মা-ই কি একমাত্র সন্তান ছিলেন?'

'জানি না। তবে মনে হয়...নাহ্, ঠিক মনে নেই আমার।'

তবু কী-যেন আবছায়া মনে পড়ছে আমার...কিছু একটা...কী?

প্রশ্ন যখন উঠেইছে, আমাকে জানতে হবে, অর্থ-সম্মান আছে এরকম একজন মানুষ কেন সবকিছু ছেড়েছুড়ে পড়ে আছেন এখানে এসে। ক্যালিফোর্নিয়া ভাল জায়গা, কিন্তু ক্ষমতা থেকে বহুদূরে। আচ্ছা, কথাটা কোথায় যেন শুনেছি আমি? বাবার কাছে বোধহয়।

নিজের বংশ সম্পর্কে অনেক কথাই বলতেন মা, এবং তাঁর মাঝে আমি আভিজাত্য আর বংশগৌরবের অহঙ্কার পুরোমাত্রায়ই লক্ষ করেছি। তবে আমার মনে হয়, এসব অহঙ্কারের ভিত্তি একটা পরিবারের বহু প্রাচীন কোন ঘটনার ওপর গড়ে ওঠে, কিংবা বংশ-পরম্পরায় অব্যাহত সাফল্যের মাঝ দিয়ে।

বাবাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম কথাটা, তিনি সায় দিয়েছিলেন আমার মতে। বলেছিলেন, আজ যারা বংশমর্যাদায় কৌলীন্যের দাবিদার, খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে তাদের বংশের প্রতিষ্ঠাতা কোন গরীব চাষী ছিলেন। ভাগ্যের চাকা ফেরাতে হয়তো বেরিয়ে পড়েছিলেন একদিন, তারপর নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে মোটামুটি সম্মানজনক একটা অবস্থানে পৌঁছেছিলেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এধরনের

সাফল্য এসেছে তরবারির জোরে। প্রাচীনকালে সাহসী সবল মানুষ রাজার সেনাদলে নাম লেখাত, তাদের বীরত্বে খুশি হয়ে রাজা তাদের জমিদারি, সোনাদানা এগুলো উপহার দিতেন। এবং এভাবেই শুরু হত নতুন একটা অভিজাত বংশের যাত্রা। অন্তত, বাবা বলেছিলেন, ইউরোপে তাই ঘটেছিল।

সেরাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম এল না। কাল থেকে শুরু হচ্ছে আমার স্কুলজীবন, আর এ-ব্যাপারটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। একধরনের আত্মকেন্দ্রিকতা ছিল আমার মাঝে, সমবয়েসী ছেলেদের সঙ্গে কখনোই মিশতে পারতাম না। বেশির ভাগ সময়ে আমার বন্ধুত্ব, ওঠাবসা হয়েছে বড় মানুষদের সাথে। ফলে অনেক ব্যাপারেই অন্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে আমি একটু বেশি জানতাম। আর এটাই সহ্য করতে পারত না ওরা, ভাবত আমি বুঝি গুলতানি মারছি। এজন্যে অনেক সময় ওদের ধমক-ধামক খেতে হয়েছে আমাকে। বার দুয়েক লাগতেও এসেছিল কেউ কেউ–পারেনি। খালিহাতে কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় বাবা আমাকে একটু-আধটু শিখিয়েছিলেন।

স্কুলে যেতে ভয় হচ্ছিল আমার, কারণ আরও দুটো ছেলে ছিল ওখানে। আমি নিশ্চিত ছিলাম, ওদের কেউ একজন সর্দারি ফলাতে চাইবে আমার ওপর। এবং লড়াই বেধে যাবে আমাদের মধ্যে। অবশ্যি লড়াইকে আমার ভয় তা নয়; মুশকিল হচ্ছে, মিস ডায়ানা পছন্দ করবেন না ব্যাপারটা।

তখনকার দিনে লস এঞ্জেলেসে সবকিছুই ছিল একে অন্যের কাছাকাছি। মিস ডায়ানার বাসা থেকে স্কুল মিনিট তিনেকের পথ, আমি সকাল আটটার একটু আগেই হাজির হলাম সেখানে।

বাইরের বেঞ্চিতে দুটো ছেলে আর দুটো মেয়ে বসেছিল, তবে একসঙ্গে নয়। আমি যখন উঠনে ঢুকলাম, সবাই তাকাল চোখ তুলে কিন্তু কেউই কিছু বলল না। একটা ছেলের স্বাস্থ্য আমার চেয়ে ভাল, অনুমান করলাম বয়েসেও বড় হবে।

'কী চাস এখানে?' রুক্ষ স্বরে জানতে চাইল সে।

'আমি ক্লাসে যাচ্ছি।'

'যদি ঢুকতে না দিই?'

আমি চাইনি, তবু বেধে গেল গোলমাল। কিন্তু কী করব, এড়াতে চাইলেই কি আর ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় সর্বদা। ওর দিকে এগোলাম আমি।

এটা মোটেও আশা করেনি ও, ফলে একটু ঘাবড়ে গেল।

'মিস্টার গ্রে আমাকে চেনেন। উনি জানেন আজ সকালে আমি আসব।'

'বাইরের বুড়ো গ্রে-র কোন খবরদারি চলে না। তার যত হম্বিতম্বি ক্লাসে। আর এই উঠনটা–আমার এলাকা।'

আমি বললাম না কিছু, স্রেফ ধৈর্য ধরলাম। আমার বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করছে। লম্বা-তাগড়া হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস হলো না আমি যেসব ইন্ডিয়ান ছেলের সাথে কুস্তি লড়েছি ও তাদের চেয়ে শক্তিশালী হবে।

'কে তুই? আমি আগে কখনও দেখিনি তোকে।'

'এই তো দিনকতক আগে এসেছি সাগর থেকে। বস্টনের একটা জাহাজে চড়ে।'

অপর ছেলেটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। 'সাগর থেকে? আচ্ছা!'

'আমার নাম,' বললাম আমি, 'ড্যানিয়েল ডিফো।'

'এ আর এমন কী,' ঠোঁট ওলটাল হামবাগ ছেলেটা, 'যে-কেউ আসতে পারে সাগর থেকে।'

'নিশ্চয়ই পারে। তবে আমি তাই এসেছি।'

মিছে কথা বলেছিলাম আমি। আসলে তো আমি আসিনি সাগর থেকে, কিন্তু আমার কাহিনিটা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন ছিল। মিস ডায়ানা এভাবেই শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছিলেন আমায়।

ঠিক ওই মুহূর্তে রাস্তা থেকে উঠনে এসে ঢুকলেন টমাস গ্রে। 'সুপ্রভাত, ড্যান। র‍্যাড হিউবারের সাথে ইতিমধ্যেই তোমার পরিচয় হয়ে গেছে দেখছি। আর এ হচ্ছে–' অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলেটার দিকে ইশারা করলেন তিনি–'মাইলো বার্নস।'

'আর ওই মেয়ে দুটি,' বললেন গ্রে, 'ডেলা কোর্ট আর কেন্ডা ও'ব্রায়েন।' ডানে-বাঁয়ে তাকালেন শিক্ষক। 'অ্যানাবেলকে দেখছি না। ও কোথায়?'

'পরে আসবে। ডেলা নামের মেয়েটা জানাল। 'ওর বাবা আসছেন আজ, তাই ও রয়ে গেছে বাসায়।'

গ্রে তাকালেন আমার পানে। 'ওর বাবা কুইন বেস জাহাজের ক্যাপ্টেন, নাম জন লরেল।'

ভেতরে গিয়ে বেঞ্চিতে বসলাম আমরা। অন্যরা আমি আসার আগেই নিজেদের সিট দখল করেছিল, তাই ওরা বসা অবধি আমি অপেক্ষা করলাম, তারপর নিজেও বসে পড়লাম।

'ওখানে অ্যানাবেল বসে,' ক্রুদ্ধ স্বরে বলল র‍্যাড।

'দুঃখিত,' বলে একটু সরে বসলাম আমি।

'তুই অন্য টেবিলে গিয়ে বস,' আদেশ করল র‍্যাড।

'ও যেখানে বসেছে ঠিকই আছে,' বললেন গ্রে। রাগে একটু নড়েচড়ে উঠল র‍্যাড, বলতে নিল কিছু, তারপর কী ভেবে চুপ করে গেল।

'আজ আমরা,' শিক্ষক বললেন, 'কথ্যভাষায় প্রত্যয়-বিভক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করব।'

আর এভাবেই শুরু হলো আমার স্কুলজীবন।

পনেরো

পরপর তিনদিন স্কুলে হাজিরা দিলাম আমি, প্রত্যেক দিনই আমার পাশের আসনটা ফাঁকা ছিল।

চতুর্থ দিন, স্কুলে ঢুকছি এই সময়ে র‍্যাড উঠনে থামাল আমাকে। পা ফাঁক করে দাঁড়াল ও। মাইলো বার্নস দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে, তবে মেয়েরা তখনও আসেনি স্কুলে। কিংবা এলেও আমি দেখতে পাইনি ওদের।

'অ্যানাবেল আজ স্কুলে আসছে,' বলল র‍্যাড। 'তুই অন্য টেবিলে বসবি।'

'মিস্টার গ্রে আমাকে বলে দিয়েছেন কোথায় বসতে হবে। আমি সেখানেই বসব।'

'অ্যানাবেল আমার প্রেমিকা! হয় তুই সরবি নয়তো আমিই সরাব তোকে!'

'অ্যানাবেলকে আমি চিনি না,' বললাম, 'তবে আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকব।'

আমাকে ঘুসি মারল ও। ব্যাপারটা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ছিল আমার কাছে, পড়ে গেলাম মাটিতে। হতভম্ব হয়ে উঠে বসলাম আমি, মুখে হাত রাখতেই দেখলাম রক্ত পড়ছে। ঝাঁ করে খুন চড়ে গেল মাথায়, দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম, পাঁজরে লাথি মেরে আবার আমাকে ফেলে দিল র‍্যাড।

গড়িয়ে সরে গিয়ে প্রয়াস পেলাম ওঠার, ফের মার খেলাম। একই ব্যাপার ঘটছিল বারবার, আমি ওঠার চেষ্টা করছি, আর র‍্যাড মাটিতে শুইয়ে দিচ্ছে আমাকে। মাথা ঘুরছে আমার, রক্ত পড়ছে, ব্যথা করছে, তবু হাল ছাড়লাম না আমি। কেন, তা জানি না, তবে তাগিদটা আসছিল আমার ভেতর থেকে।

একটা মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। 'র‍্যাড! তুমি ছেড়ে দাও ওকে!'

'চলে এস, র‍্যাড। ওকে ছেড়ে দাও,' আবেদন জানাল মাইলো।

'চুপ কর!' অভদ্র সুরে বলল র‍্যাড। 'নিজেকে খুব চালু মনে করে ও। আজ একটা উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব!'

ফের উঠতে নিলাম আমি, হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হলাম একটু, আর অমনি আমার পাঁজরে লাথি মারল ও। ব্যথায় খাবি খেলাম আমি, তবু চেষ্টা করলাম উঠে দাঁড়াতে।

'দেখেছ?' নাক সিটকাল র‍্যাড। 'আমার কাছে ও এখনও শিশু!'

পিছিয়ে গেল ও, ঘুরে দাঁড়াল। হাঁচড়েপাঁচড়ে সোজা হলাম আমি, ধেয়ে গেলাম ওর দিকে, সমানে ছুঁড়ছি দুহাত। চেঁচাল কে যেন, র‍্যাড ঘাড় ফেরাল। আমার একটা ঘুসি আঘাত করল ওর মুখে, ঠোঁট কেটে রক্ত বেরোল, কিন্তু পরক্ষণে একধাক্কায় আমাকে সরিয়ে দিল সে, র‍্যাড আমার চেয়ে লম্বা, হাত দুটোও বড়, ফলে অনায়াসে তুলোধুনো করল আমাকে। তারপর হঠাৎই মিস্টার গ্রে হাজির হলেন ওখানে।

'থাম, থাম! কী হচ্ছে এসব? র‍্যাড, থাম তুমি! ছেড়ে দাও ওকে!'

'হাহ্! দোষ ওরই!'

সরে গেল ও। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম আমি, সারা গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা, কাপড়চোপড় থেকে ধুলো ঝাড়ার প্রয়াস পেলাম।

টমাস গ্রে এগিয়ে এলেন আমার কাছে। 'ব্যথা পেয়েছ তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন।

'না,' মিথ্যে বললাম।

'মুখ ধুয়ে, ক্লাসে এস।'

ক্লাসরুমের দরজার পাশেই ওঅশ বেসিন, রক্ত আর ধুলো ভাল করে ধুয়ে ফেলে তোয়ালেতে মুখ মুছলাম আমি। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে ক্লাসে ঢুকলাম।

ঘাড় ফেরাল র‍্যাড, ভেংচি কাটল। আমি এগিয়ে গিয়ে আমার রোজকার জায়গায় বসে পড়লাম। র‍্যাড তাড়াতে নিল, কিন্তু মিস্টার গ্রে ধমক লাগালেন, 'র‍্যাড! তুমি

বসে থাক!'

'ওকে আপনি অন্য টেবিলে সরিয়ে দিন, নইলে আমিই সরাব!'

'না। ফের যদি তুমি এসব কথা বল, তোমাকে আমি বের করে দেব স্কুল থেকে।'

'হাহ্!' র‍্যাড ভেংচি কাটল। 'আপনি তা পারবেন না। বাবা এক টার্মের পুরো টাকাটাই দিয়ে দিয়েছেন। এখন যদি আমাকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন, উনি ছাড়বেন না আপনাকে।'

ইতিমধ্যে, আমি আমার বই খুলেছি, স্লেট বের করেছি ব্যাগ থেকে। মিস্টার গ্রে তাকালেন আমার দিকে, কিন্তু কিছু বললেন না। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে, থমথমে। মনে হলো ভয়ও পাচ্ছেন একটু। এই স্কুলের ওপর নির্ভর করছে তাঁর খাওয়া-পরা, আমার ধারণা হলো র‍্যাডকে যদি শেষপর্যন্ত বিতাড়িত করতেই হয় ওর বেতনের টাকা ফেরত দিতে পারবেন না টমাস গ্রে।

আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল র‍্যাড, তবে কথা বাড়াল না আর। নিজের বই খুলল সে, মলাটের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'দাঁড়া! স্কুল ছুটি হোক, তারপর দেখাচ্ছি মজা!'

আমার মুখ থেকে টপ করে কী যেন পড়ল স্লেটে। এক ফোঁটা রক্ত। ওটা মুছে ফেললাম আমি, যেখানে পড়েছিল রক্ত বিতৃষ্ণ চোখে চেয়ে রইলাম সেদিকে।

কী করব আমি? স্কুল ছুটির পর আবার আমাকে ধোলাই করবে ও। কেউ থামাবে না ওকে। তখনও ঝিমঝিম করছে আমার মাথা, চিবুক ঝুলে পড়েছে স্লেটের ওপর, কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু কাঁদলাম না। ওই পুলক ওকে আমি পেতে দেব না। যেভাবেই হোক, এর একটা বিহিত...

বেশ জোরে মারতে পারে র‍্যাড। আবার আমাকে আঘাত করবে, জোরে। লাথি মারবে। 'ওদের পেটে আঘাত করবে তুমি,' বাবা উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু র‍্যাডের হাত লম্বা। ঘুসোঘুসি ব্যাপারটা আমি কম জানতাম, তবে ইন্ডিয়ানদের সাথে কুস্তি লড়ার অভিজ্ঞতা ছিল। ওদের সব্বাইকে হারিয়েছিলাম, কেবল ফ্র্যান্সিসকোই ব্যতিক্রম। আমরা কেউই কারোকে হারাতে পারিনি কখনও।

মিস্টার গ্রে যখন আইভান হো-র গল্প থেকে পড়তে বললেন আমাকে, তাঁর কথা প্রথমে আমি শুনতে পেলাম না। তারপর উঠে পড়তে শুরু করলাম। ধীরে ধীরে, কারণ আমার ঠোঁট ফুলে গিয়েছিল, তবু মোটামুটি ভালই পড়লাম।

'ভেরি গুড, ড্যান,' বললেন মিস্টার গ্রে।

'হাহ্!' মুখ বাঁকাল র‍্যাড।

এরপর ক্লাসের কোন কথাই আর ঢুকল না আমার কানে। বসে বসে কেবলই ভাবতে লাগলাম কী করা যায়। আর মার খেতে চাই না আমি। সবার সামনে আমি ধুলোয় লুটাব, আর মুখ টিপে হাসবে ওরা, এ কিছুতেই বরদাশত হবে না আমার। তাই, কিছু একটা আমাকে করতেই হবে।

একটা ব্যাপার আমি জানি। আমি সরছি না। অ্যানাবেলকে আমি চিনি না। মাথাব্যথাও নেই চেনার, তবু আমি সরব না। পারলে ও আমাকে খুন করুক, আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকব।

আচ্ছা, এ-অবস্থায় কী করা যায়? কিছু একটা...বাবা বলতেন মাথা খাটালে উপায় যা হোক বের হয়ই। প্রতিটা সমস্যারই জবাব আছে। এখন আমি যদি....

বোধহয়...

শিগগিরই ভাঙবে ক্লাস, আবার বাইরে যেতে হবে আমাকে। এখানে হয়তো-বা আমাকে রক্ষা করতে পারবেন টমাস গ্রে, কিন্তু ক্লাসের বাইরে তাঁর কর্তৃত্ব চলবে না।

দরজায় নড়াচড়ার আভাস পেলাম একটা, আমি পলক তুললাম। চৌকাঠের ঠিক ওপাশে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি, ওর চুল স্পর্শ করছিল রোদ! লাল-সোনালি আভা দেখা যাচ্ছিল।

একহারা গড়ন, শরীরের প্রতিটি চড়াই-উতরাই স্পষ্ট—এবং রূপসী।

ওর-ই নাম অ্যানাবেল...প্রথম দেখায়ই আমি প্রেমে পড়লাম।

ষোলো

দোরগোড়ায় একমুহূর্ত স্থির রইল ও, লাল-সোনালি চুলে সূর্যকিরণ, তারপর এগিয়ে এসে বসে পড়ল আমার পাশে। আপনা থেকেই উঠে দাঁড়ালাম আমি, পিছিয়ে গিয়ে ভালমত বসার সুযোগ করে দিলাম ওকে। অ্যানাবেল হাসল আমার উদ্দেশে, আমি কেঁপে উঠলাম। তারপর নিজেও বসলাম মেয়েটির পাশে। ওর গাউনের কানা আমার প্যান্ট ছুঁয়ে গেল।

'মিস লরেল,' বললেন শিক্ষক, 'আমাদের নতুন ছাত্র, মাস্টার ডিফো, এইমাত্র আইভান হো-র একটা অংশ পড়ে শুনিয়েছেন আমাদের। তুমি শেষটুকু পড়।'

গড়গড় করে পড়ে গেল ও, নিচু অথচ সুরেলা কণ্ঠে। আমি চোখ তুললাম না, ঠায় চেয়ে রইলাম বইয়ের দিকে, যদিও ঝাপসা দেখছিলাম সব। আতরের সুবাস আসছিল আমার নাকে, তাজা, ফুলের মত।

শেষমেশ যখন পলক তুললাম, দেখলাম র‍্যাড আগুন চোখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে, আর আমি হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলাম। আবার আমাকে আক্রমণ করবে ও, যেমনটা শাসিয়েছে। পরাস্ত করবে আমাকে এবং আমি আবার লুটিয়ে পড়ব ধুলোয়। তবে এবারের পরিস্থিতিটা হবে অন্যরকম।

অ্যানাবেল থাকবে সেখানে। দেখতে পাবে ঘটনাটা। এবং করুণা করবে আমাকে।

ভয় আর মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত আমি, অপেক্ষা করছি কখন শেষ হবে ক্লাস। জর্জ বুশ আমার ঘোড়া নিয়ে আসবে। প্রাচীন ইন্ডিয়ান ট্রেইল ধরে আলকাতরার খনিতে যাওয়ার কথা আছে আমাদের।

ক্লাস থেকে বেরোনোর সময় আমার দিকে চোখ পড়ল অ্যানাবেলের, ভয়ে আঁতকে উঠল সে। 'তোমার মুখ! কীভাবে হলো?'

'মারামারি। বোধহয় এখন আবার হবে।'

'র‍্যাড। র‍্যাডের কাজ, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ওর লজ্জা হওয়া উচিত। দুর্বলের গায়ে হাত তোলে।'

'তুমি যা ভাবছ, র‍্যাড ততটা বিরাট কিছু নয়।'

দরজার উদ্দেশে হাঁটা দিয়েছিলাম আমরা, কিন্তু আমি যখন অ্যানাবেলকে আগে বেরোতে দেয়ার জন্যে পিছিয়ে গেলাম এক কদম, একটা হাত খামচে ধরল আমার কাঁধ, এবং আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। র‍্যাড আমার জায়গায় এসে দাঁড়াল, অ্যানাবেলের পাশাপাশি হলো।

এবার রেগে গেলাম আমি, শীতল ক্রোধ জেগে উঠল। মেয়েটির সাথে বেরিয়ে যাচ্ছিল ও, ডাকলাম পেছন থেকে।

'কী ব্যাপার, চলে যাচ্ছ বড়? ভয় পেলে নাকি?'

ঝট করে থমকে গেল র‍্যাড, ঘুরে দাঁড়াল। অন্যরাও দাঁড়িয়ে পড়ল, মায় ক্লাসের দরজায় আমাদের শিক্ষক পর্যন্ত।

'ভয় পাব? তোকে?' বইখাতা নামিয়ে রাখল ও, তেড়ে এল আমার দিকে।

এইবার, মনে মনে বললাম আমি। আঘাত করার সুযোগ দিয়ো না ওকে, কুস্তি লড়।

লম্বায়-চওড়ায় সবদিক থেকেই র‍্যাড আমার দ্বিগুণ, কিন্তু ও কতটা জানে এসবের? ঘুসি মারার জন্যে হাত তুলে রেখেছিল ছোকরা, আমিও। তারপর আচমকা লাফিয়ে পড়লাম ওর পায়ের ওপর, গোড়ালি ধরে মারলাম এক হ্যাঁচকা টান। সজোরে আছাড় খেল ও।

সঙ্গে সঙ্গে, আমার ডান বগলের নীচে চেপে ধরলাম ওর গোড়ালি, মোচড় দিয়ে প্রায় উপুড় করে ফেললাম ওকে। তারপর ধপ করে আমি বসে পড়লাম র‍্যাডের নিতম্বের ওপর, উল্টো দিকে মুখ করে। ইন্ডিয়ানরা এই কৌশলটি শিখিয়েছিল আমাকে, জানতাম এখন গোড়ালিতে আরেকটু চাপ বাড়ালেই ওর হিপ-জয়েন্ট ভেঙে যাবে।

পেছনে সামান্য ঝুঁকলাম আমি, ব্যথায় ককিয়ে উঠল র‍্যাড। মিস্টার গ্রে হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন আমাদের দিকে। বাইরে, রাস্তায়, ইতিমধ্যে এসে পড়েছিল জর্জ, স্যাডলের ওপর বসে দেখছিল মারামারি।

বান্ধবীদের সাথে একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল অ্যানাবেল, ওদের চেহারায় উত্তেজনা আর বিস্ময়।

'ছেড়ে দাও ওকে!' মিস্টার গ্রে আদেশ করলেন।

'দেব, কিন্তু তার আগে ও বলুক, আর কখনও ঘাঁটাবে না আমাকে। আমি কোন ঝামেলা চাই না।'

'র‍্যাড, ওর কথার জবাব দাও?' গ্রে বললেন।

'আমি খুন করব ওকে!'

আবার পেছনে সরলাম আমি, এবার আর্তনাদ করে উঠল র‍্যাড। তারপর বলল, 'না! না! ছেড়ে দাও আমাকে! আর কক্ষনো লাগব না আমি!'

ছেড়ে দিয়ে, উঠে পড়লাম আমি। র‍্যাড পড়ে রইল একটুক্ষণ, তারপর উঠে দাঁড়াল ব্যথায় কোকাতে কোকাতে। আমি সতর্ক, পিছু হঠলাম এক পা।

'ঢের হয়েছে, আর নয়!' তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন মিস্টার গ্রে। 'ফের যদি গোলমাল কর তোমরা, তোমাদের দুজনকেই বিতাড়িত করব আমি। বোঝা গেছে?'

'আমি কখনোই গোলমাল করতে চাইনি,' বললাম আমি।

র‍্যাড চোখ পাকাল, কিন্তু বলল না কিছু। অ্যানাবেল একঝলক তাকাল আমার দিকে, তারপর ঘুরে চলে গেল ওর দুই বান্ধবী, ডেলা আর কেন্ডার সাথে।

মিস্টার গ্রে-র উদ্দেশে ঘুরে, আমি বললাম, 'সার, আমি দুঃখিত। আমি চাইনি মারামারি করতে।'

যখন পৌঁছুলাম আমার ঘোড়ার কাছে, জর্জ আমার চেহারা দেখে বলল, 'তুমিও, মনে হচ্ছে, খেয়েছ দু-চার ঘা।'

'আগের বার। ওর হাত বেজায় লম্বা।'

'উচিত সাজা পেয়েছে ছোঁড়া। তা ওই কায়দা শিখলে কোত্থেকে?'

'কাউইয়া। ওরা হামেশা কুস্তি লড়ে।'

'দাঁড়াও, একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব তোমার। বক্সিং শিখবে। নইলে এরপর যদি কখনও আবার মারামারি হয় তোমাদের, ওই ছোকরা হয়তো আর তার কাছে ঘেঁষতে দেবে না তোমাকে।'

নীরবে খানিকক্ষণ এগোলাম আমরা, তারপর বুশ বলল, 'শোন, মিস ডায়ানা চান, লস এঞ্জেলেস আর এর আশপাশের এলাকা তুমি চিনে নাও ভাল করে। কেন, তা জানি না, তবে মনে হয় নিশ্চয় এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য আছে ওঁর।'

'মিস ডায়ানাকে আমার ভাল লাগে।'

'উনিও ভালবাসেন তোমাকে। আরেকটা কথা, এদিককার সবকটা ভাষা শিখতে হবে তোমাকে। ইন্ডিয়ানগুলোও।'

'একটু কঠিন হবে।'

'হোক, মিস ডায়ানা কথাটা তোমাকে বলার জন্যে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।'

সেদিন আলকাতরার খনি এবং আরও কয়েক জায়গায় ঘুরে আমরা যখন বাড়ির পথ ধরলাম তখন প্রায় সন্ধ্যে। বাসায় ফিরে দেখলাম মিস ডায়ানা দরজায় দাঁড়িয়ে, অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে। তাঁর চেহারা দেখেই বুঝতে পারলাম আমি, কিছু একটা ঘটেছে। খারাপ কিছু।

সতেরো

আমার কাঁধে হাত রাখলেন মিস ডায়ানা, কিন্তু মুখ খুললেন জর্জের উদ্দেশে। 'একটু ভেতরে আসবেন, মিস্টার বুশ? আপনার এখানে উপস্থিত থাকা দরকার।'

আমার চুলে বিলি কাটলেন তিনি। 'ড্যান? তোমার সাথে দেখা করতে এসেছেন একজন অতিথি।'

সন্ধে হয়ে গেছে তখন, মোম জ্বলে উঠছে। ডায়ানার কণ্ঠে উদ্বেগের সুর আমার কান এড়াল না। ডান হাতে রাইফেল আর পিস্তল বেল্ট ধরেছিলাম আমি, এগুলো

ছাড়া কখনও বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল আমাকে।

'না, ড্যান, ওসবের দরকার পড়বে না তোমার। এস, ভেতরে এস।'

আমাকে রাস্তা দেয়ার জন্যে সরে দাঁড়ালেন তিনি, তারপর আমাদের পেছনে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এই একটা মুহূর্ত সারাজীবনেও ভোলার নয়। নীরব কামরা, মৃদু আভা ফুটেছে দুটো মোমদানি থেকে, দেয়ালের ধারে নকশাখচিত সিন্দুক, টেবিল, চেয়ার, মেঝেতে শতরঞ্চি, আর দীর্ঘদেহী ঋজু এক মহিলা, সোজা চেয়ে আছেন আমার পানে।

ওঁর চুল কালো, তবে কপালের কাছটায় সাদা। কাঁধের ওপর দামী একখানা শাল। মহিলার অবয়ব কৃশকায়, তবে লোকে যাকে বলে আভিজাত্য তা আছে।

মহিলা যথেষ্ট সুন্দরী, রাশভারী; যৌবন ছিল না তখন আর, কিন্তু ব্যক্তিত্ব ছিল, বয়েস আরেক ধরনের সৌন্দর্য দান করেছিল তাঁকে। এই আভিজাত্য এর আগে কারও মাঝে দেখিনি আমি, মনে হয় না ভবিষ্যতেও কখনও পাব দেখতে।

'ঠিক'–মহিলার কণ্ঠ নিচু, অত্যন্ত মিষ্টি–'আলবত। একেবারে ওদেরই মত দেখতে তুমি!'

এগিয়ে এলেন তিনি, একটা হাত সামনে বাড়ানো। 'ড্যান, আমি তোমার গ্রেট-আন্ট...এলেনা। এই মুহূর্তটির জন্যেই এতকাল অপেক্ষা করছিলাম আমি।'

গ্রেট-আন্ট? বুশের কাছে আমি শুনেছি আমার নানী মারা যাওয়ার পর থেকে, দাদুর এই ছোট বোনটিই তাঁর সংসার আগলাচ্ছেন। মায়ের কাছেও তাঁর এই ফুফুর প্রশংসা শুনেছি। কিন্তু উনি যদি আমার দাদুর বোন হয়ে থাকেন, তা হলে নিশ্চয় আমার শত্রু হবেন। অথচ তাঁকে দেখে শত্রু বলে মনে হলো না। তাঁর হাসি আমাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিল।

'আমি ড্যান...' একটু দ্বিধা করলাম আমি, তারপর যোগ করলাম, 'ড্যানিয়েল ও'হারা।'

'আমি জানি।' বসলেন গ্রেট-আন্ট, আর অতি তুচ্ছ এই নড়াচড়াতেই রাজকীয় একটা ভঙ্গি ফুটে উঠল। 'আমরা কি একটু কথা বলতে পারি, ড্যান?' মিস ডায়ানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'আপনি খুব ভাল। আমার হাতে সময় বেশি নেই। ভাই যদি খোঁজ করে...রাতে আমি আবার কখনোই বের হই না কিনা।'

'ঠিক আছে।'

নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করল জর্জ, কামরার শেষপ্রান্তের একটা চেয়ার দখল করল।

'প্লিজ, ড্যান, তুমি আমাকে তোমার মায়ের কথা বল।'

আমার মায়ের কথা? কী বলব? কী বলতে পারব তাঁকে? কেন বলব?

'আমি ওকে ভীষণ ভালবাসতাম, ড্যান। ও আমার নিজের মেয়ের মত ছিল। তোমার বাবাকেও পছন্দ করতাম আমি। সবকিছু যদি আমার ইচ্ছায় হত...'

'মা খুব সুন্দরী ছিলেন,' বললাম, 'অবিকল আপনার মত। এমনিতে সুখীই ছিলেন, কিন্তু বাড়ির জন্য তাঁর মন কাঁদত। বাবা তাঁকে ক্যালিফোর্নিয়ায় নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, মা দাদুর ভয়ে রাজি হননি।'

'তোমার বাবা সবসময়ই ওরকম–সাহসী মানুষ ছিল। ভয় কাকে বলে জানত

না। বল আমাকে, বাছা, কোথায় ছিলি তোরা? কী অবস্থায় ছিলি? সব খুলে বল আমাকে।'

তো, আমি সংক্ষেপে সবই বললাম গ্রেট-আন্টকে। যখন শুনলেন কী কষ্টের মধ্যে মায়ের আমার মৃত্যু হয়েছে, বাবাকে খুন করেছে দাদুর লোকজন, জলে ভরে গেল তাঁর চোখ।

আমি নিজেই টের পাইনি কখন শেষ হয়ে গেছে আমার কথা। পিনপতন নীরবতা নেমে এসেছে ঘরে, আন্ট-এলেনা পাথর! খানিক বাদে রুমালে চোখ মুছলেন তিনি। 'তোকে ধন্যবাদ, বাছা, আমাকে সব বলার জন্যে।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'এবার আমাকে যেতে হবে। কখনও যদি আমাকে তোর প্রয়োজন পড়ে, বাছা, সিনর বুশ নয়তো ডায়ানাকে দিয়ে একটা খবর দিস। আর তুই সাবধানে থাকিস একটু! তোর দাদুর ব্যাপারে আমি কিছুই করতে পারব না। এ নিয়ে বহুবার আমাদের তর্ক হয়েছে।

'এখনও সে জানে না কিছু। জানলে আমি ঠিকই খবর পাব। ওর বিশ্বাস তুই মারা গেছিস। এখন তো প্রায়ই বলছে স্পেনেই ফিরে যাবে আবার।

'তবে তুই, বাবা, গোলমাল থেকে দূরে থাকিস। স্কুলে কী এক মারামারির কথা বলছিল মেয়েরা, তখনই ড্যান নামটা কানে এল আমার, শুনলাম সে মিস ডায়ানার বাসায় থাকে। আমি জানতাম ডায়ানা তোর বাবার সাথে একই ওয়াগনে চেপে এসেছেন, এবং সিনর বুশ তখন কাজ করতেন সিনর হিউজের অধীনে।'

দরজার উদ্দেশে এগোলেন গ্রেট-আন্ট, কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়ে আচমকা উঠে দাঁড়াল জর্জ। 'এক মিনিট, ম্যাম। আমি আগে বাইরেটা দেখে আসি একবার।'

একটু বাদেই ফিরে এল ও। 'ঠিক আছে, ম্যাম। বুঝলেন না, সাবধান থাকা ভাল।'

দরজায় হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন এলেনা, চুমু খেলেন আমার কপালে। তারপর থতমত খেয়ে বেরিয়ে গেলেন বাইরে, অন্ধকারে অদৃশ্য হলেন।

পেছন থেকে আমার কাঁধে আলতো একটা হাত রাখলেন মিস ডায়ানা। 'ড্যান, আমার বিশ্বাস উনি তোমাকে ভালবাসেন, যেমন বাসতেন তোমার মাকে।'

'কিন্তু উনি তো জানেন না আমাকে।'

'তোমার মাঝে তোমার মাকে দেখতে পেয়েছেন উনি। টিয়া এলেনার কোন ছেলেপুলে নেই, তাই তোমার মাকে নিজের মেয়ে মনে করতেন। আর এখন তোমার কথা ভাবছেন।'

'ভদ্রমহিলা বেশ ভাল।'

'হ্যাঁ। এখানে এসে বিরাট ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছেন। তোমার দাদু জানতে পেলে অনর্থ করবেন, হয়তো আটকে রাখবেন ওঁকে।'

'করতে পারবেন এরকম?'

'পারবেন—এবং করবেনও।'

সেরাতে ঘুমোলাম না আমি, কেবলই ভাবলাম টিয়া এলেনার কথা। কিছু কিছু ব্যাপারে মিস ডায়ানার সাথে মিল আছে তাঁর, তবু আলাদা, চমৎকার ইংরেজি বলেন, যদিও

আঞ্চলিক টান রয়েছে। দেখলাম ওঁর কথা ভাবতে ভাল লাগছে আমার, কারণ তিনি আমার আত্মীয়, আমার নিজের রক্তের, তিনি ছাড়া দুটো সুখদুঃখের কথা বলার মত আর কোন আত্মীয়কে আমি চিনি না।

পাশাপাশি একধরনের অস্থিরতাও পেয়ে বসেছে আমাকে, বারবার মরুভূমি আর পাহাড়ে ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ফ্র্যান্সিসকো এখন কোথায়? ও কি ভুলে গেছে আমাকে?

বুনো জায়গার প্রতি টান আমার রক্তে, এবং আরও কিছু আছে, অদ্ভুত সব হাতছানি, বাতাসে কারা যেন ফিসফিস করে ডাকে আমাকে, ফিরে যেতে বলে সেখানে চাঁদের কাছে যেখানে কাতর ফরিয়াদ জানায় নিঃসঙ্গ কয়োট, আর দৈত্যকায় ফণিমনসা হাত বাড়িয়ে থাকে আকাশের দিকে।

কিন্তু ফিরতে পারব না আমি। এখনও নয়। বাবা চাইতেন আমি যেন স্কুলে যাই, মিস ডায়ানা জানতে চেয়েছেন বড় হয়ে কী হওয়ার ইচ্ছে আমার। সম্ভবত উনি যে শুধু এটুকু জানতে চান তা নয়, আসলে তিনি চাইছেন আমি যেন এখন থেকেই ভাবতে শুরু করি ভবিষ্যতের ভাবনা।

যখন সকাল হলো, মিস ডায়ানার সাথে বইয়ের দোকানে গেলাম আমি, সাহায্য করব তাঁকে। পথে দুজন সুদর্শন ক্যালিফোর্নিয় যুবক পাশ কাটিয়ে গেল আমাদের। ঘোড়া দুটোও চমৎকার, স্যাডলগুলো রুপোর পাতে মোড়ানো। সমব্রেরোর কারনিস ছুঁয়ে মিস ডায়ানাকে অভিবাদন জানাল ওরা, আর আমি ঈর্ষাতুর চোখে চেয়ে রইলাম।

বড় বড় দাঁতওয়ালা স্পারের ঝুনঝুন তুলে চলে গেল দুই অশ্বারোহী, রোদ পড়ে ঝকমক করে উঠল ওদের ঘোড়ার গা। সত্যিই, ঘোড়ায় চড়ায় এই ক্যালিফোর্নিয়দের জুড়ি হয় না আর।

'ওদের জন্যে আমার দুঃখ হয়,' বললেন মিস ডায়ানা।

'কেন?' চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'দেখতে পাচ্ছ না, ড্যান, ওদের পৃথিবী কত দ্রুত শেষ হয়ে আসছে, অথচ ওরা বুঝতে পারছে না সেটা। এখনও আরাম-আয়েসে গা ভাসিয়ে রয়েছে, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবছে না। কিন্তু পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ড্যান, ওরা বুঝতে পারছে না, ওদের দিন শেষ হয়ে গেছে।'

'শেষ হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। শিগগিরই পরিবর্তনের ধাক্কা লাগবে এখানে। বস্টনের মানুষজন এসে পড়েছে।'

আঠারো

'ঠিক বুঝলাম না,' বললাম আমি।

'আগেই বলেছি ক্যালিফোর্নিয়রা বিলাসী, অতিথিপরায়ণ জাত। ঋণ করে হলেও বড়লোকি করা চাই ওদের। অন্যদিকে, বস্টনের লোকেরা পরিশ্রমী, ব্যবসা ছাড়া আর

কিছু বোঝে না। ওই যে দুজন ক্যালিফোর্নিয় যুবককে দেখলে ওরা কয়েক হাজার একর জমির মালিক ছিল একসময়...

'ছিল?'

'হ্যাঁ। জমি বন্ধক রেখে আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল ওরা। এখন সুদে-আসলে যা দাঁড়িয়েছে সেটা শোধ দেয়ার ক্ষমতা ওদের নেই। ফলে ওই জমি এখন আমার।'

দোকানে এসে দরজার তালা খুললাম আমি। ভেতরে ঢুকে মিস ডায়ানা তার টুপি আর ছাতা ঝুলিয়ে রাখলেন স্ট্যান্ডে।

আগের দিন সন্ধ্যেয় নতুন বইয়ের চালান এসেছিল আমাদের। বড় বড় দুটো বাক্সয় প্যাক করা ছিল ওগুলো। আজ সকালে আমার প্রথম দায়িত্ব হলো বইগুলো বের করে একটা তালিকা প্রস্তুত করা, তারপর শেলফের এমন জায়গায় রাখা যাতে সহজেই চোখে পড়ে।

কাজটা আমার পছন্দ, তাই সোৎসাহে লেগে পড়লাম। কিন্তু একই সঙ্গে ভাবতে লাগলাম মিস ডায়ানার কথা। কে এই মহিলা? কোত্থেকে এসেছেন? পশ্চিমে আসার পথে অন্যরা যখন নিজেদের কথা বলছিল মিস ডায়ানা তখন চুপচাপ শুনে গেছেন সেগুলো। কেউ কেউ ধারণা করেছিল তিনি একসময় স্কুলটিচার ছিলেন, তবে সেটা ছিল নিছক অনুমান। আসল সত্যটা কেউই জানতে পারেনি, শেষমেশ সবাই ধরে নিয়েছিল তিনি পশ্চিমে আসছেন বিয়ে করতে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না এটা। পুরুষদের সঙ্গ পছন্দ করেন ডায়ানা, ওদের কথাবার্তা উপভোগ করেন, কিন্তু আমি লক্ষ করেছি কেউ বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করলেই সযত্নে তাকে এড়িয়ে যান তিনি। প্রায়ই দেখি জানালা দিয়ে তিনি তাকিয়ে আছেন বাইরে, ঠোঁট দুটো শক্ত হয়ে চেপে বসেছে পরস্পর, মুখ খড়িমাটি। আমি বুঝেছি, কিছু একটা চিন্তা করছেন মহিলা, তবে সেটা কী তা আন্দাজ করতে পারিনি।

তবে তাঁর ভেতর একটা দৃঢ়সংকল্প, প্রাণশক্তিকে উপলব্ধি করতে পেরেছি আমি। এবং মনে হয়েছে আমার মাঝেও আছে এর ছিটেফোঁটা। একদিন স্কুল ছুটির পর দোকানের কাজে সাহায্য করতে এসেছি আমি, কথাটা নিজে থেকেই তুললেন ডায়ানা।

'টমাস গ্রে-র সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। বললেন, স্কুলে তুমি ভাল করছ, ড্যান। শুনে আনন্দ লাগল।' একটু থামলেন তিনি, এবং পরক্ষণে কঠোর, প্রায় ক্রুদ্ধ শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। 'আমি চাই তুমি ওদের দেখিয়ে দাও, ড্যান। ওরা তোমার বাবা-মাকে একঘরে করেছিল, এখন তোমাকেও করেছে তুমি ওদের ছেলে বলে।

'ওদেরকে তুমি দেখিয়ে দাও, ড্যান। নামকরা কেউ একজন হও! গর্ব-করার মত কর কিছু একটা!

'এখানে যাঁরা আসেন, মন দিয়ে শুনবে তাঁদের কথা। শিক্ষা শুধু স্কুলের চারদেয়ালে বন্দী হয়ে থাকে না। মানুষের সাথে মিশলেও অনেক কিছু শেখা যায়।

'এভাবে তুমি তোমার শত্রুদের চেয়ে বড় হয়ে উঠতে পারবে। ক্ষমতার দৌড়ে হারাতে পারবে ওদের।

'মানুষের জীবনটাই নির্ভর করে সিদ্ধান্তের ওপর। এখনই সিদ্ধান্ত নাও কী হতে

চাও তুমি এবং কী করবে ভবিষ্যতে। দুটো জিনিসকে যে একই হতে হবে তার কোন মানে নেই, তবে কখনও কখনও এক হতেও পারে।'

ওদিকে, স্কুলে বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে আমার। র‍্যাড আমাকে এড়িয়ে চলে সবসময়, যদিও আমি জানি আমাদের বিবাদ মেটেনি এখনও। অ্যানাবেল লরেল আমার পাশেই বসছে নিয়মিত, তবু আমার আড়ষ্টতা দূর হয়নি। মেয়েদের সাথে ভাব জমানোর অভিজ্ঞতা আমার বিশেষ নেই।

আর সবার চেয়ে পড়াশুনোয় আমরা এগিয়ে, তবে অ্যানাবেল অঙ্কে আমার চাইতে ভাল।

র‍্যাড বেশ চটপটে, কিন্তু লেখাপড়া জিনিসটা ওর মোটেও পছন্দ নয়। আর মিস্টার গ্রে-র চেয়ে ওর শক্তি, ক্ষমতা বেশি হলেই হয়তো তাঁকেও অপছন্দ করে সে, তবে স্কুলে টিকে থাকার জন্যে ক্লাসের পড়াটা নিয়মমাফিক চালিয়ে যায়। আমি এড়িয়ে চলি ওকে। নতুন করে ঝামেলা সৃষ্টি করার কোন ইচ্ছে আমার আদৌ নেই। তা ছাড়া একবার ওকে আমি হারিয়েছি সত্যি, কিন্তু এরপর হয়তো ব্যাপারটা তত সহজ হবে না, কারণ ও হুঁশিয়ার থাকবে।

মিস ডায়ানা, অথবা জর্জ বুশও হতে পারে, নিশ্চয় আড়ালে বলে রেখেছে তাঁকে, কারণ টমাস গ্রে কখনও এমন কোন আচরণ করেন না যা থেকে বোঝা যেতে পারে তিনি আগে থেকেই আমাকে বা আমার বাবাকে চিনতেন। এমনকী স্যান্তা ফে থেকে পাহাড়পর্বত আর মরুভূমির মাঝ দিয়ে আমাদের সেই অভিযানের কথাও তাঁকে বলতে শুনি না।

হামেশাই, যখন আমরা নিজেদের সিটে বসে যাই, এমন কোন সাধারণ বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন তিনি যেটা ওই মুহূর্তে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

'আসলে,' এক সকালে বললেন গ্রে, 'সুশিক্ষিত মাত্রেই স্বশিক্ষিত। শিক্ষকের ভূমিকা এখানে গাইডের মত, কোন্ পথে কীভাবে এগোতে হবে সেইটে দেখিয়ে দেয়া। স্কুল, তা যত উঁচুমানেরই হোক না কেন, তোমাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে পারবে না।

'তোমরা যা পাও তা মূলত সাধারণ একটা ধারণা, বাচ্চাদের ছবি আঁকার বইয়ে যেমন রেখা টানা থাকে তেমনি। রঙ দিয়ে এগুলো ভরবার দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের।'

ছুটির পর ক্লাস থেকে বেরোচ্ছি আমরা, হঠাৎ খেয়াল করলাম অ্যানাবেল আমার পাশে। ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল ও, বলল, 'ওঁকে তোমার কেমন মনে হয়? মানে মিস্টার গ্রে-কে?'

'ভাল। আমার বিশ্বাস উনি লেখক হতে চান।'

'আচ্ছা, উনি লেখাপড়া করেছেন কোথায় জান?'

'স্কটল্যান্ডে। আমার বিশ্বাস উনি একজন স্কটিশ।' পরক্ষণে ভয় হলো আমার বেশি বলে ফেলেছি মিস্টার গ্রে সম্পর্কে, তাড়াতাড়ি যোগ করলাম, 'মানে ওঁর নামটা স্কটিশ কিনা।'

সেদিনই প্রথম কোন ব্যাপারে অ্যানাবেল আলাপ করল আমার সাথে, তবু শঙ্কিত

হলাম আমি। মিস্টার গ্রে সম্পর্কে আমি কোন আলোচনায় যেতে চাইতাম না কারণ তাঁর সম্বন্ধে আমি বেশি জানি এটা প্রকাশ হয়ে পড়লে সন্দেহ জাগতে পারে মানুষের মনে, এবং খোঁজখবর নিতে পারে কীভাবে এসব জানলাম আমি।

'তোমার বাবা তো একটা জাহাজের ক্যাপ্টেন, তাই না?' বললাম।

'হ্যাঁ, তবে উনি বলেন পরিচালক, ক্যাপ্টেন শব্দটা তাঁর পছন্দ নয়। চীনে যান বাবা, বার কয়েক কেপ অভ হর্ন-এর দিকেও গেছেন।'

একথার জবাবে আমি বললাম না কিছু। অ্যানাবেল আড়চোখে তাকাল আমার দিকে। 'তুমি তো পুব থেকে এসেছ?'

'আমাদের অধিকাংশই তাই। মানে, আমরা যারা স্প্যানিশ নই আরকী।'

'বাবার ধারণা অন্যের নজর কাড়ার ক্ষমতা আছে তোমার মাঝে।'

সবিস্ময়ে, আমি বললাম, 'তোমার বাবার? কিন্তু তিনি তো আমাকে চেনেন না!'

'দেখেছেন। আমি তাঁকে বলেছি তুমি পড়াশুনোয় কত ভাল। উনি বললেন তোমাকে দেখে তাঁর আর একজনের কথা মনে পড়ছে।'

এবার সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম আমি। ওর সাথে আরও গল্প করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভয় পেলাম যদি এমন কোন প্রশ্ন করে বসে অ্যানাবেল যার উত্তর দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

'আমাকে একটু বেশি পড়তে হয়,' ব্যাখ্যা করলাম। 'মিস ডায়ানার বইয়ের দোকানে কাজ করি আমি।'

'বাবা আলাপ করতে চেয়েছেন তোমার সাথে। বলেছেন আমি যেন তোমাকে একদিন আমাদের বাসায় নিয়ে যাই।'

'বেশ তো, যাব না হয় একদিন,' বললাম আমি।

একটা মোড়ে এসে গিয়েছিলাম আমরা। 'আমাকে এবার দোকানে যেতে হবে,' বললাম।

ওখানেই ছাড়াছাড়ি হলো আমাদের, কিন্তু আমি যখন ফিরতি পথ ধরার জন্যে ঘুরছি তখন হঠাৎ লক্ষ্য করলাম রাস্তার ওপাশে ব্র্যাড দাঁড়িয়ে, ক্রুদ্ধ চোখে মাপছে আমাকে। একটু বাদে, আবার যখন পেছনে তাকালাম আমি, তখনও দাঁড়িয়ে আছে সে, তবে অ্যানাবেল বাসায় চলে গেছে।

মিস ডায়ানা তাঁর টুপিটা মাথায় দিচ্ছেন এই সময়ে দোকানে পৌঁছুলাম আমি। 'ড্যান, মিনিট কয়েকের জন্যে একটু বাইরে যেতে হচ্ছে আমাকে। এদিকটা তুমি সামলে নিয়ো, কেমন?'

বেরিয়ে গেলেন উনি, আর আমি মেঝে থেকে এলোমেলো কিছু খবরকাগজ তুলে নিয়ে সাজিয়ে রাখলাম সেগুলো। তারপর নজর দিলাম বুক-শেলফের দিকে। সবে নামিয়েছি একটা বই, হঠাৎ খুলে গেল দরোজা।

মাইক ভ্যালেটা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

ওয়াগনে যেমন দেখেছিলাম এখন তার চেয়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে ওর পোশাক-আশাকের। দাড়ি সুন্দর করে ছাঁটা, হাবভাবে আত্মবিশ্বাসের ছাপ। আগের সেই রুক্ষভাবটাও নেই।

'কেমন আছ, বাছা? অনেকদিন পর দেখলাম তোমাকে।'

'কিছু চাই আপনার?'

হাসল ও, তবে সেটা মোটেও মধুর নয়। 'তোমার বাবা মারা পড়েছে,' বলল ও। 'আসলে ততটা চালু ছিল না সে।'

'ওরা দলে ভারি ছিল,' বললাম আমি।

'হতে পারে...হতে পারে।' আমাকে ভেংচি কাটল ভ্যালেটা। 'তবে তোমার সাহস আছে মানতে হবে, বাছা, একেবারে তোমার শত্রুর নাকের ডগায় এসে বসে আছ।'

হাতুড়ির ঘা পড়তে শুরু করল আমার বুকে। ভয় পাচ্ছিলাম আমি, কিন্তু চেষ্টা করলাম ও যেন সেটা টের না পায়।

'আমি তক্কে-তক্কেই ছিলাম, বাছা। ভেব না সব ভুলে গেছি।' ডেস্কের ওপর হাত রেখে সামনে ঝুঁকল ভ্যালেটা। 'তোমাকে আমার কখনোই পছন্দ হয়নি, তোমার বাবাকেও না। নিজেকে খুব বড় ভাবত সে।

'যাক, বুড়োটা তো গেছে, কিন্তু তুমি আছ। ঠিক যেখানে আমি পেতে চাই সেখানে। যখন সময় হবে আমার, একহাত দেখে নেব তোমাকে।

'আর ওই ডায়ানা মেয়েটা, ওর মতলবখানা কী? আমি ভেবেছিলাম ও পশ্চিমে আসছে বিয়ে করতে। কিন্তু এখন আর ততটা নিশ্চিত হতে পারছি না।

চুপ করে রইলাম আমি, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি মিস ডায়ানা যেন ফিরে না আসেন, অন্তত এখুনি। ডেস্কের ড্রয়ারে পিস্তল রয়েছে একটা, আমি জানি, ভাবছিলাম চটজলদি কীভাবে ওটার নাগাল পাওয়া যায়।

'শুনেছি, ও নাকি ভালই মাল কামাচ্ছে। তাই ভাবছি তোমার ব্যাপারে মুখ বুজে থাকার জন্যে কত হাঁকা যায়।'

'আমার ব্যাপারে?' ন্যাকা সাজলাম আমি। 'কেন, আমার জন্যে কোন্ দুঃখে টাকা দিতে যাবেন উনি। আমি এতিম, তাই দয়া করে আমার খাওয়া-পরার একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।' আমি তাকালাম ভ্যালেটার দিকে। 'ওঁর দোকানে আমি কাজ করি।'

কয়েকটা বই নিয়ে, শেলফে তুলে রাখলাম ওগুলো। 'নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়েছে আপনার,' বললাম। 'আমার জন্যে আপনি যদি টাকা দাবি করেন, উনি তা দেবেন তো না-ই, উপরন্তু হয়তো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন আমায়। ভাববেন, আমি একটা উটকো বোঝা হয়ে গেছি তাঁর জন্যে।'

শেলফ থেকে যখন ফিরে এলাম আমি, সোজা ডেস্কে এসে দাঁড়ালাম। আমার খুব কাছেই রয়েছে ভ্যালেটা, তবে আমিও পিস্তলটার কাছাকাছি রয়েছি। এবার ভ্রূকুটি করল সে, ভাবলাম নিশ্চয় আমার কথায় দ্বিধায় পড়ে গেছে সে। 'কেউ আমার কথা ভাবে না।' কণ্ঠে তিক্ততার সুর ফোটানোর প্রয়াস পেলাম আমি। 'শুধু উনিই যা একটু ভাল ব্যবহার করেন।'

'কী জানি।' সিগার বের করে ধরাল ভ্যালেটা। 'আচ্ছা, ওই বাড়িটা...মরুভূমির...ওটা তোমার বাবার?'

'আমরা ওখানে ছিলাম। এই পর্যন্ত।'

এবার, হঠাৎ করেই বদলে গেল ওর ব্যবহার। হেসে উঠল হা-হা করে। 'ধেৎ! তোমার সাথে আমি এমনি মস্করা করছিলাম, বাছা! আসলে আমার ধারণা, তোমার

বাবা একজন উঁচুদরের মানুষ ছিলেন। উঁচুদরের মানুষ।'

চারপাশে নজর বোলাল ভ্যালেটা। 'তবে এটাও ঠিক, তুমি বেশ ভাল জায়গায়ই আছ, বাছা। চেষ্টা করলেই টু-পাইস কামাতে পারবে।'

ঠোঁট থেকে সিগার নামিয়ে, আরেকটু সামনে ঝুঁকল ও। 'তুমি আর আমি, আমরা একসাথে এসেছি পশ্চিমে। আমরা বন্ধু। তাই কোন খবর-টবর যদি পাও...মানে ব্যবসাপাতি, টাকাপয়সা এসবের আরকী...আমাকে জানাবে। বুঝেছ?'

অ্যাশট্রেতে ছাই ঝেড়ে সিগারটা আবার দাঁতের ফাঁকে গুঁজল সে। 'তা ছাড়া, বিদ্রোহের খবর আছে। আমেরিকানরা আসছে এখানে সে-খবর আছে। উইলসনকে চেন...ওই লোক সব জানে। বোধহয় স্টার্নসও...যাই হোক, যদি কিছু শুনতে পাও, সোজা চলে আসবে আমার কাছে। আমি তোমাকে মোটা বখশিস দেব।'

সিগারের পাশ দিয়ে আমার উদ্দেশে দাঁত কেলাল ও, তারপর চোখ মটকাল।

'পার্টনার, বুঝলে! তুমি আর আমি!'

'মিস ডায়ানা এসে পড়বেন যে কোন মুহূর্তে,' বললাম আমি।

দরজায় গিয়ে দাঁড়াল ভ্যালেটা। 'ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। তবে তুমি কিন্তু মনে রেখ কথাটা!'

বেরিয়ে গেল ও, পেছনে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

উনিশ

প্রায় রাতে গুলির শব্দ শুনতে পেতাম আমরা। সাধারণত সনোরা টাউন থেকে ভেসে আসত ওগুলো, কিন্তু তাই বলে দাঙ্গাহাঙ্গামাকারীরা সবাই যে মেক্সিক্যান বা ক্যালিফোর্নিয় ছিল তা নয়। দলে ভারি থাকলে, অ্যাংলোরাও শরিক হত এতে। খুনখারাপি লেগেই থাকত; চাকুবাজি আর ছিনতাই ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার।

মাঝেসাঝে কাছেপিঠের কোন র‍্যাঞ্চ থেকে দলবেঁধে ভ্যাকুয়েরোরা আসত শহরে, সবচেয়ে কাছের কোন ক্যান্টিনায় ঢুকে পড়ত গলা ভেজাতে।

কোথাও নাচের দাওয়াত না থাকলে মেয়েরা সন্ধ্যার পর বেরোত না রাস্তায়, আর যদিও-বা বেরোত কখনও, সঙ্গে ব্যাটাছেলে কেউ থাকত। তবু একদিন মাঝরাতের দিকে যখন হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল, বাইরের ঘরে নারীকণ্ঠ শুনতে পেলাম।

রীতিমত চমকে গেলাম আমি, এবং উদ্বিগ্নও হলাম খানিকটা। কান খাড়া করলাম। 'আপনার কাছে সাহায্যের আশায় ছুটে এসেছি আমি। আর কেউ নেই।' গলাটা চেনা-চেনা ঠেকল আমার।

'নিশ্চয়, ডোনা এলেনা। বলুন, আমি কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

'আমি ব্যবসা বুঝি না। টাকাপয়সার সাথে সম্পর্ক আছে এরকম কিছুই বুঝি না। আমার স্বজাতির লোকেরা টাকা জিনিসটার মূল্য দেয় না। আমরা...আমরা পণ্যবিনিময় করি। একটা জিনিস দিয়ে অন্য আরেকটা নেই। আপনার দোকান আছে। বই রাখেন সেখানে।

'আমি ঠিক জানি না, তবে শুনেছি মাঝে মাঝে ব্যবসাও করেন আপনি।'

'আপনার প্রয়োজনটা কী সেটাই বলুন?'

'টাকা খাটাতে চাই। ব্যবসা করতে চাই। ধনী হতে চাই আমার টাকা খাটিয়ে।'

দোনোমনো করছিলেন মিস ডায়ানা, কিন্তু শেষপর্যন্ত বললেন, 'ঝুঁকি আছে এতে। লাভ পেতে চাইলে, লোকসানের জন্যেও তৈরি থাকতে হবে।'

'জানি। এটা অনেকটা জুয়ার মত, আমার ধারণা। কখনও আমার হাতে ভাল তাস উঠবে, কখনও আরেকজনের। আমি ব্যবসার কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনি বোঝেন।'

'আপনার ভাইয়ের কী ইচ্ছে?'

'ও জানে না। জানলে বিরক্ত হবে আমার ওপর। করতে দেবে না। ও টাকা ধার করে, কিন্তু যারা ঋণ দেয় তাদেরকে ঘৃণা করে। ও হলো জমিদার। যখন খুশি তখন শোধ দেবে। কেউ ফেরত চাইবে না ওর কাছে।'

'ইয়াংকিরা চাইবে। চাপ দেবে এজন্যে।'

'আমিও তাই শুনেছি।'

একটুক্ষণ চুপ রইলেন মিস ডায়ানা, যেন ভাবছেন কিছু। 'নিজের টাকা আছে আপনার? ভাই জানবেন না?'

'আছে, তবে ও জানে না। আমার মায়ের দেয়া টাকা।' ডোনা এলেনা অধোবদন হলেন। 'মা জানতেন আমার স্বামী নেই, বাবা আর ভাইয়ের ছেলে পছন্দ হত না, ফলে আমারও বিয়ে হয়নি। কিন্তু মা বুঝতেন এর জ্বালা, তাই গোপনে কিছু সোনাদানা দিয়ে গেছেন।

'আমাকে একজন বলেছে টাকায় টাকা টানে। তাই ভাবলাম, আপনি আমাকে পথ দেখাতে পারবেন। বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা ফাঁস হওয়া চলবে না। কারণ আমি হচ্ছি—ডোনা এলেনা।'

'বুঝেছি। তাই আপনি আমার সাহায্য চাইছেন। কিন্তু কীভাবে, বলুন?'

'আমাকে কোথাও টাকা খাটাবার ব্যবস্থা করে দিন। আমি লাভ দেব আপনাকে।'

প্রসঙ্গ পালটালেন মিস ডায়ানা। 'আপনাদের র‍্যাঞ্চটা...খুব বড়?'

'বিরাট।'

'আপনার ভাই যে টাকা ধার করেছেন তার পরিমাণ কত...অনেক?'

'আমার মনে হয়। ওর খাঁই বেশি, কিন্তু গরুর চামড়া বেচে আয় হয় না তত। কিছু বলতে গেলে, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়, বলে সব ঠিক হয়ে যাবে, আর কেবল ধার করে।'

'উনি কার কাছ থেকে ধার করেন আপনি জানেন?'

'এর-তার কাছ থেকে। এখানে কিছু, ওখানে কিছু।'

'এই যে আপনি টাকা খাটাতে চাইছেন...এখনই লাভ দরকার।'

'প্রশ্নই ওঠে না! এসব আমি করছি ভবিষ্যতের জন্যে।' আমি দেখলাম মিস ডায়ানার চোখে চোখ রাখলেন আন্ট এলেনা। 'মৃত্যুর পর আমার লাশ সৎকারে যেন কোন অসুবিধে না হয়।'

'আপনি যদি লোকসানের ঝুঁকি নিতে রাজি থাকেন, আমি সাহায্য করব

আপনাকে।' একটু থামলেন ডায়ানা। 'এ-ব্যাপারে আপনার কোন বিশেষ ইচ্ছে-টিচ্ছে?'

'একটা। শুরুতে এমন কিছু ধরতে চাই যাতে তাড়াতাড়ি কিছু হাতে আসে। ভাই যেসব ঋণ করেছে সেগুলো আমি শোধ করে দিতে চাই।'

'বুঝেছি।'

'তবে ওর জানা চলবে না। কিছুতেই নয়। তা হলে ভয়ানক খেপে যাবে। শেষ করে ফেলবে আমাকে। যে ধার দিয়েছিল তাকে শেষ করবে–আপনাকেও করবে।'

মৃদু হাসলেন মিস ডায়ানা। 'আমি এত সহজে শেষ হব না, ডোনা এলেনা।'

'ও যদি জানতে পায় আমার টাকা আছে, চাইবে, এবং দিতে বাধ্য হব আমি।'

'জানবেন না। আপনি টাকা নিয়ে আসতে পারবেন এখানে?'

মেঝে থেকে একটা কাপড়ের থলে তুলে নিলেন ডোনা এলেনা। 'এতে আছে কিছু।' টেবিলের ওপর থলেটা রেখে ভেতরে হাত ঢোকালেন তিনি, কিছু স্বর্ণমুদ্রা বের করলেন। তারপর থলে থেকে ছোট্ট আরেকটা ব্যাগ বের করলেন আন্ট, ফিতে খুলে উজ্জ্বলমত কী যেন ঢেলে দিলেন টেবিলে। 'এগুলোও আছে।'

'এ তো অনেক। এগুলো দিয়ে আপনি বিশ্বাস পাচ্ছেন আমাকে?'

'সমাজে আপনার সুনাম আছে। তা ছাড়া আমার ধারণা, আপনি আমাকে ঠকাবেন না।'

এরপর যদি আরও কথা হয়েও থাকে, আমি শুনতে পাইনি, তার কারণ আমি ঢলে পড়েছিলাম গভীর ঘুমে, এবং আবার যখন সজাগ হলাম তখন ঘর অন্ধকার, বাইরে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই।

চুপ করে শুয়ে রইলাম আমি, টিয়া এলেনার কথা ভাবতে লাগলাম। তাঁর মত সম্ভ্রান্ত মহিলারা সচরাচর পর্দার আড়ালেই থাকেন, স্বামী বা বাবার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পান না কিছু।

একটা প্রশ্ন জাগল আমার মনে: হঠাৎ এ-পদক্ষেপ নিচ্ছেন কেন আন্ট এলেনা? নিশ্চয়ই স্বাবলম্বী হতে চাইছেন খানিকটা, ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তা চাইছেন, এ ছাড়া আর কী হবে? কিন্তু মিস ডায়ানার কাছে এলে কাজ হবে এটা টিয়া এলেনা বুঝলেন কেমন করে? আগে থেকেই জানতেন, নাকি তাঁর নিজস্ব গণ্ডির বাইরে একমাত্র ডায়ানাকেই বিশ্বাস পেয়েছেন?

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ফের ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। যখন জাগলাম, সকাল হয়েছে, বসার ঘরে গলা পেলাম জর্জ বুশের। ঝটপট পোশাক বদলে, ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম আমি। সামনে কফি নিয়ে মিস ডায়ানার সাথে আলাপ করছিল ও।

'পরিশ্রমের কাজ, তবে লাভ আছে,' বলছিল বুশ। 'স্যান হোয়াকিন-এ হাজার হাজার বুনো ঘোড়া আছে, এবং এগুলোর মধ্যে ভাল জাতেরও পাওয়া যায়।'

'কজন লোক লাগবে ধরতে?'

'চার-পাঁচজন।'

আমার দিকে ফিরলেন ডায়ানা। 'ড্যান, তোমার ইন্ডিয়ান বন্ধুরা সাহায্য করবে না? আমি উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেব।'

'করতে পারে। আমি দেখব আলাপ করে।'

'কেলসো শহরে আসছে। আমার ধারণা এসময় একটা কাজ পেলে ও খুশিই হবে, আর তা ছাড়া এসব কাজ ও বোঝে।'

'বেশ। আপনি আর ড্যান মিলে সব ঠিক করে ফেলুন তা হলে। আমার বিশ্বাস মিস্টার গ্রে-র পক্ষে যতটা শেখানো সম্ভব, শিগগিরই ড্যান শিখে ফেলবে তার সব। তারপর এরকম একটা অ্যাডভেঞ্চারে যেতে পারলে উপকারই হবে ওর।'

'কত ঘোড়া ধরার ইচ্ছে আপনার? ডজন দুয়েক?'

হাসলেন মিস ডায়ানা। 'আমি ভেবেছিলাম চার-পাঁচশোর কথা বলবেন আপনি। নয়তো সহজে যতগুলো সামলাতে পারেন।'

'চার-পাঁচশো? ম্যাম, নিশ্চয় আপনি–'

'না, ঠাট্টা করছি না, মিস্টার বুশ। কয়েকশো ঘোড়া দরকার আমার, পোষ মানান। যদি খচ্চর দেখতে পান, সেগুলোও ধরবেন।'

'অত ঘোড়া পোষ মানাতে বছরখানেক লেগে যেতে পারে।'

'লাগুক। কেন, আপনার কোথাও যাওয়ার তাড়া আছে নাকি, মিস্টার বুশ? সময়ের অভাব নেই আমাদের, ঘাসও আছে প্রচুর, এবং আমার বিশ্বাস শিগগিরই বাজারও পাব। যেগুলো সব থেকে ভাল, রেখে দেবেন আলাদা করে–শহরের কাছেই কোথাও। আমরা ওদেরকে বংশবৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করব।'

'ঠিক আছে, ম্যাম।'

টেবিলের ওপর একগাদা ব্যবসার কাগজপত্র পড়েছিল, মিস ডায়ানা সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়ে ফিতে দিয়ে বাঁধলেন সেগুলো। 'আমি চাই মিস্টার কেলসো আমার এদিককার কাজকর্ম দেখাশোনা করুন, মানে আপনার জায়গায়, মিস্টার বুশ। মানুষ টের পেতে শুরু করেছে আমরা একসাথে কাজ করি। তাই নতুন কারোকে এখন দরকার আমার। আপনি আর ড্যান ঘোড়ার ব্যাপারটা সামলাবেন।'

কাগজপত্র নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, তাকালেন আমার দিকে। 'ড্যান, বয়স...স্বাস্থ্য...কোনটাই মানুষের আসল জিনিস নয়। মানুষ বড় হয় দায়িত্ববান হয়ে ওঠার মাঝ দিয়ে। তা ছাড়া, আমি চাইছি, আপাতত কিছুদিন শহরের বাইরে গিয়ে থাক তুমি।'

বুশের উদ্দেশে ফিরলেন ডায়ানা। 'মিস্টার বুশ? মেক্সিকোর সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু শুনেছেন আপনি?'

'যুদ্ধ? না, ম্যাম। নিশ্চয় গুজব হবে।'

'না, মিস্টার বুশ, গুজব নয়। যুদ্ধ একটা বাধতে যাচ্ছে। তবে আমরা আমেরিকানরা যদি একটু বুদ্ধি খাটাই, এর প্রয়োজন পড়বে না।'

'মানে?'

'মিস্টার বুশ, ক্যালিফোর্নিয়দের যারা নেতা তাদের বেশির ভাগই বুদ্ধিমান লোক। ক্যালিফোর্নিয়া মেক্সিকো সিটি থেকে বহুদূরে, অথচ মেক্সিকো ছাড়া আর কারও সাথে ব্যবসা করা নিষেধ। ফলে এখানকার লোকজন অনেক সুবিধে থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করলে যে-মুনাফা পেত সেটা পাচ্ছে না।

'এখন মার্কিন সরকার যদি বুদ্ধিমান হয়, কূটনৈতিক মহলে দেন-দরবার করে

মিটিয়ে ফেলা যায় সমস্যাটা। নইলে ক্যালিফোর্নিয়রা লড়বে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে। এটা ওদের বাঁচামরার প্রশ্ন।'

'আবেল স্টার্নসের সাথে এ-ব্যাপারে আলাপ করেছেন আপনি?'

'ঠিক এভাবে নয়। মিস্টার স্টার্ন মেক্সিক্যান নাগরিক, কোনরকম ঝামেলায় জড়াবেন না নিজেকে। আমার বিশ্বাস উনি বোঝেন ব্যাপারটা, কিন্তু নিজের সরকারের প্রতি অনুগত থাকতে চান, শত অসুবিধে হলেও। আমিও জড়াব না, যদিও আমি এখানকার নাগরিক নই। বলতে কী, এখানে আমার ব্যবসা করার আইনসঙ্গত কোন অধিকারই নেই। কেউ কিছু বলে না কারণ আমি মেয়ে, তা ছাড়া স্থানীয় যেসব কর্মকর্তা আছে তাদের সায় আছে আমার কাজকর্মের পেছনে।'

'তা হলে আপনার ধারণা লড়াই হবে?'

'হবে। ক্যালিফোর্নিয়দের একটা দলের নেতা—ফ্রিমন্ট। শোনা যায়, লোকটা নাকি ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী।'

চতুর হাসি হাসল বুশ। 'আমরা সবাই কি তা-ই নই?'

কৌতুকে নেচে উঠল মিস ডায়ানার চোখের তারা। 'নিশ্চয়, মিস্টার বুশ। তবে উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ব্যবহার করার অনেক রাস্তা আছে। বেপরোয়া হওয়াটা ঠিক নয়।'

খানিক বাদে জর্জ যখন বিদায় নিল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, মিস ডায়ানা, এই যে এতসব ঘটছে, এর কারণটা কী...আমাকে বুঝিয়ে বলবেন একটু?'

কিছুক্ষণ ব্যবসার কাগজপত্রে ডুবে রইলেন তিনি, তারপর যখন শেষ হলো কাজ তখন বললেন, 'বছর কয়েক আগে টেক্সাস যুদ্ধ করে নিজের স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। মার্কিন সরকার স্বীকৃতি দিয়েছিল ওদের স্বাধীনতাকে, আর মেক্সিকো ভীষণ নাখোশ হয়েছিল এতে।

'এখন, প্রায় দশ বছর পর, টেক্সাস ইউনিয়নের সদস্যপদ চেয়ে আবেদন করেছে, এবং আমরা তাকে অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা দিয়েছি। তাই মেক্সিকো এবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আবার যদি কখনও এরকম করি আমরা, এটাকে তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল বলে ধরে নেবে।

'তবে যা-ই ঘটুক শেষ পর্যন্ত, ক্যালিফোর্নিয়া মেক্সিকোর সাথে থাকুক কিংবা চলে আসুক আমাদের সঙ্গে, আমি চাইছি আমাদের আখের গুছিয়ে নিতে। এখানে সমুদ্রবন্দর আছে, বাইরের দুনিয়ার সাথে কারবার করা সহজ হবে।'

দম নিতে একটু থামলেন ডায়ানা। 'আমরা একা, ড্যান, তুমি আর আমি। তাই সবসময় তৈরি থাকতে হবে আমাদের যেন জোয়ারে গা ভাসাতে পারি। এবং তৈরি আমরা থাকবই।'

বিশ

'তোমরাই ইতিহাস,' টমাস গ্রে বলেছিলেন আমাদের। 'কক্ষনো ভেব না ইতিহাস দূরের কোন বস্তু যার সাথে কেবলমাত্র রাজরাজড়াদেরই যোগ আছে।

'আসলে তোমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ইতিহাস আছে একটা, যেটা আবার লস এঞ্জেলেসের ইতিহাসের অংশ, এবং এইভাবে সারা দুনিয়ার।'

বলতে কী, এভাবেই, ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছিল আমাদের লেখাপড়া, রোজ শক্ত-শক্ত জিনিস বুঝতে হচ্ছিল। স্কুলে যাওয়ার এবং ফেরার পথে সনোরা টাউনকে এড়িয়ে চলি আমরা, যদিও ওখানে যারা থাকে তাদের অনেকেই চমৎকার মানুষ। আবার জায়গাটা কঠিন লোকদের ডেরাও বটে।

মিস ডায়ানার সেই কথাটা প্রায়ই মনে পড়ে আমার: আমরা দুজনই এ-পৃথিবীতে একা। আমি ভাবি, তা শুধু কি এজন্যেই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন উনি? আমার ভেতর তাঁর অতীতকে দেখতে পেয়েছিলেন বলে? নাকি আর কোন কারণ ছিল?

আরেকবার আমাকে বলেছিলেন ডায়ানা, 'কক্ষনো ভয় পেয়ো না'। সামান্য এক-আধটু ভয় মানুষকে সাবধান থাকতে সাহায্য করে ঠিক, কিন্তু বেশি ভয় তার কাজের উদ্যমকেই দেয় নষ্ট করে। ভয়কে শ্রদ্ধা কর, কিন্তু একে ব্যবহার করবে তোমার প্রেরণা হিসেবে, বাঁধা পড়বে না এর হাতে।'

স্কুলে যাওয়া-আসার পথে নিয়মিত রাস্তা বদল করতাম আমি। একই পথ কক্ষনো ব্যবহার করতাম না দুদিনের বেশি। রাস্তাঘাট বিশেষ ছিল না, কিন্তু আমি ব্যবহার করতাম মেঠোপথ, যেখানে ঘোড়া যেতে পারবে না। তখনকার আমলে ক্যালিফোর্নিয়রা সবাই ঘোড়ায় চেপে চলাফেরা করত। পায়ে হাঁটা ওদের একদম না-পছন্দ ছিল।

আমি যখন আবার আমার দাদুর দেখা পেলাম তার আগে কেটে গেল বহু সময়। মিস ডায়ানা আমাকে আগেই জানিয়েছিলেন তিনি শহরে বিশেষ আসেন না, তাঁর র‍্যাঞ্চ-হাউসে থাকেন মাসের পর মাস। তারপর একদিন, স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটা বাগানের ভেতর দিয়ে আসছি আমি, হঠাৎ কয়েকটা ঘোড়ার আওয়াজ পেলাম রাস্তায়। চকিতে থমকে দাঁড়ালাম, গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে উঁকি দিতেই দেখলাম, দাদু যাচ্ছেন।

চিনতে ভুল হয়নি আমার। ওই বুড়ো বয়েসেও যথেষ্ট সুদর্শন ছিলেন তিনি, চুল আর গোঁফ সাদা, অপূর্ব সুন্দর একটা ঘোড়ার পিঠে বসেছিলেন, স্যাডলটা রুপোর। ছজন লোক ছিল তাঁর সাথে, একজনকে চিনতে পারলাম আমি। কাটা-নাক, আমাকে যে খুন করতে চেয়েছিল।

দ্রুত চলে গেল ওরা, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ধুলো থিতিয়ে না এল পুরোপুরি, আমি লুকিয়ে রইলাম।

সেদিন আর দোকানে গেলাম না, পড়াশুনো করলাম বাসায় বসে।

পড়ছি আমি, কিন্তু বারবার মন ছুটে যাচ্ছে দাদুর দিকে। মানুষটার প্রতি আক্রোশ রয়েছে আমার, আবার করুণাও বোধ করছিলাম তাঁর জন্যে। হয়তো আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্কই এর কারণ, কিংবা অন্যকিছু হতে পারে; ঠিক জানি না আমি।

দাদুর অহঙ্কার তাঁর বংশমর্যাদা, আর নিজের নাম। বাবা-মা এবং অন্যদের কাছে আমি যতটুকু শুনেছি, এ-অহঙ্কারই ছিল দাদুর একমাত্র সম্বল। তাঁর চোখে মামুলি এক নাবিকের সাথে তাঁর মেয়ের বিয়ে অপমানকর ঠেকতেই পারে। সার ওয়াল্টার স্কট

এবং এজাতীয় আরও কিছু প্রণয়কাহিনি পড়া আছে আমার, তাই বুঝতে পেরেছিলাম একজন অহঙ্কারী মানুষকে কতটা বিচলিত করে তুলতে পারে এধরনের ঘটনা।

কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের জগৎটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের দৃষ্টিতে কর্মই মানুষের একমাত্র পরিচয়; কিন্তু দাদুর জগৎ গড়ে উঠেছিল বংশমর্যাদার ওপর ভিত্তি করে।

এই কৌলীন্যটুকুই যাঁর সম্বল, মনে হলো, কোণঠাসা হয়ে পড়লে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। ধীরে ধীরে এ-ব্যাপারে দাদুর দিকটাও দেখতে শুরু করলাম আমি, যদিও এ-মতের প্রতি আমার সহানুভূতি ছিল সামান্যই।

পরে, মিস ডায়ানাকে যখন খুলে বললাম আমার ধারণার কথা, তিনি চুপ করে শুনলেন প্রথমে, তারপর বললেন, 'ড্যান, তুমি বড় হতে শুরু করেছ। বুদ্ধির পরিপক্বতা আসছে।'

কত কিছুই না তখন ঘটছিল নিত্যদিন। ক্রমশ বাড়ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা। ক্লাসে টমাস গ্রে এর কিছু কিছু বুঝিয়ে দিতেন ব্যাখ্যা করে, তবে অত্যন্ত সাবধানে, যেন কোনরকম পক্ষপাত প্রকাশ না পায়।

এরমাঝে জর্জ বুশ একদিন জানাল এসে, দাদু তাঁর র‍্যাঞ্চে ফিরে গেছেন, আপাতত কিছুদিন তাঁকে নিয়ে আমার ভয় না পেলেও চলবে।

'মিস্টার ভ্যালেটাকে দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

বুশ তাকাল আমার পানে। 'শহরেই আছে। কেন, তুমি দেখেছ?'

'দোকানে এসেছিল। লোকটাকে আমার পছন্দ নয়।'

'আমারও না।'

'আমাকে হুমকি দিয়েছে,' বলে আমি সবিস্তারে জর্জকে জানালাম সেদিনকার ঘটনা। মন দিয়ে আমার কথা শুনল বুশ, তারপর বলল, 'ফের যদি আসে, আমার সাথে দেখা করতে বলবে ওকে।'

জানালায় গিয়ে দাঁড়াল বুশ। 'কেলসোর আসার কথা আজ রাতে।'

কোন কারণে জর্জকে আমার উতলা মনে হলো। বাইরে গেল ও, কোরালটা জরিপ করে এল একবার। তোমার সেই রাইফেল আর পিস্তলটা কি আছে এখনও?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আছে।'

'হাতের কাছে রাখ ওগুলো। ক্যালিফোর্নিয় বা আমেরিকানদের ভয় পাচ্ছি না আমি...আমার যত ভয় সনোরা টাউনের লোকদের। বেশকিছু গুণ্ডাপাণ্ডা থাকে ওখানে, দিন-দিন যেভাবে অবনতি ঘটছে আইন-শৃঙ্খলার, যে কোন সময়ে শহরে হামলা দিয়ে লুটতরাজ শুরু করতে পারে ওরা।'

সদর দরজার কাছে একটা বিছানা পাতল জর্জ, পাশেই রাখল ওর পিস্তলটা।

প্রায় মাঝরাত নাগাদ দরজায় করাঘাত শুনতে পেলাম আমি, তারপর পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর। কেলসো।

'জর্জ! কতদিন পর দেখা! তারপর, কী করছ এখন?'

'চাকরি। দেখতেই পাবে সব। তোমার জন্যেও ঠিক করে রেখেছি একটা।'

অনেকদিন হতে চলল লস এঞ্জেলেসে এসেছি আমি। আজকাল একা হলেই আমার মন চলে যায় মরুভূমিতে, আমার বাসায়, টাহ্‌কুইৎস্‌য়ের বাড়িতে। বন্ধু ফ্র্যান্সিসকোর কথা মনে পড়ে। আচ্ছা, ও কি এখনও আছে ওখানে?

আমাদের মেক্সিক্যান হাউসকিপারটির নাম ছিল রোসা। একদিন সকালে রান্নাঘরে টর্টিয়া প্রস্তুত করছে ও, আমি নাস্তার খোঁজে ঢুকতেই বলল, একজনকে সে বাসার পেছনের উইলো ঝোপ থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখেছে।

দরজায় গিয়ে জায়গাটা আমায় দেখিয়ে দিল সে। 'ওই যে, ওখানে!' বলল রোসা। 'ডালপালার আড়ালে লুকিয়েছিল, চেহারাটা আমি ভালমত দেখতে পাইনি।'

উইলো ঝোপের ভেতর গিয়ে আশপাশে তাকালাম আমি, ট্র্যাক খুঁজলাম। এবং হঠাৎ করেই পেয়ে গেলাম, শুধু ট্র্যাক নয়–অসংখ্য পোড়া সিগারেটের টুকরোও। কোন কোনটা পুরনো, কোনটা নতুন। ওগুলোর কয়েকটা গেল বৃষ্টির আগে থেকেই আছে ওখানে, বাকিগুলো তাজা।

এর অর্থ, কেউ একজন নজর রাখছিল আমাদের বাসার ওপর।

কৌতূহলী হয়ে উঠলাম আমি, আবিষ্কার করলাম ঠিক কোথায় উইলো ঝোপের ভেতর ঢুকেছে ট্র্যাকগুলো। এরপর ট্রেইল করলাম, বড় রাস্তায় এসে পড়লাম সরু একটা মেঠোপথ ধরে কয়েকটা ফার্ম-হাউসের পেছনের উঠনের পাশ দিয়ে।

আর কোন সন্দেহ রইল না আমার, দীর্ঘদিন থেকে কেউ নজর রাখছে আমাদের বাসার ওপর, এবং ওই মেঠোপথ ধরে বহুবার রাস্তা থেকে উইলো ঝোপের ভেতর এসেছে সে।

লোকটা কি আন্ট এলেনাকে দেখতে পেয়েছে?

কে ও, কেন নজর রাখছিল আমাদের বাসার ওপর? আমাকে লক্ষ করছিল? নাকি মিস ডায়ানাকে?

সেদিন স্কুল ছুটির পর বইয়ের দোকানে গেলাম আমি, জর্জ আর মিস ডায়ানাকে একা পেয়ে আমার আবিষ্কারের কথা জানালাম তাঁদের।

'আপনি একটু তদন্ত করে দেখুন তো, মিস্টার বুশ, ব্যাপারটা কী?' নির্দেশ দিলেন ডায়ানা।

'আপনি যখন বলছেন, দেখব, ম্যাম। তবে আমার ধারণা, ড্যান যখন কিছু বুঝতে পারেনি, আমিও পারব না। ও এসব ব্যাপারে দক্ষ, ওর বাবার গুণটা পেয়েছে।'

'আমার মনে হয়,' বললেন ডায়ানা, 'আপনাদের এবার ইন্ডিয়ানদের সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় হয়েছে।' আচমকা উঠে দাঁড়ালেন তিনি, 'কাল ভোরেই, মিস্টার বুশ। আপনি আর ড্যান রওনা দেবেন।'

'কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা তো বেশ কিছুদিনের জন্যে বাইরে থাকব, ম্যাম। আপনি একা–'

'মিস্টার কেলসো থাকবেন এখানে। আমি ড্যানকে এখন দূরে সরিয়ে দিতে চাই। আর খেয়াল রাখবেন কেউ যেন আপনাদের যেতে না দেখে। প্রয়োজনে যত খুশি ঘোড়া বদলান, কিন্তু এই এলাকা থেকে ঝটপট সরে যাওয়া চাই।'

আমার উদ্দেশে ফিরলেন ডায়ানা। 'তুমি সঙ্গে বই নিতে চাও কিছু? যদি নাও,

পছন্দমত পাঁচ-ছয়টা বেছে নিয়ে নামগুলো লিখে আমার ডেস্কে দিয়ে যেয়ো।'

জর্জ তার টুপি তুলে নিল। 'ঠিক আছে, ম্যাম। কালই তা হলে রওনা হচ্ছি আমরা। এখন আপনি নিরাপদে থাকলেই হলো।'

'আমি পারব সামলে নিতে।' মৃদু হাসলেন মহিলা। 'আপনার নিশ্চয় মনে আছে, যখন দরকার হয়, গুলি ছুড়তে একটুও দ্বিধা করি না আমি।'

জর্জ হাসল। 'আলবত মনে আছে, ম্যাম।'

আমার দিকে তাকালেন ডায়ানা। 'তোমার যা-যা দরকার নিয়ে যাও, ড্যান। কেবল লক্ষ রাখবে বোঝা যেন বেশি ভারি না হয়ে যায়, তা হলে অসুবিধে হবে পথ চলতে। তুমি কাছে না থাকায় ভীষণ খারাপ লাগবে আমার, কিন্তু আমি নিশ্চিত, তুমি একটা অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পাবে।'

'হ্যাঁ, ম্যাম। আচ্ছা, ম্যাম, আন্ট এলেনার সাথে কি দেখা হবে আপনার?'

ব্যাপারটা নিয়ে একটুক্ষণ ভাবলেন ডায়ানা, তাঁর আঙুলের ডগা টেবিল ছুঁয়ে আছে। 'চেষ্টা করব।'

বেলা ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়লাম আমরা, তখনও শেষ কয়েকটা তারা ঝুলছিল আকাশে, সূর্যের কাছে নতিস্বীকার করতে চাইছিল না। দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললাম, বরাবরের মতই ব্যাক ট্রেইল ধরে।

চলার পথে, জর্জ ইশারায় কয়েকটা জায়গা দেখাল আমাকে, যেসব জায়গায় সে নিজে গেছে আর নয়তো তাদের সম্পর্কে শুনেছে অন্য কারও কাছে। মোটামুটি জোরকদমে ছুটছি আমরা, কেবল খাড়া কোন চড়াইয়ের মাথায় ওঠার সময়ে ছাড়া। যেখানে সম্ভব, ট্রেইলের সমান্তরালে পাহাড়পর্বতের মাঝ দিয়ে যাচ্ছি যাতে কেউ আমাদের দেখতে না পায়।

'স্কুলে কেমন লাগছে তোমার?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল বুশ। 'র‍্যাড ছোঁড়াটার সঙ্গে আর কোন গোলমাল হয়েছে?'

'না। স্কুলটা ভাল। মিস্টার গ্রে একজন দক্ষ শিক্ষক।'

'এত কম ছাত্র নিয়ে ওর চলছে কীভাবে কে জানে, তবে স্কুলটা যদি ধরে রাখতে পারে, নিশ্চয় বড় হবে আস্তে আস্তে।

'এখন ছজন আছে,' আমি বললাম।

'ক্যাপ'ন লরেলের মেয়েও তো পড়ে ওখানে, তাই না? সোনালি চুলের সুন্দর মুখ?'

'লাল-সোনালি,' শুধরে দিলাম আমি। 'হ্যাঁ, আমার পাশেই বসে।'

'আচ্ছা? তবে তো র‍্যাডের সাথে তোমার ঝগড়া হওয়াই স্বাভাবিক।' আড়চোখে আমাকে মাপল জর্জ, দৃষ্টিতে কৌতুক। 'ওর বাবার সাথে মোলাকাত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধর। ক্যাপ'ন লরেল, মজার একখানা মানুষ বটে।'

এ-ব্যাপারে কিছুই বলতে পারলাম না আমি, যদিও ভদ্রলোক সম্পর্কে ভাসা-ভাসা অনেক কাহিনিই কানে এসেছিল, আর অ্যানাবেল তো বলেইছিল উনি দেখা করতে চেয়েছেন আমার সাথে।

'অত্যন্ত হুঁশিয়ার আর বিচক্ষণ মানুষ এই লরেল। কোন কোন ক্ষেত্রে একটু

অদ্ভুতও বটে। ওঁর নাবিকরা বলে, কীভাবে যেন আগাম বিপদ টের পেয়ে যান ক্যাপ'ন, হঠাৎ করেই দিক্‌পরিবর্তন করেন জাহাজের। এভাবে নাকি বহুবার বড় রকমের দুর্ঘটনা থেকে নিজের জাহাজকে বাঁচিয়েছেন তিনি।

'তারপর কার্গোর কথাই ধর। যে-বন্দরে কিছুই পাওয়ার নয়, হুট করে সেখানে জাহাজ ভেড়ান তিনি, এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, দেখা যায় অনেক মালপত্র চালানোর জন্যে পড়ে আছে তাঁর অপেক্ষায়। জাপান থেকেও বার কয়েক কার্গো এনেছেন লরেল।'

'কিন্তু আমি জানতাম, জাপান তার বন্দরে বিদেশি কোন জাহাজ ভিড়তে দেয় না।'

'তবু লরেল ভিড়ছেন, নিশ্চয় হোমরাচোমরা কারোকে চেনেন ও-দেশের। যাক, তোর সাথে যদি পরিচয় হয় ভদ্রলোকের, আমরা আরও অনেকিছু জানতে পারব ওঁর সম্বন্ধে।'

হামেশা যা করতাম আমরা, নীরবে এগিয়ে চললাম নাগাড়ে, আর এর ফলে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পেলাম আমি। আর বলতে কী, ভাববার মত বিষয়ও ছিল প্রচুর। বহু ধাঁধার জট ছাড়ানো বাকি ছিল তখনও। মা বলতেন আমার বাবার নাকি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ ছিল, আগেভাগে বুঝতে পারতেন সামনে কী ঘটবে। ক্যাপ্টেন লরেলেরও কি তা-ই আছে? নাকি এটা সেই জিনিস যাকে সবাই বলে অনুমান। কিংবা তিনি জ্ঞানী বলেই টের পেয়ে যান সবকিছু?

বাবা আমাকে আমার দাদা আর তাঁর সমুদ্রযাত্রার অনেক কাহিনি শুনিয়েছিলেন। আমি জানি জাহাজের ক্যাপ্টেনরা অনেকসময় বহু বন্দরের হদিস ইচ্ছে করেই গোপন রাখেন, কারণ তাঁরা চান না ওইসব বন্দরে যে মাঝে-মধ্যে অত্যন্ত মূল্যবান সব পণ্যের চালান থাকে সেটা আর কেউ জানুক।

সূর্যাস্তের আগেই এখন ট্রেইল থেকে সরে যাই আমরা, নিরালা একটা স্থান বেছে নিয়ে ক্যাম্প করি সেখানে, আলো থাকতে থাকতে শুকনো ডালপালা ধরিয়ে রান্না সেরে নিই। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ি আগুন মেরে, জানি কোনরকম বিপদ এলে আমাদের ঘোড়াগুলো জানান দেবে।

কিছু রসদ কিনতে এল ক্যাম্পোতে থামলাম আমরা। একটা দোকান আর গুটিকতক বাড়িঘর ছিল ওখানে।

'তুমি ঘোড়ার কাছে থাক,' জর্জ বলল আমাকে। 'একটু আড়ালে। মানুষজন যেখানে কম সেখানে নতুন মুখ দেখলে মনে রাখে সবাই।'

গরম পড়েছে বেশ, হাওয়া নেই। ঝোপঝাড়ের ভেতর ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইল ঘোড়া দুটো, আমি মোটা একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। একঘেয়ে সুরে গুনগুন করছে মাছি। গর্তে নাক ডুবিয়ে মাঝেসাঝে পানি খাচ্ছে ঘোড়াগুলো; মৌমাছিরাও আসছে পানির জন্যে। কয়েকশো গজ দূরে, দোকান ঘরটার দিকে তাকালাম আমি, কামনা করলাম জর্জ যেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসে।

উষ্ণ রোদ নিদ্রালু করে তুলল আমাকে। টুপিখানা টেনে দিলাম চোখের ওপর মাছি তাড়ানোর জন্যে লেজ ঝাপটাল ঘোড়াগুলো। আমি ঝিমুতে লাগলাম।

ধুলোয় পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বুটের চাপে গুঁড়িয়ে গেল একটা মাটির

ঢেলা। কোটের তলায় পিস্তলের বাঁটে হাত রাখলাম আমি, বুঝতে পারছি লোকটা আর যে-ই হোক বুশ নয়।

বুট আর পা। মাথা না তুলেই, হ্যাট-ব্রিমের কিনার দিয়ে ওগুলো দেখতে পাচ্ছি আমি। সরু স্প্যানিশ বুট, বড় দাঁতের ক্যালিফোর্নিয় স্পার আর প্যান্ট, হাঁটুর নীচ থেকে চেরা।

'অধিকাংশ লোকই,' বলল একটা কণ্ঠ, 'ভাববে তুমি ঘুমোচ্ছ। কিন্তু মন্টে ম্যাক-কায়া সেই দলে নেই। এসব লুকোচুরি আমিও খেলেছি অনেক।'

ঘাড় কাত করে ওর দিকে তাকালাম আমি। একহারা পেশীবহুল শরীর, তেমন লম্বা নয়, তবে কাঁধ দুটো চওড়া আর কোমর সরু, ঘোড়সওয়ারদের যেমন হয়।

'কেমন আছ?' বললাম।

'বাছা, ওই পিস্তল থেকে তুমি হাতটা সরিয়ে নিতে পার। আমি তোমার বন্ধু।'

'যতক্ষণ আমার হাত এই পিস্তলের ওপর আছে, তা থাকলেই ভাল করবে তুমি,' বললাম আমি।

শব্দ করে হাসল লোকটা। 'চমৎকার কথা বল তো তুমি। একদম লাগসই জবাব দিয়েছ।' গোড়ালির ওপর বসে পড়ল ও, চওড়া কারনিসের মেক্সিক্যান সমব্রেরোটা ঠেলে দিল মাথার পেছনে। লোকটা দেখতে মোটামুটি, এক গালে পোড়া দাগ রয়েছে, থুতনি অবধি কালো গোঁফ, আর চোখজোড়া সদাহাস্যময়।

'সামান্য কৌতূহল আরকী,' বলল ম্যাক-কায়া। 'দোকানের সামনে হিচ-রেইল থাকতে কেউ দূরে ঘোড়া রেখে আসে না।'

'এখানে ছায়া আছে।'

'ঠিক। কিন্তু তুমি কী করছ? তোমার বয়েসী একটা ছেলের দোকানে ঢুকে এটা-ওটা দেখতে চাওয়াই স্বাভাবিক। আমি যখন ছোট ছিলাম–'

'আমার ঘুম পাচ্ছিল,' বললাম।

'হতে পারে,' একমত হলো লোকটা, 'আবার এও হতে পারে, তুমি আসলে কারোকে তোমার চেহারা দেখাতে চাও না। কিন্তু কেন এরকম ইচ্ছে হবে তোমার? তুমি ঘোড়াচোর নও, অন্তত এ-বয়েসে কেউ তা হতে পারে না। তারমানে এর পেছনে অন্য কোন রহস্য আছে। এবার বল দেখি, বাপধন, তোমার পরিচয়টা কী?'

'আমার ঘুম পাচ্ছে,' হাই তুললাম আমি।

একুশ

প্রকাণ্ড সব ওক গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে দোতলা একটা এডোব। গাছের ভারি ডালপালা নুয়ে পড়েছে দোতলার বারান্দায়। সামনের উঠনে রয়েছে কৃত্রিম ফোয়ারা। শান্ত সুশীতল রাত। একতলার লিভিং রুমে বসে রয়েছেন ডন রোমেরো, তাঁর ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগার, সামনে তেপায়ার ওপর গ্লাসভর্তি ওয়াইন।

ডন রোমেরো কৃশকায় মানুষ, চোয়াল ভাঙা, হনু দুটো উঁচু। তাঁর চুল পাকা,

গোঁফ আর দাড়িতেও ছোঁয়াচ লেগেছে এর। পরনে দামী শৌখিন কাপড়চোপড়। শান-বাঁধানো উঠনে যখন এক জোড়া বুটের আওয়াজ রোমেরোর কানে পৌছুল, ঈষৎ ভ্রূকুটি করলেন তিনি।

কে এল? এমন অসময়ে?

খোলা দরজায় দেখা দিল এক লোক, হাতে টুপি। ওর নাক থ্যাবড়া, বাঁশিতে কাটা দাগ রয়েছে। লোকটার পরনে সাদা শার্ট, গলায় লাল রুমাল, আঁটসাঁট প্যান্ট। কোমরের হোলস্টারে বিরাট এক পিস্তল, আর ছুরি।

'আমার সাথে দেখা করতে এসেছ?'

নবাগত তার টুপিটা নাড়াচাড়া করল একটু, তারপর বলল, অত্যন্ত নিচু স্বরে, 'ও বেঁচে আছে।'

ডন রোমেরোর শিরদাঁড়ায় হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল যেন। সামনে ঝুঁকলেন তিনি, সিগারের ছাই ঝাড়লেন।

'অসম্ভব!' একই সঙ্গে অবজ্ঞা আর বিরক্তির সুর ফুটল তাঁর কণ্ঠে।

'আমি দেখেছি ওকে। বেঁচে আছে।'

'ভুল করছ। নিশ্চয় আর কারোকে দেখেছ। ও বাঁচতেই পারে না।'

'বাপটা বেঁচে গিয়েছিল।'

ডন রোমেরোর ভুরুতে নীলচে শিরা জেগে উঠল। 'ননসেন্স!' তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোথায় দেখেছ এই...এই ছেলেটাকে?'

'পুয়েরোতে। রাস্তায়। ও-ই। আমি জানি।'

নিঃশব্দে, প্রায় অশরীরীর মত, লোকটার পেছনে এসে হাজির হলেন ডোনা এলেনা। 'হতেই পারে না। এ অসম্ভব।'

'এক মহিলার বাসায় থাকে ও। মিস ডায়ানা—অ্যাংলো।'

ঘাড় না ফিরিয়েই, এলেনার উদ্দেশে বললেন ডন, 'তুমি কি জান এ-ব্যাপারে?'

'ভদ্রমহিলাকে চিনি। অনেক বন্ধুবান্ধব আছে।' তারপর মৃদু সুরে যোগ করলেন টিয়া এলেনা, 'ডন আবেল স্টার্নস আর ডন বেনিটো উইলসনও ওর বন্ধু।'

'ফুঃ! কে ওরা? অ্যাংলো!'

'একটা কথা তুমি ভুলে গেছ, ব্রাদার। এখন ক্ষমতায় আমরা না, অ্যাংলোরাই আছে।' একটু থেমে ডোনা এলেনা বললেন, 'ওঁর বন্ধুদের মধ্যে পিয়ো পিকোও আছেন, এবং জেনারেল ভায়েজো।'

'ওকে জান তুমি?'

'সিনোরিটা ডায়ানা সবাইকেই জানেন। আগেই তো বললাম, ওঁর বন্ধু অনেক।'

'হ্যাঁ, বলেছ। এবং আমাদের তা নেই, এটাই তো বোঝাতে চাইছ?'

'বন্ধু থাকা ভাল।'

'তাও বলেছ তুমি। প্রায়ই বলে থাক। এই মেয়েটা? ডায়ানা—ওর বাসায় যেতে চাই আমি। এখুনি...আজ রাতেই!'

'আজ রাতে? কিন্তু সে তো অনেকদূরে। মাঝরাত পেরিয়ে যাবে—'

'রাত যত গভীর হয় ততই ভাল। আমি আচমকা হাজির হতে চাই, কোনরকম জানান না দিয়ে।' উঠে দাঁড়ালেন ডন রোমেরো। 'এই যে, তুমি! ঝটপট পাঁচজন

লোক নিয়ে, চল আমার সঙ্গে। পাঁচজন সশস্ত্র লোক, বোঝা গেছে?'

'না, তুমি পারবে না যেতে! এভাবে মাঝরাতে একজন ভদ্রমহিলার বাড়ি যায় কেউ?'

'আমার যা খুশি, আমি তা-ই করব। ছেলেটা যদি থাকে ওখানে, কেড়ে নেব। এই মেয়ের কী অধিকার আছে আমার নাতিকে তার কাছে রাখার?'

'কেন কেড়ে নেবে, যাতে খুন করতে পার ওকে? যেমনটা আগেও চেষ্টা করেছিলে একবার?' একদমে কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগলেন এলেনা। 'অ্যাংলোদের তুমি চেন না, ব্রাদার। ওরা তোমার ওই বংশমর্যাদা থোড়াই পরোয়া করে। নির্ঘাত ফাঁসিতে ঝোলাবে তোমাকে।'

'ফাঁসি? বোকার মত কথা বল না!'

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালেন ডন, আগুন চোখে তাকালেন এক পরিচারিকার দিকে। 'তুমি! আমার বুট! জলদি!'

বুটের ভেতর পা গলালেন তিনি, মেঝেতে ঠুকে বসিয়ে নিলেন জায়গামত। তারপর বোনের উদ্দেশে ফিরলেন। 'তুমি মেয়েমানুষ, কাজেই কত আর বুদ্ধি হবে! এই ছেলের বেঁচে থাকাটাই আমার জন্যে অপমানকর! আমার মেয়ের সাথে কিনা ওই...ওই খালাসিটার বিয়ে!'

'অত্যন্ত সৎ লোক ছিল সে, অল্পদিনের ভেতর জাহাজের ক্যাপ্টেন হয়ে যেত।'

'ফুঃ! জাহাজের ক্যাপ্টেন! নিশ্চয় কোন ছোট লঞ্চ-টঞ্চের? সে হবে আমার জামাই?'

গটগট করে দরজার দিকে এগোলেন ডন, দোরগোড়া থেকে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'খামোকা চিন্তা করে নিজেকে কষ্ট দিয়ো না তুমি। ওই ছোঁড়া এবার মরবে। আমি সেটা পাকাপোক্ত করতেই যাচ্ছি।'

ডোনা এলেনা শুনতে পেলেন তাঁর ভাইয়ের পদশব্দ উঠনের ওপাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে একাবর ভাবলেন তিনি, নিজের ঘোড়ায় চেপে পেছনের পথে রোমেরোর আগেই পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন শহরে। পরক্ষণে বুঝলেন, কোন লাভ হবে না এতে। পথঘাট ভাল চেনেন না তিনি, হারিয়ে যেতে পারেন।

মিস ডায়ানার শীতল সৌন্দর্যের কথা মনে পড়ল তাঁর। মহিলা নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমতি, সহজে পরাস্ত হবেন না।

তবু, ভয় পাচ্ছিলেন ডোনা এলেনা। ছেলেটার কী দশা হবে? রোমেরো দেখামাত্র চিনে ফেলবে ওকে, এবং হত্যা করবে।

একটি জায়গায় কোনমতেই সুবিধে করতে পারবেন না সিনোরিটা ডায়ানা, আইন তাঁকে বাধ্য করবে দাদুর হাতে নাতিকে তুলে দিতে।

অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসলেন মিস ডায়ানা, এইমাত্র একজন ঘোড়সওয়ার চলে গেছে তাঁর জানালার পাশ দিয়ে। ব্যাপার কী? ভাবলেন তিনি। ড্যান আর জর্জ কি ফিরে এল?

না, অসম্ভব! তাঁর কর্মচারীদের কেউ বাসার ওই পাশ দিয়ে চলাফেরা করবে না।

তবে কি আউট-ল? চোর? ঝটিতি বিছানা ছাড়লেন ডায়ানা, গায়ে রোব

চাপালেন।

কেলসো কোথায়?

বালিশের নীচ থেকে আলগোছে নিজের পিস্তলটা বের করে নিলেন তিনি, গাউনের ভাঁজে লুকিয়ে নিয়ে এগোলেন লিভিং রুমের দিকে। আর ঠিক তক্ষুণি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল সদর দরজা, জনাকয়েক লোক ঢুকল ভেতরে—একেবারে সামনে ডন রোমেরো।

'তোমার এখানে একটা ছেলে থাকে। আমি তাকে দেখতে চাই।'

'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, সিনর। কিন্তু আপনি দরজা ভেঙে আমার বাসায় ঢুকেছেন—এটা বেআইনি। এবং আইনত দণ্ডনীয়। এখন দয়া করে আপনি চলে গেলে আমি খুশি হব।'

'বাড়ি সার্চ কর!' নির্দেশ দিলেন ডন রোমেরো।

মিস ডায়ানা তাঁর পিস্তল তাক করলেন। 'সিনর! আমি কখনও মিস্ করি না! আপনি বা আপনার কোন লোক যদি আগে বাড়ে, আমি গুলি করে আপনার কান ফুটো করে দেব। এবং কাল সকালেই খবরটা সবাই জেনে যাবে।'

ডায়ানার ডান দিক থেকে শান্ত গলায় কথা বলে উঠল একটা কণ্ঠস্বর, 'ওরা কোথাও যাচ্ছে না, ম্যাম। আমার এই বন্দুকটা একটা স্ক্যাটার-গান।'

কেলসো ল্যাম্পের সলতে উস্কে দিতে, উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে, দেখা গেল উদ্যত শটগানহাতে দাঁড়িয়ে আছে ও।

'তুমি!' পেছনে-দাঁড়ানো অপেক্ষাকৃত তরুণ এক ভ্যাকুয়েরোকে আচমকা ডাকলেন ডায়ানা, 'দয়া করে ওই ঘরগুলোয় তুমি একটু উঁকি মেরে দেখবে? যদি কোন ছেলেকে চোখে পড়ে, হাঁক দিয়ো।'

একটু ইতস্তত করল সে, তারপর এগিয়ে এল। সব দরজা খোলা থাকায়, মাত্র মিনিটখানেক লাগল কাজটা সারতে। সবশেষে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। 'সিনর? কোন ছেলে-টেলে নেই। এই দুজন, আর রাঁধুনি। ব্যস।'

ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে এবার থ্যাবড়া-নাকের উদ্দেশে ফিরলেন ডন রোমেরো। 'গর্দভ!' মিস ডায়ানার দিকে তাকালেন তিনি। 'সিনোরিটা, আমি সত্যি—'

'সার, আপনি একটা বোকা এবং কাপুরুষ। আপনার বংশের কলঙ্ক। যে-বংশগৌরব নিয়ে আপনার অহঙ্কার, প্রতিদিন তাকেই অপমান করছেন আপনি,' ঘৃণায় মুখ বাঁকালেন ডায়ানা।

'আপনার কাহিনি সবাই জানে। নিজের মেয়েকে দেশছাড়া করেছেন, খুন করিয়েছেন তার স্বামীকে, তারপর আপনার নাতিকেও খুন করার চেষ্টা করেছিলেন আপনি।

'সিনর, আপনি ভেবেছেন কেউ জানে না একথা? ভুল করবেন তা হলে। আপনার আড়ালে আপনাকে টিটকারি দেয় সবাই, কখনও কখনও ভয়ে শিউরে ওঠে।

'যে-জামাইকে আপনি হত্যা করেছেন, হাজার গুণে সে আপনার চেয়ে ভাল লোক ছিল। কী আছে আপনার, সার? কিচ্ছু না!'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ডন রোমেরোর চেহারা, চোয়াল ঝুলে পড়েছে, কুৎসিত দেখাচ্ছে। 'তুমি যদি পুরুষ হতে, আমি খুন করতাম তোমাকে!' আবেগে ফ্যাঁসফ্যাঁসে

শোনাল তার কণ্ঠ। 'আমি–'

'না, ডন রোমেরো, সেরকম কিছুই আপনি করতেন না। সামনাসামনি কারও সাথে লড়ার সাহস আপনার নেই। আপনি আমাকে খুন করাতেন–ওদের কারোকে দিয়ে!' হাত ইশারায় ডনের পেছনে-দাঁড়ানো লোকগুলোকে দেখালেন ডায়ানা। 'জীবনে কখনও কোন মানুষকে নিজে হাতে মেরেছেন আপনি? আত্মরক্ষার খাতিরে হলেও? আপনার হম্বিতম্বি সবই বাপ-দাদাদের টাকায়...নিজে কিছু করেছেন?

'আপনার পূর্বপুরুষরা, সিনর, আপনার দেশের লোকেরা সবাই সাহসী মানুষ ছিল, লড়াকু মানুষ ছিল। কিন্তু আপনি কী? স্রেফ খালি একটা কলসি!'

যে-তরুণটি খানাতল্লাশি করেছিল, সে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল বাইরে। অন্যরা লজ্জায় অধোবদন, পিছোতে শুরু করল দরজার দিকে।

মুখ খোলার চেষ্টা করলেন ডন রোমেরো, কিন্তু উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাওয়ার আগেই, ডায়োনা গর্জে উঠলেন, 'বেরিয়ে যান আপনি! বেরিয়ে যান এক্ষুণি! ফের কখনও যদি আমার দরজায় দেখি, আমি নিজ হাতে খুন করব আপনাকে!'

ঘুরে দাঁড়ালেন ডন, তাঁর লোকজন সবাই চলে গেছে। অন্ধের মত দরজার দিকে এগোলেন তিনি, পা রাখলেন বাইরের অন্ধকারে।

কেলসো তার শটগানটা নিচু করল। 'খোদার কসম, ম্যাম! আমি এরকম দেখিনি! আপনি ওঁকে চাবুকপেটা করেছেন!'

'আমি দুঃখিত, মিস্টার কেলসো। রাগতে চাইনি, কিন্তু ওই ছেলেটার জন্যে...'

'আমি বুঝেছি, ম্যাম।' একটু দ্বিধা করল কেলসো। 'ম্যাম, কিন্তু আপনি জানেন, কী করেছেন আজ? ওঁকে শেষ করে দিয়েছেন। দশটা বন্দুকও যা করতে পারত না।

'ওই যে লোকগুলো এসেছিল? ওরা চলে গেছে, ম্যাম। আর কখনও থাকবে না ওঁর সাথে। ওরা খেটে-খাওয়া মানুষ, ধনী না হতে পারে, কিন্তু আত্মসম্মানবোধ আছে। আর ওদের সেই অহঙ্কার গড়ে ওঠে নেতাকে ঘিরে, যার নুন খায় ওরা। তাই, আজ চোখের সামনে যখন সেই অহঙ্কারকে ধুলোয় মিশতে দেখল, ওরা আর ওঁর পেছনে থাকবে না। হাজার ডাকলেও, ডন রোমেরো এখন আর কাছে পাবেন না কারোকে।'

মুহূর্তের জন্যে, যখন পৌঁছুলেন নিজের ঘোড়ার কাছে, ডন রোমেরো হেলান দিলেন স্ট্যালিয়নের গায়ে। বিস্ময়ে তাঁর সারা মন অসাড় হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলেনি ওভাবে। সাহস পায়নি কেউ।

এসব কথা বলার দুঃসাহস ও পেল কোথায়? নিশ্চয় মেয়েমানুষ বলেই গ্রহণ করেছে সুযোগটা, জানে তাকে চ্যালেঞ্জ করবে না কেউ।

পমেলে ভর দিয়ে স্যাডলে উঠে বসলেন ডন, আশপাশে তাকিয়ে দলের লোকদের খুঁজলেন।

নেই। তিনি একা।

গর্দভের দল! কী ভেবেছে ওরা, এধরনের বেয়াদপি তিনি সহ্য করবেন?

গলা চড়িয়ে দলের লোকদের নাম ধরে ডাকলেন রোমেরো। 'আন্দ্রে! পেদ্রো! এস, আমরা যাচ্ছি!'

সাড়া মিলল না কোন।

আবার ডানে-বাঁয়ে তাকালেন ডন, অবাক হয়েছেন। চলে গেছে ওরা। গলা ভেজাতে গেছে শহরে, সম্ভবত। তবু, কেমন-যেন অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন রোমেরো, মনে হলো তাঁর পেটের ভেতর কিছু একটা চাপ বেঁধেছে। বাড়ির উদ্দেশে ঘোড়া ছোটালেন তিনি।

'হতচ্ছাড়ি!' জোরে জোরে বললেন রোমেরো। কী দুঃসাহস! মিস ডায়ানার কথাগুলো মনে পড়তেই, তিনি শিউরে উঠলেন আরেকবার। ডাইনী, সাক্ষাৎ ডাইনী। কী ব্যবহারটাই না করল!

চারদিকে নজর বোলালেন ডন। অন্ধকার রাস্তায় তিনি একা। কোন অনুচর নেই, আওয়াজ নেই তাঁর রাইডারদের খুরের।

বাসায় পৌঁছে রোমেরো দেখলেন সামনের উঠন অন্ধকার, নীরব-নিথর। মাটিতে নামলেন তিনি, আশপাশে তাকিয়ে সহিসকে খুঁজলেন ঘোড়া বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে।

কেউ নেই।

ঘুরে দাঁড়ালেন ডন, ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন চারদিকে। কেবলমাত্র র‍্যাঞ্চ-হাউসেই একটা বাতি জ্বলছে; আর সবকিছু অন্ধকার, নিস্তব্ধ।

'হোয়াকিম!' চেঁচিয়ে ডাকলেন তিনি।

লোহার আংটার সাথে স্ট্যালিয়নটাকে বেঁধে রাখলেন রোমেরো। শিগগিরই কেউ নিয়ে যাবে এসে। উঠনের ওপাশে হাঁটা দিলেন তিনি, অখণ্ড স্তব্ধতার মাঝে প্রতিধ্বনি তুলল তাঁর বুটের খটখট।

অনেক রাত হয়েছে তখন। স্বাভাবিকভাবেই কাছেপিঠে ছিল না কেউ। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি সেটা। যখন মিস ডায়ানার বাসার উদ্দেশে রওনা হন তখনই প্রচুর রাত হয়ে গিয়েছিল।

নিজের ভেতরটা ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকল তাঁর। এতক্ষণ এসব আবল-তাবল কী ভাবছিলেন তিনি? সিনোরিটা ডায়ানা একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা, সবাই সমীহ করে তাঁকে, শুধু অ্যাংলোরাই নয়, তাঁর স্বজাতির লোকেরাও ওই মহিলাকে পছন্দ করে।

তাঁর স্বজাতি? কবে থেকে ওদের সম্পর্কে এভাবে ভাবতে শুরু করেছেন তিনি? ওরা হয় ক্যালিফোর্নিয়, নয়তো মেক্সিক্যান। আর তিনি এসেছেন ক্যাস্টাইল থেকে। তিনি...

এবার সত্যি সত্যি নিজেকে ভীষণ অসুস্থ মনে হলো ডন রোমেরোর। তাঁর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? লোকের বিদ্রূপ থেকে বাঁচতেই ক্যাস্টাইল ত্যাগ করেছিলেন তিনি। দুর্বিষহ এক অপমান থেকে বাঁচতে পালিয়ে এসেছিলেন এখানে। আর তারপর মারিয়া...

সেই আমেরিকান লোকটা। তুচ্ছ একটা নাবিক, সে কিনা প্রেমনিবেদন করল ওকে! তাঁর মেয়েকে!

স্ট্যালিয়নটাকে রেখে, বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলেন ডন। টেবিলের ওপর মোম জ্বলছিল একটা। ঘরের দেয়াল আলমারির ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন রোমেরো, পরপর দুঢোক উষ্ণ সুরাপান করলেন। তারপর তৃতীয় দফা গ্লাস ভরে নিয়ে, চলে গেলেন ঘোড়ার চামড়ার বড়সড় একটা চেয়ারের সামনে, বসে পড়লেন ধপ করে।

তিনি ক্লান্ত। অবসন্ন। অনেক রাত হয়েছে এখন, আর তিনিও আগের সেই যুবকটি নন। ডায়ানাকে মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করলেন রোমেরো, কিন্তু ওই ঝলসানো চোখ, কণ্ঠস্বর, এত তীক্ষ্ণ...

মৃদু নড়াচড়ার শব্দ হলো তাঁর পেছনে, সস্নেহ একটা হাত এসে পড়ল ডনের কাঁধে। 'রোমেরো? রাত অনেক হলো। তুমি এবার বিছানায় যাও।'

'আমার ঘোড়া–'

'আমি দেখব। তুমি শুতে যাও।'

'তুমি জান? শুনেছ কিছু?'

'শুনেছি। ওরা যখন ওদের জিনিসপত্র নিতে ফিরে–'

'ওদের কী?'

'ওরা নেই, রোমেরো? আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে।' একটু থামলেন এলেনা। 'ওরা গর্ব করত আমাদের নিয়ে। কিন্তু আমরা হতাশ করেছি ওদের।'

মুখ বিস্বাদ ঠেকল ডন রোমেরোর। ডানে-বাঁয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি; উঠতে নিয়েও, পরক্ষণে বসে পড়লেন আবার।

সব গর্দভের দল! জাহান্নামে যাক ব্যাটারা! আরও ভাল লোক জোগাড় করবেন তিনি। তাঁর অর্থ আছে। মোটা টাকা দিতে পারবেন।

বিছানা...হ্যাঁ, তাঁর এখন খানিকটা ঘুম দরকার। আর অল্পক্ষণের ভেতর আরেকটা নতুন দিনের সূচনা হবে। তাঁর মনে পড়ে না শেষ কবে তিনি ক্লান্ত বোধ করেছিলেন।

তবে একটা কথা ঠিক, তাঁকে চলে যেতে হবে এখান থেকে। স্পেনেই ফিরে যেতে হবে।

তাঁর লোকেরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। সবাই।

বাইশ

আমরা যখন এল ক্যাম্পো থেকে বেরিয়ে অ্যগুয়া ক্যালিয়েন্তের দিকে এগোলাম, মন্টে ম্যাক-কায়াও সঙ্গ নিল আমাদের। জর্জ মোটামুটি সাদরে গ্রহণ করল ওকে, কিন্তু আমার সন্দেহ ঘুচল না। কারণ তখনও পর্যন্ত লোকটার পরিচয় বা তার চাহিদা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না আমি।

যখন প্রায় পাম স্প্রিংয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি, রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে আমি চোখ মেলে দিলাম সামনে। 'ওই যে,' হাত ইশারায় দেখিয়ে, আচমকা চেঁচিয়ে উঠলাম খুশিতে, 'কলিং রক।'

ম্যাক-কায়া দেখতে পেল ওটা, জরিপ করল। 'কী আছে ওখানে?'

ওকে আমি জানালাম কেন ওই পাহাড়ের নাম হয়েছে কলিং রক, তারপর বললাম কেউ কেউ একে লিনিং রকও বলে।

'প্রথম নামটাই শ্রুতিমধুর,' বলল মন্টে। 'আর তোমার ওই কাহিনিটাও সুন্দর।

তা, তুমিও কি পেছনে তাকিয়েছিলে?'

'অবশ্যই। আমি ফিরে আসতে চেয়েছিলাম।'

যখন আরও কাছাকাছি হলাম আমরা, ইশারায় আমি চাইনো ক্যানিয়নটা দেখালাম। 'ওখানে গুহা আছে একটা, ভেতরে পানি মিলবে। শিকারে যাওয়ার আগে কাউইয়ারা ওই গুহায় ঢুকে পানি খেয়ে নেয় আগে। ওদের ধারণা এতে নাকি বহুগুণ বেড়ে যায় ওদের শক্তি।'

পলক তুলে ক্যানিয়নটা দেখল ম্যাক-কায়া। 'আমাকে একবার ঢুকে দেখতে হবে জায়গাটা কেমন।'

ওর নজরে পড়েছিল আমি আর জর্জ ঘনঘন পেছন ফিরে আমাদের ব্যাক ট্রেইল জরিপ করছি। 'ব্যাপার কী, তোমাদেরকে কেমন-যেন অস্থির মনে হচ্ছে,' শেষমেশ বলেই ফেলল ও। 'কেন, বিপদের আশঙ্কা করছ নাকি?'

'তোমার যদি ভয় করে, চলে যেতে পার,' বলল জর্জ। 'সম্ভবত বিপদ এড়াতে পেরেছি আমরা, তবু ঝুঁকি নিতে চাইছি না।'

'যেহেতু একসঙ্গে চলছি আমরা,' জবাব দিল ম্যাক-কায়া, 'তোমাদের বিপদ মানেই আমার বিপদ। যদি দেখ ওরা আসছে, আমাকে জানাতে দেরি কর না। একবার দেখব, ব্যাটাদের হজম ক্ষমতা কত।'

'এটা তোমার লড়াই নয়,' বলল জর্জ।

'তবু আমি থাকছি। যে-মুহূর্তে এসেছি তোমাদের ক্যাম্পে, তখন থেকেই আমি তোমাদের লোক।'

অদ্ভুত মানুষ ছিল এই মন্টে ম্যাক-কায়া। গান করত সারাক্ষণ। বেসুরো গলা, তবু গানই যেন ছিল ওর জীবন।

বুনো ঘোড়া ধরার ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনার কথা যখন জানল সে, সঙ্গী হতে চাইল আমাদের। 'ল্যারিয়েট ছুড়তে জানি আমি,' বলল। 'ঘোড়াও পোষ মানাতে পারি।'

পরে, যখন একা হলাম আমবা, 'আগুনের ওপর দিয়ে জর্জ তাকাল আমার দিকে। 'ড্যান, তুমি কী বল? নেব ওকে?'

'আমার ধারণা লোকটা ভালই,' বললাম, 'আর তা ছাড়া সাহায্যও লাগবে আমাদের।'

পাম স্প্রিংয়ে যে-দোকানটা ছিল পরদিন সকালে বেলেপাহাড়ের মাঝ দিয়ে সেখানে গেলাম আমরা।

দোকানি দেখামাত্র চিনতে পারল আমাকে। স্মিত হেসে বলল, 'কেমন আছ, বাছা? বেশ কয়েক ইঞ্চি লম্বা হয়েছ দেখছি।'

'জ্বি। আচ্ছা, আমার বাসাটা কি খালিই পড়ে আছে এখনও?'

খানিক আমতা-আমতা করল দোকানি, তারপর বলল, 'তুমি যখন ফিরে এসেছ তখন নিশ্চয়ই খালি হয়ে যাবে।'

'আর ফ্র্যান্সিসকো...আছে?'

'মাঝেসাঝে দেখি। ও যদি তোমার সাথে দেখা করতে চায়, ঠিকই খুঁজে নেবে তোমাকে। জানই তো, বাছা, ইন্ডিয়ানরা একটু খেয়ালি হয়।'

ওই দোকান থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করল জর্জ। ময়দা, লবণ, কফি, হ্যাম আর দুচাকা বেকন।

দরজার কাছে গিয়ে, আমি তাকালাম বাড়িটা যেখানে অবস্থিত সেই বেলেপাহাড়গুলোর দিকে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ক্ষীণ একটা ধোঁয়ার রেখা দেখতে পেলাম যেন? অজানা আশঙ্কায় ধড়াস করে উঠল আমার বুক।

একটু ইতস্তত করলাম আমি, তারপর জর্জের উদ্দেশে ঘুরে, যেন কিছুই হয়নি এভাবে বললাম, 'তোমরা মালপত্র গুছিয়ে নাও, আমি এগোচ্ছি। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।'

ঝট করে আমার দিকে তাকাল ও, মন্টে ম্যাক-কায়া ঘাড় ফেরাল। 'আমি আসব?'

'দরকার নেই। আমি একাই যাব।' তারপর বিতর্কের অবসান করতে যোগ করলাম, 'ওখানেই খুন হয়েছিলেন আমার বাবা। আমি একাই যেতে চাই ওখানে।'

'তাই? ঠিক আছে,' বলল মন্টে। 'আমরা না হয় পরেই আসছি।'

তবে আমি জানি, জর্জকে বোকা বানাতে পারিনি। আমার ওই বাড়িটা যে ভুতুড়ে ও তা জানে। বাবার মৃত্যুর পর মরুভূমি থেকে ফিরে আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর অস্ত্রপাতিগুলো যেমন গুলি-ভরা অবস্থায় আবিষ্কার করেছিলাম আমি, তেমনি প্রায়ই একটা-দুটো করে আমার বই চুরি যেত বাসা থেকে, তারপর আবার দিনকতক পর দেখতাম যথাস্থানেই রাখা আছে ওগুলো কিন্তু গায়েব হয়েছে অন্য বই। তারপর এবার কেলসোর সাথে যখন দেখা হলো, জানলাম হালে সে নাকি একবার এসেছিল এদিকে এবং তখন টাহ্‌কুইৎস্‌য়ের বাসায় বাতি দেখতে পেয়েছিল। সুতরাং জর্জও যে আমার মতই কৌতূহল বোধ করছিল আসল ব্যাপারটা কী তা জানার জন্যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রথমে বইয়ের থলেটা খুলে নিয়ে স্যাডলের ওপর আমার সামনে রাখলাম আমি, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ধীর কদমে এগোলাম ট্রেইল বরাবর। যখন বালিয়াড়ির মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে-যাওয়া মেঠোপথে ঢুকলাম, গলা ছেড়ে গান ধরলাম একটা।

উঠনে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামলাম আমি, বইয়ের থলেটা তুলে নিলাম কাঁধে। সিঁড়ির গোড়ায় এসে থলেটা নামিয়ে খুলে ফেললাম ওটার মুখ, একেবারে ওপরের বইটা বের করলাম। প্রথম কয়েকটা পাতা দেখলাম উল্টে-পাল্টে, তারপর বইখানা আবার রেখে দিলাম যথাস্থানে। শেকল নামিয়ে দরজা খুললাম।

যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম তেমনি আছে ঘর। হালে ঝাঁট দেয়া হয়েছে মেঝে, কোনা-কাঞ্চি কোথাও কোন ঝুল নেই। বইগুলো আগের মতই সাজানো-গোছানো রয়েছে শেলফে, তবু দীর্ঘদিন বদ্ধ থাকলে যেমন হয়, ঘরের পরিবেশ ততখানি গুমোট ঠেকল না আমার কাছে।

খাট দুটোও বেশ পরিপাটি, কেবল কম্বলের সঙ্গে চাদরও যোগ হয়েছে এখন। কাবার্ডগুলো খুললাম আমি। রসদপত্র মজুত আছে। জর্জের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

ফায়ারপ্লেসে কফিপট চাপানো ছিল। কাপ নামিয়ে আমি ভরে নিলাম ওটা,

দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসলাম চেয়ারে।

আবার বাড়ি ফিরে এসেছি আমি। এই সেই মরুভূমি, আমার মরুভূমি। আমার বাবা-মা, পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধনে বাঁধা পড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন এই মরুভূমির ওপারে, সাময়িকভাবে গা ঢাকা দিয়েছিলেন এখানে, এর ওপর নির্ভর করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলেন। এবং আমিও রক্ষা পেয়েছি। এবং এখন আবার ফিরে এসেছি মরুভূমিতে, ফিরে এসেছি আমার বাসার পেছনের আকাশছোঁয়া পাহাড়পর্বতের কাছে, এর সেই নিঃসঙ্গতার কাছে যা কখনোই নিঃসঙ্গ নয়, এর অখণ্ড স্তব্ধতার কাছে যা নীরব কণ্ঠে কেবলমাত্র আমার সঙ্গেই কথা বলে।

আস্তে আস্তে, রয়ে-সয়ে, কফি পান করতে লাগলাম আমি, আর তাকিয়ে রইলাম জানালার বাইরে, পাহাড়পর্বতের দিগন্ত-বিস্তৃত কাল তরঙ্গের দিকে।

যখন শেষ হলো কফি, উঠে দাঁড়ালাম, দুটো ঘোড়া থামার শব্দ পেলাম বাইরে, তারপর মানুষের গলা, মন্টে আর জর্জের।

বইয়ের থলেটা তুলে নিতে বাইরে পা রাখলাম আমি, দেখলাম সবচেয়ে ওপরেরটা উধাও হয়েছে।

ইচ্ছে করেই আমি আর মাথা ঘামালাম না এ-ব্যাপারে। গোপনীয়তা জিনিসটা কারও যদি এতই পছন্দ হয়ে থাকে, ভাবলাম, আমি তাতে ব্যাঘাত ঘটাব না।

জর্জ বুশ আর মন্টে ম্যাক-কায়া ওদের ঘোড়া দুটো তুলে রাখতে কোরালের দিকে এগোল। আমি পিছু নেব, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মন্টে, তর্জনী ইশারায় ওর পায়ের কাছে মাটিটা দেখাল।

ধুলোর বুকে একটা পায়ের ছাপ জ্বলজ্বল করছিল ওখানে, অতিকায় একটা মোকাসিনের ছাপ!

'মাশাল্লা!' সভয়ে ফিসফিস করে বলল জর্জ। 'মাপটা দেখেছ!'

'আমার দ্বিগুণ,' মন্টে বলল ছাপটার পাশে তার বুট রেখে। 'না, তিন গুণ!'

আমি তাকালাম ওদিকে, পরক্ষণে সরিয়ে নিলাম চোখ। ওই পায়ের ছাপ, মনে মনে বললাম নিজেকে, খামোকা আসেনি এখানে। এর অর্থ, শিগগিরই অবসান হবে সমস্ত রহস্যের, আমি জানতে পাব আমার অবর্তমানে কে আসা-যাওয়া করে টাহ্কুইৎস্য়ের বাসায়।

এর আগে এখানে কোন পায়ের ছাপ চোখে পড়েনি আমার, শুধু বই চুরি যাওয়া থেকে বুঝতে পারতাম আমি ছাড়াও আরও কেউ একজন আছে কাছেপিঠে।

আর এখন, পায়ের ছাপ থেকে একটা তথ্য জানতে পেলাম। এর মালিক যেন প্রকারান্তরে আমাকে বলে দিল, 'দেখ, আমি এই মাপের মানুষ। তুমি যদি আর এগোতে ভয় পাও—এগিয়ো না।'

সহসা বেদনায় টনটন করে উঠল আমার বুক। এরকম একজন মানুষ কোথায় পাবে তার সঙ্গী? কে পারবে অসম আকৃতির এই বাধাকে ডিঙিয়ে ওর সাথে দেখা করতে? আমি-ই কি পারব?

নিশ্চয় ভীষণ একা ও। কিম্ভূত গঠনের কারণে অন্য সবার থেকে আলাদা—বিচ্ছিন্ন।

হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস, ইচ্ছে করেই রেখে যাওয়া হয়েছিল ওই পায়ের ছাপ।

এদিকে আমিও, নিজের মুদ্রাদোষে, আর আমার বাবা-মায়ের অবস্থানগত কারণে, আমার সমবয়সী আর সবার চেয়ে একদম আলাদা। যেখানেই যাই, লোকে আমাকে পর ভাবে, ব্যতিক্রম শুধু এই মরুভূমি আর আমার জানামতে, এর অধিবাসী ইন্ডিয়ানরা।

অবশ্যি এতেও কোন সন্দেহ নেই, সব শ্বেতাঙ্গকেই বিদেশী ভাবে ইন্ডিয়ানরা. কারণ আমাদের রীতিনীতি ওদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা; আর তা ছাড়া প্রত্যেক সমাজের লোকই মনে করে তাদের নিয়মটাই বুঝি মানুষের 'সহি স্বভাব'। কিন্তু তার এটা বোঝে না, আসলে এগুলো পরিবেশের সৃষ্টি, তাদের পারিবারিক অবস্থান. লেখাপড়া, পারস্পরিক আচার-ব্যবহার এসবের মাঝ দিয়ে গড়ে-ওঠা।

'চমৎকার জায়গা,' অর্থপূর্ণ গলায় মন্তব্য করল মন্টে। 'কষ্ট করে সাফ-সুতরোং করে রেখেছে কে যেন।'

জর্জের দিকে তাকাল ও। 'এই ইন্ডিয়ানদের তুমি চেন?'

জর্জ ইশারায় আমাকে দেখাল। 'ও চেনে। ইন্ডিয়ানদেরকে সামলাবার দায়িত্ব ওর। ইন্ডিয়ানরা চেনে ওকে। ওর বাবাকেও সম্মান করত। তুমি দেখতেই পাবে।'

অন্ধকার ঘনাতে, ল্যাম্প ধরালাম আমরা, থলে থেকে অবশিষ্ট বইগুলো বের করে আমি শেলফে সাজিয়ে রাখলাম। পুরোনো বইপত্তর থেকে কয়েকটা বেছে আলাদা করলাম আমি, মনে হলো দোকানে নিয়ে রাখলে যারা পড়েনি হয়তো তাদের উপকারে আসবে। সে-আমলে পড়ার সামগ্রী পাওয়া যেত না বিশেষ, আর গেলেও তার দাম হত চড়া, কেউ কারোকে দিতে চাইত না।

'তোমার বাবা খুন হয়েছিলেন এখানে?' জিজ্ঞেস করল মন্টে।

'দোরগোড়ায়,' জবাব দিলাম আমি।

'কী নাম তোমার বাবার–ডগলাস ও'হারা?' আমাকে ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাতে দেখে ও বলল, 'চিনতাম। কিন্তু, বাছা, তোমার মত যার এত শত্রু, তার তো পিস্তলে চালু হওয়া লাগে।'

'কাজ চালিয়ে নিতে পারি।'

'আমি বোধহয় এ-ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারব। তোমাকে ক্ষিপ্র হতে হবে, অসম্ভব, তা হলে ভয় থাকবে না আর কোন।'

'ঠিক আছে।'

ফায়ারপ্লেসের ধারে মেঝেতে নিজেদের বিছানা পাতল ওরা। আর আমি আমার পুরনো শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। যখন শুলাম বিছানায়, অন্ধকার ছাতের দিকে তাকালাম আমি, অ্যানাবেলকে মনে করলাম।

ঘোড়ার পাল নিয়ে যখন ফিরে যাব আমরা, তখন হয়তো ওর দেখা পাব আমি, এবং মিলিত হব ওর বাবার সাথে।

রাতে বাতাস উঠল, মৃদুমন্দ গতিতে ছুটে এল পুবের মরুভূমি থেকে। শিগগিরই ওখানে যাব আমি, ঘুরে বেড়াব।

পাশাপাশি আরও একজনের কথা মনে পড়ল আমার। ভাবলাম টাহ্‌কুইৎস্ এখন কোথায়, কী করছে।

ফ্র্যান্সিসকোকে স্মরণ করলাম আমি। হাস্যোজ্জ্বল একটা মুখের ছবি এঁকেছিল

সে। আবার যখন দেখা হবে আমাদের, ভাবলাম, তখনও কি হাসবে সেই মুখ?

এখনও কি আমার বন্ধু থাকবে ও? আমরা বড় হয়ে গেছি এখন, তায় দেখা-সাক্ষাৎ নেই অনেকদিন।

ইন্ডিয়ান সমাজের রীতি অনুযায়ী এতদিনে সাবালক হয়ে গেছে ও। কিন্তু আমিও কি তা-ই হইনি?

কত দ্রুত কেটে গেছে সময়। এরমাঝে কোনরকম যোগাযোগ হয়নি আমাদের। তবু, আশা করলাম, ওর স্মৃতিকে সামান্য হলেও আমি পারব নাড়া দিতে।

আশা করলাম, কাল আমি দেখা পাব ফ্র্যান্সিসকোর।

সহসা টুটে গেল আমার তন্দ্রা। ইন্ডিয়ান ওয়েলসয়ে বহুকাল আগে এক বুড়োকে দেখতে পেয়েছিলাম আমি, গলায় তার নীলকান্তমণির মালা ছিল। আজও জানি না, সত্যিই আমি দেখেছিলাম বুড়োকে, নাকি ওটা ছিল আমার নিছক কল্পনা।

আচ্ছা, ভাবলাম আমি, ওই একবারই সে কেন এসেছিল আমার কাছে? আমি যদি দেরি করতাম, সে কি বলত কথা?

আবার কি আসবে কখনও?

তেইশ

অবিশ্বাস্য ঘটনা যাতে মেনে নিতে পারি সেজন্যে বাবা ছেলেবেলায়ই গড়েপিঠে দিয়েছিলেন আমার মন। এমনিতে তিনি যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন, কিন্তু সমুদ্র আর মরুভূমিতে জীবন কাটিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন জানার কোন শেষ নেই, এবং মানুষ আজ পর্যন্ত যা জানতে পেরেছে তা আসলে অন্তহীন জ্ঞানসমুদ্রের একটা কণা মাত্র।

'মনের জানালা খোলা রাখবে সবসময়,' বাবা বলতেন। 'কারণ কোন্‌টা সম্ভব আর কোন্‌টা নয়, এ-ব্যাপারে কেউই নিশ্চয় করে বলতে পারে না কিছু।'

তাই পরদিন সকালে আমি যখন শয্যাত্যাগ করলাম, তখন বাবার সেই উপদেশই বাজছিল আমার কানে।

লিভিং রুমে এসে দেখলাম জর্জ নাস্তা তৈরি করছে, আর মন্টে কী কাজে যেন বাইরে গেছে।

অল্পক্ষণের ভেতর ফিরে এল সে, বলল, 'ওই লোকটা তার অপর পা-খানা কোথায় রেখেছিল দেখলাম।'

'আরেকটা ট্র্যাক?' জর্জ জানতে চাইল।

'ঠিক তা নয়। মাটি নরম এরকম এক জায়গায় পাথরের ওপর পা রেখেছিল সে। ফলে পাথরটা দেবে গিয়েছিল। একটা কদম থেকে আরেকটার যা দূরত্ব, তাতে মনে হয় লোকটা আট ফুট লম্বা হবে!'

'লাফ দেয়নি তো?'

'মনে হয় না,' জবাব দিল মন্টে। 'সেক্ষেত্রে পাথরটা একটু হলেও চিড় খেত।'

'যাক, এ-নিয়ে আমাদের চিন্তা করে লাভ নেই,' বললাম আমি। লোকটা যে-ই

হোক, আমাদের কোন ক্ষতি করেনি।'

মন্টে বলতে নিয়েছিল কিছু, কিন্তু জর্জ বাদ সাধল। 'আমার বিশ্বাস, ড্যানের কথাই ঠিক। স্রেফ ভুলে যাও ব্যাপারটা, কেমন?' ঘাড় ফিরিয়ে ম্যাক-কায়ার দিকে তাকাল ও। 'এমনকী কারোকে কোন প্রশ্ন করবে না এ-ব্যাপারে।'

শ্রাগ করল মন্টে। 'বেশ তো।'

এরপর আমরা বুনো ঘোড়া এবং কীভাবে ওদের ধরা যায় সে-ব্যাপারে আলাপ শুরু করলাম।

'যদি বেশি বুড়ো হয়,' মন্টে পরামর্শ দিল, 'ভাল জাতের হলেও ধরা ঠিক হবে না। পোষ মানে না সহজে।'

'কোন র‍্যাঞ্চ থেকে পালিয়েছে এরকম ঘোড়াও মিলতে পারে কিছু,' মত প্রকাশ করল জর্জ।

'পারে। তবে বুনো ঘোড়াও প্রচুর আছে,' বললাম আমি। 'বাবা একবার কিছু ধরে দিয়েছিলেন ইন্ডিয়ানদের।'

'আচ্ছা, আমরা কোথায় যাব এই ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে দেখা করতে?' প্রশ্ন করল মন্টে।

'যাব না,' বললাম আমি, 'ওরাই আমাদের খুঁজে নেবে।'

'তা হলে স্রেফ বসে থাকব চুপচাপ?' মন্টের জিজ্ঞাসা।

'কখন কোথায় দেখা করবে ওরাই ঠিক করে নেবে সেটা,' বললাম। 'ওরা নিজেদের মর্জিতে চলে।'

জর্জের স্বভাব ছিল অনেকটা ক্যালিফোর্নিয়দের মত, র-হাইডের ল্যারিয়েট বানাতে পছন্দ করত বড়সড় একটা র-হাইড নিয়ে সেটা পাকাতে বসে পড়ল সে। শিগগিরই বুনো ঘোড়া ধরতে বেরোব আমরা, তারই আয়োজন আরকী! তবে ইন্ডিয়ানদের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ফ্র্যান্সিসকো নয়তো অন্য কেউ ওই স্টোরে দেখা করবে আমাদের সাথে।

ঠিক সেই মুহূর্তে অদ্ভুত কিছু একটা কাজ করছিল আমার মাঝে, যার স্বরূপ আজও বুঝে উঠতে পারিনি আমি। মানসিক স্থৈর্য পুরোমাত্রায়ই বজায় ছিল আমার, বলতে কী মরুভূমি থেকে বিদায় নেয়ার পর এতটা শান্তি আমি আর কখনোই বোধ করিনি, আবার এর পাশাপাশি, দুর্গম প্রান্তরে বেরিয়ে পড়ার জন্যে অসম্ভব ছটফটও করছিলাম। আমি জানি না মরুভূমির সাথে আমার আত্মিক কোন সম্পর্ক রয়েছে কিনা। অনেকে পূর্বজন্মে বিশ্বাস করে। যদি সত্যি হয়ে থাকে সেটা, তবে কি আগের জন্মে মরুভূমিতেই ছিলাম আমি? নাকি এমন কিছু খুইয়েছি এখানে যা ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছি এখন?

এইসব প্রশ্ন তখন কুরে খাচ্ছিল আমাকে, তবে এসব কথা আমার সঙ্গীদের জানালাম না।

বাইরে বেরিয়ে পাহাড়পর্বতের দিকে তাকালাম আমি। ওখানে, ওই দূরে কোথাও টাহ্‌কুইৎস্ থাকে। কল্পিত এই জীবটির কথাই বলে কাউইয়ারা, এবং সেই একই জীব মাঝে মাঝে হানা দেয় এ-বাসায় এখন যেখানে রয়েছি আমি। যখন সময় হবে, আপনা থেকেই আত্মপ্রকাশ করবে সে।

সাত ফুট লম্বা? একটু অসম্ভব মনে হলো। কিন্তু আমিও প্রায় ছফুট এখন, এবং ক্রমশ লম্বা হচ্ছি আরও।

ট্র্যাকটা যেখানে ছিল, সেখানে গেলাম আমি, জরিপ করলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। পরে কাজে আসতে পারে ভেবে ওটার ছবি গেঁথে নিলাম মনে। আমার সুবিধার জন্যে ইচ্ছে করেই রেখে যাওয়া হয়েছে ওই ছাপ, যাতে ভবিষ্যতে চিনতে কোন অসুবিধে না হয়।

সেইদিন রাতে দোকান থেকে ঘুরে এসে মন্টে বলল, 'আমার চেনাজানা আরও কজন লোক থাকে এখানে।'

ওর দিকে তাকালাম আমরা, দৃষ্টিতে কৌতূহল। 'যেমন প্যলিশে ওয়েভার।'

'পাহাড়ি লোক,' জর্জ বলল। 'চিনি। ভাল মানুষ।'

'ওর সাথে সেক্সটন নামে আরেকজন রয়েছে। বুড়ো হুয়ান অ্যান্টনিয়োর সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেছে ওরা।' মন্টে ঘাড় ফেরাল আমার পানে। 'প্যলিশে তোমার বাবাকে চিনত।'

প্রত্যেকেই ভাল লোক ওরা, তবু আমি খুশি হতে পারলাম না। এই মরুভূমি আমি ছাড়া আর কারও হবে এ যেন কিছুতেই সহ্য হলো না আমার। উঠে বাইরের অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারা ফুটেছে আকাশে, পাহাড় থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

যদি আরও মানুষ আসে মরুভূমিতে, ভাবলাম আমি, তা হলে এখানে যেসব নিঃসঙ্গ উপাস্য, যেসব কিংবদন্তী রয়েছে কী পরিণতি হবে তাদের? কোথায় আশ্রয় নেবে প্রাচীন মানুষদের বিশ্বাস? তারা কি আত্মগোপন করবে বৃদ্ধ কোন গাছে নয়তো গুহায়? নাকি, আর কেউ শ্রদ্ধা করবে না তাদের–ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাবে আমাদের এসব ঐতিহ্য আর কৃষ্টি?

যখন ভেতরে ফিরে গেলাম, আমি বললাম, 'জানি উপায় নেই, কিন্তু আমি চাই না এখানে লোকের ভিড় বাড়ুক। আমার যেন মনে হয় এতে বহুকিছু হারাচ্ছি আমরা।'

জর্জ মাথা ঝাঁকাল। 'তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝি। ট্রেইলে, যখন আর কারোকে দেখি, আমারও ঈর্ষা হয়। কিন্তু কিছু করার নেই, সবাই আসবে এখানে–এটাই স্বাভাবিক।'

'ওখানে কিছু একটা রহস্য আছে, জর্জ। বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই তার সমাধান জানতে হবে আমাকে। কে যেন প্রতিনিয়ত আমাকে ডাকে হাতছানি দিয়ে।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইল ও, তারপর বলল, 'তোমার বাবা আমাকে বলেছেন। তোমার মাকে নিয়ে তিনি যখন ছিলেন এখানে, তাঁরা দুজনেই সুখ পেয়েছিলেন খুব। হয়তো বেশিদিন টেকসই হয়নি, তবু পেয়েছিলেন। আমার উপদেশ, এই একটা কথা কোনদিন ভুলে যেয়ো না তুমি।'

বাবা-মায়ের কথা মনে পড়তেই আরেকটা মুখ ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। সে-মুখ অ্যানাবেলের। এখন কোথায় ও? আমার কথা কি ভাবে কখনও? অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে হাসলাম আমি, বোকার মত আবোলতাবোল চিন্তা করছি বলে। আমার কথা কোন্ দুঃখে ভাবতে যাবে ও? আমি স্রেফ ওর সহপাঠী, এর বেশি কিছু নয়। বরং যখনই চোখ পড়ত ওর ওপর, লজ্জায় লাল হতাম।

আচ্ছা, আমার বাবা আর মায়ের মধ্যে প্রথম দেখা হয়েছিল কীভাবে? বাবাও কি লজ্জা বোধ করেছিলেন? আমার সন্দেহ আছে। তাঁর মাঝে আত্মবিশ্বাস ছিল। দীর্ঘ কয়েকটা মাস পাশাপাশি বসেছি আমরা...তবু অ্যানাবেলকে আমি বলতে পারিনি কিছু। অবশ্যি একধরনের যোগাযোগ ছিল আমাদের মাঝে। ক্লাসে পড়াশুনোয় আর সবার চেয়ে ভাল ছিলাম আমরা। শিক্ষক এ-কারণে প্রায়ই পালা করে আমাদের পড়া শুনতে চাইতেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস হলো না এতে ইতরভেদ ঘটবে কিছু।

ফ্র্যান্সিসকোর দেখা না পেয়ে অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম আমি, তাই পরদিন সকালে স্যাডলে চেপে স্টোরে গেলাম। সিঁড়ি বেয়ে উঠছি, এই সময় এক লোক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। মাইক ভ্যালেটা।

ওর মুচকি হাসি দেখে রাগে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। 'তোমার ওপর নজর রেখেছিলাম,' বলল ভ্যালেটা, 'তাই যখন দেখলাম মরুভূমিতে যাচ্ছ, কৌতূহল হলো।'

'এতে আপনার আসে যায় কিছু?'

ওর হাসি বজায় রইল, কিন্তু মিলিয়ে গেল কৌতুকের ভাবটা। 'বোধহয় যায়,' বলল ভ্যালেটা। 'তোমার বাবা অনেকদিন ছিল এই মরুভূমিতে। ইন্ডিয়ানদের সাথে খাতির ছিল তার। আমার বিশ্বাস, এখানেই কোথাও টাকার হদিস পেয়েছিল সে।'

'টাকা?' আমি হতভম্ব। 'কীসের টাকা?'

'তোমার বাবা খুব বেশিদিন ছিল না পুবে। অথচ তোমাকে পশ্চিমে নিয়ে আসার জন্যে এককাঁড়ি টাকা খরচ করেছে। কোথায় পেল?

'আমার ধারণা, তোমার মাকে নিয়ে যখন এই মরুভূমিতে ছিল, তখনই টাকার কোন খনি আবিষ্কার করেছিল সে।'

ফ্যালফ্যাল করে আমি চেয়ে রইলাম ওর দিকে। পুবে নিদারুণ কষ্টে কেটেছে বাবার জীবন, আমাদের মুখে দুবেলার আহার জোটাতেই হিমশিম খেয়েছেন অনেকসময়। পশ্চিমে আসার ভাড়া জোগাড় করতে গিয়ে, যা কিছু সহায়-সম্বল ছিল আমাদের তার প্রায় সবই বিক্রি করে দিতে হয়েছিল তাঁকে।

'আপনার ধারণা ভুল, সার,' বললাম আমি। 'বাবা যখন পুবে যান, টাকাপয়সা খুব সামান্যই ছিল তাঁর কাছে। এবং সেগুলোও রোজগার করেছিলেন গরুবাছুর আর ফার বিক্রি করে।'

পকেট থেকে একটা সিগার বের করল ভ্যালেটা, দাঁত দিয়ে গোড়া কাটল। 'হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের আর সবার সাথে সোজাসুজি লস এঞ্জেলেসে না গিয়ে ও এখানে নেমে পড়ল কেন?' বাতাসে হাত খেলাল ও। 'এরকম অজপাড়াগাঁয়ে? আমার বিশ্বাস, নিশ্চয় কোন কারণ ছিল এর পেছনে। আর সেটা সোনা না হয়েই যায় না।

'আমার ধারণা, তোমার ওই মিস ডায়ানাও জানে এই সোনার খবর। তা না হলে আর কোন কারণে সে খাওয়া-পরা দিচ্ছে তোমাকে? আর তুমিই-বা কেন ওই বুশটাকে সঙ্গে নিয়ে মরুভূমিতে যাচ্ছ?'

সিগারটা মুখে গুঁজে ম্যাচের কাঠি জ্বালল ও, দুহাত জড়ো করে বাতাস থেকে

আড়াল করল আগুন। 'তুমি এগোও। আমি আছি পেছনে। হয়তো আমাদের সবার জন্যেই প্রচুর আছে।'

'ভ্যালেটা,' বললাম আমি, 'তুমি একটা বোকা।'

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ও বুঝি মারবে আমাকে, সারা শরীর টানটান করে বললাম, 'সাবধান, ভ্যালেটা।'

আমার কণ্ঠস্বরে নিশ্চয় ছিল কিছু, সাবধান হয়ে গেল ও, পলক তুলল ঝট করে। পরক্ষণে ক্রূর হেসে বলল, 'বাহ্, তুমি দেখছি অনেক সেয়ানা হয়ে গেছ এখন। এবার তোমাকে খুন করতে পারব আমি।'

কী ঘটে গেল আমার মাঝে জানি না, তবে সহসাই সাহসী হয়ে উঠলাম আমি। মৃদু হাসলাম ওর উদ্দেশে। 'যখন তোমার খুশি, ভ্যালেটা! যখন তোমার খুশি!'

***

বিধাতা-২

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৮৯

এক

বুনো ঘোড়ার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। আমরা মানে, আমি বুশ আর মর্কে এবং ফ্র্যান্সিসকোর নেতৃত্বে একদল ইন্ডিয়ান। ভ্যালেটা চলে যাওয়ার পরপরই ওই দোকানে ফ্র্যান্সিসকোর সঙ্গে দেখা হয় আমার, এবং ও আমাকে চিনতে পারে।

নীরবে আমরা অনুসরণ করছি ইন্ডিয়ানদের। দোকানের দিকে আড়চোখে যখন তাকালাম, ওঅটর ট্রাফের সামনে চারটে স্যাডল হর্স চোখে পড়ল আমার।

কাদের ঘোড়া ওগুলো? ভাবলাম। কেন রয়েছে ওখানে? দিনের এ-সময়ে ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক, তাই এই খটকা আমার। সবাই যখন ট্রেইলের বাটিতে আরেকটা মেসকিট ঝোপের ভেতর হারিয়ে গেল, আবার পেছনে তাকালাম আমি।

দোকান থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসেছে বাইরে, চোখের ওপর হাত তুলে চেয়ে আছে আমাদের গমনপথের দিকে। দূর থেকে যতটুকু বোঝা গেল তাতে মনে হলো লোকটা মাইক ভ্যালেটা।

লস এঞ্জেলেসে ফিরে গেল আমার চিন্তা, আন্দাজ করতে চেষ্টা করলাম মিস ডায়ানা আর আন্ট এলেনা কী করছেন এখন।

সেই আন্ট এলেনা; চিরকুমারী নিঃসঙ্গ রহস্যময়ী এক মহিলা। তবু আচারে-ব্যবহারে মধুর, ব্যক্তিত্বে গ্র্যানিট পাথরের মত নিরেট। আচ্ছা, যখন একা থাকেন তখন নিজের সম্পর্কে কী ভাবেন তিনি? কিংবা তাঁর ওই ভাইটি সম্পর্কে, যার কারণে তাঁর এই দশা? মিস ডায়ানার কথা ভাবলাম আমি। কে এই মহিলা? কখনও কি বিয়ে করেছিলেন? পুবের জৌলুস ছেড়ে কেন এই নির্বান্ধব দেশে এসে পড়েছেন তিনি? নিজের নিঃসঙ্গতাকে ঢাকতেই কি মহিলা বুকে টেনে নিয়েছেন আমায়।

কারণটা যা-ই হোক, তাঁর কাছে আমি ঋণী। নিরাশার মাঝে আমাকে আশার আলো দেখিয়েছেন তিনি। বাইরে ডায়ানা দেখতে শান্ত বিনয়ী, বোঝার জো নেই প্রয়োজনে ওই মানুষটাই কী রকম শীতল আর কঠোর হয়ে উঠতে পারে। সবসময় হিসেবি একটা মন কাজ করে তাঁর ভেতর।

মরুপথে একাকী চলতে গিয়ে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ পায় মানুষ। কথা বলা দুষ্কর হয়ে পড়ে এ-সময়ে, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগোতে হয় সারবেঁধে, আর তা ছাড়া কথা বললে পিপাসাও পায় বেশি। তাই এখানে নীরবে পথ চলে মানুষ, স্বপ্ন দেখে, ধূসর অতীত কিংবা সোনালি ভবিষ্যতের, আর নয়তো স্রেফ ঝিমোয়।

মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে আশাবাদী শকুন। অদূরে কৌতূহলী এক কয়োট দাঁড়িয়ে, আর দূর-পেছনে, রোদজ্বলা আকাশের পট-ভূমিতে ধুলোর অস্পষ্ট ট্রেইল।

অত্যন্ত ক্ষীণ একটা ট্রেইল, প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত ঝুলে রয়েছে শূন্যে।

ফ্র্যান্সিসকো পথ দেখাচ্ছে এখন, জর্জ পিছিয়ে পড়ল আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছায়। স্যাডলের ওপর ঘুরে, মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যাক ট্রেইলের দিকে ইশারা করলাম আমি। 'আজকাল মনে হয় মানুষের আনাগোনা খুব বেশি এদিকে,' মন্তব্য করলাম।

'শিকারী,' ফোড়ন কাটল জর্জ।

ক্রমশ তেতে উঠছে সূর্য, মরুভূমির সর্বত্র তাপতরঙ্গের উদ্বাহু নৃত্য, দূরে নীল পানির হাতছানি, কিন্তু আমরা কাছে যেতেই মিলিয়ে যায় আপনাআপনি।

ঘাম গড়াচ্ছিল আমার মুখে। ব্যান্ডানা দিয়ে মুছে ফেললাম।

সামনে, বহুদূরে, নীল মরীচিকার মাঝে অবিশ্বাস্যরকমের লম্বা দেখাচ্ছিল এক ঘোড়সওয়ারকে। ফ্র্যান্সিসকো আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেদিকে।

তাকালাম আমি, ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে কালো অবয়বটি।

'র‍্যামন,' বলল ফ্র্যান্সিসকো। 'তুমি দেখতেই পাবে।'

'র‍্যামন?' আমি হতভম্ব। 'কে? কী করে?'

'ওই যে বললাম–র‍্যামন।' কেবল এটুকু বলেই চুপ করে গেল ফ্র্যান্সিসকো; তারপর, খানিক বাদে যোগ করল, 'ভূতুড়ে মানুষ। ঘোড়া চেনে।'

আরেকটু কাছাকাছি হলাম আমরা। র‍্যামন অনড়, চুপচাপ বসে আছে স্যাডলে। লোকটা জোয়ান না বুড়ো, দূর থেকে ঠিকমত ঠাহর করতে পারলাম না আমি। তবে ঘোড়ায় বসার ঢংটি ঋজু, আর সমব্রেরোটা ঝুলছে স্যাডল হর্নে।

'ও জানে কোথায় গেলে মিলবে ঘোড়া,' ফ্র্যান্সিসকো বলল।

আমরা আরও কাছে এগিয়ে যেতে, পিছু হটল মরীচিকা, কিন্তু র‍্যামন যেখানে ছিল সেখানেই রইল।

'ও চেনে তোমাকে,' আবার মুখ খুলল ফ্র্যান্সিসকো।

র‍্যামন? কই, আমি এ-নামে কারোকে চিনি বলে তো মনে পড়ছে না।

একহারা শরীর, দূর থেকে দীর্ঘদেহী মনে হয়েছিল ওকে। কিন্তু যখন ঘোড়া থেকে নামল, আমি দেখলাম র‍্যামন মোটেও লম্বা নয়, মাঝারি উচ্চতা। পরনে বুক-খোলা শার্ট, পিঠের সাথে কী-যেন বাঁধা রয়েছে র-হাউডের দড়ি দিয়ে। ব্রিচেসটা বাকস্কিনের, কোমরে চওড়া বাকলসের চামড়ার বেল্ট। খাপে-ভরা ছুরি রয়েছে সঙ্গে, কিন্তু কোন পিস্তল নেই। স্যাডল স্ক্যাবার্ডে শোভা পাচ্ছে রাইফেল।

'আমি র‍্যামন,' বলল সে।

'আমি ড্যান ও'হারা,' জবাব দিলাম। 'আর ওরা'–সঙ্গীদের পরিচয় দেয়ার জন্যে ঘাড় ফেরালাম আমি–'জর্জ বুশ আর মন্টে ম্যাক-কায়া। বাকিদের তো তুমি চেনই।'

'না, চিনি না।'

ভেতরে ভেতরে অবাক হলেও, মুখে আমি বললাম, 'এ হলো ফ্র্যান্সিসকো। আর অন্যরা–আলেয়ান্দ্রো, মার্টিন, দিয়েগো, জেইমি, আর সেলমো।'

পালা করে সবার ওপরে চোখ বোলাল র‍্যামন। ওর চুল প্রায় সাদা, চোখ দুটো গভীর কালো। আর গায়ের রঙ কালচে, বাবা যাকে বলতেন ইস্ট ইন্ডিয়ানদের মত, আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের থেকে আলাদা।

স্প্যানিশ নাম গ্রহণ করাটা একরকম রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সেসময়, যদিও নিজস্ব একটা নাম প্রত্যেকেরই ছিল ওদের, কিন্তু আত্মীয়স্বজনের বাইরে সেটা জানত না কেউ। সন্দেহ নেই, এই রেওয়াজের শুরু মিশনে, পাদ্রিরা নিজেদের সুবিধের জন্যে একটা করে স্প্যানিশ নাম দিতেন ইন্ডিয়ানদের।

র‍্যামন উল্টো দিকে ঘুরিয়ে নিল তার ঘোড়া, আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

ফ্র্যান্সিসকো পাশাপাশি হলো আমার। 'ওর চেহারা কাউইয়াদের মত নয়,' বললাম আমি।

'ও কাউইয়া নয়। ও হলো র‍্যামন। ব্যস, আর কিছু না।'

'আমি চিনি না ওকে।'

স্যাডলে নড়েচড়ে বসল ফ্র্যান্সিসকো। 'আমি তো বলিনি তুমি চেন। তবে ও চেনে তোমাকে।'

ব্যাপারটা হেঁয়ালি মনে হলো আমার। স্মৃতির পাতা অনেক হাতড়েও ওই নামের কারোকে মনে করতে পারলাম না আমি। শেষমেশ ভাবলাম, কী জানি হবেও-বা আমাকে চেনে ও, প্রায় চার বছর ছিলাম মরুভূমিতে, তখন হয়তো কোথাও দেখেছে।

র‍্যামনের সঙ্গে দেখা হওয়ার দ্বিতীয় দিনের মাথায় ঘোড়ার আবাসে আমাদেরকে নিয়ে এল সে। তৃণভূমিতে চরছিল হাজার হাজার, পাহাড়ের কিনারে গাছপালার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমরা কিছুক্ষণ জরিপ করলাম ওদের, তারপর সামনে একটা পাইন বনের ভেতরে গিয়ে ক্যাম্প করলাম।

ঘেসো জমিতে ঘোড়া বেঁধে রেখে সবাই লেগে পড়ল রান্নার আয়োজনে। র‍্যামন আর ফ্র্যান্সিসকোকে সঙ্গে নিয়ে আমি বেরোলাম চারপাশটা একটু ঘুরে দেখতে।

খানিক বাদে, জর্জ যোগ দিল আমাদের সাথে। 'ওখানে পানি খেতে আসে ওরা,' ঝরনার ধারে কতকগুলো গর্ত দেখিয়ে বলল র‍্যামন।

জর্জ নজর বোলাল উপত্যকার চারদিকে, গাছপালা আর ঝোপঝাড়গুলো দেখল। 'দুপাশে বেড়া দিয়ে কোরাল তৈরি করব আমরা,' মত প্রকাশ করল ও, 'যাতে পানি খেতে এসে আটকা পড়ে ঘোড়া।'

আমরা ঘুরেফিরে দেখলাম চারপাশের এলাকা, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করলাম, কোরালে ঢোকার রাস্তাটা হবে চওড়া, ক্রমশ সরু হয়ে এগোবে ঝরনা বরাবর, আর দরজা থাকবে মাঝামাঝি জায়গায় যেন পর্যাপ্ত সংখ্যক ঘোড়া ধরা পড়লেই বন্ধ করে দিতে পারি বেরোবার রাস্তা।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ, পরদিন সকাল থেকে কোরাল তৈরিতে হাত লাগালাম আমরা সবাই। ঝোপঝাড় কেটে গাছপালার মাঝের ফাঁকা জায়গাগুলো ভরাট করলাম প্রথমে, তারপর যেখানে প্রয়োজন সেখানে খুঁটি বাঁধলাম। যখন সন্ধ্যে হলো, আবার ফিরে এলাম ক্যাম্পে, বনচরেরা নির্ভয়ে যেন ঝরনায় যেতে পারে।

এইভাবে গড়িয়ে চলল দিন, এবং মাত্র দশদিনের ভেতর প্রায় শ-তিনেক বুনো ঘোড়া জড়ো করে ফেললাম আমরা।

দুই

'আগামীতে কিন্তু এত সহজ হবে না কাজটা,' মন্তব্য করল মন্টে। 'এর আগে কখনও

ওদেরকে ধরার চেষ্টা করেনি কেউ। তাই তোমাদের মতলব বুঝতে পারেনি।'

'ঠিক,' একমত হলো জর্জ।

স্যাডলে বসে ঘোড়াগুলোকে জরিপ করছিলাম আমরা। এবার শুরু হবে বাছাই। যেগুলো বাদ পড়বে তাদের মুক্তি দেয়ার পর পোষ মানাব বাকিগুলোকে।

'ওটা,' কালো একটা স্ট্যালিয়ন দেখিয়ে বলল জর্জ, 'বেয়াড়া জীব। আমার মতে ওকে তাড়িয়ে দেয়াই উচিত।'

'ওকে আমার চা-ই,' বললাম আমি।

'শোন,' সাবধান করল জর্জ, 'ওই স্ট্যালিয়নের বয়েস কমপক্ষে ছ'বছর হবে। একেবারে বুনো। নাজেহাল করে ছাড়বে তোমাকে।'

'ও ঠিক কথাই বলছে, ড্যান,' সায় জানাল মন্টে।

'তবু ওকে আমার চাই,' জেদ ধরলাম আমি। 'ওর ভার ছেড়ে দাও আমার ওপর।'

'বুঝেছি,' হতাশ কণ্ঠে বলল জর্জ, 'তোমার মরণ ঘনিয়েছে।'

আরম্ভ হলো বাছাই আর পোষ মানানোর পালা। ভালই যাচ্ছে আবহাওয়া। উদয়াস্ত পরিশ্রম করি। তাড়াহুড়ো নেই কোনরকম, যখন শেষ হয় কাজ, খাওয়াদাওয়া সেরে কোরালের ধারে চলে যাই আমি। এ-কদিনে আমি বুঝতে শিখেছি ঘোড়া শান্ত করতে গানের জুড়ি হয় না। কারণ এতে ওরা বুঝতে পারে, কেউ লুকোচুরি খেলছে না ওদের সাথে।

কোরালের খুঁটিতে হেলান দিয়ে ওদের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলি আমি, চাই ওরা যেন দ্রুত চিনে যায় আমায়, বিশেষ করে ব্ল্যাক স্ট্যালিয়ন।

কোরালের ভেতরে ছোট ছোট কয়েকটা দলে জোট বেঁধেছে ঘোড়াগুলো, ব্ল্যাক স্ট্যালিয়ন তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে সবসময় তফাতে সরে থাকে, তবে কখনোই গেট থেকে বেশিদূরে নয়।

'দেখে বোকা মনে হলেও,' জর্জ বলল একদিন, 'পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলতে ঘোড়া খুব ওস্তাদ। যত্ন নিলে ওদেরকে অনেককিছু শেখাতে পারবে তুমি। আর বুনো ঘোড়ারা এমনিতেই একটু চালু হয়, কাজেই সাবধানে।'

চতুর্থ দিনের মাথায়, বাছাই পর্ব একরকম শেষ হয়ে এল আমাদের। ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে আমরা আলাপ করছি এরপর কী করব, এই সময়ে র‍্যামন হাজির হলো ওখানে। এক কাপ কফি নিল ও, আলতো চুমুক দিল, তারপর বলল, 'কারা যেন নজর রাখছে আমাদের ওপর।'

জর্জ তাকাল ওর দিকে। 'ইন্ডিয়ান?'

'শ্বেতাঙ্গ। ছ-সাতজন।'

'ভ্যালেটা হতে পারে,' বললাম আমি।

'সম্ভবত,' একমত হলো জর্জ।

কফিপটের দিকে হাত বাড়াল মন্টে। 'আমরা পাহারা বসাচ্ছি না কেন? প্রতিবারে দুজন করে?'

বোধহয় ভ্যালেটাই ভাবলাম আমি, আবার আমার দাদুও হতে পারেন। তাঁর ক্ষমতার বিস্তার ব্যাপক, লোকবলও বেশি। তা ছাড়া ইন্ডিয়ান আক্রমণের ভয় আছে,

মোহাভেরা হিংস্র জাত, প্রায়ই হামলা চালায় কাছেপিঠের লোকালয়ে।

কিংবা বুড়ো পেগ-লেগ স্মিথও এসে থাকতে পারে। ওকে যতটা বুঝেছি আমি, ঘোড়াগুলোকে আমরা বশ মানানো অবধি অপেক্ষা করবে সে, তারপর কেড়ে নেবে আচমকা হানা দিয়ে।

আমি ওদেরকে বললাম সেকথা, কিন্তু জর্জ মানতে পারল না। 'আমি শুনেছি ও ফ্রিসকোয় আছে।'

সেদিনই আমাদের ক্যাম্প কোরালের কাছাকাছি একটা জায়াগায় সরিয়ে আনলাম আমরা। কেবল পাহরা দেওয়া নয়, আরও একটা উদ্দেশ্য আছে এর: যাতে খুব দ্রুত ওদের সাথে আমাদের একটা জানাশোনাও গড়ে ওঠে।

পরের তিনটে সপ্তাহ কাটল হাড়ভাঙা খাটুনির ভেতর দিয়ে। ঘোড়া বশ করতে গিয়ে আমরা অনেকেই চোট পেলাম এক-আধটু। কাউইয়ারা সবাই দক্ষ ঘোড়সওয়ার, তবে ফ্র্যান্সিসকো নিঃসন্দেহে সেরা।

কিন্তু সেও এড়িয়ে চলে ব্ল্যাক স্ট্যালিয়নকে। 'ওটা সাক্ষাৎ শয়তান,' আমাকে হুঁশিয়ার করল ফ্র্যান্সিসকো।

'আমার কথা হয় ওকে ছেড়ে দাও নয়তো মেরে ফেল,' পরামর্শ দিল মন্টে। 'ওর দাঁত আর খুরের জখমগুলো দেখেছ—ব্যাটা জাত লড়ুয়ে।'

কথাটা যে ঠিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে দেখতে বুনো হলেও, আমার কেন-যেন সন্দেহ হয় কোন একসময় ওই ঘোড়া কারও পোষা জীব ছিল, সম্ভবত খুব ছোট বয়েসে। এমনটি আমি কিন্তু একেবারে খামোকা ভাবিনি। আগেই বলেছি সারাক্ষণ গেটের আশপাশে ঘুরঘুর করে ব্ল্যাক স্ট্যালিয়ন, তক্কে-তক্কে থাকে কখন পালাবে সুযোগ বুঝে। কিন্তু যদি অন্যগুলোর মত পুরোপুরি বুনো হত, ওরা যা করেছে এও তাই করত—কোরালের খুঁটি ভেঙে পালাবার চেষ্টা। অথচ তা করেনি। আর সেজন্যেই আমার মনে হয়েছে কোরাল বস্তুটি কী সে-ব্যাপারে নিশ্চয় কোন পূর্বধারণা আছে ওর।

তখনও আমরা ক্যাম্প তুলিনি, ঘোড়া পোষ মানানো চলছে পুরোদমে, হঠাৎ এক সন্ধ্যেয় এক ঘোড়াসওয়ার হাজির হলো আমাদের ক্যাম্পে। সবে খেতে বসেছি, অকস্মাৎ একটা ঘোড়া এগিয়ে আসার শব্দে সতর্ক হয়ে গেলাম সবাই; মন্টে আর আমি গা ঢাকা দিলাম অন্ধকারে।

অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। খানিক বাদে গলা শুনতে পেলাম একটা, 'কে আছ! একটু কফি হবে?'

'ভেতরে এসো,' বলল জর্জ বুশ, 'তবে দুহাত সামনে রেখে।'

লোকটা কুঁজোই, হালকা-পাতলা গড়ন, লম্বা। চোখ দুটো বেজায় চঞ্চল। ছাই রঙের চমৎকার একটা গেল্ডিংয়ে চেপে আমাদের ক্যাম্পে ঢুকল সে। আমি দেখলাম ওর স্যাডলের পেছনে কোন ব্ল্যাংকেট রোল নেই।

'নেমে, এখানে এসো,' আগুনের ধার থেকে বলল জর্জ। 'কফি আর খাবার দুই-ই আছে।'

'থ্যাংকস, মেনি মেনি থ্যাংকস! হেঃ হেঃ! অনেকদূর থেকে আসছি আমি, খিদেও পেয়েছে ভীষণ!'

মন্টে রাইফেল হাতে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আগন্তুকের ডানে চলে গেল। এরপর দেখা দিল ফ্র্যান্সিসকো আর আলেয়ান্দ্রো। অন্যরা দূরে সরে রইল আগুন থেকে। দিয়েগো ঘোড়া পাহারা দিচ্ছে, এবং সম্ভবত জেইমিও।

সোজা ক্যাম্পফায়ারের সামনে চলে এল লোকটা, নজর বোলাল আশেপাশে। হঠাৎ একসঙ্গে এত মানুষ দেখতে পেয়ে রীতিমত ঘাবড়ে গেল ও, আমার মনে হলো চোখ দিয়ে গুনছে মোট কজন রয়েছে।

'লস এঞ্জেলেস থেকে আসছি,' গায়ে পড়ে বলল নবাগত। 'যাব কলোর‍্যাডোয়।'

'এতে আর অবাক কী?' মন্তব্য করল মন্টে। 'সবাই আজকাল উত্তরে যাচ্ছে, সোনার খোঁজে।'

'খুঁজতে জানলে সোনা সবখানেই পাওয়া যায়,' সহজ কণ্ঠে বলল আগন্তুক। 'আমি যাচ্ছি ক্যাটল র‍্যাঞ্চ করতে। সোনা পাক না পাক, খেতে তো সবারই হবে।'

নিরুত্তর রইলাম আমরা। কফিতে চুমুক দিল ও, মনে হলো কিছু বলতে যাচ্ছে, পরক্ষণে কী ভেবে চুপ করে গেল। তারপর বলেই ফেলল শেষপর্যন্ত, 'ওদিকে একটা কোরাল দেখলাম? বুনো জীবজন্তু ধরছ তোমরা?'

'অল্পস্বল্প,' জানাল বুশ। 'পোষও মানাচ্ছি।'

'নিশ্চয়ই সোনাও আছে এখানে, মানুষ জানে কোথায় খুঁজতে হয়।'

'সে তো তুমি আগেই বলেছ,' মৃদু সুরে ফোড়ন কাটল জর্জ, 'খুঁজতে জানলে সবখানেই পাওয়া যায়। আমরা ভাবলাম, চলাফেরা করতে হলে মানুষের বাহন দরকার, তাই বিক্রির জন্যে পোষ মানাচ্ছি।'

'কোন ইন্ডিয়ান দেখেছ কাছেপিঠে?' নিরীহ সুরে জানতে চাইলাম আমি। 'মোহাভে....বা পাইউট? এই জায়গাটা খুব খারাপ, যদিও,' খাদে নামালাম গলা, 'ওরা বড় একটা আসে না এদিকে। মানে...টেহাচাপি গিরিপথের এপাশে আরকী।'

এমনভাবে তাকাল ও যেন এই প্রথম দেখতে পেয়েছে আমাকে। 'আসে না? কেন?'

'কুসংস্কার,' বলে ইশারায় গিরিপথটা দেখালাম আমি। 'এই জায়গা নাকি অভিশপ্ত।'

'কই, তোমাদের তো ভীত মনে হচ্ছে না,' মুখ বাঁকাল নবাগত।

'কারণ আমরা ভীত নই,' সমান তালে জবাব দিলাম আমি। 'নিজস্ব ওঝা আছে আমাদের, কেউ শত্রুতা করতে এলে তার বিষ ঝেড়ে দূর করবে।'

'আমি বিশ্বাস করি না এসব,' বলল ও।

'আমিও করতাম না,' জবাব দিলাম। ওই লোক যে গুপ্তচর তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার। একেবারে ঝাড়া হাত-পা, বিছানাপাটি নেই সঙ্গে, অথচ দাবি করছে বহুদূর থেকে আসছে। এমনকী একফোঁটা ঘাম পর্যন্ত নেই ওর ঘোড়ার গায়ে।

'আমিও করতাম না,' কথাটা বললাম আবার, 'কিন্তু'–এবার অনর্গল মিথ্যে বলতে লাগলাম–'ওই লোকটা যখন আমাদের ওঝার ঘোড়া চুরি করল তখন বাধ্য হলাম বিশ্বাস করতে।'

'ক্ষমতায় আমাদের ওঝাও কম যায় না। ও ইশারা করতেই ঘোড়াটা দিল এক লাফ, আর অমনি মাটিতে পড়ে গিয়ে চোর বাবাজির কোমর গেল ভেঙে।'

'তারপর কী হলো?'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'আবার কী? সেটা ছিল অগাস্ট মাস, তায় মরুভূমির নাম মোহাভে। ওর কপাল যদি ভাল হয়ে থাকে, পয়লা রাতেই পটল তুলেছে।'

পালা করে আমাদের ওপর চোখ বোলাল লোকটা, হাসি দেখতে পেল না কারও মুখে। মন্টে বলল, 'তবে এমনিতে ওঝা মানুষটা ভাল, কেউ ওর সাথে দুশমনি না করলে।'

আগন্তুকের পিস্তলের দিকে চোখ পড়ল আমার। হোলস্টারের ফিতে খোলা। অথচ একজন নিরীহ ঘোড়সওয়ার ফিতে আটকে রাখবে এটাই স্বাভাবিক, নইলে পথচলার সময়ে ঝাঁকুনিতে অস্ত্র পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

আলেয়ান্দ্রো ইতিমধ্যে সরে এসেছে আরেকটু এখন আগন্তুকের ঠিক পেছনেই বসে আছে। মৃদু সুরে কথা বলে উঠল ও, 'তুমি কিন্তু তোমার নাম বলনি আমাদের।'

'যা-হোক একটা নাম হলেই চলবে,' বললাম আমি। 'ফলকে লেখার জন্যে আমাদের দরকার হবে।'

'কী?' উঠতে নিল লোকটা, পরক্ষণে বসে পড়ল ধপ করে। 'কীসের ফলক?'

'ধর, ঘোড়া চোররা এখন হামলা করল আমাদের,' শুরু করলাম আমি। 'তোমাকে আমাদের সন্দেহ হতে পারে, কিংবা চোররাই ভাবল তুমি আমাদের লোক। সেক্ষেত্রে তোমার কবরে স্মৃতিফলক বসানোর জন্যে আমাদের একটা নামের দরকার পড়বে। কবরে মৃতব্যক্তির পরিচয় না থাকাটা খুবই লজ্জার ব্যাপার।'

কফির কাপ নামিয়ে রাখল ও। 'আমার বোধহয় এবার যাওয়া দরকার। কী বল...আবহাওয়া এরকম ঠাণ্ডা থাকতে থাকতে?'

সাবধানে উঠে দাঁড়াল লোকটা। প্যান্টের ধুলো ঝাড়তে নিয়েও সামলে নিল শেষমুহূর্তে। বোধহয় উপলব্ধি করেছে এর ফলে ওর হাত পিস্তলের কাছাকাছি চলে যাবে এবং আমরা তাতে স্পর্শকাতর হয়ে উঠতে পারি।

'যাও,' বললাম আমি। 'ভ্যালেটার সঙ্গে যখন দেখা হবে, তাকে বলবে তার যখন খুশি আসতে পারে।'

তিন

সকালে নাস্তার পর, একখণ্ড রুটি হাতে কোরালের ধারে গেলাম আমি, রুটিখানা বাড়িয়ে ধরলাম ব্ল্যাক স্ট্যালিয়নের দিকে। ঝট করে পিছিয়ে গেল ও, কিন্তু আমি হতাশ হলাম না, শান্ত কণ্ঠে কাছে ডাকলাম ওকে।

একটা মেয়ার এগিয়ে এসে ভেঙে নিল রুটির একটা কোনা। স্ট্যালিয়নটাকেও ইচ্ছুক মনে হলো আমার, তবু দূরে সরে রইল সে। শেষমেশ রুটিটা রেইলের ওপর রেখে দিয়ে আমি চলে এলাম।

কফিতে চুমুক দিয়ে আগুনের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল জর্জ। 'আমাদের এবার রওনা দেয়া উচিত,' বলল সে। 'ওই লোকগুলোকে আমার মোটেও পছন্দ না।'

'আমারও না,' মন্টে সায় জানাল।

ডোরাকাটা একটা ডান ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে আগুনের ধারে এল র‍্যামন। লাগামটা ছেড়ে দিয়ে, কাপ তুলে নিল ও, কফি ঢালল পট থেকে। ইতিমধ্যে অন্যরা চলে গেছে নিজেদের ঘোড়ায় জিন চাপাতে, অধিকাংশ বিছানা গোটানো হয়ে গেছে।

'আমরা কি আজই যাব?'

'জর্জের পছন্দ হচ্ছে না জায়গাটা।'

'তোমার?'

'আমি পছন্দ করি।' পাহাড়পর্বতগুলো দেখিয়ে বললাম, 'ওখানে কী যেন অপেক্ষা করে আছে আমার জন্যে। মরুভূমিতেও।'

'ফিরে আসবে?'

'যখন সুযোগ পাব।' কফির তলানিটুকু মাটিতে ঢেলে ফেললাম আমি, কাপ ধুয়ে রেখে দিলাম ব্ল্যাংকেট রোলের ভেতরে।

'তোমার চলাফেরা আমাদের মতো,' বলল র‍্যামন।

'আমি ড্যান ও'হারা। এ-মুহূর্তে এটাই আমার একমাত্র পরিচয়। তবে এটুকু জানি, অনেক বড় হতে হবে আমাকে। কিছু একটা হতে না পারলে জীবনের কোন মূল্য থাকে না।'

'ঠিক।'

'জানি না শেষপর্যন্ত কী হব, তবে একটা কিছু হওয়ার ইচ্ছা রাখি।'

'দুনিয়ার চোখে? অন্য মানুষের চোখে?'

'বোধহয়। ওটাও একটা কারণ বটে, তবে আমার আসল লক্ষ্য নিজের পায়ে দাঁড়ানো।'

র‍্যামন ওর স্যাডলটা তুলে নিল। 'বেশি স্বাবলম্বী হওয়া ভাল নয়। এতে করে মানুষ অনেকসময় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। একটা কথা জেন, পুরুষের জীবনে যেমন নারী দরকার আছে, তেমনি নারীরও একজন পুরুষের সান্নিধ্য প্রয়োজন হয়।'

কোরালে গিয়ে আমাদের ঘোড়া বের করলাম আমরা। ফ্র্যান্সিসকো পাশাপাশি হলো আমার। 'স্ট্যালিয়নটাকে সঙ্গে নেবে তুমি? ঝামেলা বাধাবে কিন্তু।'

'বাধালে আমি সামলাবখন।'

মন্টে এগিয়ে এল আমার কাছে। জর্জ ইতিমধ্যে স্যাডলে চেপেছে। 'যেগুলো বেশি শান্ত, প্রথমে তাদের বের করব আমরা। অন্যরা, আমার বিশ্বাস, নিজের থেকেই পালের সঙ্গে থাকতে চাইবে। আমরা ওদের টেয়োন গিরিপথের দিকে নিয়ে যাব।'

'ভ্যালেটারা নজর রাখবে,' বললাম আমি। 'হামলা চালাতে পারে।'

'তা পারে, তবে আমার ধারণা ওরা রাতের অন্ধকারে চুরি করতে আসবে। ঘোড়াগুলো ট্রেইলে চলতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পর। এতবড় পাল সামলাতে হলে যত লোক দরকার, ওদের তা নেই।'

ঘোড়া নিয়ে রওনা হলাম আমরা। সাদাকালো বুটিদার একটা মেয়ার নেতৃত্ব দিচ্ছে পালের। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ঘোড়া ওটা, ঘাড়ে অদ্ভুত এক মার্কা রয়েছে যার মাথামুণ্ডু আমরা কেউই বুঝতে পারিনি।

'ওই স্ট্যালিয়নে চড়বে তুমি?' মন্টে প্রশ্ন করল।

'দুদিন আগে বা পরে,' স্বীকার করলাম, 'যখন সময় বুঝব।'
'হুট করে কিছু করতে যেয়ো না, বিপদে পড়বে,' হুঁশিয়ার করল ও।
আমরা যে-ট্রেইল ধরেছি সেটা প্রাচীন, নিচু টিলাটক্কর আর ছড়ানো-ছিটানো পাথরের মাঝ দিয়ে এগিয়েছে। অল্পকিছু ওকগাছ রয়েছে, তবে ঘাস প্রচুর।
দলের একদম পেছনে রয়েছে সেলমো, লক্ষ রাখছে ওদিকের ঘোড়াগুলো যেন পালাবার চেষ্টা না করে। আমি আর মন্টে পিছিয়ে পড়লাম।
'বাছা, তুমি কখনও লড়াইতে অংশ নিয়েছ?' জানতে চাইল ও।
পশ্চিমে আসার পথে ইন্ডিয়ান হামলার ঘটনাটা ওকে বললাম আমি, মিস ডায়ানাও তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন শুনে অবাক হলো মন্টে। বলল, ওর ধারণা ছিল মেয়েরা খুনোখুনিতে ভয় পায়, রক্ত দেখলে ওদের হাত-পা কাঁপে। আমি বললাম, আর কারও কথা জানি না, তবে মিস ডায়ানা অন্য ধাতুতে গড়া, বিপদকে ডরান না।
বিকেলের দিকে মন্থর হয়ে এল আমাদের চলার গতি, দানাপানি খাওয়ার সুযোগ দিলাম ঘোড়াগুলোকে। সন্ধ্যে নাগাদ যখন ক্যাম্প করার প্রস্তুতি নিচ্ছি, আলেয়ান্দ্রো মিলিত হলো আমাদের সঙ্গে। জায়গাটা মোটামুটি সুরক্ষিত, ঘোড়া রাখার জন্যে প্রকৃতিদত্ত সুযোগ-সুবিধা আছে। আরেক দফা ঘাস খাইয়ে নিয়ে, জানোয়ারগুলোকে আমরা গাছপালা আর বোল্ডারের মাঝখানে একফালি ফাঁকা জমিতে এনে রাখলাম, বাড়তি সাবধানতা হিসেবে প্রত্যেকেই অতিরিক্ত ঘোড়া বেছে নিলাম একটা করে, স্যাডল হর্সের সাথে একদড়িতে বেঁধে নাগালের মধ্যে এনে রাখলাম।
মার্টিন আগুন জ্বালল ছোট করে, কাছেই গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে বসল ফ্র্যান্সিসকো।
'ওরা আসছে,' ফ্র্যান্সিসকো বলল।
'তুমি দেখেছ?'
'আসছে। আজ বা কাল রাতেই।'
সদলবলে ভ্যালেটা যে আসবে আমরা তা জানি, আর তাই তৈরিই আছি সবাই। যখন অন্ধকার ঘনাল আমার রাইফেলটা তুলে নিলাম আমি, গোটা দুয়েক টর্টিয়াসহ এগোলাম কোরালের উদ্দেশে। একটার অর্ধেক অন্য এক মেয়ারকে খাওয়ালাম, আড়চোখে সেটা লক্ষ করল ব্ল্যাক স্ট্যালিয়ন। ওর দিকে আস্ত একটা বাড়িয়ে ধরলাম আমি, আগে বাড়তে নিয়েও, শেষমুহূর্তে পিছু হটল স্ট্যালিয়ন। মেয়ারটা খেতে চাইছিল ওটা, কিন্তু আমি দিলাম না।
ফ্র্যান্সিসকো আমার পাশে এসে দাঁড়াল। 'মোহাভেরা আসছে।'
সবিস্ময়ে, আমি বললাম, 'মোহাভে? ইন্ডিয়ান?'
'সি। দশ...বারোজনও হতে পারে।'
শেষপর্যন্ত মোহাভেরাও? ভাবলাম আমি। ওরা ভ্যালেটার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, নাকি নিজেরাই চাইছে আমাদের ঘোড়া লুটে নিতে? হয়তো দ্বিতীয়টাই ঠিক, কিন্তু ভ্যালেটা কি জানে ওদের উপস্থিতির কথা?
যখন পুরো এলাকা চক্কর দেয়া হয়ে গেল, ক্যাম্পফায়ারে ফিরে গেলাম আমি, কফি সহযোগে টর্টিয়া আর জার্কি খেতে বসলাম।
খানিক বাদে জর্জ এল খাওয়াদাওয়া করতে। আমি ওকে জানালাম ফ্র্যান্সিসকো

কী বলেছে। আমার পাশে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন সে, একটুক্ষণ পর মন্টেও যো দিল।

'তুমি কী বল?' মন্টে জানতে চাইল।

'ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিয়ে ফের যাত্রা। আলেয়ান্দ্রো বলছে, মাইল কয়েক সামনে, চমৎকার একটা জায়গা রয়েছে, ঘাস আর পানি মিলবে। আগুন জ্বালিয়ে রেখেই সরে পড়ব আমরা।' সোজা হলো জর্জ। 'যাই, আমি বরং কথাটা বলে আসি গিয়ে সবাইকে।'

আমার পানে তাকাল ও। 'তোমার কোন আপত্তি নেই তো?'

'না।' মুখের কাছে হাত তুলে হাই চাপলাম আমি, তারা দেখলাম আকাশের। আলোর অভাব হবে না।

অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল র‍্যামন। কালি-পড়া কফিপটটা চাপানোই ছিল আগুনে, ও কাপ ভরে নিয়ে বসল আমার কাছে এসে। নীরবে কফিপান করতে লাগল।

আবার যখন পথে নামলাম আমরা তখন রাত। বুটিদার মেয়ারের পিঠে জিন চাপানোর সময় আমি লক্ষ করলাম স্ট্যালিয়নটা মাপছে আমাকে। 'একদিন,' ওকে বললাম আমি, 'এই স্যাডলটা তোর হবে।'

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল ও, এমনভাবে মাথা ঝাঁকাল যেন বুঝতে পেরেছে আমার কথা।

আবছা ট্রেইল ধরে আমরা এগোলাম ঘোড়ার পালসমেত, মন্টে আর আমি আগের মতই পেছনে রয়েছি। ফ্র্যান্সিসকো, রাইফেল হাতে, আমাদের পাশাপাশি হলো।

তারপর হঠাৎ দূর-পেছন থেকে একপশলা গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে এল। স্যাডলের ওপর পেছন ফিরল ফ্র্যান্সিসকো, কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকার বলে কিছুই দেখা গেল না।

আবারও গুলির আওয়াজ হলো, তবে এবার অপেক্ষাকৃত কম, তারপর, সামান্য বিরতি দিয়ে, আর একটা।

মন্টে তাকাল আমার দিকে। 'মনে হচ্ছে শেষপর্যন্ত কোনও ঝামেলায় পড়ব না আমরা।'

'অন্তত এ-যাত্রা নয়,' একমত হলাম আমি।

সন্দেহ নেই খানিক আগে যে-গোলাগুলি হয়েছে সেটা ছিল ভ্যালেটার দলবল আর মোহাভেদের মধ্যে। তবে কেন-যেন আমার মনে হলো, আর যে-ই মরে থাকুক, ভ্যালেটার কিছু হয়নি।

আমি জানি, আমার হাতেই ঘটবে ওর মরণ, কিংবা ওর হাতে আমার।

'চল,' তাড়া দিলাম আমি, 'এবার লস এঞ্জেলেসে।'

'তোমার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে ওখানে তুমি কোন প্রেমিকা ফেলে এসেছ,' হাসতে হাসতে বলল মন্টে।

'এসেছি,' স্বীকার করলাম আমি, তারপর হেসে যোগ করলাম, 'তবে মেয়েটি জানে না সেকথা।'

'মেয়েদের ব্যাপারে কিছুই বলা যায় না, বাছা,' মন্টে বলল। 'কিছুই না।'

এখন লস এঞ্জেলেসের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা। পথে আজকাল ব্ল্যাক স্ট্যালিয়নটার পাশেই থাকি আমি, যাতে আমার সাথে ওর চেনাজানাটা প্রগাঢ় হয়।

বুনো ঘোড়া সম্পর্কে মন্টের অভিজ্ঞতা বেশি, তাই ওর উপদেশমত এখনও স্ট্যালিয়নের পিঠে ওঠার চেষ্টা করিনি, কেবল মাঝেসাঝে দূর থেকে খেতে দিয়েছি এটা-ওটা। এসব খাবার কখনও-সখনও গ্রহণ করেছে ও। একবার মনে হয় একটু বেশি কাছে চলে গিয়েছিলাম, পেছনের পায়ে সোজা হওয়ার পাঁয়তারা করেছিল ঘোড়াটা যাতে সামনের দু-পা দিয়ে আঘাত করতে পারে আমাকে। কিন্তু আমি আলগোছে পাশ কাটিয়েছি যেন দেখতেই পাইনি ওকে।

কাহুয়েঙ্গা গিরিপথের পশ্চিমে পাথরে-ঘেরা একটা জায়গায় আমাদের ঘোড়াগুলোকে কোরাল করলাম আমরা। তারপর মন্টে আর ইন্ডিয়ানদের পাহারায় রেখে, আমি আর জর্জ শহরের উদ্দেশে রওনা হলাম।

বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে এরমাঝে, আমি লক্ষ করলাম জর্জ আড়চোখে মাপছে আমাকে।

'তোমার গায়ে বেশ মাংস লেগেছে,' মন্তব্য করল ও। 'মিস ডায়ানা চিনতেই পারবেন না হয়তো।'

ফ্র্যান্সিসকো এগিয়ে এল আমাদের কাছে। 'আমরা শিগগিরই বাড়ি যাব,' বলল।

'তোমাদের জন্যে টাকা আনতে যাচ্ছি,' জানাল জর্জ। 'আমরা বসের সাথে কথা বলে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।'

'আমরা গরুবাছুর নেব,' ফ্র্যান্সিসকো বলল।

'পাবে,' বললাম আমি।

শহরে ঢোকার সময়ে রেকাবের ওপর উঠে দাঁড়ালাম আমি, চোখ মেলে দিলাম দৃষ্টির শেষসীমানা অবধি।

'এখান থেকে অ্যানাবেলের বাসা দেখতে পাবে না,' টিপ্পনী কাটল জর্জ।

আরক্ত মুখে, আমি তাকালাম ওর পানে। 'না...এমনি....শহরটা দেখছিলাম আরকী। বহুদিন হলো বাইরে কিনা!'

'আগের মতই আছে সবকিছু। ডন রোমেরোও আছেন ওখানে। কাজেই সাবধানে চল, বাছা।' আমার উদ্দেশে ঘাড় ফেরাল বুশ। 'মন্টে বলছিল, পিস্তলে তোমার হাত বেশ চালু।'

'সবই ওর অবদান।'

'না, মন্টে যেভাবে বলল তাতে মনে হয় তুমি আগে থেকেই পাকা। কি, বাবা শিখিয়েছেন?'

'একটু-আধটু।'

'তবু সাবধান থেক। গেল বছর, লস এঞ্জেলেসে রোজ গড়ে একজন করে খুন হয়েছে। আমি চাই না এবার তুমি ওদেরই একজন হও।'

'অথবা তুমি,' জর্জের উদ্দেশে একগাল হেসে বললাম আমি।

চার

আমি দরজা দিয়ে ঢুকতেই চোখ তুললেন মিস ডায়ানা, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে অপলকে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। 'ড্যান! প্রায় এক বছর পর!'

উঠে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। আমি করমর্দন করলাম। দেখলাম এখন তার চুলে পাক ধরেছে খানিকটা।

'বস। সব খুলে বল আমাকে, কেমন কাটল তোমাদের দিন।'

'এই তো সবে এলাম ঘোড়া তুলে রেখে,' প্রতিবাদ করলাম আমি।

'বোকার মত কথা বল না। আমি যা বলছি শোন।'

আশ্চর্যের ব্যাপার, কোত্থেকে যেন রাজ্যের জড়তা এসে ছেঁকে ধরল আমাকে। সংক্ষেপে তাঁকে জানালাম আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি।

পরিশ্রমের কাজ আমার পছন্দ শুনে খুশি হলেন তিনি, জানতে চাইলেন নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি কিছু ভেবেছি কিনা।

জবাবে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়িয়ে, আমি প্রসঙ্গ পাল্টালাম। 'আন্ট এলেনার সাথে দেখা হয়েছে আপনার?'

'হ্যাঁ, প্রায়ই হয়। উনি তোমাকে ভীষণ ভালবাসেন, ড্যান।' একটু থামলেন মিস ডায়ানা, খানিক ইতস্তত করে বললেন, 'মনে হয় কোন কারণে বেশ দুঃখ আছে তোমার আন্টের। কোন্ এক আত্মীয়ের ব্যাপারে? তুমি কিছু জান?'

'না। মা টিয়া এলেনার গল্প করতেন মাঝে-মধ্যে...ব্যস, এই পর্যন্তই।'

'ঠিক আছে, আজ তা হলে তুমি শুয়ে পড় তাড়াতাড়ি, প্রচুর ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে।'

টুপি তুলে নিয়ে আমার কামরার দিকে পা বাড়িয়েছি এমন সময়ে ডায়ানা বললেন, 'ওঃ, ড্যান, আরেকটা কথা। ক্যাপ্টেন লরেল নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ইদানীং কারবার করছি আমি। ওঁর জাহাজ আছে, উইলমিংটন আর স্যান পেদ্রোয় হামেশাই ভেড়ে।'

মুখ খুলতে নিয়েও সামলে নিলাম আমি। ধীরে-সুস্থে, অনেকটা দায়সারা ভঙ্গিতে বললাম, 'তাই? ভদ্রলোকের নাম শুনেছি মনে হয়।'

কৌতুকে নেচে উঠল ডায়ানার চোখ। 'আমারও তাই বিশ্বাস...শুনেছ। ওঁর মেয়ে, অ্যানাবেল, তোমার সাথেই পড়ত, ড্যান। তোমার ব্যাপারে মেয়েটাকে বেশ কৌতূহলী মনে হলো।'

'আমার ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা স্কুলে পাশাপাশি বসতাম; বোধহয় সেজন্যেই।'

'ওর ওপর দখল নিয়ে একবার মারামারিও করেছ শুনলাম।'

লজ্জায় রাঙা হলাম আমি, ঘাড় চুলকালাম মাথা নিচু করে।

'র‍্যাড এখনও আছে, কাজেই সাবধান, ড্যান। হপ্তা কয়েক আগে সনোরা টাউনে একজনকে খুন করেছে ছোকরা। পারলে এড়িয়ে চল ওকে।'

ওর সাথে গোলামালে জড়িয়ে পড়ার কোন ইচ্ছে নেই আমার, বিছানায় গিয়ে র‍্যাড আর অ্যানাবেলের কথা ভাবলাম আমি। নিশ্চয় এতদিনে সাবালিকা হয়েছে ও! ওর বয়েসের বহু মেয়েই বিয়ে করে ফেলেছে ইতিমধ্যে।

অ্যানাবেলও কি করেছে? মিস ডায়ানা ওর বিয়ের ব্যাপারে কিছুই বলেননি। আচমকা উঠে বসলাম আমি। অসম্ভব, করতেই পারে না। তা হলে মিস ডায়ানা জানাতেন আমায়। সত্যিই কি জানাতেন? কেনই-বা জানাবেন?

জিজ্ঞেস করতে যাওয়ার জন্যে শয্যাত্যাগ করতে যাচ্ছিলাম আমি, পরক্ষণে উপলব্ধি করলাম ব্যাপারটা নিছক বোকামির শামিল হবে। তা ছাড়া, মিস ডায়ানা এখন ঘুমোচ্ছেন।

সকালে নাস্তার টেবিলে আমি দেখা পেলাম কেলসোর। গরম পানিতে গোসল করার ফলে এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে আমার শরীর। আমি ঢুকতেই কাপ নামিয়ে তাকাল ও।

'বাহ্! অনেক বড় হয়ে গেছ দেখছি!'

ঘোড়া পোষ মানানোর ব্যাপারে ওর সাথে আলোচনা করলাম আমি, ব্ল্যাক স্ট্যালিয়নটার কথাও জানালাম।

'শুনেছি,' বলল কেলসো। 'ওটা খুনে ঘোড়া, বাছা।'

চুপ করে কী যেন ভাবল ও, তারপর বলল, 'রাস্তাঘাটে সাবধানে বেরিয়ো। মোটামুটি শান্তই ছিল গেল কয়েকটা দিন, মাত্র চারজন খুন হয়েছে। তোমরা যাওয়ার পর থেকে, এ-যাবৎ বাইশজনকে ফাঁসি দিয়েছি আমরা। এদের কারও কারও বিচার হয়েছিল–তবে বেশির ভাগই বিনাবিচারে সাজা পেয়েছে। লিঞ্চ মব ছিনিয়ে নেয় ওদের।

'আর সনোরা টাউনটা তো হয়ে উঠেছে খুনে-বদমাশদের আখড়া। শুধু যে মেক্সিক্যান তা নয়, বেশকিছু অ্যাংলোও আছে ওদের মধ্যে। বস্টন ডেইমউড তাদেরই একজন।'

'নাম শুনেছি।'

'আরও অনেকেরই নাম শুনবে। ভাসকোয়েযের দলবল প্রায়ই জ্বালাচ্ছে ইদানীং। আইন টিকিটিও ধরতে পারছে না ওদের।'

এরপর কেলসো আমাকে জানাল বিভিন্ন জায়গা থেকে নিত্যনতুন লোক আসছে শহরে, নতুন নতুন ব্যবসা খুলছে।

শহরে ঘুরতে বেরিয়ে আমি লক্ষ করলাম এ-কদিনে বহুকিছু যেমন বদলে গেছে আবার আগের মতই আছে অনেক জিনিস; বেআইনি, তবু মেয়েরা এখনও তাদের কাপড় কাছে যানজায়। খাবার পানি নেয়া হয় যেসব পুকুর থেকে, উদোম গায়ে ইন্ডিয়ান ছেলেপুলেরা ঝাঁপাঝাঁপি করে সেখানে।

টমাস গ্রে-র ছোট্ট স্কুলটা উঠে গেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে ঢিলে তালে, দেখলাম অনেক দোকানিই সাঙ্গপাঙ্গ জুটিয়ে নিয়ে তাস খেলছে জানালার চৌকাঠে বসে।

রাস্তার আরেকটু সামনে পথের দুধারে জুয়াখানা চালু হয়েছে কয়েকটা, সেগুলোর মধ্যে এল ডোরাডো আর মন্টোগোমারিতে ভিড় সবচেয়ে বেশি।

ফিরে আসার জন্যে ঘুরছি, হঠাৎ সেই কাটা-নাক মেক্সিক্যানকে দেখতে পেলাম চোখের কোণে। মাত্র একঝলক, পরমুহূর্তে অদৃশ্য হলো সে। আমাকে কি অনুসরণ করা হচ্ছে? ভাবলাম।

এগিয়ে গিয়ে রাস্তার মোড় ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। অচিরেই দেখা মিলল সেই মেক্সিক্যানের। বাঁক ঘুরতে নিয়েছিল সে, কিন্তু আমাকে দেখেই থমকে গেল ঝট করে।

'কারোকে খুঁজছ? আমি হয়তো সাহায্য করতে পারব।' ওর দিকে এক কদম এগোলাম।

নিজের জায়গায় অনড় দাঁড়িয়ে রইল লোকটা, ডান হাত লাল ব্যান্ডানার পেছনে, ছুরির বাঁটে।

'আমি এখন আর কচি খোকাটি নই,' বললাম। 'একদিন আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে তুমি। এখন সে-সুযোগ পেয়েছ।'

'ঠিকই করব...যখন সময় হবে আমার,' বলল কাটা-নাক।

'এখুনি, নয় কেন? আমি তৈরি।'

'পরে।' বাতাসে হাত খেলাল ও। 'এখানে তোমার বন্ধুবান্ধব প্রচুর। সবুর করতে আমার আপত্তি নেই।'

'বেশ,' বললাম আমি।

ঘুরে দাঁড়াল ও, চলে যেতে নিয়েও থেমে গেল আচমকা। ঘাড় ফিরিয়ে হিংস্র চোখে তাকাল আমার পানে। 'ভেবেছিস তুই বড় হয়ে গেছিস,' হিসহিস করে উঠল ওর গলা। 'তুই একটা ফালতু! স্রেফ ফালতু! পাখা গজিয়েছে, না? জীবনে লড়েছিস কারও সাথে? তোকে খুন করা আর একটা ভেড়াকে মারা আমার কাছে সমান!'

চলে গেল ও, আর আমি স্থাণু, রাগে অন্ধ। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন ঠাণ্ডা হয়ে এল মাথা, ফিরে এল যুক্তিবোধ, তখন ভাবলাম, সত্যিই তো, কার সাথে লড়েছি আমি? ওই কাটা-নাক ভ্যাকুয়েরো নিশ্চয় এ-ব্যাপারে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। ছুরি অথবা পিস্তল দুটোতেই দক্ষতা আছে। কেবলমাত্র ওর বাড়তি সাবধানতাই এ-যাত্রা বাঁচিয়ে দিয়েছে আমায়।

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে মিস ডায়ানা যখন দেখলেন আমি গুম মেরে রয়েছি তখন জানতে চাইলেন আমার অসুখ করেছে কিনা।

'নিজেকে বোকা মনে হলে কারই-বা ভাল লাগে বলুন!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম আমি।

'তুমি যদি বোকার মত কোন কাজ করে থাক এবং পরে নিজে থেকেই বুঝতে পার সেটা, তা হলে ধরে নিতে হবে আসলে তুমি খুব একটা বোকা নও,' সস্নেহে আমার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সান্ত্বনা দিলেন তিনি। 'যাকগে, কী হয়েছে বলবে না আমাকে?'

সকালের ঘটনাটা খুলে বললাম ডায়ানাকে।

'তোমার ওই কাটা-নাক একটা আস্ত শয়তান। ওর নাম চ্যাতো ভ্যালডেয। সনোরা টাউনের সবাই ওকে ভয় করে। তুমি ভালই করেছ ওর সাথে গোলমাল না করে।'

'বুদ্ধিটা কিন্তু আমার মাথায় খেলেনি,' তিক্ত স্বরে বললাম।

'এখন কী করবে ভাবছ তাই বল?'

'লড়াইয়ের কলাকৌশল শেখার ইচ্ছে। পিস্তলে ভয় পাই না, কিন্তু অন্য সব ব্যাপারে আমি আনাড়ি। অথচ এখানে সম্ভবত ওগুলো জানাই বেশি জরুরি। তার ওপর র‍্যাড হুবার আছে। ওর ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে আমাকে।'

এরপর মিস ডায়ানা আমাকে ডন রোমেরোর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা জানালেন।

'দাদু তা হলে ভোলেননি কিছুই?'

'না,' জবাব দিলেন ডায়ানা। 'তবে এখন আর হুট করে কিছু করতে সাহস পাবেন বলে মনে হয় না। ওঁর মনটা খুউব ছোট, বিরূপ সমালোচনা মোটেই সইতে পারেন না। ভীষণ ঘৃণা করেন তোমাকে, আর এখন নিশ্চয় আমাকেও। হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস আমাদেরকে ভোলেননি উনি।'

'আপনার ওই চ্যাতো ভ্যালডেযের বেলায়ও একথা খাটে। এবং ভ্যালেটার।'

স্মিত হাসলেন ডায়ানা। 'আমাদের শত্রু প্রচুর, ড্যান। তবে শত্রু থাকা একপক্ষে ভাল, মানুষকে সাহায্য করে শক্তিশালী হতে। আমরা তাই হব—শক্তিশালী।'

একমুহূর্ত চুপ করে রইলেন তিনি। 'তোমার আন্ট এলেনার কথাই ধর? নিজস্ব ধরনের তিনিও বেশ শক্তিশালী। তবু, আমার ধারণা তাঁর জীবনে গোপন রহস্য আছে একটা কোন। হয়তো সেটা ওঁর ভাইয়ের জীবনেরও রহস্য, তবে একটা কিছু না থেকেই যায় না...'

মাঝপথে থেমে গেলেন ডায়ানা, তারপর বললেন, 'ও, হ্যাঁ, তোমার সেই স্ট্যালিয়নের পিঠে এ-পর্যন্ত সওয়ার হয়েছ একবারও?'

'না,' জবাব দিলাম আমি, 'তবে শিগগিরই হব। আমার বিশ্বাস ও আমাকে পছন্দ করে। পিঠে উঠতে চাইলে খুব একটা নারাজ হবে না।'

বাইরে গাছের পাতায় মর্মর তুলল দমকা হাওয়া। উঠে দাঁড়ালেন মিস ডায়ানা, তারপর আচমকা বললেন, 'আরে, ভুলেই গিয়েছিলাম। দুপুরে ক্যাপ্টেন লরেল এসেছিলেন দোকানে। উনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।'

অ্যানাবেলের বাবা আলাপ করতে চান আমার সাথে? কী ব্যাপারে? যা-ই হোক, আমি দেখা করব তাঁর সাথে।

এবং হয়তো অ্যানাবেলের সঙ্গেও।

পাঁচ

স্যান হোয়াকিন থেকে সম্প্রতি বেশকিছু বুনো ঘোড়া ধরে এনেছি আমি, এ-খবর

জানাজানি হওয়ার পর থেকে অনেকেই চাইছিল আমাকে প্রশ্ন করে জানতে ওই এলাকাটা কেমন। লস এঞ্জেলেসের লোকজন পাম স্প্রিং মরুভূমি আর এর আশপাশের অঞ্চল সম্পর্কে সে-আমলে জানত না বিশেষ। অবশ্যি বেন উইলসন আর উইলিয়ম উলফস্কিলের কথা আলাদা, একসময় ট্র্যাপার ছিলেন ওঁরা, অন্তত একবার হলেও গিয়েছিলেন ওদিকে।

কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্য প্রসঙ্গে। ক্যাপ্টেন লরেল কেন দেখা করতে চান আমার সাথে? এ-ব্যাপারেই কি? উনিও কি, আমার মতই, মরুভূমি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী? নাকি আর কিছু আছে?

একদিন বিকেলে আমার সাদাকালো মেয়ারে চেপে ওঁর দরজায় হাজির হলাম আমি। এক সুশ্রী ইন্ডিয়ান পরিচারিকা আমাকে লিভিং রুমে নিয়ে গিয়ে বসাল। ঘরটা আয়তাকার, মেঝেতে পারসিয়ান গালিচা। প্রতিটি চেয়ারের পিঠেও রয়েছে হাতের কাজকরা মখমল। দেয়ালগুলো সাদা, আর ম্যান্টলের ওপর শোভা পাচ্ছে বহু প্রাচীন একটা ঢাল আর দুটো সামুরাই তরবারি। বইয়ে ছবি দেখেছি, তাই চিনতে অসুবিধে হলো না ওগুলো।

কামরার এক দেয়াল ঢাকা পড়েছে বইয়ের আলমারিতে। আমি দাঁড়ালাম সেখানে গিয়ে। প্রথম দর্শনেই বুঝতে পারলাম এ-বাড়ির গৃহস্বামীর বিস্তর পড়াশোনা। এমন সব বই রয়েছে, পড়া দূরে থাক, আগে কখনও দেখারই সৌভাগ্য হয়নি আমার। বেছে বের করলাম একটা, ম্যাথিউ রিক্কির চীন ভ্রমণের কাহিনি। বইয়ের পাতায় এতই ডুবে গেলাম যে টের পেলাম না কখন ঘরে প্রবেশ করেছেন ক্যাপ্টেন লরেল। চমক ভাঙল তিনি আমার পাশাপাশি হওয়ার পর।

'চীন সম্পর্কে কৌতূহল আছে তোমার?'

'সব ব্যাপারেই আছে,' স্বীকার করলাম আমি। 'তবে "ট্র্যাভেল অভ মার্কো পলো" ছাড়া চীনের ওপর আর কিছু পড়িনি।'

'তা হলে রিক্কির বইটা তোমার পড়া উচিত। ইচ্ছে হলে, পড়তে পার নিয়ে।'

'ধন্যবাদ, সার। আমি আমার নিজের বইয়ের মতই যত্নে রাখব।'

একটা ভুরু তেরছা করলেন তিনি। 'তা হলে তো ভয়ের কথা। মনে রেখ, বইটা তোমার নিজের নয়। বেশির ভাগ মানুষই পড়তে নিয়ে ভুলে যায় ফেরত দিতে।'

'আমি তা–'

হাত নেড়ে আমাকে থামিয়ে দিলেন লরেল। 'ঠাট্টা করছিলাম। আরে, দাঁড়িয়ে কেন, বসবে না?'

আমরা যখন বসলাম, গরম চকোলেট পরিবেশন করল সেই ইন্ডিয়ান পরিচারিকাটি। আমার দিকে বার কয়েক তাকালেন ক্যাপ্টেন। 'তোমার দাদাকে চিনতাম আমি,' বললেন আচমকা, 'এবং তোমার বাবাকেও খানিকটা। অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন।'

প্রসঙ্গ পাল্টালেন ভদ্রলোক। 'তো, বল এবার...তোমার সাম্প্রতিক অভিযানের কথা।'

সংক্ষেপে অথচ গুরুত্বপুর্ণ বিষয়গুলো বাদ না দিয়ে, আমি তাঁকে ওই অঞ্চল, আমাদের বুনো ঘোড়া ধরা আর কাউইয়াদের অবদানের কথা জানালাম। মন দিয়ে

শুনলেন তিনি, মাঝে-মধ্যে প্রশ্ন করলেন দুটো-একটা, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার মেয়েকে তুমি চেন...নিশ্চয়ই?'

'চিনি, সার। আমরা এক স্কুলেই পড়তাম।'

'ভাল শিক্ষক ছিলেন গ্রে।' আবার আমার দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। 'স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিচ্ছ?'

'এখানে আর সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমি আর ছোটটি নেই, জীবিকার সন্ধান করতে হবে। তাই ভাবছি, যা কিছু লেখাপড়া এখন থেকে বাড়িতেই করব।'

'সমুদ্রে যেতে চাও না?'

'না, সার। ক্যালিফোর্নিয়াই আমার পছন্দ।'

কাপ খালি করে নামিয়ে রাখলেন তিনি। একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার পানে, সিগার ধরালেন। 'তোমার শত্রু অনেক।'

'আছে, সার। আমি নিজে করিনি। ওরাই শত্রু হিসেবে বেছে নিয়েছে আমাকে।'

'কিছু আসে যায় না। শত্রু আছে এটাই মূল কথা।' থামলেন ক্যাপ্টেন, অপলকে জরিপ করলেন আমায়। 'সম্ভবত তাদের সবাইকে তুমি চেনও না। এটাই মুশকিল। জানা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়। কিন্তু অন্যদের বেলায়...অথচ তারাই হয় সবচেয়ে ভয়ানক।'

'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, সার। আমার দাদু—'

'জানি। মারাত্মক বোকামি করছেন তিনি। কেবল তোমার সাথে শত্রুতা করে নয়, অন্যদেরকে নিজের কোলে ঠাঁই দিয়েও।'

সিগারেটটা নামালেন ক্যাপ্টেন। 'তুমি ভেবেছ কখনও, তোমার দাদু মারা যাওয়ার পর কী ঘটবে?'

'মারা যাওয়ার পর? না, সার, ভাবিনি। বলতে কী, মনেও হয়নি কখনও। বড়জোর একজন শত্রু কমবে—এ ছাড়া আর কী হতে পারে?'

'তাঁর সম্পত্তির কী হবে?'

'ভাবিনি, সার।'

'ভাবলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তোমার দাদুর যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। আমার ধারণা, এমন মানুষের সংখ্যা নেহাত কম হবে না, যারা চায় তিনি যেন আর বেশিদিন না বাঁচেন। তিনি যদি মারা যান, তুমি হবে তাঁর উত্তরাধিকারী, অন্তত উত্তরাধিকারীদের একজন।'

'কেন, আন্ট এলেনা—'

হাত নাড়িয়ে আমার যুক্তি খারিজ করে দিলেন লরেল। 'উনি মেয়েমানুষ। বেশি হলে, একটা ভাতা পেতে পারেন।' থেমে, সিগারের ছাই ঝাড়লেন তিনি, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কোনও উত্তরাধিকারীকে তুমি চেন?'

'না, সার। চিনি না,' স্বীকার করলাম আমি, 'তা ছাড়া এ নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথাও নেই। দাদু আমাকে ঘৃণা করেন। সুতরাং কিছুই দিয়ে যাবেন না আমাকে।'

'হতে পারে। আবার এও সম্ভব, তাঁর আর সব ব্যবসায়িক লেনদেনের মত এ-ব্যাপারেও তেমন সতর্কতা অবলম্বন করেননি ভদ্রলোক। হয়তো দেখা যাবে, তাঁর

কোন উইলই নেই।'

অস্থিরভাবে মেঝের আরেক প্রান্তে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন, তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্পেনে তোমার দাদুর যেসব জমিজমা আছে সেগুলোর ব্যাপারে তুমি কতটুকু জান?'

'জানিই না কখনও কিছু ছিল ওখানে?'

'আছে। এত যে তুমি ধারণাই করতে পারবে না।'

আবার বসলেন অ্যানাবেলের বাবা, হাঁটুতে কনুই রেখে। ক্যাপ্টেন লরেল ছোটখাট বলিষ্ঠ গড়নের মানুষ। রোমশ ভুরুযুগল ধবধবে সাদা, চুল কোঁকড়ানো, কাঁচা-পাকা। 'ডন ফেডেরিকো ভিয়েগ্রা সম্বন্ধে কিছু জান?'

'এই নামটা আমার কাছে নতুন।'

সিগারে লম্বা টান দিলেন ক্যাপ্টেন, ছাই ঝাড়লেন ফের, তারপর বললেন, 'তোমার অনেক বন্ধু, তাই বেঁচে গেছ। ওদের ছাড়া একমুহূর্তও টিকতে পারবে না তুমি।'

ঈষৎ বিরক্ত হলাম আমি, বললাম, 'নিজেকে আমি সামলাতে পারব!' কথাটা বলেই বুঝলাম ভুল হয়ে গেছে। চ্যাতো ভ্যালডেয এর আগে একবার বোকা বানিয়েছে আমাকে। 'হ্যাঁ, বেশকিছু ভাল বন্ধু আছে আমার,' শুধরে নিলাম তড়িঘড়ি।

'আসলে তুমি নিজেও জান না তাদের সংখ্যা কত। আচ্ছা, এবার বল দেখি, আমি কেন ডেকেছি তোমাকে?'

'আমি জানি না। সত্যি, সার। নিজেই ভড়কে গিয়েছিলাম প্রথমে, যদিও আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা বরাবরই ছিল।'

'তাই? এখন তো তা হলে পরিচয় হলোই আমাদের। এর পুরো কৃতিত্ব অবশ্যি অ্যানাবেলের। ওর ধারণা তোমার সাহায্য দরকার।'

অ্যানাবেল ভেবেছে আমার সাহায্য দরকার? তারমানে, আমাকে কি এখনও শিশুটি মনে করে ও? নাকি দুর্বল? কিছু বললাম না আমি, লরেলের পরবর্তী কথা শোনার অপেক্ষায় থাকলাম।

'শোন, নওজোয়ান, অ্যানাবেল আর আমি এমন সব কথা জানি যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। অবশ্যি দোষটা তোমার নয়, কারণ জানার কোনও উপায়ও তোমার ছিল না।

'ডন ফেডেরিকোর সাথে তোমার মায়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তোমার দাদু। যখন তিনি পালালেন তোমার বাবার সঙ্গে, ফেডেরিকো অপমানিত বোধ করলেন। ক্ষিপ্ত হলেন ভয়ঙ্কর, তাড়া করলেন তোমার বাবাকে।' সিগার টানলেন ক্যাপ্টেন, নিভে গেছে টের পেয়ে খালি কাপের পাশে নামিয়ে রাখলেন ওটা। 'কেবল যে তোমার মায়ের জন্যে তা নয়।

'এই ফেডেরিকো হচ্ছেন তোমার আত্মীয়। দূর সম্পর্কের। এতটা যে তোমার মাকে নিয়ে করতে পারতেন। আবার এতই কাছের, তুমি মারা গেলে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হবেন তিনি।'

ফ্যালফ্যাল করে একটুক্ষণ চেয়ে রইলাম আমি; তারপর আস্তে আস্তে বোধগম্য হলো সবকিছু। 'আপনি ঠিক জানেন?'

'বাছা, স্পেন থেকেই ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রথম আসি আমি। তার আগে বার কয়েক ত্রিপোলি আর স্পেনের মধ্যে যাতায়াত করেছিলাম জাহাজ নিয়ে। তা ছাড়া, আমার কান খোলা থাকে সবসময়, আর রাতাস তখন গুজবে ভারিই ছিল। তোমার দাদু হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নেন আমেরিকায় পাড়ি জমানোর। এবং এক রাতের মধ্যে ক্যাডিয ত্যাগ করেন।'

'আপনার জাহাজে?'

'না, আমার জাহাজ পরে আসার কথা ছিল। তাঁর কিছু পণ্য নিয়ে আসছিলাম আমি। এবং তাঁর বোনকে!'

'আন্ট এলেনাকে?'

'ঠিক। সেবার পাঁচজন যাত্রী ছিল আমার জাহাজে। এক বৃদ্ধ, বছর আঠারোর এক স্প্যানিশ তরুণ, তিজন মহিলা, আর একটা অসুস্থ ছেলে।'

'তারমানে আপনি আন্ট এলেনাকে চেনেন?'

'সামান্যই। বেশির ভাগ সময় নিজের কেবিনে থাকতেন তিনি। অসুস্থ ছেলেটার সাথে যে-মহিলা ছিল সেও। মাঝেসাঝে, যখন ভাল থাকত আবহাওয়া, খোলা ডেকে বেরোতেন তোমার আন্ট, কখনও-সখনও অসুস্থ বাচ্চাটির সেবাযত্নও করতেন। যদিও আমি ঠিক জানি না, ও সত্যিই অসুস্থ ছিল কিনা।'

'আপনার সন্দেহের কারণ?'

'বাইরে যে-কবার দেখেছিলাম, ওকে আমার চটপটে বলেই মনে হয়েছিল। তা ছাড়া আরও কারণ আছে। আগেই বলেছি, যাত্রীদের মধ্যে আরেকজন স্প্যানিশ ছোকরা ছিল। একদিন রাতে, অসুস্থ ছেলেটা যখন ডেকে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছিল, পেছন থেকে ওই ছোকরা ছুরি নিয়ে আক্রমণ করে ওকে। কীভাবে যেন টের পেয়ে যায় ছেলেটা ঝট করে ঘুরেই চেপে ধরে হাত, মোচড় দিয়ে ছুরিটা কেড়ে নেয়।

'এই ঘটনার সময় একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল আমার মেট। সে ডেকে আনে আমাকে, কিন্তু ওরা দুজনেই বেমালুম অস্বীকার করে ব্যাপারটা। ফলে, আমি আর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারিনি।'

নীরবে ভাবতে লাগলাম আমি। এ-কাহিনির উল্লেখযোগ্য দিক একটাই, আন্ট এলেনার সাগর ভ্রমণ নেহাত সাদামাঠাভাবে শেষ হয়নি।

'চকোলেট নেবে আরও? আমি কিন্তু নেব।'

'প্লিজ।' তারপর বললাম, 'তা হলে নিশ্চয় ওদের মধ্যে ঝগড়া ছিল কোন?'

'বোধহয়।' ইন্ডিয়ান পরিচারিকা আরেক দফা চলোকলেট দিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ক্যাপ্টেন, তারপর বললেন, 'ডন ফেডেরিকোই হচ্ছেন সেই স্প্যানিশ ছোকরা।'

তবে কী...তবে কী আমাকে সাবধান করতে চাইছেন ক্যাপ্টেন?

'অপর ছেলেটা, যে অসুস্থ ছিল, এই ঘটনার পর স্রেফ হারিয়ে যায় লোকচক্ষুর আড়ালে। হয়তো মারাই গেছে। এখানে একবার মহামারি হয়েছিল। আমি পরে খোঁজ করেছিলাম ওর, কেউ কিছু বলতে পারেনি। আর যে-মেয়েটা ওর সেবা করত, সেও অদৃশ্য হয়েছে। অনেক পরে জেনেছি, ও নাকি বিয়ে করেছে কোন্ এক ভ্যাকুয়েরোকে।'

'সেসময় বহু লোকই এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা করত। এ-কাহিনিতে নতুনত্ব কিছু নেই। তখনকার দিনে আকছার ঘটত এরকম।'

'ঠিক।' উঠলেন ক্যাপ্টেন লরেল। 'তুমি আমাদের সাথে খাচ্ছ নিশ্চয়? এখুনি এসে পড়বে অ্যানাবেল। তোমাকে দেখলে খুশি হবে...আমি জানি।'

আমি নীরবে সম্মতি জানিয়ে চেয়ে রইলাম চকোলেটের দিকে। লরেল কী বলতে চাইছেন আমায়? ডন ফেডেরিকো আমার শত্রু, কাজেই বিপজ্জনক লোক? এতে আমারও কোন সন্দেহ নেই। বাবা আর মাকে যারা মরুভূমি পর্যন্ত তাড়া করেছিল, ক্যাপ্টেন বলেছেন, ফেডেরিকো ছিলেন তাঁদের মধ্যে।

'কিস্যু আসে যায় না,' শেষমেশ বললাম। 'দাদুর কোনকিছু চাই না আমি।'

'হুট করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বস না। তুমি না চাইতে পার, কিন্তু অন্যদের তো নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে।'

একথার অর্থ কী?

'আপনি তো চীন সাগরে গেছেন,' জিজ্ঞেস করলাম, 'ওদের কী এক ধরনের আত্মরক্ষার কৌশল আছে বলে শুনেছি? শেখার ইচ্ছে আছে আমার।'

স্মিত হাসলেন ভদ্রলোক। 'কয়েক বছর লাগে শিখতে। যাইহোক, তোমার যদি আগ্রহ থাকে আমি হয়তো পারব ব্যবস্থা করতে। আমার সর্দার মাল্লা, ও জানে।'

'আমি এক চীনার কথা শুনেছি। এদিকেই কোন পাহাড়ে যেন থাকে।'

লরেল হাসলেন। 'চিনি, কিন্তু সে তো শেখাবে না কারোকে। আর ও চীনা নয়, যদিও ওর দেশটা এখন চীনেরই অংশ...খোতান।'

'খোতান?'

'হ্যাঁ...দূরপশ্চিমে, তুর্কিস্থানে, কুনলান পর্বতমালার কাছাকাছি। ওই পথে ভারতে যাওয়া যায়। একসময় বৌদ্ধ সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল জায়গাটা।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' মনে পড়েছে। মার্কো পলোর লেখায় পড়েছি; সিল্ক রুট, চীন থেকে ভূমধ্যসাগর অবধি চলে গেছে।'

'খোতানে একটা শাখা বেরিয়েছে সিল্ক রুটের, সিরিয়া হয়ে পাহাড়পর্বতের মাঝ দিয়ে ভারত পর্যন্ত।'

'ওই লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে আমাকে।'

'শেখাবে না। জায়গাটা ভাল লেগে যাওয়ায় এখানেই রয়ে গেছে। যদ্দূর জানি–একাই থাকে।'

সাঁঝ এসে পড়েছে, গাঢ় হচ্ছে ছায়ারা। ইন্ডিয়ান পরিচারিকা এসে বাতি জ্বেলে দিল ঘরের। আলোটা দারুণ উজ্জ্বল দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলাম আমি।

'কেরোসিন। চীনারা কয়েকশো বছর ধরে ব্যবহার করছে।'

প্রসঙ্গ বদলালেন ক্যাপ্টেন, জাহাজ ব্যবসা, মানুষ, সমুদ্র আর বিভিন্ন বিদেশি বন্দর সম্পর্কে আলোচনা হলো আমাদের।

কামরার শেষপ্রান্তে একটা দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল অ্যানাবেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম আমি। দেখতে ও আগের চেয়ে এখন আরও সুন্দর হয়েছে।

দুহাত সামনে বাড়িয়ে, আমার কাছে এল ও। 'ড্যান! ওফ্, কদ্দিন পর দেখা!'

এখন আর আগেকার সেই কিশোরিটি নেই অ্যানাবেল, পুরোদস্তুর যুবতী।

আগেও মেয়েটি হেঁয়ালি ছিল আমার কাছে, এখন আরও হেঁয়ালি মনে হলো।

'তুমি আমাদের সাথেই খাচ্ছ তো? কেন্ডাকে মনে আছে? ও আসছে, আর সম্ভবত মাইলো বার্নস।'

'এবং র‍্যাড হুবার?'

'না, র‍্যাড হুবার আসবে না। ওর দহরম-মহরম অন্য মহলে। মাঝে-মধ্যে ওকে দেখি রাস্তায়।' চকিতে আমার পানে তাকাল অ্যানাবেল। 'জান, ও এখন বড় হয়ে গেছে। শক্তি ধরে যথেষ্ট।'

মন্তব্যটা জ্বালা ধরিয়ে দিল আমার গায়ে। আমি নিজেও এখন বলশালী।

সাপারের আগমুহূর্তে এসে পড়ল কেন্ডা ও'ব্রায়েন, আর সঙ্গে মাইলো বার্নস। ওর নাকে এখনও ঘামাচি রয়েছে কিছু, চোখ দুটি গভীর নীল, চুল কালো। মাইলো বদলায়নি বিশেষ, শুধু হাতে-পায়ে বেড়েছে একটু, আর গলার স্বর পাল্টে গেছে।

'আমি অ্যাডলসডর্ফার কোম্পানিতে আছি, আর ওদের মাধ্যমে হ্যামবুর্গ-ব্রেমেনে।'

অ্যাডলসডর্ফার আমদানির ব্যবসা করে, জানি আমি, আর হ্যামবুর্গ-ব্রেমেন বীমা কোম্পানি।

'ভাল চাকরি পেয়েছ,' বললাম।

'আনন্দ পাচ্ছি কাজ করে, ভবিষ্যৎ আছে।' আড়চোখে আমার দিকে তাকাল মাইলো, হঠাৎ হাসল ফিক করে। 'স্যরের সাথে দেখা হয়েছে? জান, একটুও বদলাননি। সম্প্রতি বইটা শেষ করেছেন, শিগগিরই বেরোবে বাজারে। এ ছাড়াও তাঁর আরও দু-একটা প্রবন্ধ লন্ডন আর জার্মানিতে প্রকাশিত হয়েছে।'

গ্রে তাঁর বই শেষ করেছেন, বার্নস পেয়েছে নিশ্চিত ভবিষ্যতের সন্ধান। কিন্তু আমি? আমার অবস্থান কোথায়? আমি কী হয়েছি?

ছয়

ক্ষমাপ্রার্থনা করে, রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে এলাম আমি। যানজায় নিয়ে গিয়ে পানি খাওয়ালাম আমার ঘোড়াকে, তারপর কোরালে বেঁধে রেখে খানিকটা খড় ধরলাম ওর মুখের সামনে। মিনিট কয়েক ওখানে দাঁড়িয়ে রইলাম নিশ্চল, হাত বুলিয়ে দিলাম মেয়ারের কেশরে। শান্ত স্নিগ্ধ রাত। আকাশে উজ্জ্বল তারা।

ডন ফেডেরিকো? ভদ্রলোকবকে আমি চিনি না, যদিও তিনি আমাকে চেনেন নিশ্চয়। অচেনা শত্রুকে মোকাবেলায় এই এক মস্ত অসুবিধেঃ সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত থাকতে হয়।

ক্যাপ্টেন লরেল নিঃসন্দেহে আমাকে সাবধান করতেই ডেকের সেই ঘটনাটা তখন উল্লেখ করেছেন। তিনি চান আমি যেন অতর্কিত আক্রমণের ব্যাপারে সদা-হুঁশিয়ার থাকি।

দাদুর সম্পত্তি পাওয়ার কথা কখনও মাথায়ই আসেনি আমার, আর তেমনটি

ঘটবেও না কোনদিন। মনেপ্রাণে ঘৃণা করে যাকে, কেউই চায় না তাকে নিজের সম্পত্তি দিয়ে যেতে।

এ-যাবৎ যা-যা ঘটেছে, সেসবের জন্যে কতটুকু দায়ী ডন রোমেরো? কিংবা ডন ফেডেরিকো? হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমি, মরুভূমিতে আমাকে নির্বাসন দেয়ার সময় সুদর্শন যে-যুবককে আমি দেখেছিলাম দাদুর সঙ্গে সম্ভবত তিনিই ডন ফেডেরিকো।

একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে ঘাড় ফেরালাম, দেখলাম অ্যানাবেল সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। রওনা হব ওর দিকে, এই সময় ও এগিয়ে এল আমার কাছে।

'দেরি দেখে আর থাকতে পারলাম না।'

'ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর পর, নিজেও হাওয়া খাচ্ছিলাম একটু। জান, আমার ভাবতেই অবাক লাগছে, যাদের আমি চিনি না তারাই কিনা খুন করতে চাইছে আমাকে।'

'স্বাভাবিক। বাবার ধারণা তুমি হয়তো হঠাৎ করে বিপদে পড়তে পার। তোমার জন্যে উনি ভীষণ চিন্তিত।' একটু থেমে অ্যানাবেল যোগ করল, 'শুনেছ নিশ্চয়ই, তোমার দাদার কাছেই জাহাজের ব্যাপারে হাতেখড়ি হয়েছিল বাবার। নাড়ির টান ছিল দুজনের মাঝে। তোমাকে উনি নিজের পরিবারের একজন বলে মনে করেন।'

কোনকিছু না ভেবেই, ফস্ করে আমি বলে ফেললাম, 'হলে বেশ হত কিন্তু!'

ঠাট্টাচ্ছলে, অ্যানাবেল বলল, 'ভাইয়ের সাথে কী রকম ব্যবহার করতে হয় আমি কিন্তু জানি না।'

'আমি ভাই হওয়ার কথা ভাবছিলাম না।'

'চল, ভেতরে যাওয়া যাক। সম্ভ্রান্ত মহিলারা বাইরে দাঁড়িয়ে কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে খোশগল্প করে না।'

হাঁটতে হাঁটতে পোর্চে ফিরে গেলাম আমরা। ক্যাপ্টেন লরেল বললেন, 'তোমার যদি আগ্রহ থাকে, কালই নাহয় আমার সর্দার মাল্লাকে তলব দেব। তবে, বাচা, তোমাকে প্রচণ্ড খাটতে হবে। আমার হাতে সময় বিশেষ নেই–শিগগিরই আবার বেরোব জাহাজ নিয়ে।'

তো এভাবেই শুরু হলো মার্শাল আর্ট শেখা। পরের ছয়টা সপ্তাহ রোজ গড়ে ছ-সাত ঘণ্টা করে লিউ চ্যাংয়ের কাছ থেকে তালিম নিলাম আমি। লিউ চ্যাং বিরাটকায় মানুষ, গায়ে আসুরিক শক্তি, ক্ষিপ্রতায় বানরকেও হার মানায়।

খেলা হিসেবে নয়, আমি মার্শাল আর্ট শিখছিলাম আত্মরক্ষার তাগিদে। যাতে কোন আক্রমণ এলে চকিতে সামলে নিয়ে পাল্টা আঘাত হানতে পারি। তাই লড়াইয়ের প্রাথমিক কলা-কৌশলের ওপরেই গুরুত্ব দিলাম বেশি করে, পদ্ধতিগত জটিলতার ভেতরে আর না গিয়ে।

মাঝেসাঝে, লিউ চ্যাং যখন ব্যস্ত থাকে অন্য কিছুতে, কোরালে চলে যাই আমি, মন্টে ম্যাক-কায়াকে সাহায্য করি ঘোড়া পোষ মানানোর কাজে। জর্জ হামেশাই থাকে ওখানে।

ব্ল্যাক স্ট্যালিয়নটা এখন আমার খোঁজে আসে রেইলের কাছে। আমি হাত বাড়ালে সরে যায়, কিন্তু আমার-দেওয়া রুটি খেতে আপত্তি করে না। বেছে বেছে এ-পর্যন্ত দুটো ঘোড়া নিজের জন্যে আলাদা করেছি আমি। একটা ড্যাপল-গ্রে, অন্যটা

বে–লেজ আর কেশর কালো। কত জোরে ছুটতে পারবে ওরা জানি না, তবে উভয়েরই দম অফুরন্ত; আর বেশ চটপটে।

বাতাসে পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে, যত ব্যস্ততাই থাক, ব্যাপারটা বুঝতে কারোরই অসুবিধে হয় না।

মিস ডায়ানা উল বুনছিলেন আমি যখন দোকানে ঢুকলাম। 'ড্যান! আজকাল যে তোমার দেখাই মেলে না।'

তাঁকে আমি ঘোড়া পোষ মানানোর কথা বলতে তিনি জানালেন, 'ওগুলোকে শিগগিরই আমরা বাজারে ছাড়ব, ড্যান। এই শহরেরই এক লোক ওয়াগন বানাচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়রা হয়তো সহজে অভ্যাস পাল্টাবে না, তবে আমার ধারণা পুবের লোকেরা তাদের মালপত্র আনা-নেয়ার জন্যে ওয়াগনের ওপরই নির্ভর করবে বেশি।'

নতুন যেসব বই এসেছে সেগুলো একঝলক দেখে নিয়ে রাস্তার দিকে তাকালাম আমি, দেখলাম ওপাশের ফুটপাতে কালো সুট পরনে দীর্ঘদেহী এক লোক দাঁড়িয়ে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় খবরকাগজ পড়ছে লোকটা, কিন্তু আমি দিব্যি ঠিক পেলাম, আসলে আমাদের দোকানের ওপর নজর রাখাই ওর উদ্দেশ্য।

'ম্যাম? আপনি চেনেন ওই লোককে?'

আমার দিকে তাকালেন ডায়ানা, তারপর আমার দৃষ্টি অনুসরণ করলেন রাস্তা অবধি। এক মুহূর্ত পর বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না, ড্যান। তবে চেনা-চেনা লাগছে।'

ঘোড়ায় চেপে জনাকয়েক ভ্যাকুয়েরো চলে গেল; তারপর একটা তিন-চাকার ভ্যান বা কারেতাস। আবার যখন তাকালাম আমি, লোকটা তখন নেই। কলম নামিয়ে রেখে, ডেস্কের ওপর হাত রাখলেন মিস ডায়ানা, যেন উঠতে যাচ্ছেন, কিন্তু পরক্ষণে ঢিল দিলেন শরীরে। তাঁকে আমার বিচলিত মনে হলো।

'শিগগিরই,' বললেন তিনি, 'আমাদের বোধহয় একটা আলোচনায় বসতে হবে।'

'আমি কি কোন দোষ করেছি?'

স্মিত হাসলেন ডায়ানা। 'না, ড্যান। তবে আমার হয়তো পরামর্শের প্রয়োজন হতে পারে।'

'পরামর্শ? আমার কাছ থেকে? আমার যদি কিছু করার থাকে...?'

'আমি তোমার মতামতের মূল্য দেই, ড্যান। এ-জন্যে যাওয়ার মত আমার আর কেউ নেই।'

'খুশিমনে করব আমি, আপনি শুধু হুকুম করবেন একবার।'

তবু আমার খটকা গেল না। মহিলাকে বরাবর আত্মবিশ্বাসী, স্বাবলম্বী জেনে এসেছি আমি। ফের তাকালাম রাস্তার দিকে। না, ফিটফাট পোশাক-পরা লোকটা চলেই গেছে।

কে ও? ওই লোকই কি মিস ডায়ানার বিচলিত হওয়ার কারণ? নাকি ব্যাপারটা নিছক কাকতালীয়?

অবশ্যি সে-অর্থে মিস ডায়ানা সম্পর্কে বেশিকিছু জানি না আমি। আর বলতে কী, কে-ইবা তা জানে? আমার জানামতে মিস ডায়ানার জীবন শুরু হয়েছে আমার

যখন একসঙ্গে হিউজের ওয়াগনে চড়ে পশ্চিমে আসছিলাম।

কে এই ডায়ানা? কোন্ জীবন ফেলে এসেছেন পেছনে? দেখে বোঝা যায় সম্ভ্রান্ত মহিলা তিনি, এবং শিক্ষিতা। নইলে এত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারতেন না সব ব্যাপারে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, তাঁর দেশ কোথায়...পশ্চিমে আসার আগে কোথায় ছিলেন?

ভ্যালেটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল, তবে এও ঠিক, ও সবাইকেই সন্দেহ করে। অসৎ লোকের যা হয়, নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে অন্যের মাঝে।

সাত

লস এঞ্জেলেসে আমাদের প্রাথমিক বছরগুলোতে, জনসংখ্যা যখন ছিল প্রায় হাজার তিনেক, প্রতি বছর গড়ে পঞ্চাশ-ষাটটা খুন হত। তবু মিস ডায়ানার র‍্যাঞ্চে ঘোড়ার পাল সরিয়ে আনতে গিয়ে এতটুকু বেগ পেলাম না আমরা। এমনকী ব্ল্যাক স্ট্যালিয়নটাও শান্ত ছিল, শুধু একবার, আমি ওর পিঠে নেড়ে দেয়ার সময়ে, পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া।

ডায়ানার র‍্যাঞ্চটা বেশ নিরিবিলি, প্রকাণ্ড একটা সাইক্যামোরের ছায়ায় সাবেক ফ্যাশনের এডৌব র‍্যাঞ্চ-হাউস, সামনে খোলামেলা, লস এঞ্জেলেসগামী রাস্তার অনেকটাই দেখা যায়।

যেদিন ঘোড়াগুলো স্থানান্তরিত করা হলো, তার পরদিন সকালে, যেহেতু অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন মিস ডায়ানা, আমি দোকান খুললাম শহরে গিয়ে, ভোরের স্টেজে উইলমিংটন-থেকে-আসা খবরকাগজ সাজিয়ে রাখলাম স্ট্যান্ডে।

রাস্তাঘাট মোটামুটি ফাঁকাই ছিল তখনও। কেবল কমার্শিয়াল স্ট্রিটের মোড়ে একজন লোককে চোখে পড়ে, অ্যাপ্রন গায়ে ফুটপাত ঝাঁট দিচ্ছে। সেলফ থেকে একটা বই নামিয়ে পড়তে শুরু করেছি এই সময় দরজায় ছায়া পড়ল কার যেন। আমি পলক তুলে সেই লোকটিকে দেখতে পেলাম, সেদিন রাস্তার উল্টো দিক থেকে আমাদের দোকানের ওপর নজর রাখছিল যে।

লোকটা, আমরা যাকে বলি মাঝবয়েসী, পরনে ধূসর রঙের পরিপাটি সুট, আর সরু কারনিসঅলা হ্যাট। আলতো মাথা ঝুঁকিয়ে আমাকে অভিবাদন জানাল সে, জিজ্ঞেস করল বস্টনের কোন খবর-কাগজ হবে কিনা।

'দশদিনের বাসি, তবে আমাদের জন্যে এটাই তাজা।'

'আমার জন্যেও।' মৃদু হাসল লোকটা, কিন্তু ওর ধূসর চোখ-জোড়া তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী। 'বেশ সাজানো-গোছানো দোকান। মালিক কে-তুমি?'

ওর কথাবার্তায় দুরভিসন্ধির আভাস পেলাম আমি, সতর্ক হয়ে গেলাম নিমেষে। পাশাপাশি একধরনের খটকাও লাগল। যদিও ক্ষীণ, লোকটার উচ্চারণে আঞ্চলিক টান রয়েছে; পরিচিত ঠেকল, কিন্তু ঠিক কোথায় শুনেছি তা মনে করতে পারলাম না।

'আমি বসলে আপত্তি আছে? এটা তো রিডিং রুম, নাকি?'

'জ্বি।'

'দোকানটা চমৎকার। তোমার?' আবার জিজ্ঞেস করল সে।

প্রথমবার উত্তর এড়িয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু এবার বাধ্য হলাম বলতে নয়তো ওর অহেতুক সন্দেহ জাগতে পারে। 'মিস ডায়ানার।'

'ডায়ানা? সুন্দর নাম। অনেকদিন থেকে চেন?'

'হ্যাঁ। দারুণ মহিলা।'

'সন্দেহ নেই, তবে অন্য একটা কারণে আমার একটু কৌতূহল হচ্ছে। বুঝলে, এধরনের নাম বিশেষ দেখা যায় না। ভদ্রমহিলাকে আমি বোধহয় দেখেছি। বেশ লম্বা, আকর্ষণীয়া...ঠিক?'

'জ্বি।'

'ওঁর বয়েসের অধিকাংশ মহিলাই বিবাহিত।' মন্তব্য করল লোকটা।

একথার জবাব দেয়ার কোন প্রয়োজন আমি বোধ করলাম না। খবরকাগজ পড়তে পড়তে, অলস আড্ডা দেয়ার ভান করছিল লোকটা, কিন্তু ওর আসল মতলব বুঝতে অসুবিধে হলো না আমার। মিস ডায়ানার ব্যাপারেই তার যত কৌতূহল, কৌশলে আমাকে জেরা করছে। সহসাই আমার মনে হলো মিস ডায়ানা আর যুবতীটি নেই, তবু যৌবনকে যেন ধরে রেখেছেন। বয়েসের তেমন কোন ছাপ আজও তাঁর মাঝে লক্ষ করিনি আমি।

'আমি ভাবছি'—হালকা সুরে বলল লোকটা—'ওই নাম তিনি পেলেন কোথায়?'

'আমরা সবাই যেভাবে পেয়ে থাকি, আমার বিশ্বাস।' ঈষৎ রুক্ষ স্বরেই দিলাম জবাবটা। 'সন্দেহ নেই, আপনিও সেভাবেই পেয়েছেন আপনারটা।' তারপর হাতের কাজ একপাশে সরিয়ে রেখে বললাম, 'প্রসঙ্গ যখন উঠেইছে, নিজের পরিচয়টাও বোধহয় আমার দেয়া দরকার। আমি ড্যান ও'হারা।'

'আমি অ্যালেক্সিস ফুলটন।'

অদ্ভুত নাম। ফুলটন নামটি ইংরেজি, নিঃসন্দেহে, কিন্তু অ্যালেক্সিস? রুশ হতে পারে।

খবরকাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরল ফুলটন, যেন পড়বে।

'আপনি গরু ব্যবসায়ী নন। আপনার আগ্রহ কিসে...ঘোড়ায়?'

'আমাদের রাশিয়াতেই প্রচুর ঘোড়া।'

'অ, আপনি তারমানে রাশিয়া থেকে আসছেন? ইংল্যান্ড নয়?' উচ্চারণে ওই টানটাই কি তখন ধরা পড়েছিল আমার কানে? যদিও মনে পড়ল না এর আগে কোথায় শুনেছি ওধরনের কথাবার্তা।

বিরক্ত হলো ফুলটন। 'তাতে কি কিছু আসে যায়?'

'মোটেই না। আমাদের ক্যালিফোর্নিয়াতে শুরু থেকেই প্রচুর রাশিয়ান আছে। আমার ধারণা একসময় জায়গাটা ওরা দখল করার কথাও ভেবেছিল।

'আর নামের কথা বলছেন, স্রেফ কৌতূহল আরকী, আপনারই মত। ক্যালিফোর্নিয়াতে এখন রোজই নতুন নতুন মানুষ আসছে। কেউ সোনার খোঁজে, আবার কেউ-বা, এরাই বুদ্ধিমান নিঃসন্দেহ, জমি কিনতে। সওদাগরও আছে কিছু।'

'আমি পর্যটক মানুষ। ডায়ানা নামটায় আশ্চর্য হয়েছি এই যা। তেমন চালু

নয় বলে।'

'আপনি অবশ্যি তাই বলছেন। তবে ছেলেবেলায় আমি যখন পুবে ছিলাম, বেশ কয়েকজন ডায়ানাকে চিনতাম। আপনি চাইলে তাদের ঠিকানাও দিতে পারি। ফিলাডেলফিয়ায় থাকে ওরা।'

খবরকাগজটা ভাঁজ করে নামিয়ে রাখল ফুলটন। 'তার কোন দরকার নেই...ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই এতে,' উত্তর দিলাম আমি। 'আপনার যদি কখনও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, সংকোচ করবেন না বলতে।'

লোকটা এমনভাবে তাকাল আমার দিকে যেন ভস্ম করে ফেলবে আমাকে, কিন্তু আমি হাসলাম মৃদু। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল ফুলটন, দরজাটা টেনে দিল সশব্দে।

মনে মনে একচোট হেসে নিয়ে, আবার নিজের কাজে ফিরে গেলাম আমি। রাস্তাঘাট ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে, মানুষজন সকলেই নেমে পড়েছে যার যার কাজে।

আবার সেই আঞ্চলিক উচ্চারণের কথা ভাবলাম আমি। রুশ, না? কিন্তু কবে কোন্ রাশানের সঙ্গে পরিচয় হলো আমার? না, হয়নি।

চকিতে আবার ফিরে এল সেই চিন্তা। মিস ডায়ানা কে? ফুলটনের আগ্রহ কি প্রণয়ঘটিত? ডায়ানার বয়স...মানুষ যাকে যুবতী বলে তিনি আর তা নন এই সত্যটি উপলব্ধি করে আমার বুকের ভেতরটা খচখচ করে উঠল।

হঠাৎ করেই এসে পড়লেন ডায়ানা, তবে খুব একটা আচমকা নয়, কারণ বেশ কিছুক্ষণ হলো ফুটপাতে তাঁর হিলের খটখট স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম আমি।

দরজা বন্ধ করে চারপাশে নজর বোলালেন তিনি, তারপর সচকিত হয়ে তাকালেন আমার দিকে। 'ড্যান? কী হয়েছে তোমার?'

'এক লোক এসেছিল...সেদিন রাস্তার ওপাশে আমরা যাকে দেখেছিলাম। আমার ধারণা ভদ্রলোক আপনার সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার চেষ্টা করছিলেন। হয়তো আমার বুঝতে ভুল হয়েছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না ব্যাপারটা রোম্যান্টিক।'

স্বর্গীয় হাসি হাসলেন ডায়ানা। 'রোম্যান্টিক? নাহ্, তার সময় বহু আগেই পেরিয়ে গেছে।'

'সত্যিই কি পেরিয়ে যায় কখনও?' একটু থেমে আমি যোগ করলাম, 'ভদ্রলোকের নাম অ্যালেক্সিস ফুলটন।'

হাতের দস্তানা খুলছিলেন তিনি, মুহূর্তের জন্যে থেমে গেলেন।

'না,' আনমনে বললেন ডায়ানা, 'এ হতে পারে না। এতকাল পর আর সম্ভব নয়।' ডেস্কে না বসে সোজা রিডিং রুমে চলে এলেন তিনি। 'তুমি কী বলেছ ওকে?'

'কী আর? আপনি সুন্দরী। এই দোকানের মালিক। এ ছাড়া আপনার সম্পর্কে আর কীই-বা জানি আমি?'

দুষ্ট-দুষ্টু হাসলেন মিস ডায়ানা। 'আমি তোমাকে বিশেষ কিছু বলিনি...বলেছি?'

'লোকটা আসার পর অবশ্যি একটা তথ্য জেনেছি,' মন্তব্য করলাম, 'ওর ইংরেজি উচ্চারণ থেকে।' চকিতে ডায়ানার দিকে তাকালাম আমি। 'আপনি রাশান, তাই না?'

'একসময় ছিলাম। বহুকাল আগে। এখন আমি আমেরিকান। ক্যালিফোর্নিয়ান।'

'কিন্তু রাশিয়ান ছিলেন।'

'এখন পেছনের কথা ভাবলে মনে হয়, ওটা যেন অন্য এক পৃথিবী, সম্পূর্ণ আলাদা জীবন, আলাদা মানুষ।'

'ফিরে যাবেন?'

'সম্ভব নয়, ড্যান। সাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়েছিল আমাকে, কিন্তু আমি পালিয়েছি। শুরুতে মোট নজন ছিলাম আমরা, সফল হয়েছিলাম তিনজন। আমরা যখন চীনে পালিয়ে এলাম তখন কতই-বা হবে আমার বয়েস....এই চোদ্দ-পনেরো। আমার এক ভাই সাইবেরিয়ায়ই মারা যায়, আরেকজন কঠোর পরিশ্রমে, আর শেষজন মারা পড়ে মঙ্গোলিয়ায়, ডাকাতদের হাতে। আমিই আমার বংশের শেষ, ফিরে যাব কার কাছে...কেউ নেই। তা ছাড়া, গেলেই আবার আটক করা হবে আমাকে।'

ধীরে ধীরে আমি জানলাম, রাশিয়াতে জমিদারি ছিল ডায়ানার বাবার। তাঁর মা ছিলেন ইংরেজ। সেই সুবাদেই ইংরেজি ভাষায় তাঁর দখল। পরে নিজের আগ্রহে ফরাসিও শিখেছেন। বাবা জমিদার হলে কী হবে, ডায়ানাদের বাড়িতে বইত আধুনিক ইউরোপের হাওয়া। ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তখন, ইংল্যান্ডেও শেষ হয়েছে রাজতন্ত্রের সুদিন। অথচ রাশিয়াতে জার-শাসনের কঠিন নিগড়ে হাঁসফাঁস করছিল মানুষ। জারতন্ত্র উচ্ছেদের জন্যে একটা গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা গড়ে ওঠে এসময়, নাম ইউনিয়ন অভ ওয়েলফেয়ার। ডায়ানার তিন ভাই এই ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন। জার প্রথম আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর একটি বিদ্রোহের পরিকল্পনা নেন তাঁরা। কিন্তু সাংগঠনিক দক্ষতা না থাকলে যা হয়, ভেস্তে যায় তাঁদের প্ল্যান, ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের ফাঁসি হয়, আর অন্যরা নির্বাসিত হন সাইবেরিয়ায়।

'কিন্তু আপনি তো তখন ছোট ছিলেন!'

'তাতে কোন ইতরভেদ হয়নি। রাশিয়ার নিয়মই এই: বংশের একজন সরকার বিরোধী হলে, সবাইকেই দেখা হয় সেভাবে। আমরা গোপনসূত্রে খবর পেয়েছিলাম, আমাদেরকেও মেরে ফেলা হবে। সেজন্যেই পালানোর সিদ্ধান্ত নিই।'

'আর এখন?'

'আমার পক্ষে ফেরা সম্ভব নয়, ড্যান। এখনও শত্রু মনে করা হয় আমাদের, আর পালানোর ফলে অপরাধ আরও বেড়ে গেছে।'

চুপ করে রইলাম আমি, বাইরে মধ্যাহ্নের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর, রাস্তা-ঘাট খাঁ-খাঁ। ফুটপাতের ওপর ছায়ামত একটা জায়গায় নিথর শুয়ে একটা কুকুর, কেবল বুকের ওঠানামা বলে দিচ্ছে বেঁচে আছে ও—এবং ঘুমোচ্ছে।

'তা হলে তো আপনাকে সাবধান থাকতে হবে,' খানিক পর বললাম।

'সে আমি সবসময়ই থাকি,' বলে আমাকে একটু মাপলেন ডায়ানা। 'ডন রোমেরোর কথা কখনও মনে হয় তোমার?'

'তাঁকে আমি কখনোই ভুলে যাইনি, তবে....আরও বহুকিছু আছে।' আচমকা উঠে দাঁড়ালাম আমি। 'মরুভূমির জন্যে আমার মন আনচান করছে।'

'ওখানে তুমি কী পাবে, ড্যান? সৌন্দর্য, নিশ্চয়, কিন্তু আর কী?'

'জানি না।' ভ্রূকুটি করলাম। 'সম্ভবত এই না জানাটাই হয়েছে আমার সমস্যা।' জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম আমি, তারপর ঘুরে মুখোমুখি হলাম ডায়ানার। 'ওখানে কী যেন অপেক্ষা করছে আমার জন্যে, হয়তো কারও অসমাপ্ত কোন কাজ, যেটা শেষ

করতে হবে আমাকে।

'এই যে ব্যবসা, প্রাণচাঞ্চল্য সবই'–বাতাসে হাত খেলালাম আমি–'অনুভব করতে পারি আমি। এখানে চেষ্টা করলেই ধনী হওয়া যায়। কিন্তু একমাত্র সেটাই কি আমার চাহিদা? নাকি আরও কিছু আছে? এমন জিনিস, যার সন্ধান আমার বাবা-মা পেয়েছিলেন?'

'তুমি ঠিক জান? সত্যিই কি কিছু পেয়েছিলেন তাঁরা? নাকি স্রেফ পালিয়ে গিয়েছিলেন এখান থেকে? পরস্পরের কাছ থেকে সুখ পেয়েছিলেন...আমরা জানি, এ ছাড়াও কি আরও কিছু ছিল?'

বহুকাল আগের, বাল্যের, সেই সময়টিকে স্মরণ করলাম, যখন আমি নির্বাসিত হয়েছিলাম মরুভূমিতে, আর পেগ-লেগ আমাকে খুঁজে পেয়েছিল। মনে করতে চেষ্টা করলাম ভয় পেয়েছিলাম কিনা, কিন্তু আমার স্মৃতির কোথাও ভয় নামক অনুভূতিটি ধরা পড়ল না। বিপদে পড়েছিলাম সত্যি, কিন্তু জানতাম কীভাবে উদ্ধার পেতে হবে, এবং সে-চেষ্টাই করছিলাম। হয়তো সফলও হতাম শেষপর্যন্ত।

না...না, সফল হতাম না আমি। পেগ-লেগ আমার জীবন বাঁচিয়েছিল। নইলে মরে পড়ে থাকতাম ওখানেই। পথ ছিল দুস্তর, আর মরুভুমি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সামান্য।

তবু কেন এই পিছুটান? কে ডাকছে আমায়...টাহ্‌কুইৎস্‌য়ের সেই বাড়ি...না মরুভূমি নিজেই?

'কে যেন আসছে,' হঠাৎ বললেন মিস ডায়ানা। 'সাবধান।'

জানালা থেকে সরে এসে দরজার দিকে ঘুরলাম আমি। আস্তে করে পাল্লা খুলে, ছোট্ট একটি ছেলে উঁকি দিল ভেতরে, ওর চোখ ডাগর কালো, মাথায় ঢাউস এক শোনার টুপি। পালা করে মিস ডায়ানা আর আমার ওপর নজর বোলাল সে, তড়িঘড়ি ছোট্ট একটা চিরকুট আমার হাতে গুঁজে দিয়েই সরে পড়ল।

পরিচিত হাতের লেখা, বক্তব্য সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাঞ্জল।

আসছে পারবে? তোমাকে আমার দরকার, ভীষণ!

অ্যানাবেল

চিঠিটা মিস ডায়ানার হাতে দিয়ে, দরজার উদ্দেশে এগোলাম আমি।

অ্যানাবেলের বাসা কাছেই। মিনিট কয়েকের ভেতর পৌঁছে যেতে পারব।

আট

ভয়ার্ত চেহারার এক পরিচারিকা দরজা খুলে দিল আমাকে। 'ওহ্, সিনর! আসুন! সাবধান!'

পথ দেখাল ও, উঠন পেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠলাম আমি, দোরগোড়ায় থামলাম।

দুজন মানুষ রয়েছে ভেতরে। অ্যানাবেল, মুখ আমার দিকে, আর একজন পুরুষ, পেছন ফিরে আছে। ওকে চিনতে অসুবিধে হলো না আমার। র‍্যাড হুবার।

'দুঃখিত, অ্যানাবেল। দেরি হয়ে গেল আসতে।' ঘরে ঢুকলাম আমি, র‍্যাড ঘুরে আমার মুখোমুখি হলো। 'আরে র‍্যাড যে,' বিস্ময়ের ভান করলাম। 'অনেককাল পর দেখছি তোমাকে।'

ওজনে আমার চেয়ে কমপক্ষে চল্লিশ পাউন্ড বেশি হবে র‍্যাড, ইঞ্চিখানেক লম্বাও। সমস্ত অবয়বে নিষ্ঠুর শক্তির সদম্ভ প্রকাশ, কিন্তু এর সঙ্গে আরও কী যেন আছে...দুর্বলতারই আভাস বোধহয়।

'বেরিয়ে যাও!' ইশারায় দরজাটা দেখিয়ে দিয়ে, নিচু কণ্ঠে আদেশ করল ও। 'সময় থাকতে।'

'দুঃখিত, র‍্যাড। অ্যানাবেলের সঙ্গে আমার জরুরি আলাপ আছে। ক্যাপ্টেন লরেলই আসতে বলেছেন আমাকে। তুমি কিছু মনে করবে না তো?'

পা ফাঁক করে দাঁড়াল র‍্যাড। বরাবরই ওর চিন্তা সরলরেখায় চলে, এখনও বদলায়নি। গোলাগুলির আশঙ্কা করছে ও, এবং তাতে আপত্তি নেই এতটুকু। কিন্তু সমস্যা অ্যানাবেলকে নিয়ে, বুলেট সবসময় তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছায় না।

'বেশ। যা বলবে, বলেই কেটে পড়।'

আমি হাসলাম। 'আমাদের ব্যাপারটা গোপনীয়, র‍্যাড। তোমার সাথে এর কোন যোগ নেই। তা ছাড়া আমি এখানে আমন্ত্রিত, র‍্যাড। কিন্তু তুমি?

'তোমার নিশ্চয় মনে আছে, গেল কবছরে বেশকিছু ফাঁসি হয়েছে এখানে, তার মধ্যে অন্তত তিনজন মারা পড়েছে মহিলাদের ওপর জোর খাটাতে গিয়ে। এরপর কিন্তু তোমার পালা আসতে পারে।'

'আমি প্রেম করছি ওর সাথে।'

'ওকে চলে যেতে বলা হয়েছিল,' এই প্রথম মুখ খুলল অ্যানাবেল। 'বাবা বাড়ি নেই জেনেই আসতে সাহস পেয়েছে ও।'

'আজ এখানে আমার আসা মূলত সেজন্যেই। তোমার বাবা,' মিথ্যে বলতে শুরু করলাম, আমাকে বলেছিলেন এল মন্টে থেকে দুজন লোক খুঁজে দিতে। বাড়ি পাহারা দেয়ার জন্যে।'

তারপর র‍্যাডের দিকে ঘুরে যোগ করলাম, 'শিগগিরই এসে পড়বে ওরা। তখন তুমি এখানে না থাকলেই ভাল করবে।'

আমার উদ্দেশে চোখ পাকাল র‍্যাড। 'তোর সাথে,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ও, 'একদিন ঠিকই মোকাবেলা হবে আমার। শুধু তোর আর আমার মধ্যে।'

'নিশ্চয় হবে, র‍্যাড। আমরা দুজনেই জানি এটা....নাকি? আমাদের লড়াইটা চুকে যাক আগে, তারপর আমি হাত দেব অন্য কাজে।

'কাজে হাত দিবি? শখ তো মন্দ নয়! আরে, তুই তো মরবি!

ক্ষমাসুন্দর হাসি হাসলাম আমি। 'না, র‍্যাড। পিস্তলে তুমি অত চালু নও। তোমার অবশ্যি কৌশল আছে একটা–মারামারি। তুমি অনেক সময় নষ্ট করেছ, র‍্যাড। অথচ সময়ই হচ্ছে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।'

বলতে কী, র‍্যাড হুবারকে আমি কখনও অ্যাকশনে দেখিনি, কিন্তু ও তো আর তা

জানে না, আর আমি চাইছিলাম ওর ভেতরে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সংশয় জাগিয়ে তুলতে। যদি বেশিমাত্রায় আত্মসচেতন হয়ে ওঠে র‍্যাড, ওর রিফ্লেক্স কমে যেতে বাধ্য। হয়তো শঙ্কাটা মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করবে, তবে সফল হবে না পুরোপুরি, বরং এটা তাড়া করে ফিরবে ওকে। এতে যে আমি লাভবান হবই তা বলছি না, কিন্তু সুযোগ নিতে দোষ কী!

'তুই একটা ফালতু,' বলল ও। 'বরাবরই তাই ছিলি।'

'স্কুলের কথা এরইমধ্যে ভুলে গেলে, র‍্যাড? নাহ্, তোমার স্মরণ-শক্তি দেখছি ভীষণ দুর্বল!'

দরজায় গেল ও, ঘাড় ফেরাল যেন কিছু বলবে, তারপর বেরিয়ে গেল স্পারের ঝুনঝুন তুলে।

অ্যানাবেল এগিয়ে এল আমার কাছে। 'ওহ্, ড্যান! আমি সত্যিই দুঃখিত! আবার ঝামেলায় ফেলে দিলাম তোমাকে। কিন্তু কী করব বল, বিপদের সময় তুমি ছাড়া আর কারও কথা আমার মনে আসেনি!'

'আমি ছাড়া আর কে আছে?' ওর হাত ধরলাম আমি। 'অন্য কারোকে ডাকলে বরং অখুশিই হতাম। আমি আশা করব, যেকোন সমস্যায় আমাকেই ডাকবে তুমি।'

'কিন্তু আমার কারণে র‍্যাডের সাথে ঝগড়া হলো তোমার। আগের বারও সমস্যার মূল ছিলাম আমিই।'

'এমনিতেও লাগত আমাদের। আমি তোমার সিটে বসার আগেই পাঁয়তারা শুরু করেছিল ও। তুমি শুধু ওকে ছুতোটা জুগিয়েছিলে।'

'কফি খাবে?'

উঠনের তিন পাশে বারান্দা, খিলানের নীচে টেবিল পেতে বসলাম আমরা, সামনেই কৃত্রিম ফোয়ারা।

'বাসায় তোমার কখনোই একা থাকা উচিত নয়,' পরামর্শ দিলাম আমি। 'তখন অবশ্যি র‍্যাডকে ভয় দেখানোর জন্যেই এল মন্টের লোকদের কথা বলেছিলাম, কিন্তু সত্যি সত্যি ওদের কারোকে নিয়োগ করলে ক্ষতি কী? ওরা মানুষ ভাল, তবে কঠিন, কেউই ওদের সাথে গোলমালে জড়াতে চায় না। এখানে ব্যাটাছেলে কেউ একজন থাকা দরকার।'

'একজন আসছে। কাল এসে পড়বে।'

'তোমার বাবার পরিচিত কেউ?'

একটু দোনোমনো করল অ্যানাবেল। হ্যাঁ, বাবা চেনেন। তাঁর এক বন্ধু পাঠাচ্ছেন ওকে, কোরালের ধারে যে-কেবিনটা রয়েছে সেখানে থাকবে।'

'তোমার বাবা যখন ফিরবেন, তাঁর সাথে আবার আমার কথা বলার ইচ্ছে আছে। আমার আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে তিনি মনে হয় আমার চেয়ে বেশি জানেন।'

ইতস্তত করল অ্যানাবেল, তারপর বলল, 'তোমাকে নিয়ে বাবার খুব চিন্তা।'

'হ্যাঁ, তিনি সেরকম কিছুই বোঝাতে চাইছিলেন সেদিন। তাঁর ধারণা অপ্রত্যাশিত আঘাত আসতে পারে আমার ওপর।'

চুপ করে রইল অ্যানাবেল; খানিক পর যোগ করল, 'বাবার প্রায়ই হয় এরকম: যেখানে হওয়া উচিত নয়, সেখানেই বিপদের আশঙ্কা করেন।'

'হতে পারে। তবে আমার মনে হয়েছে যেসব কথা আমি জানি না সেগুলোও জানেন তিনি। যেমন জাহাজের ঘটনাটা, ডন ফেডেরিকো অপর ছেলেটাকে খুন করার চেষ্টা করেছিলেন।'

'বাবা এরকম বহু ঘটনার কথাই জানেন। আমার ধারণা ওদের মধ্যে নিশ্চয় ঝগড়া ছিল কোন ব্যাপারে, তাই রাগের বশে ডন ফেডেরিকো ছুরি বের করেছিলেন।'

'আমি ভাবছি অপর ছেলেটার কী হলো? ডন ফেডেরিকো তো এখানেই আছেন।'

'বাবার সন্দেহ ও মারা গেছে। তোমার আন্ট এলেনাকে একবার জিজ্ঞেস করতেও চেয়েছিলেন।'

'উনি জানেন?'

'জানলে একমাত্র টিয়া এলেনাই।'

'আন্ট এলেনার সাথে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নেই, তবে তাঁকে আমার ভাল লাগে।'

'আমারও। প্রায়ই আসেন আমাদের বাসায়।' একটুক্ষণ নীরব থাকার পর, অ্যানাবেল যোগ করল, 'এবং ডন ফেডেরিকোও।'

'কী?' চমকে উঠলাম আমি।

'এক ফ্যানডাংগোতে পরিচয় হয়েছে আমাদের। চমৎকার নাচেন।'

অযৌক্তিকই, হয়তো-বা, নিজেকে আমার প্রবঞ্চিত মনে হলো। গরম কফিতে চুমুক দিয়ে মুখ পুড়িয়ে ফেললাম আমি। মনে মনে, তিরস্কার করলাম নিজেকে। বাধা দেয়ার আমি কে? যার সঙ্গে খুশি দেখা করতে পারে ও। কিন্তু ভাবলাম আমি, কবে থেকে ফেডেরিকোর যাতায়াত শুরু হয়েছে এ-বাসায়? নিশ্চয় ওর বাবা বিদেশ যাওয়ার পর।

'চাইলেই আসর জমাতে পারেন ভদ্রলোক,' বলল অ্যানাবেল। 'তোমার দাদুর ভালমন্দের কথা বেশ ভাবেন দেখলাম।'

'সেই ছোটবেলায় একবার দেখেছিলাম। তেমন একটা জানি না ফেডেরিকোকে।'

'স্বাভাবিক। এখন তাঁর বয়েস হয়েছে, তবু অনেক বিষয়েই মতের মিল আছে আমাদের।'

সবিস্ময়ে, প্রতিবাদ করে উঠলাম আমি, 'তুমি নিশ্চয় ওঁকে বিয়ে করার কথা ভাবছ না?'

সকৌতুকে হাসল অ্যানাবেল। 'আমার বিশ্বাস ফেডেরিকোর তাই ইচ্ছে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইলাম আমি. তারপর বললাম, আমার কণ্ঠস্বর তখন বদলে গেছে, 'ডন ফেডেরিকো আমার শত্রু। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমাকে তিনি খুন করার চেষ্টা করেছিলেন।'

'তুমি নিশ্চিত, ফেডেরিকোই সেই লোক? বহুকাল আগের ঘটনা ওটা, আর তা ছাড়া তুমিও তখন খুব ছোট ছিলে।'

'তাঁকে আমার মনে আছে।'

'নিশ্চয় ভুল করছ তুমি। একবার তোমার কথা তাঁকে বলেছিলাম আমি, কিন্তু উনি তোমাকে চেনেন বলে মনে হলো না। বললেন, অ্যাংলোদের সাথে তাঁর খুব

একটা জানাশোনা নেই।'

সহসাই, ওখান থেকে চলে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করলাম আমি। অথচ ওখানেই সর্বক্ষণ পড়ে থাকে আমার মন। অ্যানাবেলকে ছাড়া আর কারোকে ভালবাসার চিন্তা কখনও ভুল করেও করিনি আমি। তারপর সখেদে ভাবলাম, ঠিকই তো, এসব ব্যাপারে কতটুকুই-বা আমার অভিজ্ঞতা। নারীর মন সম্পর্কে কী বুঝি আমি?

'দারুণ ঘোড়সওয়ার ডন ফেডেরিকো,' বলছিল অ্যানাবেল, 'এরকম সুদর্শন পুরুষ আমি খুব কম দেখেছি।'

আড্ডার আনন্দটাই মাটি হয়ে গেছে। ফোয়ারা থেকে এখনও উৎসারিত হচ্ছে পানি, গাছের পাতায় রয়েছে মর্মর, কিন্তু আমার শত্রু এসেছিল এখানে। হয়তো ঠিক এ-জায়গাই বসেছিল যেখানে এখন আমি বসে আছি।

উঠে পড়লাম। 'আমাকে এবার যেতে হয়।'

গাছে পানি দিচ্ছিল অ্যানাবেল, সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরাল। 'না গেলেই নয়? এই তো এলে।'

'র‍্যাঞ্চে ফিরতে হবে। কাজ আছে।'

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে আমার মুখে কী যেন খুঁজল ও, কিন্তু আমি নির্লিপ্ত থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। ও কাকে সঙ্গ দেবে না দেবে সে-ব্যাপারে আমি আপত্তি করার কে?

'তোমার সেই স্ট্যালিয়নের খবর কী? চড়েছ?'

'এখনও নয়।'

পরিবেশ থেকে কী যেন বিদায় নিয়েছে। আমার মত অ্যানাবেলও এখন উপলব্ধি করতে পারছে সেটা। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা, পরস্পরের মুখোমুখি, দুজনেই বলতে চাইছি কিছু কিন্তু উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

তবে একটি কথা সত্যি, আমার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে—এভাবে অ্যানাবেলকে একাকী কাছে পেয়ে। কিন্তু বাস্তব রূঢ়, আমার মন ভেঙে দিয়েছে। ঝট করে ঘুরে, দরজার দিকে হাঁটা দিলাম আমি।

'ড্যানিয়েল? ড্যান?'

সদর দরজার কাছে গিয়ে আমি থামলাম। 'ব্যাপারটা আমার কাছে কতখানি কষ্টের তুমি জান না,' বললাম। 'আমার দাদু আর তোমার ডন ফেডেরিকোই সব নষ্টের মূল। তাঁরাই আমার বাবা-মাকে মরুভূমি পর্যন্ত তাড়া করেছিলেন। শিকারী যেভাবে শিকার খোঁজে তেমনিভাবে খোঁজ করেছিলেন তাঁদের—খুন করার জন্যে। এবং শেষপর্যন্ত বাবাকে ধরেওছিলেন—আর এর পরের ঘটনা তুমি জানই।'

'কিন্তু সেজন্যে দায়ী তোমার দাদু!'

'ডন ফেডেরিকোও ছিলেন সেখানে। আমাকে ওখানেই মেরে ফেলার জন্যে উস্কানি দিয়েছিলেন দাদুকে।'

'অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না। তিনি কেমন মানুষ আমি জানি।'

'জানবেই তো। সুদর্শন, ভাল নাচেন।'

'তার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।'

'আমাকে যেতে হয়।'

'আবার আসবে তো?'

'আমাকে যদি তোমার প্রয়োজন হয়, আসব। নইলে...' দ্বিধা করলাম আমি, তারপর বললাম, 'নয়। ফেডেরিকোর সঙ্গে এখানে যদি আমার দেখা হয়ে যায় তখন?'

'তোমার কাছে ভদ্রলোকের মত ব্যবহার আশা করব। আমি জানি তিনিও তাই করবেন।'

'তা, একজন ভদ্রলোক তাঁর সম্ভাব্য আততায়ীর সাথে কি রকম ব্যবহার করেন জানতে পারি?'

'বলেইছি তো, আমি বিশ্বাস করি না এই অভিযোগ। তুমি লোক চিনতে ভুল করছ।

'তুমি জান, কেমন হয় খুনীর চেহারা? বাইরেরটাই মানুষের আসল রূপ নয়, অ্যানাবেল।'

'তবু, আমি অন্তত টের পেতাম।'

'সন্দেহ নেই, তুমি সবজান্তা। কামনা করি এই ক্ষমতাটা যেন সবসময় তোমার উপকারে আসে।'

স্যাডলে উঠে অনড় হয়ে রইলাম একমুহূর্ত। অ্যানাবেল দরজায়, দেখছে আমাকে। কিন্তু ফেডেরিকো এসেছিলেন ওখানে। নিশ্চয় আবারও আসবেন। ওর বাবা পছন্দ করবেন না ব্যাপারটা, কিন্তু তিনি এখন সুদূর চীনের পথে। চলে এলাম আমি, একটিবারও তাকালাম না পেছনে।

আমার দিনটাই মাটি হয়ে গেছে, সুন্দর একটা দিন। এ-জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না আমি। আরও মারাত্মক কিছুর জন্যে ছিলাম সত্যি, কিন্তু এ-জন্যে নয়। কীভাবে প্রেম করতে হয় আমি জানি না, কিন্তু ভেবেছিলাম, বিশ্বাস করেছিলাম, আমার এই অনুভূতিরই অপর নাম ভালবাসা, এই যে অ্যানাবেলকে আমার চাওয়া, আমার স্বপ্ন, অথচ এখন...

তবু ওর স্বপ্ন দেখে যাব আমি। ফিরে তাকাবার মত আর কারও দেখা পাইনি বলে। আর কারোকে এত আপন করে চাইনি আমি, অথচ...

ডন ফেডেরিকো...

পাহাড়ের দিকে চলে গেল আমার চোখ, লস এঞ্জেলেসের সমভূমিতে থাকলে সবসময়ই যা যায়। ওই পাহাড়ের কাছেই চলে যাব আমি। হারিয়ে যাব ওদের মাঝে। মরুভূমির কাছে ফিরে যাব। অ্যানাবেল থাক তার ডন ফেডেরিকোকে নিয়ে। আর ডন ফেডেরিকো...

তিক্ত সুরে অভিশাপ দিলাম নিজের ভাগ্যকে।

তারপর সহসা উপলব্ধি করলাম বেজায় জোরে ছুটছি আমি, খাটিয়ে মারছি আমার মেয়ারকে। মন্থর করলাম গতি। নিয়তির ওপর রাগ করে ভাল একটা ঘোড়াকে মেরে ফেলার কোন অর্থ হয় না। আচ্ছা, কেমনতর লোক আমি? নিজেকে আমি সরল, সাহসী বলে জানতাম। দৃঢ়চিত্তের মানুষ মনে করেছিলাম, অথচ সেই আমিই কিনা ভেঙে পড়েছি তুচ্ছ এক নারীর কয়েকটি কথায়!

এবার হাঁটার পর্যায়ে নামিয়ে আনলাম চলার বেগ, তাকালাম চারপাশে। প্রাচীন

ইন্ডিয়ান ট্রেইলের ওপর আলকাতরার যে-খনি রয়েছে তার কাছাকাছি চলে এসেছি এখন।

দূরে ধুলো দেখা যাচ্ছে, ধুলোর একটা মেঘ এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

আমার রাইফেল স্ক্যাবার্ডে, তবে পিস্তল রয়েছে কোমরে, তা ছাড়া আজ আমি তৈরি।

অচিরেই মন্টেকে চোখে পড়ল, সাথে আরেকজন, এল মন্টে র‍্যাঞ্চের রাইডার। আমাকে দেখতে পেয়ে রাশ টানল ওরা।

'ড্যান!' চেঁচিয়ে উঠল মন্টে। 'তোমার খোঁজেই আসছিলাম। ও নেই, পালিয়েছে!'

'কী ব্যাপার? কে পালিয়েছে?'

'র‍্যাঞ্চে হামলা হয়েছিল। আমরা হটিয়ে দিয়েছি। আর পালিয়েছে,' একটু থেমে বলল মন্টে, 'তোমার স্ট্যালিয়ন। ওকে চুরি করার চেষ্টা করছিল একজন, লোকটাকে খুন করে পাহাড়ে পালিয়ে গেছে ওটা।'

নয়

আমার ঘোড়া নেই! অমন সুন্দর একটা ব্ল্যাক স্ট্যালিয়ন হাতছাড়া হয়ে গেছে! অবশ্যি, ও-ও ঠিক এমনি সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল এতদিন। বুনো দুর্গম দেশই বোধহয় ওর উপযুক্ত। তবু, ঘোড়াটার অভাব আমি বোধ করলাম। কারণ আমার বিশ্বাস, পরস্পরকে বুঝতে পেরেছিলাম আমরা।

বরাবরই আমার বিশ্বাস, কোন না কোন সময়ে ওই ঘোড়াটা পোষা জীব ছিল কারও। কোন কোন ব্যাপারে ওকে আমি ত্বরিতে সাড়া দিতে দেখেছি।

যাইহোক, প্রথমে আমাকে র‍্যাঞ্চে ফিরে গিয়ে জানতে হবে ঠিক কী ঘটেছে, তারপর বিহিত-ব্যবস্থা। কতগুলো ঘোড়া পালিয়েছে? কতক্ষণ আগে হয়েছিল হামলা? কজন হানাদার এসেছিল? কেবলমাত্র এসব জানার পরই লোকজন নিয়ে মাঠে নামতে পারব আমরা।

কমপক্ষে চল্লিশটা ঘোড়া খোয়া গেছে। টোমাস ম্যাচাডো, আমাদের র‍্যাঞ্চের এক কর্মচারী থামাল আমাকে। 'স্ট্যালিয়ন? না, ও নেই ওগুলোর মধ্যে। স্ট্যালিয়নটা পালিয়েছে। সাথে আরও দু-তিনটে মেয়ারকে জুটিয়ে নিয়ে পাহাড়ে ফিরে গেছে।'

'বুশ আর কেলসো আছে এখানে,' বলল মন্টে। 'তুমি আসার একটু আগে এসেছে ওরা আমরা কি পিছু নেব?'

'তা নয়তো কী?'

'অ্যামবুশ করার চেষ্টা করবে, শেরিফ বার্টনকে যেমন করেছিল,' আমার মতামত জানার পর নিজে অভিমত প্রকাশ করল বুশ। 'এরা ভয়ঙ্কর লোক। সম্ভবত পাঞ্চো ড্যানিয়েলের দলের'

'সাবধান থাকব আমরা।' ফের মাথায় টুপি চাপলাম আমি। 'আমি একাই যেতে

পারব। লোক যত কম হয় ততই ভাল। অ্যামবুশ এড়ানো সম্ভব হবে।'

'আমরা কিন্তু অ্যাকশনের আশায় এল মন্টে থেকে ছুটে এসেছি,' বলল ওয়েন হার্ডিন। 'তুমি বাদ দিতে চাইছ আমাদের?'

হার্ডিন বেঁটে গড়নের মানুষ, চওড়া বুকের ছাতি, মোটা ঘাড়। মাত্র বাইশ বছর বয়েসেই টাক পড়তে শুরু করেছে ওর মাথায়। 'মন্টে বলল আমরা কিছু অ্যাকশন দেখতে পাব। আর তুমি কিনা এখন একাই সব সেরে ফেলতে চাইছ!'

'ঠিক আছে, এসো তবে। কেলসো,' বললাম আমি, 'আমি চাই তুমি থাক। মিস ডায়ানার প্রয়োজন হবে তোমাকে। তা ছাড়া কদ্দিন বাইরে থাকতে হয় আমাদের তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।'

'তবু কদ্দিন লাগতে পারে বলে তোমার ধারণা?'

'ঘোড়া উদ্ধার করতে যতদিন লাগে?'

'সেজন্যে তোমাকে সনোরা অবধি যেতে হতে পারে।'

'ভালই হবে তা হলে। আজও সনোরা দেখা হয়নি আমার। চিয়াহুয়াহুয়াও নয়।'

'এখানে কেউ আমার পথ চেয়ে বসে নেই,' বলল মায়রন ব্রডি। আর আমিও কখনও যাইনি সনোরায়। তবে, যোগ করল ব্রডি, 'চিয়াহুয়াহুয়ায় গেছি একবার।'

'জায়গাটা চেন তুমি?' জিজ্ঞেস করল বুশ।

একগাল হাসল ও। 'খুব ভাল নয়। রাতেই পথ চলেছি বেশি।'

'তা হলে কাল ভোরেই,' বললাম আমি, 'বেলা ওঠার আগে রওনা হব আমরা।'

র‍্যাঞ্চ-হাউসের লিভিং রুমের একখানা চেয়ারে বসে রয়েছি আমি। খানিক আগে কফি দিয়ে গেছে এলফেগো। গোটা দুয়েক চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলাম কাপ, চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে চোখ বুজলাম।

ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না আমার। সীমান্তবর্তী কোন র‍্যাঞ্চে হানা দেয়া আজ নতুন কোন ঘটনা নয়। কিন্তু মাত্র অল্প কিছুদিন আগেই, আমাদের ঘোড়াগুলো যখন পাহাড়তলিতে ছিল তখন একবার চেষ্টা হয়েছিল ওগুলো ছিনিয়ে নেয়ার। সেসময় জনাকয়েক হানাদার মারা পড়েছিল আমার গুলিতে। আর আমার খটকা এখানেই, এত তাড়াতাড়ি সংঘবদ্ধ হয়ে আবার হামলা চালাবে ওরা এটা মোটেও আশা করিনি আমি। ভেবেছিলাম গেল ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেবে দুর্বৃত্তরা। তবু হামলা হয়েছে, এবং খোয়া গেছে বেশকিছু ঘোড়া। এ থেকে কী ধরে নেব আমি?

নিশ্চয় কোন 'কিন্তু' আছে এর ভেতরে। আমার মন খুঁতখুঁত করছে। আমাদের কাছেপিঠে এমন অন্তত ডজনখানেক ঘোড়ার পাল রয়েছে যেগুলো অতিসহজে ছিনতাই করা যেত। তবু আমাদের র‍্যাঞ্চেই হামলা হলো কেন...এবং এত স্বল্পসময়ের ব্যবধানে?

লিভিং রুমের পরিবেশ শান্ত, মনোরম। অ্যানাবেলের দিকে ধাবিত হলো আমার চিন্তা, এবং কুঁকড়ে গেলাম আমি। ও প্রবঞ্চনা করেনি আমাকে। নিজের ভালমন্দ বোঝার বয়েস ওর হয়েছে, কাজেই যা ওর খুশি তা-ই করতে পারে। ডন ফেডেরিকো যে সুদর্শন আর আকর্ষণীয় মানুষ তাতে কোন ভুল নেই। তিনি আমার শত্রু বলে যে ওরও শত্রু হবেন এমন ভাবাটাই আমার অন্যায়। আসলে আমিই একটা বোকার হদ্দ।

তবু, ভাবনাটা বিচলিত করল আমাকে, চোখ মেলে আমি সিলিং পানে তাকালাম, বর্তমান সমস্যার দিকে ফেরাতে সচেষ্ট হলাম নিজের চিন্তাকে। কফিতে চুমুক দিলাম। আচ্ছা, ধরা যাক...?

না, এমনটি না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। তবু, হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে একে...এমনও তো হতে পারে, আমাকে খুন করার মতলবেই চুরি করা হয়েছে ঘোড়াগুলো? আমাকে ফাঁদে ফেলতে, যেমনটি বার্টনকেও ফেলা হয়েছিল।

গত হামলায় যারা নিহত হয়েছিল তাদের বন্ধুবান্ধব? নাকি ডন রোগেরো? অথবা ডন ফেডেরিকো নিজেই? এমন কী হতে পারে না, অ্যানাবেলের কাছে আমার নাম শুনে ওই মঞ্চটি থেকেও আমাকে চিরতরে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি?

আমার ব্যক্তিগত সমস্যা আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করছে না তো? ব্যাপারটা তো মামুলি একটা ঘোড়া চুরির ঘটনাও হয়ে থাকতে পারে।

যাক, সেভাবেই এগোব আমি, তবে একই সঙ্গে শেরিফ বার্টনকে অ্যামবুশ করার ঘটনাটাও মনে রাখব, এবং হুঁশিয়ার থাকব।

ভোরে আমরা যখন রওনা হলাম আকাশে তারা আছে তখনও, উপকূলে ভেড়ানো জাহাজের অ্যাংকর লাইটের মত মিটমিট করে জ্বলছিল।

'ওরা ওত পেতে থাকবে,' বললাম আমি। 'নিছক ঘোড়া চুরিই ওদের লক্ষ্য নয়। আশপাশে আরও অনেক র‍্যাঞ্চ আছে যেখানে গেলে অল্প ঝুঁকিতে আরও বেশি ঘোড়া ছিনতাই করতে পারত। তোমরা বোধহয় আমাকে একা যেতে দিলেই ভাল করতে।'

'তুমি পাগল নাকি?'

'ওদের লক্ষ্য—আমি। কিন্তু ওই অঞ্চল ওদের চাইতে আমার বেশি চেনা, আমি কাউইয়াদের মাঝে বড় হয়েছি। আমি ঠিকই ওদেরকে খুঁজে বের করে ঘোড়া ফিরিয়ে আনতে পারব।'

'আমরা অ্যাকশনের আশায় এসেছি,' আবার বলল হার্ডিন, 'অ্যাকশন না দেখে ফিরছি না।'

'ধন্যবাদ।' আন্তরিক গলায় বললাম, যদিও একা যেতে পারলেই খুশি হতাম আমি। কারণ সেক্ষেত্রে কেবল নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হত আমাকে।

সরু পাহাড়ি একটা ট্রেইল ধরে আমরা যখন স্যান ফার্নান্দো ভ্যালিতে হাজির হলাম তখন বেলা উঠে গেছে। জংলা ঘাসের প্রতাপ বেশি এই উপত্যকায়, অল্পকিছু প্রিকলি পিয়ারও রয়েছে। এখানে-সেখানে চরছে গুটিকতক গরুবাছুর। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্যান ফার্নান্দো মিশন।

এতক্ষণ পথ চলতে কোনরকম অসুবিধে হয়নি আমাদের। পরিষ্কার ট্র্যাক দেখতে পেয়েছি হানাদারদের। তবে আমরা যা বুঝতে পারিনি তা হলো, ফাঁদটা ওরা পাতবে কোথায়।

জোরকদমে এগিয়েছে দুর্বৃত্তরা, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে।

'আমার মনে হয় ফাঁদ পাতার জায়গাও ঠিক করে রেখেছে লোকগুলো,' বলল জর্জ।

'ওরা আমাদের চেয়ে পুরো একদিনের পথ এগিয়ে রয়েছে,' যোগ করল মন্টে।

নাগাড়ে এগোলাম আমরা, দুপুরে খানিক বিশ্রাম নিয়ে যাত্রা করলাম ফের। এই ট্রেইলটা তেমন ব্যবহৃত হয় না, প্রতিটা চড়াইয়ের মাথা থেকে সামনের ট্র্যাক চোখে পড়ছে।

সন্ধ্যার মুখে ক্যাম্প করার জন্যে আদর্শ একটা জায়গার হদিস পেলাম আমরা। পাহাড় থেকে ওক আর উইলো ঝাড়ের মাঝ দিয়ে ক্ষীণ জলধারা নেমে এসেছে, ঘোড়ার জন্যে ঘাসও রয়েছে যথেষ্ট।

নিজের ঘোড়া বেঁধে রেখে, ক্যাম্পফায়ারের ধারে এসে বসল মায়রন ব্রডি। 'ওপাশের ওই বড় পাথরচাঁইয়ের পাশে ট্র্যাকগুলো দেখেছ?'

'সঙ্গী পেয়েছে ওরা।'

'আরও দুজন,' বলল ব্রডি। 'তারমানে আমরা কখন রওনা হচ্ছি তা জানতে শহরের লোক রাখা হয়েছিল। সব মিলিয়ে ওদের দলে এখন জনাবারো হবে।'

'বোধ হয়।'

'কিন্তু আমরা পাঁচজন,' একটা ভুরু তেরছা করল মন্টে।

প্রায় ফুটে উঠেছে কফি। কেতলির নীচে আরও কিছু কাঠ গুঁজে দিয়ে ওর দিকে তাকালাম আমি। 'তোমার যে-রকম বড়গলা, তাতে আমার বিশ্বাস কমপক্ষে দুজনকে তুমি একাই সামলাতে পারবে। আর এল মন্টের রাইডাররা–'

'পাঁচজনই কাফি,' দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল হার্ডিন। 'আমি সবাইকে বলে দিয়েছি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে। এক-এক করে হজম করব ব্যাটাদের।'

আমাদের পেছনেই ওক ঝাড়, মাটিতে পড়ে রয়েছে অসংখ্য ডাল-পালা। সুতরাং ওই পথে চুপিসারে আসা সম্ভবপর হবে না কারও পক্ষে। ওক গাছগুলোকে পেছনে রেখে ঝরনার সামনে গুটিকতক বোল্ডারের মাঝে শুয়ে পড়লাম আমি।

অন্যরা ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে, কাজেই রাতে যদি হামলা হয়ও, আমাদেরকে একসঙ্গে কাবু করতে পারবে না তস্কররা। প্রত্যেকেই নিজের পছন্দানুযায়ী শোবার জায়গা বেছে নিয়েছে, আগুন থেকে তফাতে।

'আমার ঘুম পায়নি,' বলল ব্রডি। 'কাজেই তোমরা বরং এইবেলা ঘুমিয়ে নাও। আমি ঘণ্টা দুয়েক, চাই কী চার ঘণ্টাও জাগতে পারব।'

মন্টে নিজের বিছানা পাততে পাততে বলল, 'তোমার কথাই ঠিক, ড্যান। ওদের লক্ষ্য ঘোড়া নয়–তুমি। তোমাকে ওরা খুন করতে চায়।'

'সেজন্যেই ট্র্যাক লুকানোর চেষ্টা করেনি,' বললাম আমি, 'যাতে আমরা ওদের ফাঁদে গিয়ে পা দিই। আমার ধারণা সকাল-সকাল বিছানায় যাবে ওরা, অন্ধকার থাকতেই ক্যাম্প ছেড়ে কাছেপিঠে কোথাও গিয়ে ওত পাতবে আমাদের জন্যে।'

'আগে থাকতে মনের ভেতর কোন ধারণা পুষে রাখা ভাল নয়,' উপদেশ দিল জর্জ। 'আমরা সতর্ক থাকব, পরিস্থিতি বুঝে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।'

ওর কথা ঠিক, সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি চেষ্টা করছিলাম ওদের পরিকল্পনা কী হতে পারে তা আগাম বুঝতে।

এখন থেকে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে এগোতে হবে আমাদের। যেকোন জায়গায় অ্যামবুশ হতে পারে। সাধারণত প্রতি রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে, পরদিন কী ঘটতে পারে সে-ব্যাপারে আঁচ-অনুমানের চেষ্টা করে থাকি আমি, কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা

অচল। বুশের বক্তব্যই যথার্থ, ছকবাঁধা নয়, আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে অপ্রত্যাশিত আঘাত মোকাবেলার জন্যে।

জর্জ পাশাপাশি হলো আমার। কয়েক ঘণ্টা হলো স্যাডলে রয়েছি আমরা, হঠাৎ করেই বাঁয়ে পাহাড়ের ভেতর হারিয়ে গেল ট্র্যাকগুলো। 'বছর কয়েক আগে আমি একবার গেছি এ-পথে। কিছুদূর সামনে ছোট উপত্যকা রয়েছে একটা, চারদিক পাহাড়ে ঘেরা, না জানা থাকলে বোঝারই উপায় নেই কোন উপত্যকা থাকতে পারে ওখানে।'

'ছোট মানে কতটা ছোট?'

'এই তিন-চার হাজার একরমত হবে। গোটা দুয়েক ঝরনা আছে। চোরাই গরুবাছুর লুকিয়ে রাখার জন্যে আদর্শ স্থান।'

'তোমার ধারণা ওখানেই যাচ্ছে ওরা?'

'ধারণা কী, আমি বাজি রাখতে পারি।'

ট্রেইল থেকে সরে ওক বনে ঢুকলাম আমরা। ভীষণ গরম পড়েছে। ব্যান্ডানার সাহায্যে মুখ আর ঘাড় মুছলাম, প্রখর রৌদ্রকিরণে আমার চোখ সংকুচিত। বুশের সাথে কথা বলার সময়ে পেছন ফিরতে কষ্ট হচ্ছে, গরমে তেতে রয়েছে ক্যান্টল্, ছোঁয়া যাচ্ছে না।

'এই ট্রেইল নিয়মিত ব্যবহার হয়,' বললাম আমি, 'তবে ওরা এ-পথে যায়নি।'

'ওদিকে র‍্যাঞ্চ আছে একটা। ওই র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি দুর্বৃত্তরা যাবে না।' নিজের ঘোড়াকে আরেকটু ছায়ায় সরিয়ে নিয়ে গেল জর্জ। 'ওরা উপত্যকায়ই যাচ্ছে।'

গাঢ় ছায়ামত একটা জায়গা দেখাল ও, যেখানে ঘন হয়ে জন্মেছে বেশ কয়েকটা ওক। 'চল, ওখানে গিয়ে একটু জিরিয়ে নেয়া যাক। ভয়ঙ্কর গরম।'

ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে এগোলাম আমরা, মাঝেসাঝে নিচু ডালপালা এড়াতে নিচু করছি মাথা। ইতিউতি ছায়া পড়েছে গাঢ় হয়ে, পাহাড় থেকে হাওয়া বইছে মৃদু। ঘামে ভিজে সপসপ আমাদের শার্ট, বাতাসের ছোঁয়া লাগলে শীত করছে।

স্যাডল থেকে নামলাম আমরা, ওয়েন হার্ডিন রাইফেল হাতে ছায়ার শেষমাথায় চলে গেল, ট্রেইলের ওপর নজর রাখতে উবু হয়ে বসল গাছের নীচে। নিজেদের অবস্থা বোঝার জন্যে প্রত্যেকেই সময় ব্যয় করলাম আমরা। এখন যেখানে রয়েছি সেখানে আড়াল নেই কোন, শুধু গুটিকতক মরা গাছের গুঁড়ি ছাড়া।

'আমরা ধীরেসুস্থে এগোব,' প্রস্তাব দিলাম আমি। 'অযথা ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। আমার ধারণা, এ-মুহূর্তে ওরাও নিশ্চয় কোথাও না কোথাও বিশ্রাম নিচ্ছে।'

পাতলা ঘাসের বিছানায় টানটান হয়ে গেল মন্টে, চোখের ওপর হ্যাট টেনে দিল। ক্যান্টিনের ছিপি খুলে এক ঢোক ঠাণ্ডা পানি খেলাম আমি। জিভে সুস্বাদু ঠেকল।

'সূর্যাস্তের পর,' বললাম, 'রওনা দেব আবার। এখন বিশ্রাম।' তারপর ব্রডির দিকে ফিরে বললাম, 'ঘণ্টাখানেক পর তুমি হার্ডিনকে রেহাই দিতে পারবে না?'

'নিশ্চয়ই পারব।'

বিশাল ওক কাণ্ডে মাথা ঠেকিয়ে চোখ মুদলাম আমি, মনেপ্রাণে চাইলাম আমার ভেজা শার্টের ভেতর দিয়ে যেন আরেক দফা বাতাস বয়ে যায়।

কাছেই ছিল বুশ। 'কী ভাবছ, মরুভূমিতে ফিরে যাবে কিনা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ। জায়গাটা আমার পছন্দ, জর্জ। আর তা ছাড়া, আমাকে ধরে রাখতে পারে এরকম কিছু তো নেই লস এঞ্জেলেসে।'

'কিছুই কী নেই?' চকিতে আমার দিকে তাকাল ও।

আবার অ্যানাবেলের কথা ভাবলাম আমি। 'না, জর্জ, নেই। আমি মরুভূমিতেই ফিরে যাচ্ছি। কী লাভ বল, অনর্থক হানাহানি করে!'

দশ

যতদূর মনে পড়ে আন্ট এলেনার, বরাবর খুব ভোরে শয্যাত্যাগ করে আসছেন তিনি। তাঁর ধারণা এই অভ্যাসটি তিনি তাঁর বাবার সূত্রে পেয়েছেন। যদিও জমিদার ছিলেন ভদ্রলোক, স্পেন আর মরক্কো দুজায়গাতেই ছিল বিশাল এস্টেট, তবু রোজ ভোরে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ঘোড়ায় চেপে হাওয়া খেতে না বেরোলে তাঁর চলত না। ছোটবেলায় এলেনা প্রায়শ এসময়ে সঙ্গী হতেন বাবার।

সকালের নাস্তায় স্বল্পাহার করেন এলেনা। বহুদিনের অভ্যাস, তাই এক কাপ চা আর একটা টর্টিয়া আর একখণ্ড ফল মুখে দেন।

এলেনার দায়িত্ব ডন রোমেরোর সংসারের তদারকি, যদিও ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর তেমন বনিবনা কোনকালেই নেই। মিস ডায়ানা যেভাবে বলে দিয়েছেন সেভাবে প্রতি শনিবার সকালে নিজের অ্যাকাউন্ট চেক করেন এলেনা। কোথায় খাটাচ্ছেন টাকা তার খুঁটিনাটি বিবরণ লিখে রাখেন ছোট্ট একটা খাতায়, এবং এরই অন্য পৃষ্ঠায় থাকে ভবিষ্যতে কোন্ কোন্ ব্যবসায় বিনিয়োগ করা চলে তার তালিকা। নিয়মটা মিস ডায়ানার কাছ থেকেই শিখেছেন তিনি, তবে এখন নিজস্ব পদ্ধতিতে চলেন। নিজেই নিজের পরিকল্পনা তৈরি করেন। ফলে তাঁর সামান্য পুঁজি বিনিয়োগই ক্রমশ ফুলে-ফেঁপে উঠছে।

যদিও নিয়মিত গির্জায় যান, তবু নিজেকে ধার্মিক মহিলা বলে মনে করেন না এলেনা। গির্জার শান্ত-সমাহিত পরিবেশ, পাদ্রির ভরাট কণ্ঠস্বর আর কাপড়চোপড়ে খসখস শব্দ তাঁর ভাল লাগে।

প্রায়ই যানজার পাড় ধরে নয়তো ওকগাছের ছায়ায় হাঁটতে বেরোন তিনি। বলতে কী, ওইসব মুহূর্তের নিঃসঙ্গতাকে উপভোগ করেন এলেনা। এসময়ে কখনও-সখনও একজন তরুণ পাদ্রিকেও দেখা যায় তাঁর সাথে, পাদ্রির নাম ফাদার জেইমি। এলেনার ধারণা তাঁদের দুজনার মানসিকতায় মিল রয়েছে। এই মিল থাকার ব্যাপারটি এতদিন কেবল শুনেই এসেছিলেন তিনি, ফাদার জেইমির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রয়োগ করতে পারেননি কারও বেলায়।

আজ সকালে অবশ্যি একাই হেঁটেছেন এলেনা, বাসায় ফিরে ঠিক করলেন আরেক কাপ চা খাবেন। সবে বসেছেন টেবিলে এইসময়ে স্পারের ঝুনঝুন আওয়াজ এল তাঁর কানে। মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল টিপট-ধরা হাত, চোখেমুখে বিরক্তির ছোঁয়া লাগল। ওই পদশব্দ তিনি চেনেন, ওর প্রতিটি পদক্ষেপে ফুটে

উঠেছে সীমাহীন ঔদ্ধত্য।

অচিরেই দোরগোড়ায় দেখা গেল ডন ফেডেরিকোকে, পরনে রাইডিং ড্রেস। 'আঃ, টিয়া! সকাল-সকাল উঠেছ যে?'

'সবসময়ই উঠি।'

'আমি জানতাম না।'

'স্বাভাবিক।'

কড়া চোখে তাকালেন ফেডেরিকো, কিন্তু এলেনা তখন চায়ের পট নামিয়ে রাখছেন। অতিথিকে আমন্ত্রণ জানালেন না টেবিলে।

'শিগগিরই এবার চুকে যাবে সব,' সন্তোষের সুর বাজল ফেডেরিকোর কণ্ঠে।

'সত্যিই কি কোনকিছু চুকে যায় কখনও? শেষ হয়? কোনই প্রতিক্রিয়া কি থাকে না?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ফেডেরিকো। 'ড্যান ও'হারা কিছু চোরাই ঘোড়া উদ্ধার করতে মরুভূমিতে গেছে।' তাঁর চোখ এলেনার ওপর। 'ও আর ফিরবে না। মুছে যাবে কলঙ্ক।'

চায়ে চুমুক দিলেন এলেনা। 'তাই?'

'এবার একেবারে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা।'

'ডন রোমেরোর সাথে আলাপ করেছ এ-ব্যাপারে? তিনিও কি জড়িত?'

বাতাসে হাত ঝাড়া দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন ফেডেরিকো। 'উনি বুড়ো হয়ে গেছেন! বড্ড ধীর! কিন্তু আমাদের পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব না। আমার তো মনে হয় দুর্বল হয়ে পড়েছেন রোমেরো, কাজের চেয়ে তাঁর ভাবনা বেশি। অবশ্যি কিছু আসে যায় না এতে। আমি বাজিমাত করে দিয়েছি।'

'তুমি বোধহয় একটু বেশি অনুমানের ওপর চল, ফেডেরিকো। ডন রোমেরো তাঁকে না জানিয়ে কেউ কিছু করুক এটা চান না।'

'উনি কেবল টালবাহানা করেন। তা ছাড়া, আমি তো তাঁর ইচ্ছারই বাস্তবায়ন করেছি। কী মনে করেছিলে তুমি, এই...এই...নরকের কীটটা বেঁচে থাকতে আমি চুপচাপ বসে থাকব দর্শকের ভূমিকায়?'

এবার আচমকা এলেনাকে আক্রমণ করলেন ফেডেরিকো। 'তুমি কিন্তু আমাকে কখনোই পছন্দ কর না, টিয়া।'

'পছন্দ করার মত কী আছে তোমাতে?' মৃদু স্বরে জানতে চাইলেন আন্ট এলেনা।

নিমেষে মুখে এসে জমা হলো ফেডেরিকোর সমস্ত রক্ত, দৃষ্টিতে ফুটল ক্রূরতা। 'দেখতেই পাবে! যখন আমি সম্পত্তির মালিক—!'

'আচ্ছা?'

'নয়তো আর কে? সব খতম। মারিয়া আর আলফ্রেডো আগেই। এখন শেষটাও গেল! অবশ্যি ও ছোকরা এমনিতেও একআধলাও পেত না। তা হলে বাকি থাকল আর কে?'

এলেনার পোড়-খাওয়া চোখ বিদ্রূপ করল ডনকে। 'আমি থাকছি,' শান্ত গলায় বললেন তিনি।

'ফুঃ! তুমি তো মেয়ে। তুমি কী করতে পারবে?'
'উত্তরাধিকার হতে পারব। নাকি আমাকেও খুন করবে তুমি?'
দুমদুম করে পা ফেলে ঘরের আরেক প্রান্তে গিয়ে থামলেন ফেডেরিকো। 'তোমার কোন ভয় নেই। এই বাড়ি তুমিই পাবে। আমি স্পেনে ফিরে যাব।'
'স্পেনে, বুঝেছ? মাদ্রিদে থাকার সুযোগ পেলে এই পোড়া দেশে কোন বোকা থাকে! সব ভেবে রেখেছি আমি! ঠাটেবাটে থাকব! তোমার এখানে কী হাল হবে তাতে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। এই বাড়িটা ছাড়া সব বেচে দেব আমি।'
'ডন রোমেরো এখনও বেঁচে। তাঁর কী হবে সেটাও কি ভেবে রেখেছ তুমি?'
কাঁধ ঝাঁকালেন ফেডেরিকো। 'উনি বুড়ো হয়ে গেছেন...বুড়ো।'
'মাত্র সাতষট্টি। আমাদের বাবা পঁচানব্বই বছর বেঁচেছিলেন, আর দাদু ঊননব্বই। কাজেই, রোমেরো আরও ত্রিশ বছর বেঁচে থাকতে পারেন।'
বাতাসে হাত ঝাড়া দিয়ে সম্ভাবনাটা নাকচ করে দিলেন ফেডেরিকো, হনহন করে চলে গেলেন খিলানের দিকে, কিন্তু মুখে বললেন না কিছু।
'রোমেরো আরও ত্রিশ বছর বেঁচে থাকতে পারেন ফেডেরিকো। ততদিনে তুমিও বুড়ো হয়ে যাবে...অবশ্যি সে-পর্যন্ত বেঁচে থাক যদি।'
'বড্ড বেশি কথা বল তুমি।'
'যদি বলেই থাকি, তবে সেটা তোমার মগজ সাফ করতে। বোঝ না তুমি? বড় যে স্বপ্ন দেখ। তুমি জিততে পারবে না। তাসের প্রাসাদ বানানোই সার হবে তোমার। ড্যানকে তুমি হারাতে পারবে না, ফেডেরিকো, যেমন পারনি ওর বাবাকে।'
'মারিয়াকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে যাতে তোমার সম্পত্তি পাওয়াটা নিশ্চিত হয়। কিন্তু ও তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। তারপর তো ডগলাস ও'হারাকেই বিয়ে করল।'
'সাধারণ একটা নাবিককে! খালাসিকে!'
'একজন পুরুষকে।'
'পুরুষ! কেন, আমি কি পুরুষ নই?'
একটা কাঁধ উঁচুনিচু করলেন এলেনা। 'কী জানি?'
ওঁর দিকে এক কদম এগোলেন ফেডেরিকো, মুখ রাগে বিকৃত। 'সুযোগ পাই একবার–!'
সেলাইয়ের ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা পিস্তল বের করে ডনকে দেখালেন এলেনা। 'সাবধান, ফেডেরিকো। আমি তোমাকে বিশেষ পছন্দ করি না।'
'তুমি একটা বোকা।'
'তোমার মা যখন মারা গেলেন, ডন রোমেরোই মানুষ করেছেন তোমাকে, লেখাপড়া শিখিয়েছেন।'
'কিন্তু আমি তোমাদের ঘৃণা করি! তোমাদের সব্বাইকে। কেন তোমাদের সব থাকবে, আর আমি কিছু পাব না?'
'পাওয়ার মত তোমার কী এমন যোগ্যতা আছে, ফেডেরিকো?'
'তোমারই-বা কী যোগ্যতা আছে শুনি?' ক্রোধে ফেটে পড়লেন ফেডেরিকো। 'কিংবা ডন রোমেরোর?'

নিজের কাপে আবার চা ঢেলে নিলেন এলেনা। 'তেমন কিছু নয়, ফেডেরিকো। তেমন কিছু নয়। স্পেনে অভিজাত সমাজের লোক বলে গণ্য হতাম আমরা, কিন্তু এর অর্থ কি তা জান? এর অর্থ, আমাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে দু-একজন সাহসী পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। এঁদের একজন যুদ্ধ করেছিলেন মুরদের বিরুদ্ধে, আর সেই সূত্রেই আমাদের ধনপ্রাপ্তি।

'পরে তাঁরই উত্তরসূরিরা বুদ্ধি খাটিয়ে আরও বাড়িয়ে নেন সেটা।'

'তো?'

'কেন, বুঝতে পারছ না এখনও! যাঁর কল্যাণে আমাদের বংশের এত বাড়-বাড়ন্ত জীবনের শুরুতে তিনি একজন চাষী ছিলেন। তোমার সেরকম কেউ নেই, কাজেই নিজের চেষ্টায় কিছু করছ না কেন? আজ যাঁদের তুমি সম্মান কর, খোঁজ নিলে জানবে তাঁদের অনেকেই মামুলি কোন সেপাইয়ের ছেলে বা মেয়ে।'

ফেডেরিকো সাড়া দিলেন না একথায়, এলেনাই বললেন আবার, 'জাহাজে আলফ্রেডোকে তুমি খুন করার চেষ্টা করেছিলে।'

'সফল হইনি আমার দুঃখ এটাই। কেউ পছন্দ করত না ওকে। এমনকী তুমিও না। মারিয়ার আদরও ছিল লোক-দেখানো।'

'ওকে ভালবাসত ও। আমরা সবাই বাসতাম।'

শ্রাগ করলেন ফেডেরিকো। 'তুমি অবশ্যি তাই বলে থাক। তবে আমরা সবাই ওকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিলাম, আর আপদটা বিদেয়ও হয়েছে শেষপর্যন্ত। কই, আজ পর্যন্ত তো কারও চোখে পানি দেখিনি আমি।'

এলেনা তখন ফেডেরিকোকে তাড়াতে পারলে বাঁচেন, কিন্তু ডন রয়ে গেলেন আরেকটুক্ষণ...কেন? ছোট্ট পিস্তলের বাঁটটা আঁকড়ে ধরলেন এলেনা। ওই লোককে মোটেও বিশ্বাস নেই। উদ্ধত লোভী, ভীষণ স্বার্থপর। কিন্তু তাই বলে ভয় পান না তিনি। ফেডেরিকো তাঁকে ঘৃণা করে। আর ওর স্বভাবের জন্যে, তিনি ওকে অবজ্ঞা করেন।

'আমার পরামর্শ শোনো,' বললেন এলেনা, 'একা থাকতে দাও ড্যানকে। তুমি ওকে চেন না। ওর বাবার চেয়েও ওর ক্ষমতা বেশি, আর তেমনি ভয়ঙ্কর।'

'হাহ!'

'তুমি বোকামি করছ, ফেডেরিকো। ডন রোমেরো তোমাকে আরও জমি দেবেন। তোমার নিজেরও আছে কিছু। দিনকাল বদলে যাচ্ছে এখন, টাকা বানানোর এটাই সময়।

'ওসব প্রতিশোধের চিন্তাভাবনা ছেড়ে দিয়ে, কর কিছু একটা। ব্যবসা—'

নাক সিটকালেন ফেডেরিকো। 'তুমি কী মনে কর আমাকে? বানিয়া?'

চেয়ারে হেলান দিয়ে ওঁর দিকে তাকালেন টিয়া এলেনা, তাঁর কাপড়ের ভাঁজে এখনও ধরে রেখেছেন পিস্তলটা। 'আমার ধারণা তুমি একটা আস্ত গর্দভ। না, তুমি বানিয়া নও। সম্ভবত তা হতেও পারবে না।

দামী কাপড়চোপড় পর। ঘোড়ায় চড়তে জান ভালই। চেষ্টা করলে, বড়জোড় ভ্যাকুয়েরো হতে পারবে। এ ছাড়া তোমার যদি আর কোন গুণ থেকেও থাকে—আমি অন্তত তার সন্ধান পাইনি। ছোটবেলা থেকেই তোমার এক চিন্তা, কীভাবে ডন

রোমেরোর সম্পত্তি গ্রাস করা যায়।'

'এবং তা আমি করবও। স-ব। ফুটো কড়িও দেব না তোমাকে। কিস্যু না!'

মুহূর্তের জন্যে পিস্তলটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরলেন এলেনা। ওকে এখনই খুন করলে কেমন হয়? এতে কি রক্ষা পাবে ড্যান? নাকি সবাইকে দাঁড়াতে হবে গিয়ে আসামীর কাঠগড়ায়? অপলকে কিছুক্ষণ ফেডেরিকোর পানে চেয়ে রইলেন তিনি, মনে মনে যাচাই করলেন সম্ভাবনাগুলো। লোকটাকে খুন করা দরকার, এটাই ওর উচিত-পাওনা। তবু ধীরে ধীরে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ঢিল পড়ল তাঁর আঙুলে।

'তুমি এবার যেতে পার,' বললেন এলেনা।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালেন ফেডেরিকো। 'কী?'

'তুমি যেতে পার। আমি তোমাকে এখনই খুন করব না।'

'কী?' হতভম্ব দৃষ্টিতে আন্ট এলেনার দিকে তাকালেন ডন। 'খুন করবে...আমাকে?'

পিস্তলটা উঁচু করলেন টিয়া এলেনা। 'সেটাই ভাবছিলাম এতক্ষণ, কিন্তু মনে হলো বৃথাই একটা বুলেট অপচয় হবে। চলে যাও তুমি...আমি মত বদলাবার আগেই চলে যাও দয়া করে।'

হকচকিয়ে গেছেন ডন ফেডেরিকো, তবু তাঁর চোখ পালা করে এলেনা আর পিস্তলটাকে মাপল, তারপর সহসাই বুঝতে পারলেন এতক্ষণ কী ভয়ঙ্কর বিপদের মাঝে তিনি ছিলেন।

কিন্তু এত মানুষ থাকতে কিনা আন্ট এলেনা? তাকে খুন করতে চায়! চকিতে এলেনার দিকে আর একবার তাকালেন ডন, উপলব্ধি করলেন ওই শান্তশিষ্ট বৃদ্ধাটিকে আসলে তিনি মোটেই চেনেন না। সবসময় ডন রোমেরোর কাছেপিঠে ক্ষীণ একটা ছায়ার মত ছিল তার উপস্থিতি; বরাবর নীরব, নিশ্চুপ। কিন্তু আজ অকস্মাৎ বদলে গেছে সেই মহিলার কণ্ঠস্বর। ইস্পাতকাঠিন্য প্রকাশ পাচ্ছে। হ্যাঁ, ইচ্ছে করলেই, ওই বুড়ি খুন করতে পারত তাঁকে।

ঝটিতি ঘুরে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন ফেডেরিকো, একটিবারও তাকালেন না পেছন ফিরে। উঠনে পৌঁছে থামলেন তিনি। আচমকা শিউরে উঠলেন ভয়ে।

মুখের ভেতরটা খটখটে ঠেকল তাঁর। ওই স্বরে এলেনাকে এর আগে কখনও কথা বলতে শোনেননি ফেডেরিকো। আবার শিউরে উঠলেন। বুড়ি চাইলেই খুন করতে পারত তাঁকে এটা মনে হলেই ভয়ে তাঁর কলিজা পর্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছে।

নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে গেলেন ডন। লাগাম গুছিয়ে নিয়ে থমকে দাঁড়ালেন মুহূর্তের জন্যে, স্যাডলে উঠে রওনা হলেন আস্তে আস্তে, সাবধান থাকতে হবে তাঁকে। সবখানে শত্রু।

তাই বলে আন্ট এলেনা! নাহ্, এ অসম্ভব!

চা-পান শেষ করে নিজের কামরায় গেলেন টিয়া এলেনা। এখন তিনি নিশ্চিত, যা করছেন ঠিক কাজটিই করছেন। তবু উকিলের সঙ্গে তাঁর বোধহয় পরামর্শ করা দরকার একবার। মিস ডায়ানা খুলে দিয়েছেন তাঁর চোখ, দেখিয়ে দিয়েছেন নারী কী শক্তি।

ঠাণ্ডা মাথায় আন্ট এলেনা খতিয়ে ভাবলেন তাঁর এই কাজের কী পরিণতি হতে

পারে। দীর্ঘদিন ধরে ফেডেরিকোকে লক্ষ করছেন তিনি, জানেন লোকটা কেমন। তিনি এও জানেন, তাঁদের আলাপ নিবৃত্ত করবে না ওকে, বরং ইন্ধন হিসেবে কাজ করা অসম্ভব নয়।

অনুগত লোকজনের বিদায় আর ডন রোমেরোর মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ফেডেরিকো পুরোমাত্রায় জাঁকিয়ে বসেছে আসল, কর্তৃত্ব দখল করেছে। অন্যদিকে তাঁর ভাই ক্রমশ গুটিয়ে গেছেন নিজের ভেতরে, জ্বলেপুড়ে খাক হয়েছেন আক্রোশের আগুনে।

তাই এখন তাঁকে, এলেনাকে আরেকটু দ্রুত চলতে হবে, ধরা পড়ার ঝুঁকি নিয়ে হলেও। স্পেনের সম্পত্তি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেন না তিনি, যদিও সময়ে সবই জানতে পারেন। ওগুলো তাঁর ভাইয়ের মাথাব্যথা–তিনি আগলে রাখবেন কেবলমাত্র এখানে যা কিছু আছে সেগুলো।

'যেভাবেই হোক,' আনমনে বিড়বিড় করলেন এলেনা, 'ওগুলো আমাকে বাঁচাতে হবে। নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে আগামী বংশধরদের জন্যে।'

ফেডেরিকো স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন নিজের কুমতলব ওর এই অসদুদ্দেশ্য সম্পর্কে কখনোই সংশয় ছিল না এলেনার। মারিয়ার জন্যে কিছুই করতে পারেননি তিনি। মারিয়া পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছে। কিন্তু...না, চেষ্টা করতেই হবে তাঁকে।

এবং সেই সাথে, সবদিক সমঝে চলতে হবে। এখন ফেডেরিকো জেনে গেছে তিনি ওর শত্রু। নিজের পথ পরিষ্কার করতে প্রয়োজন হলে তাঁকে খুন করতে কুণ্ঠিত হবে না ও। কেবল এখন থেকে সে একটু রয়ে-সয়ে এগোবে।

আর একটি কাজ বাকি রয়ে গেছে এখনও। ওই মেয়েটিকে খুঁজে বের করা।

কিন্তু চল্লিশ বছর আগে যে চলে গেছে তাকে তিনি খুঁজে বের করবেনই-বা কীভাবে? কোথায় করবেন খোঁজ?

এতদিনে হয়তো মারা গেছে সে, নয়তো মেক্সিকোয় চলে গেছে; ইন্ডিয়ানরাও ধরে নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। এতগুলো বছর পেরিয়ে গেছে, ওর কোন খবর জানেন না তিনি।

একটু অদ্ভুত ছিল মেয়েটা, সংসারে এরকম হাজারে একটা মেলে কিনা সন্দেহ। এমন মেয়ে কোথায় গিয়ে থাকতে পারে? কী কাজ করবে সে? সেই রাতটির কথা স্মরণ করলেন এলেনা, প্রচণ্ড ঝড়-বাদলের রাত। ক্যালিফোর্নিয়ায় ওরকম ঝড় আর দ্বিতীয়টি হয়নি।

দুটো কালো ঘোড়া নিয়ে এসেছিল এক লোক, যার মুখ তিনি দেখতে পাননি। মেয়েটাকে যেতে দেয়ার জন্যে এলেনা নিজেই খুলে দিয়েছিলেন দরজা, আর ছোট্ট মারিয়া এসময়ে তাঁর পাশে ছিল।

বৃষ্টিতে ঠকঠক করে কাঁপছিল ঘোড়াগুলো, বিজলি চমকাচ্ছিল, আর তারই মাঝে মেয়েটি নিজের পুঁটুলি নিয়ে উঠে বসেছিল স্যাডলে, তারপর ওই দুর্যোগ মাথায় করে চলে যায় ওরা।

চলে গেছে! কিন্তু কোথায়? সেই থেকে আর কোন খোঁজখবর নেই। দেখাসাক্ষাৎ দূরের কথা, একটা চিঠি পর্যন্ত পাননি এলেনা।

বেমালুম লাপাত্তা...

এগারো

সূর্য ওঠার পরপরই বইয়ের দোকানটা খুললেন মিস ডায়ানা। বাইরে রাস্তাঘাট বিরান। অ্যালিসো স্ট্রিটে নিঃসঙ্গ এক ঘোড়সওয়ারকে দেখেছেন তিনি, আর মেইন স্ট্রিটে একটা দোকানের সামনে ফুটপাত ঝাঁট দিচ্ছিল একজন।

রাতের অর্ধেকটাই ড্যানের জন্যে দুশ্চিন্তায় জেগে কাটিয়েছেন তিনি, এবং দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। ড্যান দুর্গম পথে চলতে অভ্যস্ত। ওসব জায়গা তার চেনা, ওখানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সে। ইন্ডিয়ানদের মাঝে বাস করেছে; উতরে গেছে পাহাড়ি এলাকার বহু কঠিন পরীক্ষায়, প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলার ব্যাপারে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে।

সবে ডেস্কে বসেছেন তিনি এই সময়ে দড়াম করে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল অ্যানাবেল। 'ও কোথায়?'

'কেন, ঝগড়া হয়েছে বুঝি?'

'আ...আমার মনে হয়। ডন ফেডেরিকো দেখা করতে এসেছিলেন আমার সঙ্গে, ড্যান পছন্দ করেনি এটা।'

'করবে...এ-আশাই করেছিলে তুমি?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল অ্যানাবেল। 'কোথায় ও?'

'পাহাড়ে গেছে...আমাদের কিছু চোরাই ঘোড়া উদ্ধার করতে। কখন ফিরবে আমি জানি না।'

ধপ করে বসে পড়ল অ্যানাবেল, চোখ কপালে। 'চোরাই ঘোড়া? কিন্তু এতে ওর মৃত্যু হতে পারে!'

'ও জানে সেটা। এও জানে, ঘোড়া চুরি করা হয়েছে ওকে ফাঁদে ফেলার জন্যে। যারা চুরি করেছে তারা আশা করছে ও পিছু নেবে। এবং ওরা ওত পেতে থাকবে।'

'তারপরও গেল, কেন?'

'কারণ ও ঘোড়াগুলো ও-ই ধরেছিল, সাহায্য করেছিল ওদের পোষ মানাতে। শিগগিরই ঘোড়া ব্যবসায় নামতে যাচ্ছিল ড্যান। আমার বিশ্বাস, ও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে।' কথাগুলো বলার সময়ে ডায়ানা প্রার্থনা করলেন তাঁর আশা যেন সত্যি হয়। 'জর্জ আছে ওর সাথে। অন্যরা রয়েছে।'

'কিন্তু কে করছে এমন কাজ? ডন রোমেরো?'

'অন্তত এবারে নয়,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিল মিস ডায়ানা। 'ডন ফেডেরিকো, অন্তত আমাদের তাই বিশ্বাস।'

'অসম্ভব! কেন এ-কাজ করতে যাবেন তিনি? হ্যাঁ, আমি জানি, ড্যান বিশ্বাস করে ডন ফেডেরিকো একবার ওকে খুন করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু—'

'তুমি বিশ্বাস কর না?'

'অবশ্যই করি না! ফেডেরিকো খাঁটি ভদ্রলোক। আর তা ছাড়া এমন কাজ তিনি

করতে যাবেনই-বা কেন?'

'তোমারই বরং জানার কথা সেটা। ফেডেরিকোর ব্যাপারে তোমার বাবাই সতর্ক করে দিয়েছিলেন ড্যানকে।'

'বাবা ফেডেরিকোকে চেনেন না! তাঁকে দেখেনওনি কোনদিন!'

'বেশ তো, শিগগিরই আমরা জানতে পাব সব।' আগের দিন সন্ধ্যার ডাকগুলো ঠেলে একপাশে সরিয়ে রাখলেন মিস ডায়ানা। 'যাইহোক, তুমি জান ডন ফেডেরিকো এখন কোথায়?'

কীভাবে তা জানবে অ্যানাবেল? ডন তো আর বলে যাননি ওকে।

'ড্যান কীভাবে পারল এমন করে চলে যেতে? একটা বিদায় পর্যন্ত নিয়ে আসেনি!'

'খুব তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়েছে ওকে। তা ছাড়া তোমাদের যদি ঝগড়া–'

'না, সেরকম কিছু হয়নি। তবে ফেডেরিকোর আসার কথা যখন বললাম একটু মর্মাহত দেখিয়েছিল ওকে। কিন্তু আমি তেমন গুরুত্ব দিইনি তাতে।'

'নিজেকে প্রবঞ্চিত ভেবেছে ও। আমি জানি। কাজটা কঠিন, অ্যানাবেল, তবে সিদ্ধান্ত তোমাকে নিতেই হবে, তুমি কার পক্ষে থাকছ। ড্যান জানে ফেডেরিকো ওকে খুন করার চেষ্টা করেছিলেন। একবার না, বেশ কয়েকবার। ডন রোমেরো যখন মরুভূমিতে ফেলে চলে আসছিলেন, ফেডেরিকো তখন ওখানেই ওকে খতম করতে চেয়েছিলেন।'

'আমি বিশ্বাস করি না। ড্যান তখন খুব ছোট ছিল। এত আগের কথা ওর মনে থাকতেই পারে না।

'মনে আছে। তুমি তা হলে জান না, ডন ফেডেরিকো এখন কোথায়? আমি বলছি...মরুভূমিতে...তাঁর ফাঁদ যেন সফল হয় সেটা নিশ্চিত করতে।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল অ্যানাবেল। 'অত্যন্ত অন্যায় কথা বলছেন আপনি! আমি বিশ্বাস করি না!'

'তোমার বাবা কিন্তু করেন।'

'যেভাবেই হোক, ড্যানকে আমার খুঁজে বের করতে হবে।'

'পারবে না, অ্যানাবেল। সম্ভবত মিস্টার কেলসো ছাড়া আর কেউই পারবে না। একে দুর্গম দেশ, তার ওপর চোরদের ধাওয়া করছে, এসময় ওকে খোঁজা বৃথা।'

'আমি ভাবতেই পারিনি এভাবে চলে যাবে ও। ভেবেছিলাম আবার দেখা পাব। আমি–'

'অ্যানাবেল, তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা কর। জীবনে অনেক বিপদ-আপদ এসেছে ড্যানের, ফলে সবসময় একটা সন্ত্রস্ত অবস্থার মধ্যে থাকে সে। তবে আমার ধারণা, তোমাকে ও ভালবেসেছিল, বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু যখন দেখল সেই তুমিই ওর শত্রুকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছ, তখন মনে হলো ওই স্বর্গও তার জন্যে নিরাপদ নয়।

'তাই এখন সে মরুভূমিতে ফিরে গেছে। আর তুমি জান নিশ্চয়, মরুভূমির সাথে ওর একটা আত্মিক যোগাযোগ আছে?'

'হ্যাঁ, বলেছে।'

'ওর বাবা-মাও দুদণ্ড শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন মরুভূমিতে। ড্যানও পায়।

অন্যদের যেখানে ভয়ঙ্কর একা লাগে, ড্যান সেখানে নিজের বাড়ি মনে করে মরুভূমিকে।'

'আপনি কী বলছেন এসব?'

ডেস্কের ওপর হাত রাখলেন মিস ডায়ানা। 'বলছি, ও যদি বেঁচেও যায়, হয়তো আর ফিরে আসবে না।'

'কী? তারমানে আপনি বলছেন ড্যান ওখানেই থেকে যাবে?'

'তাই। ড্যানের যেটা সবচেয়ে বড় গুণ, খুব অল্পতে তুষ্ট হতে পারে। সংসারে কারও সাহায্য ওর প্রয়োজন নেই।'

'তা হলে ওর জীবনে আমার স্থান কোথায়?'

'আমি বলেছি কারও সাহায্য ওর প্রয়োজন নেই। কিন্তু তারমানে এই নয়, কারোকে চায় না। ও একবার আমাকে বলেছে, সুখ জিনিসটা যত ভাগাভাগি করা যায় ততই বাড়ে। আমার মনে হয়, তোমরা সবে পরস্পরকে বুঝতে শুরু করেছিলে। আর ঠিক এই সময়ে এল আঘাতটা। ড্যানের জন্যে এটা মর্মান্তিক। জীবনে কারও সঙ্গে গভীরভাবে মেশেনি ও, মেশার সুযোগ হয়নি বলে। আজ পর্যন্ত যা কিছু পেয়েছে নিজের বলে, কঠোর পরিশ্রম করে সেগুলো অর্জন করতে হয়েছে তাকে। ফলে একধরনের নিঃসঙ্গতার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে ওর। অ্যানাবেল, তোমার ড্যান একা, ভীষণ একা।'

'আপনি অনেককাল চেনেন ওকে...না?'

'বলতে পার।'

চুপ করে রইল অ্যানাবেল, আর মিস ডায়ানা তাঁর চিঠিপত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন একেএকে।

'আসলে আমি বোধহয় ওকে একেবারেই চিনি না,' শেষমেশ বলল অ্যানাবেল। 'আমি ভেবেছিলাম—'

'ড্যান আর সবার মত? তা নয় ও। ড্যান একদিকে যেমন জটিল, আবার তেমনি সরল। যা-ই করে, প্রচুর পড়াশোনা আর চিন্তাভাবনা থাকে তার পেছনে।'

এরপর কিছু সময় নীরবে বসে রইল ওরা, মিস ডায়ানা তাঁর প্রাত্যহিক ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজকর্মে মন দিলেন। জর্জ বুশের অভাব প্রতি মুহূর্তে বোধ করছেন তিনি। কেলসো কাজের, তবে অতখানি দক্ষ নয়। তাঁর নির্দেশ ঠিকমত পালন করে, কিন্তু ব্যবসার ওতঘাত তেমন বোঝে না।

'আমিও চিনি না ওকে।' হঠাৎ মুখ খুললেন ডায়ানা। 'আমার মনে হয় এলেনাই আমাদের মধ্যে সবথেকে বুদ্ধিমান। ড্যানকে বোঝার ভান করেন না, সে-ইচ্ছেও তাঁর নেই। তিনি শুধু ভালবাসেন ওকে। প্রথমে বাসতেন ও মারিয়ার ছেলে বলে, আর এখন ওর গুণের জন্যে। ড্যানের মঙ্গলের জন্যে প্রয়োজনে তিনি মরতেও রাজি। আমি জানি, বিরাট ঝুঁকি নিয়েছেন মহিলা...বলতে কী, সব হারাবার ঝুঁকি।'

এখন লোক চলাচল শুরু হয়েছে রাস্তায়। ঘোড়সওয়ার, দু-একটা ওয়াগন আর ভ্যানগাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাতাসে ধুলো উড়ল রাস্তার, এক লোক ফুটপাত ধরে এগিয়ে এসে দোকানের সামনে থামল। লোকটা আর কেউ নয়—অ্যালেক্সিস ফুলটন।

ডানে-বাঁয়ে তাকাল সে, তারপর চকিতে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

অ্যানাবেলের ওপর দৃষ্টি পড়ল তার, কপালে বিরক্তির ছাপ ফুটল।

'ম্যাম? আমরা কি নিভৃতে একটু আলাপ করতে পারি?'

'আপনার যদি কিছু বলার থাকে, সার, এখানেই বলতে পারেন। এজন্যে একা হওয়ার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।'

'আমি রাশিয়া থেকে আসছি।'

'জানি... তো?'

'আমরা চাই আপনি দেশে ফিরে আসুন। আপনার মাতৃভূমিতে।'

'রাশিয়া এখন আর আমার দেশ নয়। জার আমাকে সাইবেরিয়ায় পাঠিয়েছিলেন।'

'ওসব এখন ভুলে গেছে সবাই। আমার দায়িত্ব আপনাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।'

'স্বাভাবিক। তা এবার কী ঘটবে? আবার সাইবেরিয়া?'

'প্লিজ! আমি যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারব। আপনি আবার আপনার আত্মীয়স্বজন সবাইকে ফিরে পাবেন।'

'আমার কেউ নেই। সাইবেরিয়ায় মারা গেছে। এটাই আমার দেশ, আমি এখানেই থাকব।'

'প্লিজ, ম্যাম, আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করুন। আপনার দেশ আপনাকে ফিরে চায়।'

'আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন, মিস্টার ফুলটন।'

একমুহূর্ত চুপ করে রইল ফুলটন, আড়চোখে দেখল অ্যানাবেলকে। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমার পরামর্শ, আপনি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে এলে ভাল করবেন। এখানকার ব্যবসাপত্র গোছাবার জন্যে আমরা আপনাকে দিন কয়েক সময় দেব, তারপর যেতে আপনাকে হবেই। তা না হলে আমি আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হব।'

মৃদু হাসলেন ডায়ানা। 'আপনি কিন্তু বেশ মজার লোক, মিস্টার ফুলটন। আমি বলি কী, আপনি বরং আইনের আশ্রয়ই নিন গিয়ে। যেকোন আমলার সঙ্গে দেনদরবার করতে পারেন। আমার আপত্তি নেই।'

'আমাকে পাঠনো হয়েছে আপনাকে নিয়ে যেতে। খালি হাতে আমি ফিরতে পারব না।'

কৌতুকে নেচে উঠল ডায়নার চোখ। 'ফেরার দরকারটাই-বা কী? আপনিও থেকে যান না!'

শক্ত হয়ে গেল অ্যালেক্সিস ফুলটনের চোয়াল। 'দেখুন, ম্যাডাম, আমি সরকারি কর্মচারী। আমার দায়িত্ব—'

'এদেশে আপনি সরকারি কর্মচারী নন, মিস্টার ফুলটন। এখানে আমরা আপনাকে বড়জোর বাউন্টি হান্টারের মর্যাদা দিতে পারি।' উঠে দাঁড়ালেন ডায়ানা। 'আপনি এবার বিদায় হলে আমি খুশি হব, মিস্টার ফুলটন।'

অ্যালেক্সিস ফুলটনের চেহারায় ক্রোধের ছাপ ফুটল। একটুক্ষণ কটমট করে চেয়ে রইল সে, তারপর এগোল দরজার দিকে। দোরগোড়ায় গিয়ে থামল লোকটা, ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'বেশ, যাচ্ছি। তবে শিগগিরই ফিরে আসব। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে।'

ফুলটন বেরিয়ে যাওয়ার পর নিজের চেয়ার ছাড়ল অ্যানাবেল, মুখ ফ্যাকাসে। 'আপনি এত শক্ত হন কীভাবে? আমি হলে মূর্ছা যেতাম।'

'একটা সময় ছিল, অ্যানাবেল, যখন আমিও ভয় পেতাম। কিন্তু আজ আর পাই না। এখন আমার প্রচুর বন্ধু। আমার একটা কথা রাখবে, অ্যানাবেল...যত পার বন্ধুত্ব করবে মানুষের সাথে। যেখানেই থাক, সবসময় লক্ষ রাখবে, মানুষ যেন তোমার বন্ধু হয়।'

'আমার বিশ্বাস, ওই লোক আর আসবে না।'

'না, আসবে। তবে আগে চেষ্টা করবে আমাদের আমলাদের দলে টানতে। যখন তা পারবে না; তখন বলপ্রয়োগের রাস্তা বেছে নেবে। আমি ওদের হাড়েহাড়ে চিনি। ওটাই ওদের কায়দা।'

'আমি তা হলে এখন যাই। ড্যানের যদি খোঁজ পান, দয়া করে জানিয়েন আমাকে...জানাবেন তো?'

'জানাব।'

একটু ইতস্তত করলেন মিস ডায়ানা, তারপর বললেন, 'তোমার বাবার বন্ধু ইয়াকুব খানকে চেন? আমি ভাবছি তোমার বাবা যদ্দিন না ফিরছেন, ওঁকে তোমাদের বাসায় এনে রাখলে কেমন হয়... তোমার আপত্তি আছে?'

বারো

চাঁদনি আকাশের পটভূমিতে জাফরি-কাটা নকশার মত দেখাচ্ছে বৃক্ষপত্রপল্লবকে। এমন রাতে খোলা জায়গায় কখনও সহজে ঘুম আসে না আমার। তাই জেগে রয়েছি, বিশ্রাম নিচ্ছি, তবে সতর্ক। পাতায় মর্মর তুলল হাওয়া, তারপর মরে গেল। পা ঠুকল একটা ঘোড়া। অন্ধকারে হাত বাড়ালাম আমি, পিস্তলের বাঁট স্পর্শ করলাম।

খানিক বাদে শুনতে পেলাম শব্দটা-নরম মাটিতে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। কনুইয়ের ওপর উঁচু হয়ে, আমি তাকালাম ক্রীক লাগোয়া ট্রেইলের দিকে।

তিনজন ঘোড়সওয়ার, ফ্যাকাসে ঘাসের পটভূমিতে গাঢ় কালো।

ঝরনার পাড়ে থামল ওরা, 'ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াতে মাটিতে নামল। কাছেপিঠের ক্ষীণ একটা নড়াচড়ার শব্দ আমাকে জানিয়ে দিল, আমাদের দলের অন্তত আরও একজন জেগে আছে। নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে নবাগতরা, কিন্তু ওরা শ-খানেক গজ দূরে থাকায় স্পষ্ট করে কিছু বুঝতে পারলাম না আমি। অল্পক্ষণ পর আবার স্যাডলে চাপল লোকগুলো, চলে গেল ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে।

'আরও তিনজন বাড়ল,' বলল মন্টে ম্যাক-কায়া।

'এইবেলা একটু ঘুমিয়ে নাও,' পরামর্শ দিলাম। 'ভোর হতে বেশি বাকি নেই।'

হেসে উঠল কে যেন, কম্বলের খসখস শব্দ হলো, তারপর আবার নীরবতা।

তিনজন মানুষ, গভীর রাতে পথ চলছে এবং দ্রুত গতিতে। এর অর্থ, তস্করদের সঙ্গে আঁতাত আছে ওদের। নিশ্চয় নির্দিষ্ট কোন এক সময়ে নির্ধারিত কোন এক

জায়গায় কারও সাথে ওদের মিলিত হওয়ার কথা আছে, তাই যাওয়ার এত তাড়া। আর নয়তো আশপাশেই কোথাও হবে ওদের গন্তব্য।

চিত হয়ে শুয়ে, জাফরি-কাটা বৃক্ষপত্রপল্লবের দিকে চেয়ে চেয়ে, পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাবতে লাগলাম আমি। ধারেকাছে কোথাও ঘোড়ার পিঠে বড়জোর ঘণ্টাখানেকের পথ হবে, ফাঁদ পাতা হয়েছে। হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, জায়গাটা আশপাশেই হবে। আমার মনে হয় না এখন আর বেশিদূরে যেতে পারবে ওই ঘোড়া তিনটে। এই অন্ধকারেও ওদের চলায় ক্লান্তির আভাস পেতে অসুবিধে হয়নি আমার।

এর অর্থ কী তা হলে? অ্যামবুশের সময় কেউ একজন উপস্থিত থাকতে চাইছে ঘটনাস্থলে? ডন রোমেরো? অসম্ভব নয়, তবে তিনি ঘোড়ার কদর বোঝেন, এরকম অসময়ে অত্যাচার করতে চাইবেন না ওদের ওপর। কিন্তু ডন ফেডেরিকোর কথা আলাদা।

ক্যাপ্টেন লরেল আমাকে হুঁশিয়ার করার আগে পর্যন্ত, আমার ধারণায়ই আসেনি দাদুর সম্পত্তির আমি একজন সম্ভাব্য উত্তরাধিকার বলে কেউ আমাকে পথের কাঁটা ভাবতে পারে। তবে এখন বুঝতে পারছি, সেটা খুবই সম্ভব।

আমার আফসোস, ডন ফেডেরিকো যদি কেবল একটু উপলব্ধি করতেন সম্পত্তির লোভী আমি কখনোই নই। টাকা আমার জীবনের মোক্ষ নয়, আমি চাই মানুষ হতে, একজন সৎ মানুষ।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, যখন সজাগ হলাম, নাস্তার আয়োজন চলছে। উঠে বসে, পা থেকে মোকাসিনজোড়া খুলে নিয়ে বুট পরলাম। মন্টে কফি জ্বাল দিচ্ছে, মায়রন ব্রডি পানি খাওয়াতে ঘোড়াগুলোক নিয়ে গেছে ঝরনায়।

'চারদিক কেমন যেন থমথমে!' ঘুম ভেঙে উঠে বসল বুশ।

'যা ঘটবার আজই ঘটবে,' বললাম আমি।

গানবেল্ট হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ওয়েন হার্ডিন, 'আমারও তাই মনে হয়।'

আগুনের পাশে বসে, কাপের গায়ে হাত গরম করলাম আমি। মরুভূমির বা এর আশপাশের এলাকায় রাতে সবসময় ঠাণ্ডা পড়ে। সতর্ক চোখে আমাদের সামনের পাহাড়পর্বতের মাথা আর তরাইয়ের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ঝোপঝাড়গুলোর ওপর নজর বোলালাম।

'আমার ভাল ঠেকছে না,' বুশ বলল। 'এই ট্রেইল যদি ক্যানিয়নের ওপর দিকে চলে গিয়ে থাকে তখন কী হবে?'

আমিও ভাবছিলাম কথাটা। 'কঠিন অবস্থা,' বললাম। 'ওখানে কেউ যদি রাইফেল নিয়ে বসে থাকে, সে একেবারে ফাঁকায় পেয়ে যাবে আমাদের।'

'আমরা বরং বসে থাকি,' মন্টে পরামর্শ দিল। 'যাতে ওরাই আসতে বাধ্য হয় আমাদের কাছে।'

কফিটা বেশ স্বাদু। একখণ্ড জার্কি মুখে পুরলাম আমি। পরিষ্কার উজ্জ্বল সকাল, এখনও সূর্য ওঠেনি, তবে গাছপালার নীচে দ্রুত কেটে যাচ্ছে কুয়াশা। ঝরনার তীরবর্তী ঝোপের ভেতর থেকে ডানা ঝাপটে উড়াল দিল একটা লাল বনমোরগ।

কফিপান সেরে উঠে দাঁড়ালাম আমি। 'তোমরা গল্প করো,' বললাম, 'আমি শেভ করতে যাচ্ছি।'

'শেভ?' ব্রডি তাঁর ঘোড়া থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করল।

'মন্টের পরমার্শটা আমার পছন্দ হয়েছে। ওরাই আসুক আমাদের কাছে। তোমাদের যা খুশি করতে পার, তবে কাছাকাছি থেক। ওরা আশা করছে আমরা ওদের ফাঁদে পা দেব, সুতরাং দেরি দেখলে নিজেরাই ব্যস্ত হয়ে পড়বে ব্যাপার জানতে।'

ক্রীকের পাড়ে একসার উইলো আর কতকগুলো কটনউড গাছ, রাইফেল হাতে ওখানে গেলাম আমি, সন্ধানী নজর বোলালাম চারপাশে, তারপর একটা গাছের ডালে আয়না লটকে দিয়ে দাড়ি কামালাম।

যেভাবেই হোক ওই ঘোড়াগুলো উদ্ধার করতে হবে আমাদের। প্রচুর মেহনত হয়েছে ওগুলোকে পোষ মানাতে। সুযোগ পেলে ওদের অনেকেই আবার ফিরে যাবে বুনো জীবনে। এটাই ওদের আবাস, সুযোগ পেলে এখানে চলে আসবে আমার স্ট্যালিয়ন।

ক্যানিয়নের ঢালগুলো ভালমত জরিপ করার জন্যে একটা ঝোপের ভেতর গিয়ে বসলাম আমি, ধীরে ধীরে তাকালাম প্রতিটা পাহাড়ের দিকে। হঠাৎ অস্পষ্ট একটা ট্রেইল চোখে পড়ল, শৈলশিরার গা ঘেঁষে চলে গেছে ক্যানিয়নের ওপর পানে। চোখ কচলে নিয়ে ভাল করে তাকালাম সেদিকে। হ্যাঁ...ঠিক, ট্রেইলই তো। বুনো জীবজন্তু বা প্রাচীন ইন্ডিয়ানদের পায়েচলা একটা পথ। আচ্ছা, ঘোড়া চোরেরা কি জানে ওটার কথা?

জায়গা চিনে রাখতে, সযত্নে শৈলশিরার ওপর নজর বোলালাম, কারণ আমি জানি একেক অবস্থান থেকে একেক রকম দেখাবে ওটাকে। তারপর যখন ফিরলাম ক্যাম্পে, আবার তাকালাম ওদিকে। না, ট্রেইলটা আর দেখা যাচ্ছে না।

বুশ কফি বানিয়েছিল, এক কাপ নিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসলাম আমি, সঙ্গীসাথীদের কাছে ডেকে বললাম আমার আবিষ্কারের কথা।

'আমার মনে হয় ওই পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল,' প্রস্তাব দিল মন্টে।

যেখান থেকে ট্রেইলটা দেখতে পেয়েছিলাম, মন্টে আর ওয়েন হার্ডিনকে সেখানে নিয়ে গেলাম আমি। ওটা খুঁজে পেতে বেশ কিছুটা সময় লাগল ওদের।

'তা হলে আজ আর কিছু ঘটছে না,' বললাম। 'আমরা রাতে রওনা দেব।'

ওয়েন হার্ডিন জরিপ করল ট্রেইলটা। 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসছে,' বলল সে। 'আমি বরং একটু ঘুরেফিরে দেখে আসি গিয়ে ওই ট্রেইলের শুরু কোথায়।'

ও চলে যাওয়ার পর, ঘুমিয়ে আর গল্প করে সময় কাটালাম আমরা। প্রত্যেকেই জানি সামনে দুঃসময়।

সন্ধ্যা হয়-হয়, এই সময় ফিরে এল হার্ডিন। 'পেয়েছি!' সহাস্যে ঘোড়া থেকে নামল ও। 'ওদিকে আরেকটা শাখা ক্যানিয়ন আছে, ট্রেইলের শুরু ওখানে। দেখে মনে হলো বহুকালের মধ্যে পা পড়েনি কারও। আমি জানতাম তাই, নইলে বোঝার উপায় নেই ওদিকে কোন ট্রেইল আছে।'

নিভু-নিভু আগুনের পাশে গোড়ালির ওপর বসল হার্ডিন, পট থেকে কফি ঢেলে নিল কাপে। ওর শার্ট ঘামে ভেজা, কাঁটার খোঁচায় এক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে।

'ধন্যবাদ, ওয়েন। আমাদের ঝামেলা বাঁচিয়ে দিয়েছ তুমি।'

'অন্ধকারে তুমি দেখতেই পাবে না,' একমত হলো ও। 'তবে আমাদেরকে সাবধানে এগোতে হবে। ওরা জানার চেষ্টা করছে আমরা কী করছি।'

কফিপান করল হার্ডিন, তারপর গাছের নীচে টানটান শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মিনিটখানেকের মধ্যে। আগুনের ধারে এসে, বালু আর অবশিষ্ট কফিটুকুর সাহায্যে কয়লাগুলো নিভিয়ে দিলাম আমি, ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে পটটা সরিয়ে রাখলাম ছায়ায়। তারপর ফিরে গেলাম গাছতলায়, আমার পিস্তল আর রাইফেলটা পরখ করলাম।

এখন পাহারায় আছে মায়রন ব্রডি। প্রকাণ্ড এক জুনিপারের তেডালায় বসে রয়েছে ও, ঘন লতাপাতার ভেতর অবধি দেখা যায় ওখান থেকে।

ওয়েন ঢুলছিল, হঠাৎ খুলে গেল চোখ। 'ওহ-হো, আরেকটা কথা জানাতে ভুলে গেছি। ওখানে কিছু ট্র্যাক দেখতে পেয়েছি আমি।'

জর্জ চোখ মেলল, কান খাড়া। আমি আমার পিস্তলের সিলিন্ডার ঘোরালাম একপাক, গুলি ভরলাম।

'ট্র্যাক?'

'হ্যাঁ...অল্প কয়েকটা...ছড়ানো-ছিটানো।'

'তারপর?'

'দেখে মনে হলো তোমার ওই ব্লাক স্ট্যালিয়নের ট্র্যাক।'

এখানে...থাকবে নাই-বা কেন? এটাই ওর দেশ, ওর সাবেক চারণভূমির অংশ এই জায়গা।

বুশ উঠে বসল। 'স্বাভাবিক। সুযোগ পেলে, যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফিরে যায় ঘোড়া। ওদের রক্তে বাড়ির টান প্রবল।'

আমার দিকে তাকাল ও। 'তোমাকে তো বলা হয়নি, ওই ব্ল্যাক স্ট্যালিয়নটা সম্পর্কে র‍্যামন কী বলেছে। ওর ধারণা ওটা ভুতুড়ে ঘোড়া। ও না চাইলে, কেউ ওর পিঠে সওয়ার হতে পারবে না।'

'কুসংস্কার,' হার্ডিন বলল, 'ইন্ডিয়ানরা বিশ্বাস করে এসবে।'

'আমি চড়তে পারব কিনা সে-ব্যাপারে কিছু বলেনি র‍্যামন?' জিজ্ঞেস করলাম।

বুশ তার হ্যাটখানা তুলে নিয়ে স্যোএটব্যান্ডটা মুছল, মাথায় দিয়ে টেনে বসাল জায়গামত।

'আলবত বলেছে। ওর ধারণা ঘোড়াটার তোমাকে কোথাও নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আছে।'

তারাখচিত আকাশ মাথায় করে ট্রেইল খুঁজতে রওনা হলাম আমরা। স্নিগ্ধ আবহাওয়া, মাঝেমধ্যে খুরেরশব্দ হচ্ছে পাথরে, ঝোপের গায়ে ঘষা খাচ্ছে আমাদের কাপড়চোপড় আর স্যাডল। ঝরনাতীরবর্তী ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে খাড়া একটা চড়াইয়ের দেখা পেলাম।

আগাছার মাঝ দিয়ে পথ করে, এককাতারে চড়াইয়ের ওপর পানে এগিয়ে চললাম আমরা। কোন ঘোড়া এদিকে এর আগে আসেনি কখনও, অন্য কোনও জীবজন্তুর ট্র্যাকও চোখে পড়ছে না। বিপদের আশঙ্কায় টানটান হয়ে আছে আমাদের স্নায়ু, দেখেশুনে সাবধানে পা ফেলছি।

অগণিত ধূসর পাহাড়পর্বতের মাঝে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ওকঝাড়গুলোকে মনে হচ্ছে যেন জমাট অন্ধকারের দ্বীপ। শেষমেশ সরু একটা শৈলশিরার মাথায় পৌঁছুলাম আমরা, বাঁয়ে আলগা পাথরের একটা স্তূপ দেখতে পেলাম। ঘোড়া থেকে নেমে চ্যাপটামত একটা পাথর কুড়িয়ে নিলাম আমি, নিক্ষেপ করলাম স্তূপে।

'ওটা আবার কী জন্যে?' জানতে চাইল হার্ডিন।

'প্রাচীন ইন্ডিয়ানরাও করত একসময়। এভাবে অর্ঘ্য দিত পথের দেবতাকে।'

'তুমি বিশ্বাস করো এসব?'

'কাজটা করতে আমার ভাল লাগে।' একটুক্ষণ আমার ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, হাত স্যাডলে, 'ওদের প্রতি আমার একটা টান আছে। মানে প্রাচীন দেবতাদের প্রতি। ব্যাপারটা ওদের জন্যে নিশ্চয় খুব কষ্টের–আজকাল কেউ আর ভক্তিশ্রদ্ধা করে না।'

'আমার তরফ থেকেও তা হলে দাও একটা,' অনুরোধ করল হার্ডিন। 'এসময় সম্ভাব্য সবার সাহায্য আমাদের প্রয়োজন হবে।'

কমপক্ষে বারোজনের বিরুদ্ধে আমরা মোটে পাঁচজন, তাও শত্রু ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে লড়তে হবে।

খাড়া ঘেসো পাথরসংকুল ঢাল ধরে সরু একটা নালায় নেমে এলাম আমরা, কোনাকুনিভাবে এগোলাম বিপরীত চড়াইয়ের দিকে। মাঝে-মধ্যে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হচ্ছিল ট্রেইল, একবার যখন এভাবে পথ হারিয়ে ফেললাম, মন্টে একটা নালার প্রায় শ-গজ নীচে দুটো পাথর দেখতে পেল, একটার ওপর আরেকটা বসানো। ওই পথ ধরলাম আমরা, আবার দেখা পেলাম ট্রেইলের। হঠাৎ কান খাড়া করল আমার ঘোড়া, উত্তরে তাকাল, বোকের পাটা ফুলে উঠল। আমি ধমক দিলাম ওকে, ঘোড়াটা সবেগে মাথা নাড়িয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল।

ইতিমধ্যে ফরসা হতে শুরু করেছে আকাশ। রাশ টেনে বাতাসে কান পাতলাম সবাই, ক্ষীণ লাকড়ি-পোড়া গন্ধ পেলাম। তারপর দুটো ধাতব বস্তুর পরস্পর ঠোকাঠুকির আওয়াজ।

'কাছেই,' ফিসফিস করে বলল ব্রডি। 'শ-দুয়েক গজের বেশি হবে না।'

হঠাৎ দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল ট্রেইল, একটা শাখা সটান নেমে গেছে অন্ধকারাচ্ছন্ন বড়সড় একটা গর্তের ভেতর, এবং সেখান থেকে চওড়া ক্যানিয়নে গিয়ে ঢুকেছে। ঝরনা রয়েছে ওখানে, পানিতে রোদের ঝিলিমিলি। আমাদের প্রত্যেকের হাতে রাইফেল, পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে গর্তের ভেতর তাকালাম আমরা, খাড়া পায়েচলা একটা পথ আছে, নামা সহজ নয়, পা দিলেই পাথরধস শুরু হবে। টের পেয়ে যাবে শত্রুপক্ষ।

স্যাডল থেকে নেমে কিনারে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি, নীচে তাকালাম। ঘোড়া পারবে, কিন্তু মানুষ নয়। অর্ধেক পথ পেরোনোর আগেই শত্রুর বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে শরীর। ধীরে ধীরে পথের সন্ধান করতে লাগল আমার চোখ।

পায়ে হেঁটে নামতে পারবে একজন, যদি যথেষ্ট হুঁশিয়ার হয় সে। অস্পষ্ট একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। হাসছে কেউ। আমাদের ঠিক নীচেই রয়েছে ওরা। তবু,

রাইফেল হাতে যদি নামতে পারি... বোধহয় ওদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারব, আর সেই ফাঁকে গর্তে নেমে যাবে আমার বন্ধুরা।

পাহাড়ের গায়ে ওকগাছ আছে কিছু। নামার সময় আমাকে খেয়াল রাখতে হবে কোনও নুড়ি পাথর যেন আচমকা গড়াতে শুরু না করে। এমনকী একটা পড়লেও হুঁশিয়ার হয়ে যাবে ওরা, সেক্ষেত্রে আমি সহজ টার্গেটে পরিণত হব।

চারপাশ জরিপ করে আমার পথ খুঁজে পেলাম আমি। তবে অন্যরা যদি সফলকাম হতে না পারে, আমি ফাঁদে পড়ব। ধীরপায়ে ঘোড়ার কাছে ফিরে এলাম, বুটজোড়া খুলে মোকাসিন পরলাম।

'তোমার মতলবটা কী?' জানতে চাইল ব্রডি।

'একা একজন নামতে পারবে। আমি আটকে রাখছি ওদের, সেই অবসরে তোমরা নেমে যাবে।'

কেশে নিজের গলা সাফ করল জর্জ বুশ। 'বাছা, আমিই বরং যাই। এসব কাজে আমার দক্ষতা আছে।'

গাছপালার ফাঁক দিয়ে মুহূর্তের জন্যে একটা সোরেলকে চোখে পড়ল। দুকদম এগোতেই দেখতে পেলাম ঘোড়াগুলোকে, ছোট্ট একটা বক্স ক্যানিয়নের ভেতর আটকে রাখা হয়েছে। ক্যানিয়নের আরেকটু উজানে, কোরালের শেষপ্রান্তে বেড়া রয়েছে, ঝোপঝাড় আর গাছের।

কোন লোক যদি...

'জর্জ?' হাত ইশারায় জায়গাটা দেখালাম আমি। 'কেউ যদি ওখানে নেমে গিয়ে গেট খুলে দিতে পারে—'

'হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসবে ঘোড়াগুলো, এবং ওদের মাঝখান দিয়ে চলে যাবে সোজা,' আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল ব্রডি।

'এবং আমরাও আমাদের ঘোড়া পেয়ে যাব,' বুদ্ধিটা সমর্থন করল হার্ডিন।

শৈলশিরার পাশ দিয়ে সামনে কোথায় যেন গিয়েছিল মন্টে ম্যাককায়া। এবার ফিরে এল সে। 'ওখানে,' হাত তুলে জায়গাটা দেখাল, 'ক্যানিয়নের ওপরের অংশে নামার একটা পথ আছে মনে হলো। সম্ভবত ঘোড়ায় চেপেই নামা যাবে। খাড়া ঢাল, তবে ওদের ক্যাম্প থেকে দূরে, আর এটার মত এতটা দুরারোহ নয়।'

'আমার ঘোড়াটাকে নিয়ে যাও তোমরা,' অনুরোধ করলাম। 'আমি এ-পথেই যাচ্ছি।' একটু থেমে যোগ করলাম, 'আমরা সবাই জানি কী ঘটতে পারে। সুতরাং কেউ যদি দলছুট হয়ে পড়, সোজা ফিরে যাবে শহরে; আর যদি ঘোড়াগুলোকে উদ্ধার করতে পার, ওদের সঙ্গে থাকবে।'

আমার ঘোড়ার লাগামটা হাতে নিল মন্টে। 'চল, যাওয়া যাক,' প্রস্তাব দিল ও, এবং আমাকে একা রেখে ধীরকদমে বিদায় নিল ওরা।

ভোরের কমলা আলোয় একমুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। আকাশ ঈষৎ মেঘলা। এখনও প্রকৃতি ঠাণ্ডা, চারদিকে তাকালাম আমি, শ্বাস টানলাম বুকভরে। তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালাম বুড়ো একটা ওকগাছের পাশে, যে-পথে নামতে হবে তাকালাম সেদিকে। ডান হাতে রাইফেল নিয়ে আগে বাড়লাম আমি, মেপে মেপে পা ফেলছি।

ধূসর ধূলিমলিন মাটি আর পাইন পাতা স্পর্শ করল আমার মোকাসিন। এগুলো ডিগার পাইনের পাতা, একেকটা আট-দশ ইঞ্চি লম্বা। পায়ে পায়ে প্রায় পঞ্চাশ ফুট নীচে নেমে গেলাম আমি, প্রকাণ্ড এক ওকগুঁড়ির পেছনে ঘাপটি মেরে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম সামনে।

ছোট্ট ক্যাম্পফায়ারের ধারে আড্ডা মারছে তিন লোক। একটু তফাতে রয়েছে আরও দুজন, তাস পিটছে কম্বল পেতে। প্রত্যেকেই সশস্ত্র, সবকটা রাইফেল নাগালের ভেতর রয়েছে। আগুনে কফিপট চাপানো আছে একটা, শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে কোনমতেই ওখানে পৌঁছুনো যাবে না। তা হলে এখানে বসে আমি করছিটা কী?

আর সবাই কোথায়? আরও অন্তত পাঁচজনকে হিসেবে ধরেছি আমি। চাই কী, ডজনখানেকও থাকতে পারে, আবার এমনও হতে পারে আর কেউ নেই।

এসব পরিস্থিতির সমস্যা একটাই: কেবল সামনে এগিয়ে যেতে হয়, ফেরার পথ থাকে না। এখন যেখানে অপেক্ষা করছি আমি সেখান থেকে ওদের ক্যাম্প শ-গজ দূরে হবে, যার পঞ্চাশ গজেরও বেশি ভয়ঙ্কর খাড়া।

যে-পথে যেতে হবে, সেটা জরিপ করলাম এক হাঁটু মাটিতে নামিয়ে, তারপর চট করে সরে গেলাম সুবিধেজনক আরেকটা অবস্থানে। এখানে আড়াল বেশি, গুঁড়ি ছাড়াও গাছের ভাঙা ডালপালা রয়েছে।

হঠাৎ আমার পাশ দিয়ে একটা পাথর গড়িয়ে পড়ল। সচকিত হয়ে, ওপরে তাকালাম আধপাক ঘুরে, দেখলাম ঢাউস সমব্রেরোমাথায় এক মেক্সিক্যান রাইফেল তাক করছে আমার দিকে।

পেছন ফিরতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়েছিলাম আমি, ধপাস করে পড়ে গেলাম মাটিতে। সশব্দে গর্জে উঠল ওপরের রাইফেল। বাম কনুইয়ের ওপর ঝটিতি কাত হলাম আমি, ট্রিগার টিপলাম আমার রাইফেলের। মাত্র ত্রিশ ফুট দূরে ছিল মেক্সিক্যান, আমার বুলেটটা বুক পেতে নিল।

গড়িয়ে আমার দিকে চলে এল সে, আমি পথ ছেড়ে দিলাম, তারপর ঘুরে মুখোমুখি হলাম ক্যাম্পের।

ক্যানিয়নের দিক থেকে চিৎকার আর একপশলা গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে এল, পরমুহূর্তে ক্যাম্প বরাবর গুলি ছুঁড়তে লাগলাম আমি। আগুনের ধার থেকে তড়াক করে উঠে দাঁড়াচ্ছিল এক লোক, আমার বুলেটের আঘাতে ধূলিশয্যা নিল। জায়গা বদল করে, জুয়াড়িদের একজনকে গুলি করলাম, এবং ও আমাকে। শুরুতে দুজনেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলাম আমরা, তারপর আমার বুলেটে ওর পা গুঁড়িয়ে গেল।

এবার আমি উঠে দাঁড়ালাম ঝট করে, দু-পা সামনে দিয়ে ঢাল ঘষটে নেমে গেলাম ক্যাম্পের দিকে। একটা বুলেট কাছেই একটা গাছের কাণ্ডে আঘাত হানল, কিছু ছালবাকল ছিটকে এসে পড়ল আমার চোখে আর মুখে। সমতল জমি স্পর্শ করল আমার পা, অবিরাম গুলি ছুড়তে ছুড়তে ঢুকে গেলাম ক্যাম্পে।

বুনো একটা চিৎকার ভেসে এল মূল ক্যানিয়ন থেকে, বাঁধভাঙা স্রোতের মত পাশ কাটিয়ে চলে গেল ঘোড়াগুলো। এক লোক বাধা দেয়ার প্রয়াস পাচ্ছিল, আমি গুলি করে ওর খুলি ফুটো করে দিলাম। জনাকয়েক ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেলাম আমি, ক্যানিয়নের ভেতর থেকে আরেক পশলা গোলাগুলির শব্দ ভেসে এল, আমি চকিতে

চারপাশে নজর বোলালাম।

দুজন লোক পড়ে রয়েছে মাটিতে। আরেকজন কাতরাচ্ছে নিজের পা চেপে ধরে। একটা ঘোড়ার নাগাল পাওয়ার লক্ষ্যে আমি ছুট দিলাম ক্যানিয়নের ভাটিতে।

নীচে থেকে লোকজন ছুটে আসছে ওপরে, ঘুরে ফের ক্যানিয়নের উজানে ছুটলাম, যেভাবে হোক একটা ঘোড়ার নাগাল পেতে চাইছি। কিন্তু নেই একটাও।

মোড় ঘুরতেই, এক মেক্সিক্যানের লাশ চোখে পড়ল আমার, এবং এর অদূরে ব্রডির।

একনজরেই বুঝলাম ব্রডিও মারা গেছে। লোকজনের আসার শব্দ পাচ্ছি আমি, দৌড়তে শুরু করলাম আবার, নরম বালুর ওপর দিয়ে যাচ্ছি যাতে কোনরকম আওয়াজ না হয়। দেয়ালের গায়ে ফাটল দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়লাম সেখানে, দম নিতে থামলাম একমুহূর্ত, তারপর ক্যানিয়ন টপকানোর উদ্দেশে ওপরে উঠতে শুরু করলাম ছড়ানো-ছিটানো পাথরের মাঝ দিয়ে পথ করে।

ব্রডি মারা গেছে! বড্ড ভাল মানুষ ছিল ও, সৎ মানুষ।

দম নিতে ফের থামলাম আমি। ওরা কি জানে এখনও কাছেপিঠে রয়েছি আমি, হাঁটাছি? যদি জানে, শিগগিরই ঘিরে ফেলবে আমাকে। আমার রাইফেল আর কার্তুজ-বেল্টটা পরখ করলাম একবার। তারপর যথাসম্ভব আড়ালে আড়ালে চলে ক্যানিয়নের ওপর পানে রওনা হলাম। এ-মুহূর্তে আমার একটাই চিন্তা: পালাতে হবে, ঘোড়া ধরতে হবে একটা।

ব্রডি তো মারা গেছে...আর অন্যরা? আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু জর্জ এখন কোথায়? যে-পথে উঠে যাচ্ছি আমি, একসময় সেটা পাহাড়ি নালা ছিল। শিগগিরই আমি পৌঁছে যাব শৈলশিরার চূড়ায়। তখন শত্রুদের কেউ কি ওত পেতে থাকবে ওখানে?

চূড়ার সামান্য নীচে গাছতলায় বসে পরিস্থিতি বিচার করলাম। আমাকে দেখে ফেলেছে ওরা, সন্দেহ নেই, চিনেওছে। জখমি পায়ের লোকটা যদি ইতিমধ্যে রক্তক্ষরণে পটল তুলে না থাকে, আমার পরিচয় ফাঁস করে দেবে, এবং শত্রুরা জেনে যাবে আমি এখানেই আছি এবং সাথে ঘোড়া নেই।

আমার খোঁজে ধেয়ে আসবে ওরা। ঘোড়া হারাতে ওদের আপত্তি নেই, কিন্তু আমাকে হাতছাড়া করতে চাইবে না।

ঘাড় ফিরিয়ে ট্রেইলের দিকে তাকালাম, পাথরের মাঝে অদৃশ্য হয়েছে, কিছুদূর সামনে ঘেসো জমিতে বেরিয়েছে আবার। নীচের ক্যানিয়নের ফাঁদ থেকে পালানো কঠিন হবে। এখন আমি যেখানে সেই ন্যাড়া পাহাড়ে লুকানোর জায়গা নেই। কমপক্ষে জনাআটেক ঘোড়সওয়ার খুঁজে ফিরছে আমাকে, অথচ আমি বাহনহারা। এমুহূর্তে আমার যা প্রয়োজন তা হলো অবিলম্বে দূরে কোথাও চলে যাওয়া। আমি দৌড়তে শুরু করলাম প্রাচীন ট্রেইল ধরে, মনে আশা এই পথ আমাকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাবে।

ঘোড়াগুলো জর্জ, মন্টে আর হার্ডিনের তত্ত্বাবধানে রয়েছে, ওরা ওদেরকে লস এঞ্জেলেস আর নয়তো র‍্যাঞ্চে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। হয়তো আমার খোঁজে ফিরে আসবে আমার বন্ধুরা, তবে তা না এলেই মঙ্গল করবে নিজেদের।

দম নিতে মুহূর্তের জন্যে থামলাম পথে, তাকালাম পেছনে। এখনও দেখা যাচ্ছে

না কারোকে। মিস্ ডায়ানা, আন্ট এলেনা, অ্যানাবেল...ওদের কথা ভাবলাম। ওরাই আমার পরিবার। হ্যাঁ, অ্যানাবেলও।

ওকে ভালবেসেছিলাম আমি। এখনও বাসি।

ঘুরে, স্ফটিকস্বচ্ছ ভোরের আলোয় ছুটতে শুরু করলাম। উদিত সূর্যের দিকে মুখ করে।

আমার পেছনে, ধাবমান ঘোড়ার খুরের নিনাদ...

তেরো

এখানেই কি তা হলে অবসান হবে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার? মরুভূমির ওপরের এই পার্বত্য এলাকায়? এ-ই কি আমার নিয়তি, শত্রুর হাতে মরণ? আমার মা-বাবার আত্মত্যাগ কি শেষপর্যন্ত এখানে নিয়ে এসেছে আমায়?

তবু আমি পালাতে লাগলাম, ভয়ে নয়, লড়াই করার জন্যে সুবিধেজনক একটা অবস্থানের সন্ধানে। অতীতে বহুবার দৌড়েছি আমি, আমার বন্ধু মরুবাসী ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে। তাই ফুসফুসে চাপ পড়ছে না, তবে রাইফেলটাকে বোঝা মনে হচ্ছে, কিন্তু আমি নিরুপায়, অস্ত্রটা প্রয়োজন হবে।

এক মাইল, দুই। বড় বড় পাথরচাঁইয়ের মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে চললাম আমি। উঁচু এক শৈলশিরার মাথায় উঠে যখন তাকালাম পেছন ফিরে, দেখলাম আসছে ওরা, কাতারবেঁধে। ছজনকে গুনলাম আমি, পেছনে আরও রয়েছে।

'তোমরা ধরতে চাও আমাকে,' বললাম চেঁচিয়ে, 'বেশ, ধর তা হলে।'

সাবলীল গতিতে দৌড়চ্ছি আমি, জানি অনায়াসে এভাবে আরও কয়েক মাইল পাড়ি দিতে পারব। এও জানি, ঘোড়া আরও জোরে ছুটতে পারে, কিন্তু দূরের রাস্তায় বেশি জোরে ছোটাতে গিয়ে সওয়ারি অনেক সময় মেরে ফেলে তার বাহনকে। বিশেষ এক উদ্দেশে, এবার সরে গেলাম প্রাচীন ট্রেইল থেকে, আরও দুর্গম পাহাড়ি পথ ধরলাম।

এখন যে-পথে যাচ্ছি তার এখানে-সেখানে আকাশ পানে মাথা তুলেছে বন্ধুর সব পাহাড়, গাছপালা বলতে আছে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কিছু বুড়ো সিডার আর চোলা ক্যাকটাস। প্রায় মরুভূমির কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা, দক্ষিণে আছে ভয়ঙ্কর সেই মোহাভে, যোজন-বিস্তৃত, তারপর মিলিত হয়েছে কলোর‍্যাডো মরুভূমির সাথে।

ভোরের প্রশান্ত আমেজ বিদায় নিয়েছে এখন, তাপ বাড়ছে ক্রমশ। চকিতে ডান দিকে ঘুরেই, খাড়া ঢাল বেয়ে ক্যাকটি ঝোপের ভেতর নেমে গেলাম আমি, শুষ্ক একটা নালা পেরিয়ে উঠে এলাম পাথরের অরণ্যে। এবং যা খুঁজছিলাম এতক্ষণ, গুটিকতক পাথরচাঁই আর বুড়ো এক সিডারের আড়ালে পেয়ে গেলাম তা।

আমার প্রত্যাশার চেয়েও বেশিকিছু রয়েছে, মায় ওঅটর হোল পর্যন্ত। প্রথমে ঠোঁট ভেজালাম পানিতে, তারপর চুষলাম জিভ দিয়ে। অপেক্ষা করছি আমি, রাইফেলের নল পাথরের ওপর রেখে।

অচিরেই শুনতে পেলাম ওদের আসার শব্দ, ধীর হয়ে এসেছে খানিকটা, তবে আসছে। সামনের পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক ঘোড়সওয়ার, আমি আস্তে করে ট্রিগারটা টেনে দিলাম।

আমার লক্ষ্য কারোকে খুন করা নয়, আমি চাইছিলাম ওদের দলে যেন আহত কেউ একজন থাকে, যার সেবাশুশ্রূষার জন্যে, সামান্য হলেও, সময় নষ্ট করতে বাধ্য হয় ওরা।

লোকটা যখন পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে তখন প্রায় তিনশো গজ ছিল আমাদের ব্যবধান, আমি গুলি করলাম ওর কাঁধে। বুলেটের ধাক্কায় প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল সে, কাত হয়ে গেল স্যাডলের ওপর। এলোপাতাড়ি আরেকটা গুলি ছুড়েই ওখান থেকে পিছু হটলাম আমি, পাথর টপকে ঢুকে গেলাম গাছপালার ভেতর।

এবার আর ওরা দৃষ্টিসীমায় পাবে না আমাকে, কারণ ঢাল এখানে খাড়া, পাহাড়ের গা দেখতে হলে ওদেরকে অন্তত আরও শ-গজ সামনে আসতে হবে। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একটা ট্রেইলের হদিস পেয়ে গেলাম, এর আগে যেটা অনুসরণ করছিলাম সম্ভবত তারই কোন শাখা হবে।

একটু দোনোমনো করলাম আমি, এ-পথ মরুভূমিতে চলে গেছে, আমার কাছে ক্যান্টিন নেই, ওদের কাছেও, আমি নিশ্চিত। তবে কিনা আমি একা, প্রয়োজন অল্প পানির, আর ওরা অনেক।

আহত লোকটিকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হবে? নাকি ওদের সঙ্গেই তাল মেলানোর চেষ্টা করবে সে?

পাহাড়ের গা ঘেঁষে অস্পষ্ট যে-ট্রেইল ধরে এগোচ্ছি আমি, ক্রমশ ঢালু হয়ে যাচ্ছে সেটা, আবার মাঝেসাঝে খাড়াও হচ্ছে। আমি মন্থর করলাম চলার গতি। বিশ্রাম নিতে থামলাম বার কয়েক।

দুপুর নাগাদ পৌঁছুলাম মরুভূমির কিনারে। আকাশ নির্মেঘ, নীল। ধরিত্রী উত্তপ্ত।

শত্রুদের ধকল কম হবে আমার চেয়ে, আর ঘোড়াগুলোর বেশি, তবু ওরা এখন, বারেকের জন্যে হলেও, ভাববে কী আছে সামনে। আমি যে-পথে এসেছি সেটা বেশ আঁকাবাঁকা, কয়েক জায়গায় হারিয়ে গেছে ঝোপঝাড় আর পাথরের ভেতর, কিন্তু এর গন্তব্য পরিষ্কার। মরুভূমিতে গেছে, এবং যারা সেখানে যাবে পানির প্রয়োজন পড়বে তাদের।

গুটিকতক পাথরের পেছনে থেমে, ব্যাক ট্রেইল জরিপ করলাম আমি। ব্যবধান কমিয়ে আনছে প্রতিপক্ষ।

এখন আমি ক্লান্ত, শ্রান্ত। বিশ্রাম দরকার, তবে না নিয়েও চলতে পারব। শত্রুরা পরিচালিত হচ্ছে একজন মানুষের আক্রোশের দাপটে; আর আমি বাঁচার তাগিদে।

আবার থেমে পেছনে তাকালাম, প্রতিপক্ষের সাথে আমার দূরত্ব আর ওদের শক্তি বোঝার চেষ্টা করলাম। সহসা হাসি পেল আমার। ওরা মরুভূমিতে আসছে, ওদের বাঁচা-মরা এখন আমার হাতে।

এটাই আমার পৃথিবী—এই ঊষর নির্জন প্রান্তর, এই অনন্ত নৈঃশব্দ্য, এই তাপ-তরঙ্গের নাচ আর নিষ্ঠুর পাহাড়ি খাঁজের দেশ। প্রখর সূর্যের তাপে পাথরও কালো হয়ে যায় এখানে, ওরা যদি পিছু নেয় আমার, ওদের হাড়গোড়ের দশাও তাই হবে।

এখান থেকে আরও দক্ষিণে, আরেক মরুভূমিতে আমার বাবা-মাকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওরা, কিন্তু তাঁরা রক্ষা পেয়েছিলেন। এবার আমিও পাব।

চোখ কুঁচকালাম রোদের তাপে, দেখলাম শেষ ঢাল বেয়ে নেমে আসছে ওরা। একটা নালায় নেমে গেলাম আমি, উননের মত তেতে আছে তলদেশ। ইচ্ছেকৃতভাবে এগোলাম ট্রেইল রেখে। ওদেরকে সুযোগ দিলাম অনুসরণ করার।

বালিয়াড়ির চড়াইতে ওঠার সময়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলাম একবার। এটাও ইচ্ছেকৃত, যাতে ওরা ভাবে আমাকে বাগে পাওয়া গেছে। কিন্তু আদপে আমি একা নই, কারণ এই মরুভূমিই নিঃসঙ্গ দেবতাদের আবাস, এবং ওরা আমার বন্ধু। মরুভূমি নিজেও আমার বন্ধু।

'আয়!' কায়মনোবাক্যে ডাকলাম। 'আমাকে অনুসরণ কর!'

তবু মেঘের ছায়ায় যখন নালা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম, তখন দেখলাম পাহাড়ের গোড়ায় থেমে ইতস্তত করছে দুর্বৃত্তরা। তর্ক চলছে নিজেদের মধ্যে, আমি নিশ্চিত। সামান্য হলেও, অনীহা দেখা দিয়েছে। কে জিতবে...সাবধানতা না বিদ্বেষ?

একজন ফিরতি পথ ধরল, অন্যরা এগোল। সম্ভবত আহত লোকটাই হবে। নাকি ওদের মধ্যে যে বেশি বুদ্ধিমান সে?

চারদিক ধু-ধু। মাথার ওপর সূর্য আগুন। প্রতিপক্ষের চেয়ে মাইল কয়েক এগিয়ে রয়েছি আমি, এসময়ে এর প্রতিটি ইঞ্চিই আমার জীবনের জন্যে মহামূল্যবান। আমার শার্ট ঘামে ভেজা, তবে এতে সুবিধাও পাচ্ছি একটা, যখনই হাওয়া বইছে জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর। পাহাড়পর্বতের ভেতর বাঁক নিয়ে, গর্ত খুঁজতে শুরু করলাম আমি। অধিকাংশই শুকনো; শেষমেশ আধো-ছায়াচ্ছন্ন একটা গর্তের দেখা পেলাম, গ্যালন দুয়েক পানি সমেত। ঠোঁট ছোঁয়ালাম প্রথমে, তারপর চুষলাম। খানিক জিরিয়ে নিয়ে পান করলাম এক ঢোক। এরপর মুখ আর ঘাড় ধুলাম আমি, রওনা হলাম ফের।

ইতিমধ্যে আরও কাছে এসে পড়েছে ওরা, কিন্তু ওদের পানির দরকার হবে, অথচ একফোঁটাও নেই। ঘুরে, ছড়ানো-ছিটানো পাথরের পাশ দিয়ে এগোলাম, মরুভূমিতে নামলাম। আমার হিসেব ঠিক হয়ে থাকলে, এখন যেখানে আছি সেখান থেকে বেডরক স্প্রিং মাইল দশেক হবে। উত্তরপশ্চিম দিকে, আমার পথ থেকে খানিকটা তফাতে, তবে পানি মিলবে ওখানে।

আমি এগোলাম, রেড মাউন্টিনকে ডানে রেখে। সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক যদি আমি হতাম, সূর্যাস্তের আগে কিছুতেই আর নড়তাম না ছায়া ছেড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিস্থিতি আমার প্রতিকূলে।

এগিয়ে চললাম নাগাড়ে। মাঝেসাঝে বিগর্হন ভেড়া আর কয়োটের ট্র্যাক দেখতে পাচ্ছি। একবার পেছনে ঘাড় ফেরাতে চোখে পড়ল অনেক কাছে এসে গেছে শত্রুরা। লম্বা পায়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিলাম আমি। গরম বাতাসে অসাড় হয়ে গেল আমার ফুসফুস, অচিরেই হাঁপাতে লাগলাম, হাঁটতে শুরু করলাম অগত্যা।

পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, ওরা থেমে গেছে। জটলা পাকিয়েছে এক জায়গায়, নিশ্চয় তর্ক করছে। এখন যদি ফিরে যায়, হয়তো সন্ধ্যার আগে পানির কাছে পৌঁছুতে পারবে...যদি সহায় হয় ভাগ্য।

দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চললাম আমি। কোথাও কোথাও বালু বেশ গভীর, তবে

যখন সম্ভবপর হচ্ছে ট্রেইলে গিয়ে উঠছি কারণ সুদীর্ঘ ব্যবহারে মাটি ওখানে শক্ত। যাত্রাপথ সামান্য বদল করে, পাহাড়ের ছায়ায় ছায়ায় সোজা বেড রক স্প্রিংয়ের দিকে এগোচ্ছি আমি। যখন রেড মাউন্টিনের ছায়া থেকে বেরোলাম তখন দেখলাম আমার সামনে ডোম পীক। ঝরনাটা এর ঠিক পেছনেই কোথাও হবে।

ফের ব্যাক ট্রেইলের দিকে তাকালাম আমি। দুজন ঘোড়সওয়ার এখনও অনুসরণ করছে; বাকি সবাই ফিরে গেছে। নিঃসন্দেহে এই দুজন সবসময় চোখে চোখে রাখতে চাইবে আমাকে, আর অন্যরা ফিরে গিয়ে তাজা ঘোড়া আর পানি নিয়ে আসবে।

ট্রেইল এখানে বাঁক নিয়ে উত্তরপুবে চলে গেছে। দিনের শেষ আলো বিদায় নিতে আর বেশি বাকি নেই, আমি ক্লান্ত, কিন্তু জানি কী করতে হবে এখন। ডম মাউন্টিনের কাছে এসে অকস্মাৎ লাভা প্রান্তরে ঢুকে গেলাম, এবং তারপর, যাতে কোন ট্র্যাক না থাকে, পাহাড়ের ধার ঘেঁষে পুব দিকে ঝরনা অভিমুখে এগোলাম।

পাথুরে ঢাল থেকে নেমে, ঝরনার আশপাশের এলাকা জরিপ করলাম আমি। প্রতিপক্ষে এমন কেউ থাকা বিচিত্র নয় যে এই মরুভূমিকে বেশি চেনে আমার চেয়ে, এবং তেমন হলে এখানে ওত পেতে থাকবে সেই লোক। মিনিট কয়েক পর যখন তিনটে বিগর্হন ভেড়া চোখে পড়ল, স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি।

ঝরনায় পৌঁছে তেষ্টা নিবারণ করলাম। পানিটা ঘোলাটে তবে ঠাণ্ডা, আর এসময়ে ভেজা যে কোন জিনিসই আমার কাছে লোভনীয়। রাইফেলখানা নাগালের মধ্যে রেখে, প্রতীক্ষায় বসলাম আমি ওরা যদি ধরতে চায় আমাকে, শুধু এখানে আসার অপেক্ষা।

গেল আধমাইল পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটেছি আমি, কোন ট্র্যাক না রেখে। এর আগের একটা মাইলেও সামান্যই রয়েছে, তবে কিনা ওরা দুজন, একটু ঘুরেফিরে হয়তো অনুমান করে নিতে পারবে আমার গন্তব্য কোথায়। আর তা ছাড়া ঘোড়া দুটো যে পানির গন্ধ পাবে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

গুটিকতক পাথরের ওপরে একটা সমব্রেরো জেগে উঠল। আমি বুলেট ঢুকিয়ে দিলাম ওতে, হ্যাটটা অদৃশ্য হলো।

একটু সরে বসলাম আমি, অপেক্ষা করছি, কিন্তু নতুন কিছু ঘটল না। সব নীরব-নিথর। পানির কাছে পৌঁছুতে চাইবে ওরা, কিন্তু সেজন্যে অন্ধকার অবধি ধৈর্য ধরতে হবে, এবং সেই সাথে চাই বুকের পাটা।

থমথমে পরিবেশ। পাথরের ওপর ঘোড়া দুটোর নড়াচড়ার আওয়াজ হচ্ছে, এত কাছে এসেও পানি খেতে না পেয়ে অস্থির হয়ে পড়েছে বেচারারা। আমাদের চারপাশে অন্ধকার তার ছায়া মেলে ধরল। আবার পানি খেলাম আমি, রাইফেলে হাতে সরে গেলাম অন্ধকারের ভেতর।

আমার সামনে নিচু, এবড়োখেবড়ো পাহাড়। আঁধার নামার বহু আগেই পথের নিশানা হিসেবে চোখা একটা পাথর চিনে রেখেছিলাম, জানি এখন আমি সেদিকেই যাচ্ছি। যখন এই নিচু পাথুরে শৈলশিরা অতিক্রম করব, রাতের আকাশের পটভূমিতে আমার চোখে পড়বে পাইলট নব।

আমি কোথায় গেছি না জেনে, অন্ধকারে পানির কাছ থেকে নড়বে না ওরা। এবং বেড রক স্প্রিংয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিলেও ভোরের আগে নয়। বালুর ওপর শুয়ে, আমি

ঘুমিয়ে পড়লাম।

শীত জাগিয়ে দিল আমায়। হাত-পা সব অসাড় হয়ে গেছে। ঘুম আর অবসাদে ঢুলতে ঢুলতে, গড়িয়ে উঠে বসলাম আমি।

আকাশ একদম পরিষ্কার, তারাগুলো দারুণ উজ্জ্বল। কান পেতে কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। কষ্টেসৃষ্টে উঠে, রাইফেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম একটুক্ষণ। ধবধবে সাদা দেখাচ্ছে বালু, আর গ্রীজউড ঝোপঝাড় নিরেট কালো। অবসন্ন পায়ে আমি হাঁটা দিলাম পাইলট নবের উদ্দেশে।

কাউইয়াদের সঙ্গে আমার আলাপসূত্রে আমি জানি পাইলট নব মাইল দশেকের পথ হবে, তবে ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে সঠিক দূরত্ব কখনোই জানা যায় না। তবু অনুমান করলাম, ভাগ্য ভাল হলে, সূর্য উঠতে উঠতে পৌঁছে যাব ওখানে, আর আমার শত্রুরা ভোরের আগে শুরু করবে না তাদের ধাওয়া। সবে দিগন্তের ওপর উঁকি দিয়েছে সূর্য, এই সময় পাইলট নবে পৌঁছুলাম আমি, পানি খেলাম ক্ষুদ্র একটা ঝরনা থেকে।

আমার মূল লক্ষ্য যারা আমাকে খুন করতে চাইছে তাদের কবল থেকে পালানো। কিন্তু সেই সাথে নিজের শক্তিও সঞ্চিত রাখতে হবে আমাকে। সামনে কোন বিপদ রয়েছে জানি না, তবু আমি ঝুঁকি নিচ্ছি এই ভরসায়, এই মরুভূমি ওদের চেয়ে আমার বেশি চেনা। একটা ব্যাপার ভাবিয়ে তুলেছে আমাকে: যারা ফিরে গেছে তারা কী করছে? ছুটি নিয়েছে একেবারে? তাজা ঘোড়া আর পানি আনতে গেছে? নাকি কোন মতলব আঁটছে, যাতে আমাকে ফাঁদে ফেলতে পারে?

আমার পরবর্তী গন্তব্য ইন্ডিয়ান স্প্রিং। ওই জায়গা খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না। তবে যারা আমায় অনুসরণ করছে, এবার আমি তাদের ধ্বংস করতে শুরু করব।

দুপুর নাগাদ ইন্ডিয়ান স্প্রিংয়ে হাজির হলাম আমি। জায়গাটা অসংখ্য বোল্ডার আর উঁচু ঝোপঝাড়ে ঘেরা। জানা না থাকলে বোঝার উপায় নেই এখানে পানি আছে।

পানির ধারে হাঁটু গেড়ে বসে, ঠোঁট ভেজালাম আমি, চেটে নিলাম জিভ দিয়ে। তারপর ঘাড়, মুখ আর বুক ধুলাম। পানি খেলাম। ঝোপের ছায়ায় বসে আঁজলা ভরে নিয়ে বার কয়েক পানি ঢাললাম গায়ে, মাথায়। পাশাপাশি, মাঝে মাঝে হামাগুড়ি দিয়ে পাথরের কিনারে গিয়ে আমার ব্যাক ট্রেইলও জরিপ করলাম। শেষমেশ একসময় দেখা পেলাম ওদের। এমনকী এতদূর থেকেও স্পষ্ট বুঝলাম হাঁটছে ওরা, ঘোড়াগুলোকে টেনে আনছে লাগামে ধরে। মাথা গুনলাম।

পাঁচ...পাঁচ?

তারমানে যারা চলে গিয়েছিল কাল, তাদের তিনজন আজ ফিরে এসেছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আমার আশ্রয়স্থলটিকে সরীসৃপদের হাতে সঁপে দিয়ে ঝরনা থেকে সরে গেলাম আমি। এই জায়গা ওরা খুঁজে পাবে না বলেই আমার বিশ্বাস। কাউইয়াদের সাহায্য না পেলে আমারই অজানা থাকত এখানে পানি আছে।

আকাশ যেন গলা পেতল, মরুভূমি খাঁ-খাঁ ধূলিধূসর তামা, আর তার বুকে তাপতরঙ্গের নাচ। আমার শতচ্ছিন্ন মোকাসিনজোড়ার দিকে চোখ নামালাম আমি, নিজের পদযুগলকে নিজের কাছেই অচেনা ঠেকল। তবু এগিয়ে চললাম মরুভূমির বুক

চিরে, পুবে যাচ্ছি, জানি সামনে পথ দুস্তর, গার্লিক স্প্রিংয়ের আগে আর কোথাও সম্ভবত পানি মিলবে না।

হাতে বেজায় ভারি মনে হচ্ছে রাইফেলটাকে, ভীষণ লোভ জাগছে ফেলে দেয়ার, অতিকষ্টে সেই লোভ আমি সংবরণ করলাম।

আগামী কয়েক ঘণ্টার ভেতর পানি খাওয়ার সুযোগ পাব না আমি, যদি আদৌ পাই শেষপর্যন্ত। কিন্তু তার আগেই রাত নামবে, তার স্নিগ্ধতা নিয়ে। সুতরাং আবহাওয়ার এই তারতম্যকেও হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে আমাকে। কষ্টসহিষ্ণু হতে হবে। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

হ্যাঁ, যদি অপেক্ষা করি, হয়তো ওদের পরাস্ত করতে পারব। সব্বাইকে।

'বোকামি কর না!' ঝাঁঝাল কণ্ঠে নিজেকে শাসন করলাম আমি। 'বড়জোর এক-দুজন, সবাইকে নয়।'

বিশ্রামের চিন্তা আপাতত শিকেয় তুলে, মরুভূমি উত্তাপ আর পিপাসার দরবারে নিজেকে আমি সঁপে দিলাম। দৃঢ় পায়ে ঢুকে গেলাম মরুভূমির গভীরে, চোখ দূর-পর্বতমালার দিকে।

অসহনীয় তাপ উঠছে মরুভূমির পিঠ থেকে। একবার তাকালাম পেছনে। আসছে ওরা, আমাকে দেখতে পেয়েছে।

আবার সংকুচিত করলাম চোখ, তিনজনকে দেখতে পেলাম। মোটে তিনজন? অগ্নিপরীক্ষায় আমি জিততে চলেছি, তা হলে।

আমি জিতেছি? শতদুঃখেও, হাসলাম আপনমনে। কেউ যদি জেতে, সে এই মরুভূমি। যা কিছু প্রাণ ঝরবে, তার সবই হরণ করবে মরুভূমি।

শেষ কখন খেয়েছি আমি? মনে করতে পারলাম না, খাবারের চিন্তায় আমার পেট গুলিয়ে এল। পড়ে গেলাম, কিন্তু উঠলাম তক্ষুণি।

পেছনে তাকাতে দেখলাম, আরও কাছে এসে পড়েছে ওরা। এখন স্যাডলে চেপে ধরতে আসছে আমাকে, তবে ঘোড়াগুলো হাঁটছে। ওরা ছুটতে পারবে, আমার মনে হয় না।

প্রচণ্ড গরমে হাঁটতে গিয়ে টলে উঠল পা, পড়ে যাচ্ছিলাম, শেষমুহূর্তে মাটিতে রাইফেল ঠেকিয়ে টাল সামলে নিলাম। ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, রাইফেল উঁচিয়ে নিশানা করলাম সযত্নে, টেনে দিলাম ট্রিগার।

স্যাডলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এক লোক। লক্ষ্যভেদ করতে পারব এ-আশা আমার ছিল না, তারপর দেখলাম লোকটা গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে।

টলোমলো পায়ে, কখনও হাঁচড়েপাঁচড়ে আমি এগিয়ে চললাম। পড়ে গেলাম আবার, তারপর সহসা বাল্যের সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। 'আমি ড্যান ও'হারা। আমি কখনও ভয় পাই না।'

উঠে বসলাম হাঁটুতে ভর দিয়ে, সোজা হয়ে হাঁটতে লাগলাম ফের, আর পড়লাম না। 'আমি ড্যান ও'হারা। আমি ভয় পাইনি।'

অনবরত জপতে লাগলাম আমি, এবং একসময়, আপনাআপনি, আমার মাথার ভেতর অবিরাম ঝংকার তুলল কথাটা, তারপর কোথা থেকে যেন ছুটে এল হিমেল হাওয়া, বিদায় নিল দিন। আমার কাঙ্ক্ষিত পর্বতমালা এখন আর তত দূরে নেই।

সন্ধ্যার মুখে, যখন একটা-দুটো তারা দেখা যাচ্ছে সবে, ঝরনায় পৌছুলাম আমি। পাশাপাশি দুটো ওঅটর হোল, টাইফোর্ট মাউন্টিনের পাদদেশে, মাঝে ব্যবধান মাত্র কয়েক গজ।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাইনি, ক্ষীণ একটা শব্দে জেগে গেলাম হঠাৎ।

মানুষ...নড়াচড়া করছে...এগিয়ে আসছে কাছে।

উঠে বসলাম। পুব্যকাশে ফিকে আলোর আভাস। পিস্তলটা বাগিয়ে ধরলাম হাতে। অচিরেই মরুভূমির দিক থেকে এগিয়ে এল এক লোক, ঝোড়ো কাকের মত চেহারা, টলছে, চোখ ঘোলাটে। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

'পানি হবে?' মিনতি ফুটল ওর কণ্ঠে। 'পানি?'

'তোমার গানবেল্ট আর ছুরি ফেলে দাও।'

'হারিয়ে গেছে...ওখানে।'

'তবে পান কর, যত ইচ্ছে।'

চোঁ-চোঁ করে পানি খেতে শুরু করেছিল, চুলের মুঠি ধরে ওকে ঝরনা থেকে সরিয়ে আনলাম আমি। 'রয়ে-সয়ে খাও, বোকা কোথাকার। এরকম করলে মারা পড়বে।'

হলুদ রঙ লাগল আকাশে। আগন্তুক একজন অ্যাংলো, মুখ রোদে ঝলসে গেছে, গালে কাটা একটা দাগ, বুটজোড়া ছেঁড়া ন্যাকড়া।

'অন্যরা কোথায়?'

'নেই...মারা গেছে...ওখানে।' হাত তুলে মরুভূমি দেখাল ও। 'সবাই।'

'ডন ফেডেরিকো ছিলেন ওদের মধ্যে?'

'উনি ফিরে গেছেন। তাজা ঘোড়া আনতে। তোমাকে ধরার জন্যে।' লোকটা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার পানে। একটু বাদে বলল, 'তুমি মরবে। মরুভূমি থেকে বেরোলেই! সবকটা ওঅটর হোলে পাহারা বসাবেন ফেডেরিকো। ওঁর সাথে একজন আছে যে জানে পানির খোঁজে কোথায় কোথায় যেতে হবে তোমাকে।'

ওর দিকে পেছন না ফিরে, আমার বাকস্কিন কোটটা কাছে টেনে নিলাম আমি। আগে এর খানিকটা দিয়ে মোকাসিন বানিয়েছিলাম, এবার ছিঁড়ে নিলাম হাতাগুলো। একটা দুভাঁজ করে তার মাঝে বসালাম অন্যটা, কোটের সুতো খসিয়ে নিয়ে পরস্পর বেঁধে দিলাম দুটোকে।

আমার কাজ লক্ষ করছিল লোকটা, বলল, 'ওই ব্যাগে কিস্যু লাভ হবে না। লিক্ করবে।'

'করতে পারে। তবু সামান্য থাকবে।'

'তুমি একটা বোকা। ওরা তোমাকে ঠিকই ধরে ফেলবে।'

মরুভূমির দিকে হাত ইশারা করলাম আমি। 'ওরাও তাই ভেবেছিল।'

পানিতে মুখ ডোবাল লোকটা, আমি বাধা দিলাম না। 'তুমি বোকা,' আবার বলল সে।

'ঠিক–তবে জ্যান্ত বোকা,' আমি বললাম।

পানির ব্যাগটা ঝরনায় ডোবালাম আমি, যখন তুললাম পানি গড়াতে লাগল।

'দেখেছ?'

তবু অনেকটা পানি রয়ে গেল ভেতরে। আবার ঝরনায় নামালাম ব্যাগটা।

'তুমি...' পিস্তল উঁচিয়ে বললাম, 'ওঠ।'

হতভম্ব দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ও। উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে।

'ওদিকে আরেকটা ওঅটর হোল আছে। ওখানে যাও। কোনরকম পাঁয়তারা কর না, আমি তা হলে খুন করব তোমাকে!'

টলতে টলতে দ্বিতীয় ওঅটর হোলটার পাশে গিয়ে বসে পড়ল ও। 'এখান থেকে বেরিয়েই দ্যাখ, তুই মরবি,' শাসাল আমাকে।

দুই ওঅটর হোলের মাঝে ব্যবধান প্রায় ফুট চল্লিশেক, কিন্তু ওতেই কিছুটা হাঁপ ছাড়ার সুযোগ পেলাম আমি। খানিক বাদে বালুর ওপর লম্বা হয়ে গেল লোকটা, ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও ঝিমোতে লাগলাম পাথরে হেলান দিয়ে।

সারাদিন বিশ্রাম নিলাম এভাবে, পানি খেলাম একটুক্ষণ পরপর, তারপর যখন সন্ধ্যা হলো, পানির ব্যাগটা ফের ভরে নিয়ে পিস্তল ঝোলালাম কোমরে, মরুভূমির দিকে পা বাড়ালাম।

লোকটা উঠে বসে তাকাল আমার গমনপথের দিকে। 'তুই মরবি!' বলল চিৎকার করে। 'একবার যা ওখানে, মরবি তুই!'

বৃথা পেছনে তাকিয়ে আমি সময় নষ্ট করলাম না। আমাকে দূরপথ যেতে হবে।

ও কয়েক কদম দৌড়ে এল আমার পেছন পেছন। উন্মাদের মত চিৎকার করে বলল, 'মরবি...তুই মরবি!'

পানির ব্যাগটা গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে, হাঁটতে লাগলাম আমি।

'...মরবি!' চিৎকার করল লোকটা।

দূরে দেখা যাচ্ছে শৈলমালা, পাহাড় যেখানে আছে সেখানে পানি থাকাও স্বাভাবিক। আমার ব্যাগের পানি টিকবে না বেশিক্ষণ। এরইমধ্যে ব্যাগ ভিজে গেছে পুরোপুরি, অল্পক্ষণের ভেতর বাকস্কিন শুকিয়ে কুঁকড়ে যাবে। এতে কি লাভ হবে কোন? সব শেষ হয়ে যাওয়ার আগে, বড়জোর কয়েক চুমুক অবশিষ্ট থাকবে।

মোটে কয়েক চুমুক...তারপর?

অ্যানাবেলকে ভাবলাম আমি, কোনদিন যা বলতে সাহস পাইনি আজ চেঁচিয়ে বলে ফেললাম সেই কথা। 'অ্যানাবেল তোমাকে আমি ভালবাসি।'

আবার রক্তপাত শুরু হয়েছে পা থেকে। যন্ত্রণা বাড়ছে প্রতি পদে। দূর-পাহাড়ের মাথায় সুদূরের একটা নক্ষত্রকে বেছে নিলাম আমি।

এগিয়ে চললাম, রাতের মখমলে মোড়া মরুভূমির মাঝ দিয়ে।

চোদ্দ

মিস ডায়ানা কফি বানালেন বড় কেতলিতে। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে বেলা ইউনিয়নে পৌঁছে যাবে স্টেজ, নতুন খবরকাগজ আসবে তাঁর কাছে। তখন নিশ্চয়

শহরের গণ্যমান্য লোকদের অনেকেই ভিড় জমাবে এখানে। আজকাল সৌজন্য সাক্ষাতের স্থান হিসেবে, স্যালুনের কলকোলাহল থেকে দূরে, নিরিবিলি এই রিডিং রুমটাই ওদের বেশি পছন্দ।

শহরের সব তাজা খবর আগে এখানে আলোচিত হয়, স্টার-এর পাতায় স্থান পায় পরে। শুরুতে অবশ্যি এমন ছিল না অবস্থা, স্রেফ ছোটখাট একটা বইয়ের দোকান চালাতেন তিনি, কিন্তু এখন তাঁরও ডাক পড়ে আলোচনায়। তবে যখন বেশি লোকজন থাকে, ডায়ানা নিজের ডেস্কে ফিরে যান।

আপন চিন্তায় এতখানি ডুবে গিয়েছিলেন তিনি যে যখন ঘুরে দেখলেন তাঁর দরজার ভেতর এক লোক দাঁড়িয়ে তখন রীতিমত চমকে গেলেন। একে আগে কখনও দেখেননি ডায়ানা, কিন্তু পরক্ষণে বুঝতে পারলেন আগন্তুকের পরিচয়—ইয়াকুব খান।

প্রথম দর্শনেই তাঁর মনে হলো এ-লোক শক্তিধর। শুধু যে দৈহিক তা নয়, চেহারায় প্রখর ব্যক্তিত্বের আভাস রয়েছে।

ইয়াকুব খান তাঁর চেয়ে লম্বা হবে না, তবে শরীর আরও চওড়া ও পুরু। পা দুটো ঈষৎ ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে, মুখ সামনে, পরনের ঢোলা শার্টখানা ঝুলছে ট্রাউজারের বাইরে। ইয়াকুব খানের মুখাবয়ব প্রশস্ত, চোয়ালের হাড় মজবুত, মাথা কামানো।

'আপনি অ্যানাবেল লরেলের বন্ধু?'

'হ্যাঁ।'

'অ্যানাবেল ড্যান ও'হারার খোঁজে বেরিয়েছে।'

'কী? অ্যানাবেল? সর্বনাশ! কাজটা মোটেই উচিত হয়নি!'

'চারজন লোক রয়েছে ওর সাথে। একজনের নাম টোমাস ম্যাচাডো, ভাল মানুষ। তিনটে প্যাকহর্সও নিয়েছে।'

মরুভূমিতে ড্যানের হদিস পাওয়া অ্যানাবেলের পক্ষে অসম্ভব। সাফল্যের সম্ভাবনা হাজারে একও নয়। ড্যান ঘোড়া চোরদের ধাওয়া করছে, পথের শেষ অবধি ও যাবে। অ্যানাবেল কোনদিন যায়নি দুর্গম অঞ্চলে, তাই বুঝতে পারছে না ওখানে যাওয়ার বিপদ কত।

'মরুভূমিতে পৌঁছানোর আগেই আটকাতে হবে ওকে।'

'আমি যাচ্ছি।'

'আপনি? ইন্ডিয়ান ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়!'

কৌতুক নেচে উঠল ইয়াকুব খানের চোখে। 'আমার জন্ম মরুভূমিতে। টাকলামাকান-এ।'

'টাকলামাকানের কথা আমি জানি। ছোটবেলায় আমি গোবি অতিক্রম করেছি। কিন্তু এই মরুভূমি একটু অন্যরকম, যদিও আপনাদেরটার চেয়ে কম ভয়ঙ্কর।'

'আমি পারব ওদের খুঁজে বের করতে।'

ইয়াকুব খান যখন চলে গেল, পাথরের মত বসে রইলেন ডায়ানা। কৈশোরে গোবি মরুভূমি পাড়ি দেয়ার কথা মনে পড়ছে তাঁর। টাকলামাকানকে তিনি জানেন এক কুখ্যাতির সুবাদে; কারও কারও মতে পৃথিবীর বুকে ওটাই সব

থেকে ভয়ঙ্কর মরুভূমি।

হ্যাঁ, ইয়াকুব খানের মত লোকের পক্ষে, বোধহয়, সম্ভব অ্যানাবেলকে ফিরিয়ে আনা।

কিন্তু ড্যান কোথায়? ও গেছে প্রায় তিন হপ্তা হতে চলল।

একসময় অচেনা কিছু মানুষের সঙ্গে ড্যানের শত্রুতার ব্যাপারে অ্যানাবেল নিজেই চিন্তিত ছিল। এবং মূলত ওর উদ্‌যোগেই ক্যাপ্টেন লরেলের কাছ থেকে এই শত্রুতার আসল হেতুটি জান্‌তে পায় ড্যান। তবে এ-সবই ঘটেছে ডন ফেডেরিকোর সাথে অ্যানাবেলের দেখা হওয়ার আগে।

ফেডেরিকোর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর, অ্যানাবেলের মনে হয়েছে তার ভয় অমূলক। ডনের মিষ্টিকথায় ভুলেছে ও, ধরে নিয়েছে এরকম নিপাট একজন ভদ্রলোক কিছুতেই কোনরকম গুপ্তহত্যার চক্রান্ত আঁটতে পারেন না।

ড্যান নেই। আচমকাই চলে যেতে হয়েছে ওকে। মিস ডায়ানার মনে পড়ল, ড্যান আর ফিরতে নাও পারে এ-ধারণা তিনি নিজেই দিয়েছেন অ্যানাবেলকে।

রিক্ত মনে বাড়ি ফিরে গেছে মেয়েটি, নিজেকে দায়ী করেছে ড্যানকে দূরে ঠেলে দেয়ার জন্যে। অ্যানাবেল শহুরে যুবকদের সঙ্গে মেলামেশায় অভ্যস্ত, কিন্তু ড্যান হচ্ছে ভিন্ন ধাতুতে গড়া। ওর চরিত্রের তল খুঁজে পায়নি অ্যানাবেল লরেল। ও দেখেছে ওর বাবা ছেলেটিকে সমীহ করেন, এটা বিস্ময়কর ঠেকেছে মেয়ের কাছে, কারণ ক্যাপ্টেন সহজে কারও প্রতি আকৃষ্ট হন না।

কিন্তু অ্যানাবেলও বাপেরই বেটি। ড্যান আর ফিরবে না আশঙ্কা করে, নিজেই গেছে ওর সন্ধানে। বাড়ির পরিচারিকা ছাড়া অন্য কারোকে কথাটা জানায়নি ও, তবে ডায়ানা অনুমান করলেন টোমাস নিশ্চয় বলবে এলেনাকে।

জানালায় গিয়ে বাইরে তাকালেন মিস ডায়ানা। ড্যানের পিছু নিতে অ্যানাবেল মরুভূমিতে যেতে পারে এ-চিন্তা তাঁর মাথায় আসেনি। আবার অ্যানাবেলেরও জানবার কথা নয়, কোন্ বিপদে পা বাড়াচ্ছে সে।

ফুটপাতে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি, এবং আওয়াজটা চিনতে পারলেন তক্ষুণি। সাগ্রহে দরজার দিকে তাকালেন, কবাট ঠেলে ভেতরে ঢুকল জর্জ বুশ।

'মিস্টার বুশ...!'

'ও ওখানে রয়ে গেছে, ম্যাম। আমরা ঘোড়া উদ্ধার করেছি, কিন্তু ওরা ড্যানের পিছু নিয়েছে। ও আমাদের বলেছে ঘোড়া ফিরিয়ে আনার সময় আমরা যদি আলাদা হয়ে যাই, ওর জন্যে যেন চিন্তা না করি। নিজেকে সে সামলাতে পারবে।'

'মরুভূমিতে ড্যান একা?'

'মরুভূমিতে যাওয়ার মত প্রস্তুতি আমাদের ছিল না, ম্যাম। ওদেরও না। তাজা ঘোড়া আর রসদপত্র নিতে দুজন লোককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছেন ডন ফেডেরিকো। আমার ধারণা ওরা এবার ওঅটর হোলগুলোয় পাহারা বসাবে।'

'ওখানকার অবস্থা কেমন?'

'গরম...একশো ডিগ্রির ওপরে। তবে ড্যানের অসুবিধে হবে না ওর বাবা আর ওই ইন্ডিয়ানরা বহুকিছু শিখিয়েছেন ওকে।'

'এদিকে আবার আরেক ফ্যাসাদ হয়েছে। ড্যানের খোঁজে বেরিয়েছে অ্যানাবেল।'

'সর্বনাশ! কেন...?'

'মেয়েটার কাঁচা বয়েস, তায় প্রেমে পড়েছে। তাই ভয় পাচ্ছে, ড্যান যদি আর না ফেরে।'

মনে মনে খিস্তি করল বুশ। কত দূরে গেছে ও? ঝটপট চোখা কয়েকটা প্রশ্ন করল জর্জ। তোলপাড় শুরু হলো ওর মগজে। নিশ্চয় পুনর্মিলনের আশায় অধৈর্য হয়ে আছে মেয়েটি, নাগাড়ে এগোতে চাইবে। টোমাস দক্ষ লোক, কিন্তু ওর যদি কিছু হয়ে যায় তখন? মরুভূমিতে একা হয়ে যাবে অ্যানাবেল, অচেনা তিন পুরুষের সাথে, খুনে-ডাকাতদের এলাকায়। আশ্চর্য, ও ভাবতে পারল কীভাবে ড্যানকে খুঁজে পাবে?

ভীষণ ক্লান্ত সে। মাত্র এসেছে শহরে, অমানুষিক ধকল গেছে পথে। মন্টে আর ওয়েন হার্ডিনেরও এই হাল। তার ওপর হার্ডিন তার প্রিয় বন্ধু মায়রন ব্রডির মৃত্যুতে শোকে কাতর।

বিশ্রাম দরকার তার। 'তুমি এখন আর যুবকটি নও,' নিজেকে বলল বুশ। তবে; বুড়োও হয়নি, তা ছাড়া ওই মরুভূমি, খানিকটা হলেও, তার চেনা।

'সম্ভব হলে, টোমাস দেরি করিয়ে দেবে ওকে। এরমধ্যে জায়গাটার মোটামুটি চেহারা যদি দেখতে পায়, হয়তো নিজের ভুল বুঝতে পারবে মেয়েটা।' থামল বুশ। 'আমি তৈরি হতে বলছি আমাদের ছেলেপুলেদের, তবে ওরাও সবাই ক্লান্ত। তবু যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করব না আমরা।'

'ইয়াকুব খান অ্যানাবেলের খোঁজে গেছে।'

বুশ আর টুপির স্যোএটব্যান্ড মুছল, চেহারা চিন্তিত। ইয়াকুব খান? প্রাচ্যের লোক, পাহাড়ে থাকে, মোটে একবার লোকটাকে দেখেছে ও।

'ইয়াকুব ক্যাপ্টেন লরেলের বন্ধু।'

'কিন্তু ও তো বিদেশি...এখানে কতটা কী করতে পারবে?'

'ওঁর জন্ম যে-মরুতে সেটা মোহাভের চেয়েও ভয়ঙ্কর।'

'ঘোড়ায় চড়তে পারে? মানে, একমাত্র ইংরেজরা ছাড়া, বেশির ভাগ বিদেশিই পারে না কিনা।'

'ওরা ঘোড়ার পিঠেই মানুষ, মিস্টার বুশ। আর সেখানে যেসব পাহাড়, আমাদেরগুলো সে-তুলনায় এককেটা মাটির ঢিবি।'

'বেশ, মানলাম। কিন্তু লড়তে জানে?'

'জানে। এমনকী খালিহাতেও।'

চুপ করে রইল বুশ। শেষমেশ ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। এ-মুহূর্তে মরুভূমিতে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না ওর, কিন্তু সেটা বোঝাবে কী করে? টানা তিন হপ্তা স্যাডলে কাটাতে হয়েছে তাকে। তুমুল লড়াই হয়েছে। তার ওপর সে জানে ড্যানের হদিস বের করা দুষ্কর। মরুভূমিতে আত্মগোপন করবে ও। এমন সব জায়গায় যাবে, সঙ্গে প্রচুর পানি না থাকলে কোন ঘোড়সওয়ারের পক্ষে যেখানে যাওয়া অসম্ভব।

অ্যানাবেল লরেলকে বুশ চেনে না, তবে ওর দৃঢ় বিশ্বাস মেয়েটি হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসবে। কোন যুবতীই চাইবে না গরমে দগ্ধ হতে, কিংবা রাতে ঘুমোতে খোলা

আকাশের নীচে...

আর যদি একান্তই কেউ চায়, তা হলে নিঃসন্দেহে সে উন্মাদ। নিজের অজান্তেই মিস ডায়ানার হাত থেকে কফি কাপটা গ্রহণ করল বুশ।

আরও মানুষজন আসতে শুরু করেছে। ম্যাট কেলার, ডি লা গুয়েরা, সবশেষে বেন উইলসন।

'ক্যাপ্টেন লরেলের মেয়ে?' জিজ্ঞেস করলেন উইলসন। 'কেন...?'

'প্রেম,' জানালেন মিস্ ডায়ানা।

স্মিত হাসলেন উইলসন। 'বুঝেছি। কিন্তু কারও গিয়ে ওকে ফিরিয়ে আনা দরকার এক্ষুণি। আমি গেছি ওই মরুভূমিতে, ওখানে বেশিক্ষণ থাকলে মারা পড়বে মেয়েটা।'

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল বুশ। 'আমি দেখছি কী করা যায়।'

'ড্যান খুব খুশি হবে তোমার ওপর।'

'জানি, ম্যাম।'

মরুভূমিতে যাওয়ার পথ বহু। সে কি পারবে অ্যানাবেলেরটা চিনতে?

কাপের ওপর দিয়ে বুশের দিকে তাকালেন উইলসন। 'অনেক বড় জায়গা,' বললেন।

'তাই,' বিরস মুখে জবাব দিল বুশ।

আবার ওর পানে তাকালেন উইলসন। 'মেয়েটার যদি তাড়া থাকে, বোধহয় আছেও, তাজা ঘোড়া দরকার হবে ওদের।'

পরস্পর মিলিত হলো ওদের চোখ। বেন উইলসন অনেকের চেয়ে ভাল চেনেন এই দেশটাকে, জানেন একমাত্র কোন্ র‍্যাঞ্চে তাজা ঘোড়া পেতে পারে ওরা। জায়গাটা আউট-লদের ডেরা, ভাসকুয়েয আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের, এবং উইলসন জানেন সেটা। তিনি এও জানেন, কথাটা বুশেরও অজানা নয়।

দরজায় গেল জর্জ বুশ। মিস ডায়ানার উদ্দেশে ঘাড় ফিরিয়ে হাত নাড়াল।

যখন বন্ধ হয়ে গেল কবাট, ডায়ানা বললেন, 'ও যেতে চাইছিল না।'

'এবং সেজন্য ওকে দোষ দেয়া যায় না,' জবাব দিলেন উইলসন।

পনেরো

পাহাড়ি কারনিসে বসে সাঁঝের মরুপ্রান্তরের দিকে আমি তাকিয়ে। আজ চারদিন হলো শেষ শত্রুকে ফেলে এসেছি পেছনে, এ-পর্যন্ত দেখা পাইনি নতুন কারও।

যারা আমার পিছু নিয়েছিল তারা মারা গেছে, ভবিষ্যতে কেউ হয়তো পথের ধারে সাদাটে হাড়গোড় দেখে আর বুকের শূন্য খাঁচায় মরুবাতাসের বিলাপ শুনে চিনতে পারবে ওদের ট্রেইল।

বহু আগেই খালি হয়ে গেছে আমার বাকস্কিনের ওঅটর ব্যাগ, তবে এতে চিন্তার কিছু নেই। এখন আমি যেখানে বসে তার কয়েক গজের মধ্যে পাথরের ফাঁকে

চৌবাচ্চা রয়েছে একটা, বৃষ্টির পানি সমেত।

অন্ধকার হতে বেশি বাকি নেই। আজ রাতে চাঁদ থাকবে, দিগন্তবর্তী পাহাড়পর্বতগুলোর উদ্দেশে এগোব আমি। এখন আমি মরুভূমির দক্ষিণ সীমানার কাছাকাছি রয়েছি, তাই অত্যন্ত সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

সহজাত অনুভূতি আর সাধারণ বুদ্ধি থেকে বুঝতে পারছি কেউ-না-কেউ ওত পেতে থাকবে আমার জন্যে। নতুন করে লোকলস্কর আনতেই শহরে ফিরে গেছেন ডন ফেডেরিকো। আমাকে মৃত দেখতে চান তিনি। এক্ষেত্রে একটি কাজ করলেই সফল হবে ওদের উদ্দেশ্য: মরুভূমির প্রান্তে যেসব ওঅটর হোল রয়েছে সেগুলোয় পাহারা বসানো।

নিয়তির কী নির্মম পরিহাস, আমাকে পথের কাঁটা ভাবছেন ফেডেরিকো, অথচ নিজেকে আমি কখনও দাদুর সম্পত্তির উত্তরাধিকার ভাবিনি। ডন রোমেরোর কাছ থেকে কখনও কোনকিছু নেয়ার কথা মনে হয়নি, যদিও এর একটা দিক রীতিমত দোলা দিয়েছে আমাকে, দাদুর সমস্ত অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে, শেষপর্যন্ত যদি তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার আমি লাভ করি, তবে সেটাই হবে তাঁর মোক্ষম শাস্তি।

উঁচু জায়গা থেকে মরুভূমির চারপাশে নজর বোলাতে বোলাতে এবার আমি অনুমান করতে সচেষ্ট হলাম আমার শত্রুরা কোথায় কোথায় থাকতে পারে।

আমার বর্তমান পাহাড়ি বিশ্রামস্থল থেকে ওল্ড উওম্যান স্প্রিং পাঁচ মাইলও হবে না; এর কাছেই রয়েছে কটনউড স্প্রিং। আর তার ওপাশে পাহাড়পর্বত, যেখানে আমি যেতে চাইছি।

র‍্যাবিট স্প্রিংয়ের দূরত্ব হবে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল, তবে আমার উল্টো পথে। ফেডেরিকো ঠিক আঁচ করে নেবেন, পাহাড়ের পাদদেশে, উষ্ণ ঝরনার কাছেপিঠে আমার যেসব ইন্ডিয়ান বন্ধুবান্ধবের বাস, আমি সেখানে পৌঁছুবার চেষ্টা করব। এসব পাহাড়ে নয়, আরও দক্ষিণে স্যান হ্যাকিন্টোসে। মরোঙ্গো ভ্যালির ইন্ডিয়ানদের কথা তিনি জানেন কিনা আমি জানি না। এরা মোটামুটি আমার নাগালের ভেতর রয়েছে, এবং বন্ধুও বটে। এইসব ঝরনায় নির্ঘাত লোক রাখবেন ডন ফেডেরিকো।

পানির জন্যে যে আমি মরিয়া হয়ে উঠব, এটা বুঝতে বেগ পাবে না শত্রুরা, তাই লম্বা করে দেবে নিজেদের ধৈর্যের সুতোটাকে। তবু এক্ষেত্রে বিশেষ এক সুবিধে রয়েছে আমার। বাল্যে কাউইয়াদের সঙ্গে এখানেই আমি ঘুরে বেড়িয়েছি।

আর একটা মরুপ্রান্তর পাড়ি, এবং আরও একদল সতর্ক পাহারাদার...ব্যস, এদের ফাঁকি দিতে পারলেই আমি নিরাপদ।

স্যান গরগোনিও মাউন্টিন, সাগরসমতল থেকে প্রায় এগারো হাজার ফুট উঁচু, একরকম আমার নাক বরাবর দক্ষিণে। একটুক্ষণ ওটার পানে চেয়ে রইলাম আমি, তারপর চূড়ার পুব দিকের একটা তারা লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করলাম।

পা ভেঙে আসছে, কিন্তু আমি নাছোড়। কখনও কখনও চোখ বুজে আসছে শ্রান্তিতে, তবু হাঁটছি অবিরাম। ওই তো আমার তারা দেখা যায়, আরও সামনে...আর একটু...তারপরই আমার পাহাড়।

হঠাৎ ধোঁয়ার গন্ধ পেলাম।

লাকড়ির ধোঁয়া, ক্যাম্পফায়ারের। আধমাইল দূরেও হবে না, বরং কম হতে

পারে, ওল্ড উওম্যান স্প্রিং, ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ক্ষীণ আলোর আভাস।

আগুন। শত্রুরা অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। বিশ্রাম নিচ্ছে ওরা, তারিয়ে তারিয়ে পানি আর কফি পান করছে।

আচ্ছা, আমি আগাম ওদেরকে শত্রু ভাবছি কেন? কোন ভবঘুরেও তো হতে পারে, স্রেফ ক্যাম্প করেছে ওঅটর হোলের কাছে। তারা আমাকে স্বাগত জানাবে, পানি আর খাবার দেবে।

ঝুঁকি নেয়া কি উচিত হবে? আশ মিটিয়ে পানি খাই না বহুদিন, খিদেও এখন আমার নিত্যসঙ্গী। দোটানায় পড়লাম, কাছে যেতে মন চাইছে, আবার ভয়ও পাচ্ছি। তবু এগোলাম শেষমেশ, থামছি ঘন ঘন। ঝোপের এপাশে ছায়া ফেলে আগুনের ধারে সরে গেল কেউ একজন, তারপর একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম আমি:

'খামোকা সময় নষ্ট! খাওয়া আর পানি ছাড়া মরুভূমিতে অ্যাদ্দিন কেউ বাঁচতে পারে না! তার ওপরে ওর কাছে যখন ঘোড়া নেই।'

'তবু এখানে থাকতে অসুবিধেটা কোথায়? আমরা তো মজুরি পাচ্ছিই।'

মুহূর্তের জন্যে হতাশায় আমার চোখের সামনে পৃথিবী দুলে উঠল; তারপর ঘুরে পাশ কাটালাম ওদের। টলতে টলতে হাঁটতে লাগলাম আধো-ঘুম আধো-জাগরণে। স্যাডলরক স্প্রিং দশ মাইল...না, বেশি। অন্তত পক্ষে বারো মাইল।

কাছাকাছি আরেকটা ঝরনা রয়েছে, কিন্তু ওটার ওপরেও সম্ভবত নজর রাখা হবে। এলোমেলো পায়ে, হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চললাম আমি। পা ক্ষতবিক্ষত, চামড়া ফেটে গেছে।

এখন আমি বেঁচে আছি শুধুমাত্র পানির জন্যে, ভালমন্দ একরকম হলেই হলো, কোন জায়গায়। টু হোল স্প্রিংয়ের নাম শুনেছি আমি...স্যাডলরকের চেয়ে কাছে হবে ওটা। পানি ছাড়া আর একমুহূর্ত বাঁচব না আমি।

অকস্মাৎ আকাশছোঁয়া পর্বতমালা মাথা জাগাল সামনে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম, ধোঁয়ার গন্ধ পেলাম নাকে, থমকে দাঁড়ালাম। ছড়ানো-ছিটানো কয়েকটা ঝোপ আর পাথরের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতেই, আগুনের শিখা চোখে পড়ল। সন্তর্পণে আরেকটু কাছে এগিয়ে গেলাম।

আগুন...আর একজন মানুষ। বিশালদেহী এক অ্যাংলো, মুখে চাঁপদাড়ি। ঝাঁকড়া চুল। আগুনে লাকড়ি ফেলল ও। কফির সুবাস পেলাম আমি। খিদেয় হুঙ্কার ছাড়ল পেট। কফি খাবার আর পানির কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে গেলাম আরও কাছে।

লোকটা দেখতে পেল আমাকে।

কাপ ভরে নেয়ার জন্যে কফিপটটা তুলে নিয়েছে ও, এই সময়ে তার চোখ পড়ল আমার ওপর। ধীরে ধীরে, সাবধানে, মুহূর্তের তরেও দৃষ্টি অন্যদিকে না সরিয়ে, কফিপটটা নামিয়ে রাখল দুর্বৃত্ত। হলদেটে দাঁতে সিগারের গোড়া চেপে ধরল, জিভ দিয়ে ঠেলে নিয়ে এল ঠোঁটের কোণে।

ওর গোঁফ থুতনি-ছোঁয়া। পরনের শার্টখানা নোংরা। আস্তে আস্তে সোজা হলো সে, সিগারের ধোঁয়া টানল।

এরপর ঠোঁটের ফাঁকে হাসল সে, ঠাণ্ডা মাথায় হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে। হতভম্বের মত আমি চেয়ে রইলাম ওর দিকে। অবসাদে ঘোলা হয়ে গেছে আমার

বুদ্ধি। দেখলাম পিস্তলের বাঁট আঁকড়ে ধরেছে ওর হাত, হোলস্টার মুক্ত হয়ে উঁচু হচ্ছে ক্রমশ, দুর্বৃত্তের হলদেটে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে, মুখে নেকড়ের হাসি, পিস্তল তাক করছে আমার দিকে। এবার আমি গুলি করলাম।

ডান হাতে রাইফেল ধরে রেখেছিলাম, কোমরের কাছ থেকে গুলি করলাম। বুলেটটা আঘাত করল ওকে, এক পা পিছিয়ে গেল সে, চোখে অবিশ্বাস। তারপর গর্জে উঠল ওর পিস্তল, আমার পায়ের কাছে মাটিতে বুলেট বিঁধল। আগে বেড়ে রাইফেলের ব্যারেল দিয়ে সপাটে ওর বাহুতে আঘাত করলাম আমি, পিস্তলটা ডানা মেলল শূন্যে।

হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল দুর্বৃত্ত, আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে, জামাকাপড় রক্তে ভিজে যাচ্ছে। ওর কাপ তুলে নিয়ে কফি ঢেলে নিলাম আমি। তারপর বাঁ-হাতে কাপটা উঁচু করে ভান করলাম স্যালুট দেয়ার, 'গ্রেসিয়াস,' বলে চুমুক দিলাম কফিতে।

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে শ্রাগ করল ও, যেন বলতে চাইলঃ খাও তোমার যত খুশি। আবার কফিপান করলাম আমি।

লোকটার এক হাত মাটিতে; অপরটার সাহায্যে তলপেটে যেখানে বুলেট ঢুকেছে সেই জায়গাটা চেপে ধরেছে।

'মাত্র পঞ্চাশ ডলারের জন্যে,' নিজের করুণ পরিণতির কারণ ব্যাখ্যা করল ও।

'ওটাই অনেক টাকা, প্রয়োজনের সময়,' একমত হলাম আমি, একটু থেমে যোগ করলাম, 'তুমি কিন্তু চমৎকার কফি বানাও।'

'পোর নাদা,' বলল সে।

কফি শেষ করে আবার ভরে নিলাম কাপ। এখনও যন্ত্রণার ছাপ ফোটেনি ওর চেহারায়। 'ওরা আসবে,' বলল লোকটা। 'গুলির আওয়াজ...'

'জানি,' সায় দিলাম আমি।

হাত ইশারায় নিজের জিনিসপত্রগুলো দেখাল ও। 'ওখানে বেকন আছে,' বলল। 'কিন্তু তোমার সময় নেই।'

'নেব ওগুলো? কফি?'

'অবশ্যই নেবে,' বলল চাপদাড়ি, তারপর থেমে যোগ করল, 'ওল্ড উওম্যানে অপেক্ষা করছে ওরা। আমার মনে হয় না তুমি পার পাবে।'

'কী জানি,' কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'দুটো স্যাডলব্যাগ আছে দেখছি।'

'ওগুলোতেই পাবে কফি আর বেকন।'

'নেব...পটটাও।'

'মাত্র পঞ্চাশ ডলারের জন্যে,' আবার বলল সে। 'এখানে এলে পঞ্চাশ, আর তোমাকে শেষ করতে পারলে আরও একশো।'

'তাই? তোমার কপাল মন্দ,' বললাম। কম্পিত হাতে ধীরে-সুস্থে রিলোড করলাম আমার রাইফেলটা। এ-মুহূর্তে প্রতিটা গুলিই অত্যন্ত মূল্যবান আমার জীবনের জন্যে। স্যাডলব্যাগের পাশে ক্যান্টিন ছিল একটা। ওগুলো কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে, কাপ আর কফিপটখানা তুলে নিলাম।

'ঘোড়াও আছে,' বলল ও। 'তুমি নিয়ে যাও।'

'ধন্যবাদ,' আবার বলে পা বাড়ালাম ঘোড়ার দিকে, কাঁধের ওপর দিয়ে

লোকটাকে বললাম, 'অন্য সময় হলে, আমি হয়তো ড্রিংক কিনে দিতাম তোমাকে।'

'জানি,' বলল সে, 'এবং আমি তোমাকে।'

এখন ও রক্তের পুকুরে বসে। হাত তুললাম আমি। 'অ্যাডিয়োস!' বললাম। সেও আমাকে হাত নেড়ে বিদায় জানানোর প্রয়াস পেল—কিন্তু পারল না।

ক্যাম্পফায়ারের আলোর প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার বাঁধন খুললাম আমি। 'পঞ্চাশ ডলার, না?' বললাম। 'এমন কিছু বেশি নয়।'

'কী জানি?' বলে পাথরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল চাপদাড়ি, চোখ স্থির আগুনের দিকে।

'বিদায়,' আবার বললাম, কিন্তু লোকটা কোন জবাব দিল না।

ঘোড়াটা ক্লান্ত, তবে আমার মত নয়। ওর পিঠে চেপে আমি র‍্যাটলস্নেক ক্যানিয়নে ঢুকে গেলাম, টিলাটক্করের মাঝ দিয়ে এগোলাম স্যাডলরকের উদ্দেশে। আমার ক্যান্টিনে পানি বেশি নেই। তবে স্যাডলরকে ভরে নিতে পারব যদি কোন পাহারা না থাকে ওখানে।

ছিল না। স্যাড়ল থেকে নেমে, ক্যান্টিনটা ধুলাম ভালমত, ভরে নিয়ে যাত্রা করলাম ফের।

শিগগিরই এসে পড়বে ওরা। অথচ আমার লড়াই করার শক্তি নেই এখন।

মরোঙ্গো ভ্যালি। কতদূর হবে? দশমাইল...নাকি আরও বেশি?

গুলির আওয়াজ শুনতে পাবে ওরা। এমন নিস্তব্ধ রাতে বহুদূর থেকে শোনা যাবে...দুটো গুলি।

পেটে দানাপানি আর কফি পড়ায় আমার বুদ্ধি এখন খোলতাই হয়েছে আবার।

বার্নস ক্যানিয়ন ট্রেইল ধরে ধেয়ে আসবে দুর্বৃত্তরা, মরোঙ্গোতে আমার যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেবে। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কথা নিশ্চয়ই জানে লোকগুলো, যেমন জানত আমার বাবার বেলায়।

আমার পথ আগলে দাঁড়াবে ওরা, তাড়িয়ে নিয়ে যাবে মরুভূমিতে।

না, আর নয়। খোদা...আর যেন না ঘটে অমনটা।

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে, নিচু শৈলশিরা পার হওয়ার রাস্তা সন্ধান করলাম আমি এবং পেয়েও গেলাম।

সামনে উন্মুক্ত তরাই, এখানে-সেখানে জশুয়াগাছ। এগোলাম ওগুলোর মাঝ দিয়ে, একঝাঁক বোল্ডারের সামনে গিয়ে পড়লাম, পাশ কাটালাম অনেকটা ঘুরে। তারপর শুনতে পেলাম ওদের আওয়াজ।

বার্নস ক্যানিয়ন ট্রেইল ধরে ছুটে আসছে ঝড়ের বেগে, কোলাহল থেকে বুঝলাম বিরাট দল। চ্যাপারোসা স্প্রিংয়ের দিকে ঘোড়া হাঁকালাম আমি, মনে আশা শত্রুদের পাশ কাটিয়ে আগেভাগে পৌঁছুতে পারব মরোঙ্গো উপত্যকায়।

সহসা বুনো চিৎকার ভেসে এল একটা, তারপর গুলি। চ্যাপারোসায়ও রয়েছে একদল, জনাপাঁচ-ছয়েক, আটকাতে চাইছে আমাকে। এবার গুলি করলাম আমি, আবার। লাফিয়ে উঠল আমার ঘোড়া, হোঁচট খেল।

কী ব্যাপার? ঝটিতি মরুভূমিতে ঢুকে গেলাম আমি, ঘোড়ার পা বিষম তালে পড়ছে। গুলি লেগেছে ওর গায়ে।

প্লিজ, ফিসফিস করে মিনতি করলাম, আরেকটু সামনে! প্লিজ!

লড়াকু মনোভাব নিয়ে, বেপরোয়া ভঙ্গিতে ছুটে চলল ঘোড়াটা। তারপর অকস্মাৎ পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে, আর আমি লাফিয়ে নেমে পড়লাম মাটিতে, দৌড়ুতে লাগলাম।

তাড়াহুড়োয় কখন যেন হাতছাড়া হয়েছে রাইফেল, কেবল ক্যান্টিন আর স্যাডলব্যাগ দুটো আছে সঙ্গে। প্রাণপণে ওগুলোকে জড়িয়ে ধরলাম আমি, কতকগুলো পাথরচাঁই চোখে পড়তে ঢুকে গেলাম সেখানে, দৌড়ে একটা ঢালের নীচে নেমে, আরও বোল্ডার আর জশুয়া বনের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে চললাম।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর থেমে কান পাতলাম, টের পেলাম ওরা দক্ষিণে চলে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, অচিরেই মরা ঘোড়াটা চোখে পড়বে ওদের, এবং শুরু হবে তল্লাশি।

আর কয়েক মিনিট...মোটে কয়েকটা মিনিট...

আসছে ওরা।

ষোলো

আগুনের পাশে বসে রয়েছে অ্যানাবেল, হাত কোলের ওপর। আগুনের দিকে অপলকে চেয়ে আছে ও, ভয়ার্ত দৃষ্টি। বোকামি করেছে সে, চরম বোকামি, এখন ফেঁসে গেছে।

ওর উল্টো দিকে রয়েছে টোমাস, রান্না করছে। ওই বৃদ্ধও বেকায়দায় পড়েছে, এবং সেজন্যে দায়ী অ্যানাবেল। ওকে অনেক বুঝিয়েছিল টোমাস, বলেছিল এই বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে একজন মানুষকে খুঁজে বের করা অসম্ভব। কিন্তু বিশ্বাস করেনি ও, আর এখন দেরি হয়ে গেছে প্রচুর।

তৃতীয় দিন থেকে অ্যানাবেল উপলব্ধি করতে শুরু করে, ওর ধারণা কতখানি অসার কিন্তু ওর জেদ ওকে ফিরতে দেয়নি, ড্যানকে খুঁজে পাবে না এটা বিশ্বাস করতে পারেনি ও। কেবলই মনে হয়েছে ওকে তার পেতেই হবে।

আরও দুজন লোক রয়েছে ওদের সঙ্গে। একজন, নাম ইগলেসিয়াস, আগে কখনও কাজ করেনি টোমাসের সাথে, ওদের অভিযানের কথা জানতে পেরে স্বেচ্ছায় সঙ্গী হয়েছে। শুরু থেকেই অ্যানাবেলকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে লোকটা। সবসময় ঘুরঘুর করে ওর আশপাশে, ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষ হানে।

একবার, অ্যানাবেলকে সে বলেছে, 'টোমাস বুড়ো হয়ে গেছে। তোমার কোন উপকারে আসবে না।'

তৃতীয় দিন রাতে পাহাড় থেকে আরও দুজন লোক এসে যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে। নিজেদের পরিচয় দেয়নি ওরা, তবে কথাবার্তায় বোঝা গেছে ইগলেসিয়াসকে তারা চেনে।

সন্দেহ নেই, এই সাক্ষাৎ পূর্বপরিকল্পিত। ওর দিকে নির্লজ্জের মত তাকায় ওরা,

এবং তখন ওর শরীরের যত্রতত্র ঘোরাফেরা করে ওদের চোখ, মুখ টিপে হাসে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে।

একজন তো বলেইছে, 'শিগগিরই।'

এখন ফিরে যেতে চায় অ্যানাবেল, কিন্তু ভয় পাচ্ছে সেক্ষেত্রে বিপদ আরও ত্বরান্বিত হবে। বরং ধৈর্য ধরলে, কিছু একটা ঘটতে পারে।

অত্যন্ত ভয়ের মধ্যে রয়েছে সে, কিন্তু অন্যদের তা জানতে দেয়া চলবে না। ছোট্ট একটা পিস্তল আছে তার কাছে, মেয়ের জন্মদিনে বাবার উপহার, তবে সেটা লুকিয়ে রেখেছে সে, ওরা হদিস পায়নি।

এখন আর সে ড্যানের কথা ভাবতে পারছে না। সর্বক্ষণ মনোযোগ রাখতে হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতির ওপর। টোমাস তাকাল ওর পানে। বুড়ো জানে সবই বোঝে অ্যানাবেল, একটা কিছু বিহিত করার জন্যে সদাপ্রস্তুত রয়েছে।

আদৌ যদি সম্ভবপর হয় কিছু করা।

'ড্যান নিশ্চয় কাছেপিঠে আছে কোথাও,' অকস্মাৎ নীরবতা ভেঙে বলল অ্যানাবেল। 'এরচেয়ে বেশিদূরে ও যাবে না।'

অ্যানাবেল জানে ওর ধারণা সত্যি নয়, ড্যান আশপাশে কোথাও নেই, তবু আশা করল ওর সঙ্গীসাথীরা বিশ্বাস করবে একথা।

আগুনের ধার থেকে আড়মোড়া ভাঙল টোমাস। 'ঠিক,' বলল, 'যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে।'

অন্যরা আমল দিল না ওদের কথায়। কেবল টোমাসের অধীনে যে-ছেলেটি কাজ করে সে ছাড়া। চুপ করে রইল ও, ভয়ে।

'তুমি খুবই ছোট,' দলের একজন বলল ওকে, 'তবু ইচ্ছে করলে মজা লুটতে পার। ওই বুড়ো মিঞাকে ভয় পাবার কিছু নেই, ওর বিষদাঁত ভাঙা।'

বক্তা, যাকে ওরা সবাই বিসক্যাল নামে ডাকে, এবার তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে অ্যানাবেলের উদ্দেশে ফিরল। 'আমরা জানি ও কোথায়। মরুভূমিতে, পায়ে হেঁটে পালাচ্ছে, প্রতিপক্ষের তাড়া খেয়ে। এতক্ষণে হয়তো শকুনের খোরাক হয়ে গেছে।

'ও আসবে না।' বিসক্যাল হাসল দাঁত কেলিয়ে। 'কেউ আসবে না। আমরা একা।'

'ক্যাপ্টেন লরেল সাহসী মানুষ,' টোমাস মুখ খুলল এবার, 'ভয় কাকে বলে জানেন না। মেক্সিকোতেও তাঁর ক্ষমতা অসীম।'

'ফুঃ! সে এখন সমুদ্রে। যখন ফিরবে, সবাই জানে মেয়েটা পাহাড়ে গেছে, কে বলতে পারে কোন ভালুক খেয়েছে ওকে?'

যে-কথাটি প্রচ্ছন্ন ছিল এ-যাবৎ এখন তা উলঙ্গ হয়ে পড়েছে। 'আমার বন্ধুবান্ধবদের তোমরা চেন না,' অ্যানাবেল বলল। 'আমার কোন ক্ষতি হলে, নরক পর্যন্ত ধাওয়া করবে তোমাদের, ফাঁসিতে লটকে দেবে।'

খিকখিক করে হাসল বিসক্যাল। 'তুমিই প্রথম নও, তবু ফাঁসি হয়নি আমার। যদিও,' আবার বলল সে, 'তুমিই সবচেয়ে খাসা। ওদের কথা দিয়েছি, নইলে আমি একাই ভোগ করতাম।'

এখনও ভয় পাচ্ছিল অ্যানাবেল, তবে এবার কী-যেন একটা জেগে উঠেছে ওর

ভেতরে, প্রস্তুত হয়ে আছে। যখন সময় আসবে, লোকটাকে কাছে আসার সুযোগ দেবে সে এবং ওকেই হত্যা করবে আগে।

ছেলেটা সাহায্য করবে ওকে, অ্যানাবেল নিশ্চিত, এবং টোমাসও, কিন্তু শত্রুরা তিনজন। সুতরাং, একজনকে নিকেশ করতে হবে ওর, দ্রুত এবং নিশ্চিতভাবে।

'ও আমার আশ্রয়ে আছে,' শান্ত কণ্ঠে বলল টোমাস। 'ওর কোন ক্ষতি করা চলবে না।'

'বোকামি কর না, বুড়ো মিঞা। এসবের বাইরে থাক, হয়তো বেঁচে যাবে তুমি। অবশ্যি এ-ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেইনি আমি, তবু তুমি যদি বুদ্ধিমান হও...হয়তো বাঁচতেও পার?'

আগুনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল টোমাস। কয়লাগুলো নেড়েচেড়ে দিল একটু, কফিপটটা ছুঁতে নিয়েও শেষমুহূর্তে এক ঝটকায় সরিয়ে নিল হাত, দৃষ্টি বিনিময় করল অ্যানাবেলের সাথে। আভাসে মেয়েটিকে কিছু জানাল সে।

কফি, গরম কফি। ওটাও একটা অস্ত্র। অ্যানাবেলের মনে পড়ল ওর বাবা একদা বলেছিলেন, কৌশল জানলে যে কোন জিনিসকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার শত-সহস্র বছর আগেও মানুষ মানুষকে হত্যা করেছে। বন্দুক যদি নাও থাকে, কিছু-না-কিছু থাকেই সবসময়।

সতর্ক থাকতে হবে ওকে, সুযোগ খুঁজতে হবে। এটাই আসল। পালালে চলবে না, কারণ ভারি কাপড়চোপড় পরে দৌড়ে ওদেরকে হারাতে পারবে না সে, বরং সে-চেষ্টা করলে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ব্যাপারটা সম্পর্কে এবার আরেকটু খতিয়ে ভাবল ও। কফি একটা অস্ত্র, তবে আরও বহুকিছু আছে। আগুনের কাছাকাছি লম্বা লাঠি পড়েছিল একটা। ওটা তুলে নিয়ে আগুনে গুঁজে দিল ও, যেন জ্বালানি ফেলছে। ওই লাঠিখানা রয়েছে...

'আমাদের খাবার দাও, টোমাস। ফুর্তি-ফার্তা পরে হবেখন।' ঘাড় ফিরিয়ে অ্যানাবেলের দিকে আড়চোখে কটাক্ষ হানল বিসক্যাল। 'জানো, তোমাকে প্রথম যেদিন শহরে দেখি, সেদিনই মনে হয়েছিল কীভাবে তোমাকে মুঠোয় পোরা যায়।' নীরব বন্ধুদের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ও। 'ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করেছিলাম আমরা। তারপর তুমি যখন পাহাড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে...তোফা! এর চেয়ে ভাল কোন ফন্দি আমরাও আঁটতে পারতাম না!'

এখনই কি গুলি করা উচিত ওকে? আচমকা? নিজের কুমতলব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে লোকটা। এখন সে যদি কোনরকম আগাম হুঁশিয়ারি না দিয়ে গুলি করে, হয়তো হকচকিয়ে দিতে পারবে ওদের। হয়তো একজনকে মারলেই তার উদ্দেশ্য সফল হবে।

তাই বলে ঠাণ্ডামাথায় খুন? আত্মরক্ষার জন্যে করতে দোষ কী? ওর রাইডিং ড্রেসের পকেটের ভেতর চোরাপথ আছে একটা, ওখান দিয়ে পিস্তলটা বের করা যায়। এই বুদ্ধিটি ওর বাবার, কিন্তু ও স্বপ্নেও ভাবেনি কোনদিন এর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

কিন্তু বিনা অজুহাতে পকেটে হাত দেয়া চলবে না, সন্দেহ জাগতে পারে ওদের মনে। হ্যাঁ...পাওয়া গেছে...যখন সময় আসবে, সর্দি ঝাড়ার ভান করবে সে, রুমাল

নেয়ার ছলে হাত ঢোকাবে পকেটে, তারপর গুলি করবে লোকটাকে।

পিস্তল বের করার প্রয়োজন নেই, কাপড়ের ভেতর থেকেই গুলি করা যাবে।

ইগলেসিয়াস তাকিয়েছিল ওর দিকে। 'তুমি ভয় পাওনি মনে হচ্ছে?' খানিকটা বিস্মিত দেখাল ওকে।

'ভয়? কেন?' ঈষৎ সামনে ঝুঁকল অ্যানাবেল। 'ড্যানকে তোমরা অ্যাকশনে দেখেছ কখনও? ভীষণ ক্ষিপ্র, ঠিক ওর বাবার মত। জানো না, একবার ঘোড়া ছিনতাই করতে এসে কী রকম বেকায়দায় পড়েছিল ডাকাতরা? ও একাই ঠেকিয়ে দিয়েছিল সবাইকে।'

'এস!' আচমকা ডাকল টোমাস। 'খাওয়ার সময় হয়েছে। দয়া করে আগুনের পাশে সরে এস সবাই।' হাত ইশারায় টর্টিয়ার একটা স্তূপ দেখাল ও। 'নিজেরাই বেড়ে নাও।'

স্নিগ্ধ নক্ষত্রালোকিত রাত। বাতাসে লাকড়ি-পোড়া গন্ধ। আকাশ পানে তাকাল অ্যানাবেল, তারপর আগুনের দিকে। মনে মনে বললঃ

'ড্যান তুমি কোথায়?'

এত বোকা সে, কিন্তু এখন আক্ষেপ করেও আর লাভ নেই কোন।

কোথায় ড্যান? কথাটা কি সত্যি, শত্রুপক্ষ মরুভূমিতে তাড়িয়ে ফিরছে ওকে? হয়তো এখনও ওখানেই আছে ও, ধুঁকে মরছে—একা।

এ-ব্যাপারে কিছুই করার নেই তার, ড্যানও ওকে সাহায্য করতে পারবে না কোন। যা করবার, তাকেই করতে হবে। আমি অপেক্ষা করব না, নিজেকে বলল অ্যানাবেল। এখুনি গুলি করব বদমাশটাকে।

লোকটা তৈরি হওয়ার আগেই; কোনরকম ব্যবস্থা নিতে পারার আগে। আচমকা গুলি করব ওকে, এবং অন্যরা এতে ভয় পেয়ে যাবে।

অকস্মাৎ মাথা উঁচু করল একটা ঘোড়া, নাক ফোলাল। 'দেখ!' সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল অ্যানাবেল। 'কেউ একজন আছে ওখানে!'

সচকিত হয়ে তাকাল ওরা। আগুনের পাশে উবু হয়ে বসেছিল ইগলেসিয়াস, উঠে অন্ধকারের ভেতর উঁকি দিল।

'কয়োট,' বলল ও।

'তাই কি?' জিজ্ঞেস করল অ্যানাবেল।

অস্বস্তিভরে চারদিকে নজর বোলাল বিসক্যাল। নিচু কণ্ঠে স্প্যানিশে ইগলেসিয়াসকে বলল কী-যেন, জবাবে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল দ্বিতীয়জন। আরেকটা টর্টিয়া তুলে নিল বিসক্যাল, একমুঠো মটরশুঁটি আর মাংস পুরল মুখে। পাশাপাশি, সতর্ক।

আরেকটু এগিয়ে বসল অ্যানাবেল. পট থেকে খানিকটা খাবার নিজের প্লেটে বেড়ে নিয়ে খেতে শুরু করল। 'বেশ মজা হয়েছে, টোমাস,' প্রশংসা করল ও। 'তোমার রান্না ভাল। তা, এবার কি একটু কফি পাব?'

'আলবত, সিনোরিটা!' একটা কাপ ভরে নিয়ে অ্যানাবেলের দিকে এগিয়ে দিল বুড়ো, অ্যানাবেল নিয়ে কফিপান করল এক চুমুক, তারপর কাপটা কাছেই একটা পাথরের ওপর রেখে দিল। ওরা কি লক্ষ্য করেছে বাঁ-হাতে কাপ ধরেছিল সে?

বোধহয় না, তবে ইগলেসিয়াস দেখছিল ওকে, বিচলিত দৃষ্টিতে।

আবার মাথা উঁচু করল ঘোড়াটা, কান খাড়া। অন্যরাও। সবকটাই চেয়ে আছে অন্ধকার পানে: তারপর ঘাড় ফেরাল একটা, আগুনের ওপাশে কীসের দিকে যেন তাকাল।

খিস্তি করে উঠে দাঁড়াল বিসক্যাল, উঁকি দিল অন্ধকারের ভেতর। 'বস তো,' বিরক্তির সুরে বলল ইগলেসিয়াস। 'তুমি দেখছি মেয়েমানুষের মত ছটফট করছ!'

'কিছু একটা আছে ওখানে,' অস্ফুট স্বরে বলল বিসক্যাল। 'আমার ভাল ঠেকছে না।'

তিনজন শক্তসমর্থ বেয়াড়া লোকের বিরুদ্ধে একজন বুড়ো, একটি ছেলে, আর অসহায় এক নারী। একজনকে গুলি করবে সে, ভাবল অ্যানাবেল, কফি ছুড়বে আরেকটার ওপর, যদি সম্ভবপর হয়। তৈরি থাকতে হবে তাকে, সুযোগ কিছুতেই হারানো চলবে না।

'কী ওটা?' আচমকা প্রশ্ন করল অ্যানাবেল।

পলক তুলল বিসক্যাল। 'কী? কী শুনতে পেয়েছ তুমি?'

'কিছু একটা...ঠিক জানি না। একটা শব্দ। আ–'

'কিস্যু না!' রাগে গজগজ করে উঠল ইগলেসিয়াস। 'যত্তসব!'

অস্বস্তিভরে আবার ডাইনে-বাঁয়ে তাকাল বিসক্যাল। কফিপটের ওপর উবু হলো টোমাস, তারপর আধসোজা হয়ে কান পাতল বাতাসে। বিসক্যাল নিজের ঠোঁট ভেজাল, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

তৃতীয় লোকটি চুপ করেছিল এতক্ষণ, এবার পালা করে সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে। 'সব গর্দভের দল!' অবজ্ঞার স্বরে বলে উঠে দাঁড়াল দুর্বৃত্ত। 'আমি আর অপেক্ষা করব না। আমি তৈরি।'

হঠাৎ সভয়ে পিছু হটল একটা ঘোড়া, ব্যাপার দেখতে ঘুরে তাকাল সবাই।

আর ঠিক এ-সুযোগটিকেই কাজে লাগাল অ্যানাবেল, বাঁ-হাতে কাপ নিয়ে উঠে দাঁড়াল। টোমাসের পানে চকিতে তাকাল সে, ঘাড় কাত করল সামান্য। ওর ডান হাত ঢুকে গেল পকেটে, চোরাপথ হয়ে আঁকড়ে ধরল ছোট্ট পিস্তলটা।

ছেলেটিও, টোমাসের সংকেত পেয়ে, উঠে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে। ইগলেসিয়াসের ওপর নজর রাখছে।

এবারে শব্দটা সবাই শুনল ওরা, কী-যেন নড়ছে অন্ধকারে। একটা পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, আরেকটা, তারপর শুনশান।

'কে ওখানে?' চ্যালেঞ্জ করল বিসক্যাল।

দমকা হাওয়ায় নড়ে উঠল গাছের পাতা। আর কোন সাড়াশব্দ নেই। তৃতীয়জনের দিকে নিজের মনোযোগ ফেরাল অ্যানাবেল, লোকটা চোখ দিয়ে যেন গিলছে ওকে। 'এখন,' বলল সে, 'তুমি আমার কাছে এস, সুন্দরী। যদি একটু মিনতি কর, হয়তো বেশি ব্যথা দেব না!'

'সাবধান!' তীক্ষ্ণ স্বরে ধমক লাগাল অ্যানাবেল।

ইগলেসিয়াস তার কফি কাপ ফেলে দিল মাটিতে। 'এবার! এবার তা হলে খেলা!' দুহাত শূন্যে ছুড়ে বলল সে। 'আমি আগে...আমি...'

সতেরো

দরজায় আলতো টোকার শব্দে এক মুহূর্ত অনড় বসে রইলেন মিস ডায়ানা। এখন রাত অনেক, অতিথি আসার সময় নয়, তা ছাড়া অ্যালেক্সিস ফুলটন আবির্ভূত হওয়ার পর থেকে কারও ডাকে দরজা খোলার ব্যাপারে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করছেন। উঠে, মেঝে অতিক্রম করলেন ডায়ানা, অপেক্ষা করলেন একটুক্ষণ, তারপর আবার যখন টোকা পড়ল, মৃদু সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

'আমি, ম্যাম, কেলসো।'

কবাট খুললেন ডায়ানা, ঝটিতি ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল কেলসো, টুপি নামাল মাথা থেকে। 'এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করছি বলে আমি দুঃখিত, ম্যাম। কিন্তু আপনার বাতি জ্বলছে দেখে ভাবলাম, আপনি হয়তো এখুনি জানতে চাইবেন।'

'অ্যানাবেল লরেলের ব্যাপারে? নাকি ড্যান?'

'না, ম্যাম। অনেকদিন আগে একজন সম্পর্কে আপনি আমাকে খোঁজখবর নিতে বলেছিলেন। ওই যে...টিয়া এলেনার সাথে একই জাহাজে চড়ে এসেছিল যে-ছেলেটি।'

'ওঃ, হ্যাঁ-হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'অদ্ভুত এক খবর জানলাম। মনে আছে আপনার, একটা মেয়ের কথা আমরা শুনেছিলাম? ছেলেটাকে নিয়ে এক রাতে উধাও হয়েছিল? ও ছিল ফেলিপির বোন।'

'ফেলিপি?'

'সেই ভ্যাকুয়েরো, ডন রোমেরোর রেঞ্জের এক পাহাড়চূড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

এবার মনে পড়ল ডায়ানার: কৌতূহল বোধ করেছিলেন তিনি, যদিও কেন, তা মনে করতে পারলেন না। বহুকিছুই ঘটে গেছে ইতিমধ্যে, ড্যান লাপাত্তা হয়েছে মরুভূমিতে, অ্যানাবেল ওর সন্ধানে গেছে।

'নিজের ছেলের মত ওকে ভালবাসত মেয়েটি। সবসময় যত্ন নিত ওর।' পাইপ বের করল কেলসো। 'খেলে আপত্তি আছে, ম্যাম? বেশ লম্বা-চওড়া কাহিনি।'

এমনিতেই রাত যথেষ্ট এখন, তার ওপর ড্যান আর অ্যানাবেলের কুশল জানার জন্যে উতলা হয়ে আছেন তিনি। ওর খোঁজে দুর্গম প্রান্তরে ফিরে গেছে জর্জ ব্রুশ। উপরন্তু তাঁরও বিশ্রাম দরকার, ঘুম পেয়েছে। তবু, কেলসোর আগ্রহে বাদ সাধতে চাইলেন না ডায়ানা; লোকটা সৎ, পরিশ্রমী, ওর কথা শুনবেন তিনি।

'কফি খাবেন? মোটামুটি গরমই আছে; যদিও তেমন টাটকা হবে না।'

'অভ্যেস আছে।' বেল্টে ম্যাচ ঘষে পাইপে অগ্নিসংযোগ করল কেলসো। 'ওই ছেলের নাম আলফ্রেডো। ওকে সরিয়ে ফেলার জন্যে টাকা দেয়া হয়েছিল মেয়েটাকে। তবে ওর কোন সন্তান ছিল না, তাই ছেলেটার মায়ায় পড়ে যায়। ওকে পাহাড়ে নিয়ে আসে সে...ইন্ডিয়ান অঞ্চলে। ছেলেটিকে মানুষজনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে

চেয়েছিল ও, তাই নিজের কাছেই রাখত সর্বদা।

'এরপর এক লোকের সাথে ঘনিষ্ঠতা হয় ওর। থাকতে শুরু করে একসঙ্গে। লোকটা ছিল অ্যাংলো...নানাধরনের কাজ করত। ছেলেটিকেও পুষ্যি নেয় সে। মাঝেসাঝে মিশন থেকে ওকে ছবির বই-টইও এনে দিত।'

কেলসোর কাপ আবার ভরে দিলেন মিস ডায়ানা। উঠতে চাইছিলেন তিনি, পরক্ষণে ভাবলেন কেলসো নিশ্চয় বুঝেছে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, নইলে এমন রাতদুপুরে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে আসত না।

'এইসব বই-ই হয়ে ওঠে ওই ছেলের জগৎ। ও যেখানে থাকত, শ্বেতাঙ্গ মানুষ সেখানে ছিল না বিশেষ, আর ইন্ডিয়ানরাও তেমন লেখাপড়া জানত না। আমার বিশ্বাস দারুণ নিঃসঙ্গ জীবন কেটেছে ওর, বিশেষ করে মেয়েটি মারা যাওয়ার পর।'

'মারা যাওয়ার পর?'

'হ্যাঁ, ম্যাম। ও মারা যাওয়ার পর ছেলেটা উধাও হয়ে যায়। অবশ্যি তখন আর ছোটটি নেই সে। বছর চোদ্দ-পনেরো হবে, চাই কি আরেকটু বেশিও হতে পারে।

'যারা ওকে চিনত তাদের কাছে ও ছিল হেঁয়ালি। তারপর একদিন নিজে থেকেই চলে গেল কোথায় যেন।'

'সত্যিই দুঃখজনক, মিস্টার কেলসো। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না–'

'তবে সেই লোকটা...স্প্যানিশ মেয়েটির সাথে থাকত যে, তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ওর। কিন্তু লোকটা ওর হদিস কারোকে দেয়নি...কারোকে না।'

ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছিলেন ডায়ানা। উঠে বাসনকোসন গোছাতে শুরু করলেন, আশা করছেন কেলসো এবার বিদায় নেবে। কাপহাতে আগুনের দিকে তাকিয়েছিল কেলসো, হঠাৎ পলক তুলল।

'বুঝলেন, ম্যাম, ওই লোকটা...স্প্যানিশ মেয়েটির সঙ্গে যার প্রেম ছিল...বিশেষ মিশত না কারও সাথে। তবে একজন ছিল, যাকে সে বন্ধু মনে করত।'

'দেখুন, মিস্টার কেলসো, রাত অনেক হলো, আমি–'

উঠে দাঁড়াল কেলসো। 'দুঃখিত, ম্যাম। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আপনার জানা দরকার। ওই লোক যাকে বন্ধু বলে দাবি করত তার নাম–ডগলাস ও'হারা।'

একমুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন ডায়ানা, কিন্তু শেষপর্যন্ত জয় হলো কৌতূহলেরই। 'আপনি বসুন, মিস্টার কেলসো। কফি নিন আরেকটু।'

'যা বলছিলাম, ওই লোক মিশত না কারও সাথে, তবে ওর সদ্‌গুণও ছিল কিছু। আনুগত্য তার একটা। তাই যখন সে শুনল তার বন্ধু ড্যাগ ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে আসছে তখন আগে বেড়ে মরুভূমিতে গিয়ে দেখা করল তার সঙ্গে। আপনি নিশ্চয় চিনবেন, ম্যাম, এই লোকই ডগলাস ও'হারাকে নামিয়ে নিয়েছিল স্টেজ থেকে। ওর নাম বব লারকিন।'

আলবত মনে আছে তাঁর। অমার্জিত চেহারা, তবে কথাবার্তায় বোঝা গিয়েছিল বন্ধুর প্রতি তার দরদ অপরিসীম, এবং মানুষটি সে সৎ।

কেলসো বিদায় নেয়ার পরেও, বহুক্ষণ বিনিদ্র কাটালেন ডায়ানা, ছটফট করলেন বিছানায় শুয়ে। আলফ্রেডো...ওই ছেলেটিই এলেনার সাথে একই জাহাজে চেপে এসেছিল। ডন ফেডেরিকো, তিনিও তখন ছেলেমানুষ, খুন করার

প্রয়াস পেয়েছিলেন আলফ্রেডোকে।

কেন হঠাৎ ভোজবাজির মত লোকচক্ষুর আড়ালে হারিয়ে গেল আলফ্রেডো? এখন কোথায় সে? আদৌ বেঁচে আছে কি?

বব লারকিন জানবে। যেভাবেই হোক, ববের সঙ্গে কথা বলতে হবে তাঁকে। কিন্তু তিনিই বা কেন মাথা গলাচ্ছেন পরের ব্যাপারে? ডগলাস ও'হারার সঙ্গে লারকিনের জানাশোনা যে নিছক কাকতালীয়, সন্দেহ নেই, তবে আলফ্রেডোকে মানুষ করেছে যে-মেয়েটি সে ছিল ফেলিপির বোন—এবং এই ফেলিপি এক রাতে ডন রোমেরোর রেঞ্জে রহস্যজনকভাবে নিহত হয়। ডায়ানা অনুমান করলেন গোটা সমস্যাটি একসুতোয় বাঁধা। আর একথা ভাবতে ভাবতেই একসময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

যখন সকাল হলো, বিচলিত মনে দিনের প্রাত্যহিক কাজকর্ম শুরু করলেন ডায়ানা। যদিও ঠাহর করতে পারলেন না, কেলসোর তথ্য কেন এত ভাবিয়ে তুলেছে তাঁকে। অবশ্যি এও ঠিক, ড্যানের সাথে সামান্যতম যোগাযোগ থাকতে পারে এমন যে কোন ব্যাপারেই কৌতূহল বোধ করবেন তিনি। স্বজন বলতে যা বোঝায়, তাঁর জীবনে ড্যান তাই। শুরু থেকেই ওকে তিনি আপন সন্তানের মত জেনে আসছেন।

এলেনা! হ্যাঁ, এলেনার সাথে দেখা করতে হবে তাঁকে। কে এই আলফ্রেডো? বব লারকিন সম্বন্ধে কী জানেন এলেনা?

দরজায় গেলেন ডায়ানা, রাস্তার দিকে একবার নজর বুলিয়ে নিজের ডেস্কে ফিরে এলেন।

ড্যান এখন কোথায়? অ্যানাবেল?

কারও কোন খবর নেই। মন্টে ম্যাক-কায়া ওয়েন হার্ডিন এবং আরও দুজনসহ ওদের খোঁজে গেছে জর্জ বুশ। পাছে দীর্ঘ সময় থাকতে হয়, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আর গোটা কয়েক প্যাক হর্স সাথে নিয়েছে ওরা।

নাহ্, এলেনাকে একটা খবর পাঠাতে হয়। এখুনি।

ড্যান, যদি বেঁচে থাকে এখনও, তার ইন্ডিয়ান বন্ধুদের কাছে পৌঁছুতে চেষ্টা করবে। কিন্তু শত্রুরাও জানে একথা, কাজেই প্রস্তুত থাকবে। অথচ তিনি কিছুই করতে পারছেন না। যদি না...

ঠিক, হয়তো এখনও সব আশাভরসা শেষ হয়ে যায়নি।

ডায়ানা জানেন, ডন রোমেরো আজ শহরে আছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। পরিস্থিতি বিচার করতে বসে মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করলেন ডায়ানা, তারপর লোক দিয়ে ডেকে পাঠালেন কেলসোকে।

'আমরা আজ ডন রোমেরোর সাথে দেখা করছি,' বললেন তিনি। 'এই ঝামেলাটা আমি চিরতরে শেষ করে ফেলতে চাই।'

'উনি আপনার কথা শুনবেন না, ম্যাম।'

'শুনবেন। ডোনা এলেনাও আছেন ওখানে। আমরা দুজনে মিলে শুনতে বাধ্য করব তাঁকে।'

মাত্র হাতে-গোনা কয়েকটা বাতি জ্বলছে। তবে কোরালে অনেকগুলো ঘোড়া রয়েছে। বাংকহাউস থেকে ভেসে আসছে ভ্যাকুয়েরোদের উচ্চস্বর কথাবার্তা আর

হাসির আওয়াজ। ওদিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইল কেলসো, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'ওরা খুব বাজে লোক, ম্যাম। আপনি না গেলে হয় না? আমি শুনেছি ডন এখন আগের চেয়েও হিংস্র হয়ে উঠেছেন।'

'ওরা ফুর্তি করছে। টেরও পাবে না আমরা এসেছি। আর তা ছাড়া, আমরা এখানে থাকবও না বেশিক্ষণ।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও, দরজায় গেল কেলসো, করাঘাত করল। বেশ অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ মিলল না কোন, আবার হাত তুলছে সে এই সময়ে রুক্ষ চেহারার এক মহিলা কবাট ফাঁক করল একটা।

'কে? কী চাই?'

'ডন রোমেরোর সঙ্গে একটু দেখা করব আমরা।'

'উনি কারও সাথে দেখা করবেন না। বিশেষ করে গ্রিংগোদের সঙ্গে।'

তীক্ষ্ণ শোনাল মিস ডায়ানার কণ্ঠস্বর। 'তা হলে আমরা ডোনা এলেনার সাথেই দেখা করব। এক্ষুণি!'

একটু দোনোমনো করল হাউসকিপার; তারপর ঘুরে রওনা হলো অন্দরমহলের দিকে, ওরা পিছু নিল। একটা খিলানের নীচে ঢুকে গেল পরিচারিকা, নিচু স্বরে কথাবার্তা হলো কিছু, খানিক বাদে ডোনা এলেনা হাজির হলেন।

সোজা ওদের কাছে চলে এলেন তিনি। 'আপনারা! করেছেন কী! এখানে আসা উচিত হয়নি! তারপর কী মনে করে?'

'ডন রোমেরোর সঙ্গে কথা বলতে। ড্যানকে তাড়া করে ডন ফেডেরিকো মরুভূমিতে গেছেন। আমরা খবর পেয়েছি, সব ওঅটর হোলে পাহারা বসিয়েছেন তিনি, ড্যানকে দেখামাত্র খুন করবেন। আমি চাই বন্ধ হোক এটা...এখুনি।'

'কিন্তু আমার ভাই আপনার কথা শুনবেন না, সিনোরা। আপনাদের জন্যে এ-বাড়ি বিপজ্জনক। আপনি চলে যান।'

'দেখা আমাকে করতেই হবে।'

খানিক ইতস্তত করলেন এলেনা, তারপর বললেন, 'বেশ, শুনবেনই না যখন...আসুন তবে আমার সাথে।'

রাজকীয় একখানা ইজিচেয়ারে শরীর ডুবিয়ে বসেছিলেন ডন রোমেরো, হাতে জ্বলন্ত সিগার। পলক তুললেন তিনি, মিস ডায়ানাকে চিনতে পেরে টানটান হয়ে গেলেন।

'এই মেয়ে কী করছে এখানে?' সক্রোধে জানতে চাইলেন রোমেরো। 'কোন্ সাহসে আমার বাসায় ওকে ঢুকতে দিয়েছ তুমি! বের করে দাও—এক্ষুণি!'

'ডন ফেডেরিকো মরুভূমিতে। আপনার নাতিকে তাড়া করছেন, খুন করার জন্যে। আমি চাই এটা বন্ধ করতে।'

'তুমি চাও বন্ধ করতে? তুমি কে বন্ধ করার? বেরিয়ে যাও এখান থেকে!'

'আমি চাই উনি থাকবেন, এবং তুমি ওর কথা শুনবে।'

এলেনার কথায় সরোষে ঘাড় ফেরালেন ডন রোমেরো। একমুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইলেন তিনি, তারপর বললেন, 'তুমি চাও? তুমি কে চাইবার? তুমি তোমার ঘরে যাও!'

'না, রোমেরো, আমি থাকছি। কারোকে যদি যেতেই হয়–সে তুমি?'

কটমট করে তাকালেন ডন, কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে, মুখ সাদা। 'এলেনা!' বোমার মত ফাটলেন তিনি, 'তু...তুমি...।' কথা জোগাল না তাঁর মুখে।

নীরবতার সুযোগে, ডন যখন উপযুক্ত ভাষা খুঁজতে ব্যস্ত, শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে এলেনা মুখ খুললেন, 'না, রোমেরো, আমার ঘর, আমারই বাড়িতে থেকে তুমি আমাকে হুকুম দিতে পারবে না।'

উঠে দাঁড়ানোর ব্যর্থপ্রয়াস পেলেন ডন রোমেরো। 'তবে রে, রাক্ষুসি! আমার সাথে এভাবে কথা বলিস! তোর বাড়ি মানে?' রাগে ভব্যতা জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন তিনি।

'হ্যাঁ, আমার বাড়ি,' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন এলেনা। 'তুমি খাজনা দাওনি, আমি পরিশোধ করেছি। তুমি বন্ধকের টাকা শোধ করনি আমি কিনে নিয়েছি সেগুলো। এই বাড়ি র‍্যাঞ্চ যা কিছু আছে সব আমার। তুমি থাকতে পারবে, যদি ভদ্রতা বজায় রাখ নিজের।'

চোখ নামালেন রোমেরো, হাত বাড়িয়ে হাঁটার ছড়িটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মারতে উদ্যত হলেন বোনকে, তারপর এলেনার কথাগুলোর অর্থ সম্ভবত ঢুকল তাঁর মগজে।

'কী করেছ? এত টাকা পেলে কোথায় তুমি?'

এখন আর দুর্বলটি নন ডোনা এলেনা। 'মারা যাওয়ার সময় মা দিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে,' মৃদু সুরে জবাব দিলেন। 'তুমি যখন তোমার ঘৃণার আগুনে জ্বলেপুড়ে মরছ, আমি তখন আরও অনেক ক্যালিফোর্নিয়র মত ওই টাকা ব্যবসায় খাটিয়েছি, লাভ করেছি।'

'ডন ফেডেরিকোর কাছে এবার কারোকে পাঠাবে তুমি। ফিরে আসতে বলবে তাকে। বলবে, ড্যান ও'হারার কোন ক্ষতি যেন সে না করে।'

'আমি তোকে খুন করব!' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রোমেরো, ক্রোধে মুখ বিকৃত।

স্মিত হাসলেন এলেনা। ঠিক ওই মুহূর্তে তাঁকে অসাধারণ মনে হলো মিস ডায়ানার। 'যদি তা কর,' ডোনা এলেনার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, 'ড্যান ও'হারা মালিক হবে সম্পত্তির। তখন তুমি ওর আশ্রয়ে থাকবে! ওর খাবার খাবে! আমি উইল করে সব লিখে দিয়েছি ওকে। এই দেশের আইন অনুযায়ী। আমার উকিলকেও বলা আছে সেইমত।'

'বিশ্বাস করি না,' অস্ফুটে বললেন ডন রোমেরো। 'সব তোর চালাকি। মাথা খারাপ হয়েছে তোর। আমি সবাইকে বলব, তুই উন্মাদ।'

'কাকে বিশ্বাস করবে ওরা...তোমাকে, না আমাকে?'

ওদের পেছনে, দোরগোড়ায় নড়াচড়ার শব্দ হলো। মেক্সিক্যান পরিচারিকা দাঁড়িয়েছে এসে, সঙ্গে তিনজন পিস্তলধারী।

মিস ডায়ানা মুখ খুলতে নিয়েও, থেমে গেলেন শেষমুহূর্তে। 'ম্যাম,' শান্ত কণ্ঠে বলল কেলসো, 'আমি আগেই নিষেধ করেছিলাম, আমাদের আসা ঠিক হবে না। জানি, আপনি ভালর জন্যেই এসেছেন, কিন্তু...'

ডন রোমেরো বসে পড়লেন আবার, ছড়িখানা রাখলেন কোলের ওপর। নিভে-যাওয়া সিগারটা তুলে নিলেন তিনি, ছাই ঝেড়ে মোমের আগুনে ধরলেন। টান দিলেন ঘন ঘন, সিগার-ধরা হাতটা কাঁপছে থরথর।

'কিন্তু এখন আর,' অবশেষে মুখ খুললেন রোমেরো, 'আগের মত নেই অবস্থা। তোমার কথাই যদি সত্যি হয়ে থাকে, ভগিনী, তা হলে ড্যান ও'হারার উত্তরাধিকারী কে হচ্ছে শুনি?'

'ওর কি [illegible] আছে কোন?' হাসলেন বৃদ্ধ। 'কাজেই, শেষপর্যন্ত, জিত আমারই হচ্ছে।

'ডন [illegible]কো ড্যানকে খুন করবে। তোমাকেও মেরে ফেলব, তখন তো সবই আমার!'

হাত ইশারায় দোরগোড়ায় অপেক্ষমাণ তিন বন্দুকবাজ আর পরিচারিকাকে দেখালেন তিনি। 'আর এদেরকে মোটা বখশিস দিলেই চলবে–মুখ বুজে থাকবে।'

এলেনার উদ্দেশে তাকালেন ডন। 'বুঝলে, ভগিনী, সবই আমার হবে। সরকারি লোকদের কাছে যাব আমি, দুশ্চিন্তার ভান করব। ওদের বলব, তোমরা দুজন ড্যানের খোঁজে মরুভূমিতে গেছ। এবং ওরা আমার কথা বিশ্বাস করবে।

'বিশেষ করে তোমাদের লাশ আবিষ্কৃত হওয়ার পর আর কোন সন্দেহ থাকবে না কারও। আফসোস করে শুধু বলবে, "বোকার দল! কেন মরতে গিয়েছিল খামোকা?"

'আর আমি হাসব মনে মনে, সব ঝামেলা চুকিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে খাব।'

আঠারো

খররৌদ্রের মাঝ দিয়ে হাঁটছি আমি, দক্ষিণে, স্যান হ্যাকিন্টোসের অনতিদূর দিয়ে। ওরা রয়েছে উত্তরে আর পুবে। প্রচণ্ড অবসাদে সারা শরীর ভারি আমার, মাথার ভেতর কেমন যেন ভোঁতা অনুভূতি। দূরে গুলির শব্দ শুনলাম একটা। ওরা কি তবে আমার ট্রেইল খুঁজে পেয়েছে? অসম্ভব নয়, তবে আমি ট্র্যাক বিশেষ রেখে আসিনি। কাছেই গুটিকতক জশুয়াগাছ চোখে পড়তে, ঘুরে ধীর কদমে আমি এগোলাম সেদিকে, গাছপালা আর ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত পাথরচাঁইয়ের মাঝ দিয়ে ছোটখাট একটা উপত্যকায় বিশ্রাম নিতে বসছিলাম, কিন্তু পাথর ভয়ঙ্কর তেতে থাকায় তা আর সম্ভবপর হলো না, বাধ্য হয়ে এগোলাম আবার। এখন যে-পথে হাঁটছি সেটা প্রাচীন ট্রেইল, পেছনে তাকিয়ে আমার কোন ট্র্যাক দেখতে পেলাম না।

পালানোর মত জায়গা খুঁজছি আমি...একটা কিছু হলেই হলো।

পড়ে গেলাম হোঁচট খেয়ে। আমার দ্বিতীয় জোড়া মোকাসিনও ছিঁড়ে গেছে। অবসাদে মাথা কাজ করছে না। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম আমি, আবার পড়ে গেলাম, ফের উঠলাম, চোখ ছোট করে তাকালাম ঝলমলে তাপতরঙ্গের ভেতর দিয়ে।

কে ও?

কেউ একজন...কী যেন...তাপতরঙ্গের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে। বার দুয়েক চোখ

পিটপিট করে আবার তাকালাম আমি। একজন মানুষ...ইন্ডিয়ান?

একজন বৃদ্ধ ইন্ডিয়ান...নাকি স্বপ্ন দেখছি? থমকে দাঁড়ালাম। না, চোখের ভুল নয়, লোকটা ইন্ডিয়ানই, এবং বুড়ো। পরনে তার রঙজ্বলা লাল শার্ট, বুক খোলা। মাথায় ফেট্টি বাঁধা। 'কে...?'

ওর গলায় র-হাইডের সুতোর সাথে চ্যাপটামত নীলকান্তমণি ঝুলছে একটা।

হাত তুলল লোকটা, আমার ডানের পাথরচাঁইগুলোর দিকে ইশারা করল। সেদিকে তাকালাম আমি, যখন ঘুরলাম, ইন্ডিয়ান বুড়ো আর নেই–মিলিয়ে গেছে।

আগে বেড়ে, হাঁক দিলাম আমি, তাকালাম চারপাশে। কেউ নেই...একটা ট্র্যাক পর্যন্ত নয়।

স্বাভাবিক, এরকম প্রাচীন ট্রেইলে কোন ছাপ না ফোটারই কথা।

হঠাৎ দূরে কার যেন চিৎকার শুনতে পেলাম, তারপর গুলির আওয়াজ। ঘুরে, বুড়ো ইন্ডিয়ানের নির্দেশিত পথে ছুট দিলাম এবার, পড়ে গেলাম, উঠলাম হাঁচড়েপাঁচড়ে, বোল্ডারস্তূপের মাঝে ফাটল দেখতে পেয়ে এঁকেবেঁকে উঠে গেলাম সেখানে।

ফাটলটা পাথরে-ঘেরা, রীতিমত অন্ধকার। ছোট্ট একটা পাথুরে চৌবাচ্চায় কয়েক গ্যালন পানি রয়েছে, বৃষ্টির। এক জায়গায় পুড়ে অঙ্গার হয়ে আছে কয়েকটা পাথর, বহুকাল আগে কখনও হয়তো রান্নার আগুন ধরিয়েছিল কেউ। বুকে হেঁটে গাঢ় ছায়ায় ঢুকে গেলাম আমি, পিস্তল বের করলাম হোলস্টার থেকে, ওদের আসার অপেক্ষায় রইলাম।

ঝড়ের বেগে ছুটে এল একদল ঘোড়সওয়ার, ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, সামনে চলে গেল কয়েকজন, অচিরেই ফিরে এল কেউ কেউ।

একজন বলল, 'আশ্চর্য, হতভাগা গেল কোথায়?'

'পেছনে কোথাও আছে, হয়তো,' বলল আরেকজন।

'টোনিও,' বলল অপর এক লোক, 'একটা আস্ত গাড়ল। কোন কাজের না–খালি কথা।'

'ও এ-পর্যন্ত এসেছে বলে আমার মনে হয় না,' বলল প্রথম কণ্ঠস্বরটি। 'গেল মাইলখানেকের মধ্যে আমি কোন ট্র্যাক দেখতে পাইনি।'

'ওদিকে কিছু ঘোড়ার ট্র্যাক দেখলাম,' মন্তব্য করল আরেকজন।

'নিশ্চয় বুনো। এরকম আমিও দেখেছি কয়েকবার।'

'পাঁচ-ছয়টার বেশি হবে না।'

আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে এল কণ্ঠস্বরগুলো, মিলিয়ে গেল দূরে, আমি পিস্তল বাগিয়ে বসে রইলাম। আমি যেখানে রয়েছি সেখানে নড়াচড়ার জো নেই, তবে পাথরগুলো যেখানে অঙ্গার সেখানে অনায়াসে দু-তিনজন আঁটবে। এটা কোন হাইড-আউট নয়, কোনদিন হয়তো ঝড়ের কবল থেকে বাঁচতে ইন্ডিয়ানরা এসে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রবেশ পথটা সংকীর্ণ, আগেভাগে জানা না থাকলে এত অজস্র পাথরের ভিড়ে ঠাহর পাবে না কেউ।

বাহুতে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি, চেতন পেলাম শীতে। হাত অসাড় আমার, ঝিঁঝি ধরেছে। ঝাঁকিয়ে, ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিলাম আবার,

উঠে বসে কান পাতলাম বাতাসে।

কোন শব্দ নেই, চরাচর স্তব্ধ। চিত হয়ে শুয়ে ঘুমোলাম ফের, যখন সজাগ হলাম তখন সকাল। এক ঢোক পানি খেয়ে পাথরে হেলান দিয়ে বসলাম আমি, ঝিমোতে লাগলাম।

বাইরের ওই প্রান্তরে আছে ওরা, ওত পেতে। হয়তো আমার মাইল কয়েকের ভেতর নেই, তবে নজর রাখছে সবখানে। এ-জায়গা, অনুমান করলাম, স্টাবি স্প্রিং থেকে তেমন একটা দূরে হবে না...কিংবা লস্ট হর্স ওয়েলস থেকে। অন্তত কাছেপিঠেই কোথাও হবে ওগুলো। যখন রাত নামবে, এখান থেকে বেরিয়ে সন্তর্পণে পাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা করব আমি।

আমার পশ্চিমে গভীর এক ক্যানিয়ন রয়েছে, ওখানে ঢোকার কোন রাস্তা যদি থাকে—আর সম্ভবত ঝরনার ভাটিতে আছেও তা—ক্যানিয়ন ধরে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে, টিলাটক্কর অতিক্রম করে ওপাশের পাইন বনে পৌঁছুতে পারব আমি; তারপর সেখান থেকে উপত্যকা পেরিয়ে আমার বন্ধুদের কাছে।

ভাবা যত সহজ, করা ঠিক তার উল্টোটি। নিঃসন্দেহে কঠিন হবে কাজটা, পথ বন্ধুর, আর স্টাবি স্প্রিং যদি ওদের চেনা থাকে, তা হলে সেখানেও হয়তো পাহারা বসাবে। ওই পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতে তেষ্টা পাবে আমার, এবং আমি তা নিবারণ করবও।

স্টাবি স্প্রিংয়ে যদি জনাদুয়েক লোক থাকে, আমরা সকলেই বিপদে পড়ব। গুলিভরা পিস্তল আছে আমার কাছে, আর কোমরের কার্তুজবেল্টে রয়েছে বাড়তি চব্বিশ রাউন্ড। এবং আমি খোশমেজাজে নেই।

যখন ছায়া ঘনাতে শুরু করল, পাথরস্তূপের কোনা থেকে সরে এলাম, ফাঁকায় বেরোনোর আগে কান খাড়া করলাম মুহূর্তের জন্যে। যখন বুঝলাম কেউ নেই, বাইরে এসে হাঁটতে শুরু করলাম। স্টাবি স্প্রিং বেশিদূরে নেই।

পেছনে হাত বাড়িয়ে, হোলস্টারের ফিতে খুলে দিলাম আমি, ঢিলে করে রাখলাম পিস্তলটাকে যেন প্রয়োজনের সময়ে ত্বরিতে ড্র করতে পারি।

আমার ক্যান্টিন ভরা, পানি খেলাম এক ঢোক। মুখ শুকিয়ে খটখট করছে পাকা চামড়ার মত, মেজাজ তিরিক্ষে।

ওরা আমাকে দেখে ফেলার আগেই ওদের ঘোড়াগুলো চোখে পড়ল আমার। দুজন রয়েছে, প্রায় একই সময়ে পরস্পরকে দেখতে পেলাম আমরা, ওদের মধ্যে যে-লোকটি রাইফেলধারী আমি গুলি করলাম তাকে।

টলছি আমি, তবু অব্যাহত রাখলাম গুলিবর্ষণ। আমাকে মারার চেষ্টা করছিল যে-লোক সে অ্যাংলো হলেও খিস্তি করল স্প্যানিশে, তারপর আবার গুলি করল আমাকে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, কারণ ইতিমধ্যে আমার তিনটে বুলেট হজম করতে হয়েছে ওকে।

বাঁকা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শত্রু, ওদের ঘোড়াগুলো ছুটে পালাল ক্যানিয়নের ভাটিতে। বালুর ওপর বসে রিলোড করে নিলাম আমার পিস্তল, তারপর আবার গোলাগুলি শুরু করার জন্যে তৈরি হয়ে যখন তাকালাম আগুনের দিকে, তখন দেখলাম উভয়েই অক্কা পেয়েছে।

উদ্যত পিস্তলহাতে, কষ্টেসৃষ্টে সোজা হলাম আমি, ঢুকলাম ওদের ক্যাম্পে গিয়ে।

কফিপট চাপানো আছে আগুনে, বেকন ভাজা হচ্ছে।

একজন এমন বেকায়দায় পড়েছিল যে তার প্যান্ট পুড়তে শুরু করেছিল, আমি লাথি মেরে আগুন থেকে সরিয়ে দিলাম ওর পা, একখণ্ড বেকন তুলে নিয়ে মুখে পুরলাম। তারপর কফিপান সেরে, রাইফেলটা যেখানে পড়েছে সেখানে গেলাম। প্রথমে বোল্টের বারোটা বাজিয়েছে আমার বুলেট, তারপর শত্রুর পেটে গিয়ে ঢুকেছে। লোকটার অবস্থা দেখে আমার নিজেরই মায়া হলো।

উনিশ

স্টাবি স্প্রিং ছেড়ে প্রায় তিন মাইল এসেছি এই সময়ে গুটিকতক শকুন চোখে পড়ল আমার। অদূর-আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছে ওরা, বুঝতে অসুবিধে হয় না নিশ্চিত আহারের সন্ধান পেয়েছে। আমার পিস্তলখানা যথাস্থানে আছে কিনা দেখে নিয়ে, কতকগুলো বোল্ডারের পাশ দিয়ে এগোলাম আমি, মরা একটা জশুয়াগাছের কোনা ঘুরে এক চিলতে পাথুরে জমিতে উপস্থিত হলাম।

হঠাৎ সামনে, মাটি থেকে একযোগে ডানা মেলল কয়েকটা শকুন, তবে পালাল না। আমি বুঝলাম যা-ই থাক ওখানে, সেটা মরেনি, তবে মরার পথে রয়েছে।

এবার সন্তর্পণে এগোলাম। মাঝেসাঝে শকুনের কর্কশ চিৎকার ছাড়া শুনতে পাচ্ছি না আর কিছু। দুটো শবভুক পাখি ওড়া থামিয়ে কাছেই একটা পাথরের ওপর বসেছিল। আমি দেখলাম কুৎসিত গ্রীবা বাঁকিয়ে নিয়ে কী যেন উৎসুক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে ওগুলো।

এরপর যখন ছোট্ট এক টিলার কোনা ঘুরলাম, তিনটে ঘোড়ার দেখা পেলাম। দুটো ধূলিশয্যা নিয়েছে, ওগুলোর একটা আপ্রাণ চেষ্টা করছে ওঠার। আর তৃতীয় ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই, তবে হাঁটু কাঁপছে, মাথা ঝুলে পড়েছে। তবু একটা শকুন যখন ছোঁ মারার পাঁয়তারা করল, মাথা উঁচিয়ে ভেংচি কাটল ও, তাড়াল পাখিটাকে।

পাথর মাড়িয়ে আমার নামার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল ওরা। মাথা জাগাল ঘোড়াটা, তাকিয়ে রইল অপলকে।

সবিস্ময়ে আমি দেখলাম, ওটা আমার ব্ল্যাক স্ট্যালিয়ন।

মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে গেলাম আমি। এর আগে কোনদিন দেখিনি এরকম কাহিল অবস্থায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কোন ঘোড়া। পড়ে গিয়েছিল ও, আর নয়তো আক্রান্ত হয়েছিল কারও দ্বারা। একটা কাঁধ রক্তাক্ত, নিতম্বের এক জায়গায় ছড়ে গেছে বিচ্ছিরিভাবে।

মাথা উঁচু করে আমার দিকে চেয়ে রইল ও, কিন্তু সেই সাথে ভূপাতিত মেয়ারটাকে আগলানোর জন্যে পিছিয়ে গেল খানিকটা।

'ভয় নেই, বেটা,' আমি বললাম, 'আমি আসছি!'

ঈষৎ খাড়া হয়ে গেল ওর কান। আমার ধারণা আমার গলা চেনে ব্ল্যাক

স্ট্যালিয়ন, আর তা চেনা ওর উচিতও। সুযোগ পেলেই ওর সঙ্গে প্রচুর কথাবার্তা বলতাম আমি।

কাছে গিয়ে দেখলাম একটা ঘোড়া আগেই মারা গেছে; অন্যটাও বাঁচবে না। যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেয়ার জন্যে মেরে ফেলা দরকার ওকে, কিন্তু পাছে ভয় পেয়ে ছুটে পালায় স্ট্যালিয়ন, তাই গুলি করতে সাহস পেলাম না।

মৃদু সুরে কথা বলতে বলতে আমি এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। ছোটাছুটি করার অবস্থায় নেই ও, যে-ই তাড়া করে থাকুক ওদের, বেধড়ক ছুটিয়েছে অবলা জীবগুলোকে। আর কিছুক্ষণ এরকম করলে স্ট্যালিয়নটারও তার সঙ্গীদের হাল হত, আর শকুনরা হামলা চালাত তখন।

কাছে গিয়ে, আমার টুপিটা নামালাম আমি, ক্যান্টিনের ছিপি খুলে ওতে প্রায় অর্ধেকটা পানি ঢেলে স্ট্যালিয়নের দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। প্রথমে একটু পিছু হটল ও, তারপর যখন গন্ধ পেল পানির, কাছে সরে এল।

টুপিতে নাক ডোবাল স্ট্যালিয়ন, পানি খেল। একনিশ্বাসে সবটুকু শেষ করে আরও চাইল সে, কিন্তু আমি নিরুপায়, সামান্য যেটুকু পানি অবশিষ্ট আছে ভবিষ্যতের জন্যে রাখতে হবে।

স্টাবি স্প্রিংয়ের ক্যাম্পে র-হাইডের রুকস্যাক পেয়েছিলাম আমি, ওটার ফিতে দিয়ে এবার চলনসই লাগাম তৈরি করলাম একটা। গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ, এই স্ট্যালিন অতীতে কারও পোষা জীব ছিল। তাই লাগাম পরানোর সময় একটুও বাধা দিল না ও। খানিক দূরে নিয়ে গিয়ে আমি ওকে একটা গাছের সাথে বেঁধে রেখে আবার ফিরে এলাম আগের জায়গায়, আহত মেয়ারকে মুক্তি দিলাম ওর নরকযন্ত্রণা থেকে।

এখন প্রায় সন্ধ্যা। পাম স্প্রিংয়ে পৌঁছেছি আমি। আর কিছুদূর গেলেই আমার বাড়ি।

তাড়া দিলাম ব্ল্যাক স্ট্যালিয়নকে। 'চল, বেটা,' বললাম, 'এবার আমরা বাড়ি যাব।'

গোধূলি আলোর রেশ মিলিয়ে যায়নি এরকম সময়ে বালিয়াড়ির মাঝ দিয়ে ইন্ডিয়ান পল্লীর সেই দোকানে এসে হাজির হলাম।

খাঁ-খাঁ করছে ছোট্ট হতদরিদ্র দোকান-ঘরটা, চামড়ার কবজায় ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে দরজা; চিমনিসুদ্ধ ছাতের একাংশ ধসে পড়েছে; ভাঙা দেয়ালের মাঝে মাথা কুটছে মরুবাতাস। ভেতরে উঁকি দিলাম আমি। ধুলো, ভাঙা একটা বাক্স, গোটা দুয়েক খালি বোতল, আর একটা জরাজীর্ণ বাকেট। দোকানি লোকটি স্থায়ী বসত করেনি এখানে, আমি জানি, তাই বেগতিক বুঝে উঠে গেছে অন্য কোথাও।

ব্ল্যাক স্ট্যালিয়নের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে, এরপর বাসার পথ ধরলাম। শেষ বালিয়াড়ির কোনা ঘুরতেই চোখে পড়ল অকটিয়োর বেড়া, কিন্তু বাড়িটা গেছে।

দেয়াল ভেঙে পড়েছে; চিমনি কালো একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন; লিভিং রুমের জায়গায় পড়ে রয়েছে কতকগুলো দগ্ধ কড়িবরগা। স্ট্যালিয়নের সঙ্গ ছেড়ে ধ্বংসস্তূপের দিকে এগোলাম আমি। একটা বইয়ের পোড়া মলাটের অংশবিশেষ দেখতে পেলাম। আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল কেউ।

পাশ কাটালাম, ঘোড়াকে ডাক দিয়ে, ওঅটর ট্রাফের দিকে এগোলাম। হৃষ্টপুষ্ট চার ঠ্যাংয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওটা, ভূমিকম্প আর আগুন ক্ষতি করতে পারেনি। মরচে-ধরা পাইপ হয়ে টলটলে ঠাণ্ডা পানি এসে জমা হচ্ছে গামলায়। আস্তাবলের ছাত ধসে পড়েছে, তবে কোণগুলো অক্ষত আছে এখনও।

ঘনায়মান সাঁঝের অন্ধকারে নিশ্চল আমি তাকালাম চারপাশে। নেই...সব শেষ, এই সেই জায়গা যেখানে বাবা তাঁর জীবনের শেষ কটি দিন কাটিয়েছিলেন আমার সঙ্গে; যেখানে, তাঁর অসুস্থতা সত্ত্বেও, ক্ষণিকের সুখ খুঁজে পেয়েছিলাম আমরা।

স্ট্যালিয়নকে পানি খাওয়ার সুযোগ দিয়ে, ভূপাতিত একটা পাথরের ওপর বসলাম। আচ্ছা, আমার সেই নিঃসঙ্গ অতিকায় মানুষটি এখন কোথায়...পাহাড় থেকে পাইনের সৌরভ নিয়ে আমার বাসায় যে আসত বই চুরি করতে?

খানিক বাদে ওঅটর ট্রাফের পাইপে মুখ লাগিয়ে আমার ক্যান্টিনটা ভরে নিলাম। এখানে আর থাকা চলবে না। শত্রুরা পয়লা চোটেই আমার খোঁজ করবে এখানে, আমি জানি, ওরা তেমন পিছিয়ে নেই। এতক্ষণে হয়তো স্টাবি স্প্রিংয়ের লাশগুলো আবিষ্কার করেছে, এবার দুইয়ে-দুইয়ে চার মেলাতে অসুবিধে হবে না বিশেষ। ট্র্যাক করার জন্যে সময় নষ্ট করবে না ওরা, সোজা চলে আসবে আমার এই বাসায়।

আমি ক্লান্ত, তবু আপাতত আশ্রয় নেয়ার জন্যে যত দ্রুত সম্ভব অন্য কোন জায়গা খুঁজে নিতে হবে। এবার আমি লস এঞ্জেলেসে ফিরে যাব, অ্যানাবেলের কাছে।

কিন্তু এখন কোথায় যাব? পাম ক্যানিয়নে? ওদিকে হামেশাই থাকে কিছু ইন্ডিয়ানরা, কিন্তু ওদেরই-বা কেন বিপদে ফেলতে যাওয়া?

তবে সম্ভবত একটা লাগাম আর স্যাডল মিলবে ওখানে গেলে।

চলে আসার জন্যে ঘুরছি, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে থমকে দাঁড়ালাম। চিমনির কাছে ফিরে গেলাম আমি, ফায়ারপ্লেসের ইটগুলো গুনে, খসিয়ে আনলাম একটা।

আমার বাবার সোনা, আমার সোনা। ওটার কথা আমি ভুলে বসেছিলাম আরেকটু হলেই। স্বর্ণমুদ্রাগুলো পকেটে পুরে, ইটটা আবার রেখে দিলাম যথাস্থানে।

এ-মুহূর্তে যা প্রয়োজন আমার, তা হলো বিশ্রাম, কোথাও স্থির হয়ে, একদিনের জন্যে হলেও।

একটি জায়গার কথা আমি জানি, ফ্র্যান্সিসকোর সঙ্গে গেছি বেশ কবার। মেসকিট আর পাম ঝোপে-ঘেরা একটা ঘেসো গর্ত, সন্দেহ নেই মাটি খুঁড়লে পানিও পাওয়া যাবে।

ওখানে গা ঢাকা দেয়া সম্ভব, সহজে শত্রুপক্ষ সন্ধান পাবে না আমার।

জায়গামত পৌঁছে দেখলাম সবকিছু আগের মতই আছে। ব্ল্যাক স্ট্যালিয়নের লাগামের খুঁটা মাটিতে পুঁতে, টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম আমি, পলক তুলে আকাশের তারা আর পাহাড়ের কালো দেয়ালের দিকে তাকালাম, তারপর চোখ বুজতেই নেমে এল গাঢ় ঘুম।

রাতে অকস্মাৎ নড়ে উঠল পাহাড়, ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ল নীচে। জেগে গেলাম আমি, কান খাড়া, সতর্ক। আরেকটা ভূমিকম্প? বৈরী পরিবেশে আমার মত বাস যাদের, প্রকৃতির ছোটখাট খামখেয়াল তাদের গা-সওয়া হয়ে যায়। পাহাড়ের

অন্ধকার চড়াই থেকে গড়িয়ে পড়ল আরও কিছু পাথর।

টাহ্কুইৎস...আবার চেষ্টা করছে তার বন্দীগুহা থেকে বেরোতে।

কথাটা ভাবতেই, বন্ধু টাহ্কুইৎস্‌কে মনে পড়ল আমার, তারপর ডন ফেডেরিকোকে।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম, মাথায় খুন। বেশ, লড়তেই যখন চায় ওরা, কাল থেকে আমিই হব শিকারী–আর তাড়া-খাওয়া শিকার নয়।

এরপর ঘুমোলাম আবার, ভোরের দিকে যখন চোখ মেললাম, দেখি গর্তের কিনারে এক লোক বসে, পরনে গোলাপি শার্ট, নীল ব্যান্ডানা, আর মাথায় চওড়া কারনিসের হ্যাট।

'তোমার ঘুম একটু বেশি গাঢ়,' তিরস্কার করল সে. 'তাড়া-খাওয়া শিকার হিসেবে।'

ওই লোক ফ্রান্সিসকো, আমার বন্ধু।

'অসুবিধে নেই,' জবাব দিলাম। 'আজ থেকে আমিই শিকারী।

'আমারও তাই বিশ্বাস। তা হওয়ার সময় হয়েছে।'

বিশ

আগুনের কাছে রয়েছে টোমাস, কালো চোখজোড়া সতর্ক: অন্ধকারের দিকে, ঘোড়াগুলোর কাছাকাছি, সরে গেছে ছেলেটা। 'ওকে ছেড়ে দাও,' বলল টোমাস।

অ্যানাবেলের ওপর থেকে চোখ সরাল না ইগলেসিয়াস। 'বোকামি কর না! কে জানছে? আসেটা কে এখানে?'

'ড্যান ও'হারা জানবে। ও অ্যাপাচিদের মত ট্র্যাক পড়তে পারে। ও আসবে। খুঁজে বের করবে তোমাদের।'

'হাহ্! ড্যান এতক্ষণে পটল তুলেছে। মরুভূমিতে ওকে খুন করেছে ওরা। মেয়েটা এখন খাঁচার পাখি। ছোট্ট ঘুঘু–আর আমরা হচ্ছি শিকারী বাজ।'

বিসক্যাল দাঁড়িয়ে রয়েছে, তিন নম্বর লোকটিও, কাছে সরে এসেছে আরেকটু। ধীর লয়ে হাতুড়ির ঘা পড়ছে অ্যানাবেলের বুকের ভেতর। ডান হাতে ছোট্ট পিস্তলটা আঁকড়ে আছে ও, কাপড়ের ভাঁজের আড়ালে। দুটো বুলেট রয়েছে ওতে, অর্থাৎ দুটো গুলি করা যাবে। পিস্তলের ব্যারেল ছোট, সুতরাং ওদেরকে একেবারে নাগালের মধ্যে পেতে হবে। কোনমতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া চলবে না।

তবু ভয় পাচ্ছে না ও। আগে পেয়েছিল, কিন্তু এখন নয়। ওর বাবা, চীনা আর মালয় জলদস্যুদের সঙ্গে বহু লড়াই করেছেন যিনি, প্রায়ই গল্প করতেন এধরনের ঘটনার কথা। 'ভেবেচিন্তে,' বলেন তিনি, 'ঠাণ্ডা মাথায় ঠিক কাজটি করবে।'

আগুনের ওপাশ থেকে টোমাস তাকাল ওর পানে, হালকা সুরে বলল, 'ড্যানের সাথে তার কাউইয়া বন্ধুরা থাকবে। ওদের বল, তুমি ড্যানের বন্ধু, তা হলে ওরাও তোমার বন্ধু হয়ে যাবে।'

কাউইয়া? তার বন্ধু? তবে কি টোমাস পালানোর পরামর্শ দিচ্ছে ওকে? ইন্ডিয়ানদের কাছে যেতে বলছে? কিন্তু কীভাবে...?

ইঞ্চি ইঞ্চি করে কাছে সরে আসছে ওরা।

'থাম!' আদেশ করল টোমাস। রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল, বিসক্যাল গুলি করল ওকে।

অ্যানাবেল দেখল টোমাস টলছে, পরক্ষণে নামহীন লোকটা লাফ দিল ওর উদ্দেশে। কাপড়ের নীচ থেকে ওর পেটে গুলি করল অ্যানাবেল। চকিত আতঙ্কের ছায়া দেখতে পেল লোকটার চোখে। ওর চার ফুটের ভেতর এসে পড়েছিল দুর্বৃত্ত, হাত সামনে বাড়িয়ে।

বোবা চিৎকারে হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ। পয়েন্ট ফোর ফোর বুলেটের ভারি ভোঁতা আঘাত স্পষ্ট শুনতে পেল অ্যানাবেল।

ঝটিতি পিছিয়ে গেল ও, বিসক্যাল আর ইগলেসিয়াসের দিকে পিস্তল ঘোরাল।

'সিনোরিটা!' চেঁচিয়ে ডাকল ছেলেটা। 'সিনোরিটা, প্লিজ!'

অ্যানাবেলের ঘোড়া, জিন-চাপানো। আরেকটা গুলি ছুড়ল সে, মিস্ করল, তারপর পোমেল চেপে ধরে দোল খেয়ে উঠে বসল স্যাডলে। ওপাশের রেকাবে পা নামানোর সময়ে ওর স্কার্টের কোনা আটকে গেল ক্যান্টলে, কিন্তু ঘোড়াটা ততক্ষণে রওনা দিয়েছে, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে অন্ধকারের ভেতর।

পেছনে আরেকটা গুলির আওয়াজ পেল সে, একটা আর্তচিৎকার...অখণ্ড স্তব্ধতা।

কে গুলি খেল? ছেলেটা? নাকি টোমাসই আবার?

জীবনে কখনও স্পার ব্যবহার করেছে সে এ-স্মৃতি অ্যানাবেলের নেই, কিন্তু এবার করতে হবে, কারণ ওর ঘোড়া দিশেহারা, অন্ধকারে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত পাথর আর কাঁটাঝোপের পাশ কাটিয়ে ছুটছে জোর-কদমে।

দক্ষিণ। হ্যাঁ, দক্ষিণে যেতে হবে তাকে। ড্যানের প্রিয় দুর্গম দেশে। ওর সন্ধান করতে হবে, সন্ধান করতে হবে ড্যানের ইন্ডিয়ান বন্ধুদেরও। টোমাস তাকে লস এঞ্জেলেসে ফেরার পরামর্শ দেয়নি...কেন? আশঙ্কা করেছে আরও বিপজ্জনক শত্রু থাকতে পারে ওখানে। ঠিক, এসময় মানুষের চেয়ে বিজন বুনো দেশকে দিয়ে ভয় অনেক কম।

রাশ টানল অ্যানাবেল, কান খাড়া। ওকে তাড়া করছে না কেউ। টোমাসের কী হলো? ছেলেটার? জানা দরকার ছিল, কিন্তু ফিরে গেলে বৃথা যাবে ওদের এই আত্মত্যাগ, এবং আরও কঠিন সংকটে পড়বে সে।

নক্ষত্রের দিকে তাকাল ও। বাবার সঙ্গে বহুবার সাগরে গেছে, সব নক্ষত্রই তার পরিচিত। কোন ট্রেইল সে চেনে না; কিন্তু ভয় কী, ধ্রুব-তারা রয়েছে। সপ্তর্ষি ধরে সামনে চলে গেল ওর দৃষ্টি, ধ্রুবতারাকে দেখতে পেল। তারপর দক্ষিণে ঘুরে গেল সে।

স্যান গরগোনিয়ো পর্বতমালা এখন ওর ডানে, আকাশের পটভূমিতে নিচু। পাহাড়ের কাছাকাছি থাকলে অনেক নিরাপদে থাকবে সে। ঘোড়ার খাবার মিলবে, চাই কী পানিও।

ওদিকে, দূর-পেছনে, ঝোপের ভেতর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ছেলেটা, কান্না

চাপতে নিজের হাত কামড়াচ্ছে। বুড়ো আহত, হয়তো মরতে চলেছে। বুড়োর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছে সে। 'ঘোড়া তৈরি রাখ। সুযোগ পেলেই পালাবে। তোমার মরার কোন কারণ নেই?'

'তোমার কী হবে?' ছেলেটা শুধিয়েছিল।

'আমি বুড়ো মানুষ। নিজের কাজ করে যাব, আর খোদাকে ডাকব। এরা শয়তান, আর ওই মেয়েটি ভাল।'

শেষপর্যন্ত নিরাশ হতে হয়নি তাকে। পালাতে পেরেছে, চমৎকার একটা ঘোড়ায় চেপে। কিন্তু এখন ওদের যাওয়ার প্রতীক্ষায় আছে সে, যাতে ফিরে গিয়ে টোমাসের শুশ্রূষা করতে পারে। তিনকুলে তার কেউ নেই, টোমাসই তাকে খাওয়া-পরার সুযোগ করে দিয়েছিল।

সেই দয়ালু বুড়ো মানুষটা এখন পড়ে আছে ওখানে, বুলেটের আঘাতে মৃত্যুযন্ত্রণায় ধুঁকছে, যদি ইতিমধ্যে মারা গিয়ে না থাকে। ছেলেটি প্রার্থনা করল টোমাস যেন মারা না যায়।

মেয়েটি ওদের একজনকে হত্যা করেছে। ওই নিষ্ঠুর লোকটার পরিচয় সে জানে না, তবে শুনেছে ও ভাসকুয়েযের লোক, বিসক্যালের সমস্ত অপকর্মের সঙ্গী।

আগুনের পাশে চোখ বুজে পড়ে আছে টোমাস। মারাত্মক চোট পেয়েছে সে, প্রার্থনা করছে দুর্বৃত্তরা যেন সত্বর বিদায় হয়। নিথর সে, টুঁ-শব্দ করছে না।

রক্তক্ষরণ হচ্ছে ভীষণ, টের পাচ্ছে ও, যন্ত্রণা বোধ করছে, তবু আশার কথা মেয়েটি পালাতে পেরেছে—ছেলেটাও। এমনটি ঘটাই উচিত হয়েছে। সে বুড়ো মানুষ, দুঃখ-কষ্ট তার জীবনে নতুন নয়। অতএব সইতে পারবে।

টোমাস ভাবল এসময় তার রাইফেলটার নাগাল পেলে হত। হয়তো ওদের একজন কিংবা উভয়কেই খতম করতে পারত সে। আর ছেলেটা ফিরতে পারত তা হলে, এবং তারা দুজনে মিলে হয়তো সাহায্য করতে পারত সিনোরিটাকে।

হাহ্! ছোট্ট পিস্তল! কে ভাবতে পেরেছিল মেয়েটির কাছে অমন কিছু থাকতে পারে কিংবা ও ব্যবহার করবে সেটা?

ইগলেসিয়াস এগিয়ে এল ওর কাছে। পাথরের ওপর দুর্বৃত্তের বুটের শব্দ শুনতে পেল টোমাস। হঠাৎ প্রচণ্ড এক লাথি খেল সে পাঁজরে। তবু একটুও কাতরাল না। এখন শব্দ করার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু।

'ছোট্ট পিস্তল ছিল ওটা,' বলল বিসক্যাল, 'দোনলা। ওগুলোকেই ডেরিঞ্জার বলে। মেয়েটা দুটো গুলি ছুড়েছে।'

'তারমানে ও নিরস্ত্র, এখন?'

'আলবত। এই জায়গাটা দুর্গম। ও পথ হারিয়ে ফেলবে। পানি ছাড়া থাকুক কদিন, আপসে ধরা দেবে আমাদের বুকে।'

নিজের রাইফেলটা কুড়িয়ে নিল বিসক্যাল, ঝোপের ভেতর অবশিষ্ট ঘোড়াগুলো যেখানে আছে সেদিকে এগোল। 'বেশিদূরে যায়নি ও,' মন্তব্য করল সে। 'আমাদের ঘোড়া ওরটাকে ধরে ফেলবে। চল, যাওয়া যাক।'

ডাইনে-বাঁয়ে তাকাল ইগলেসিয়াস। 'তুমি ঘোড়াগুলো নিয়ে এস,' বলল, 'আমি এদিকটা সামলাচ্ছি।'

বিসক্যাল যখন অদৃশ্য হলো ঝোপের ভেতর, এগিয়ে গিয়ে নিহত সঙ্গীর পকেট সার্চ করল ইগলেসিয়াস। 'পঞ্চাশ পেসো,' বিড়বিড় করে বলল সে, 'মোটে পঞ্চাশটা পেসো ছিল তোর কাছে!'

মুদ্রাগুলো পকেটস্থ করে সোজা হলো দুর্বৃত্ত, টমাসের দিকে এগোল। 'বাহ্,' জোরে জোরে বলল ও, 'তোর কাছে কিস্যু নেই। পানিও না। মরে গিয়ে বরং বাঁচলি।'

ওদের ঘোড়ার আওয়াজ যখন মিলিয়ে গেল সম্পূর্ণ, কেবলমাত্র তখনই নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল টোমাস, এবং সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ব্যথা অনুভব করল। বুলেট ওর শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় করেছে, অনুমান করল বুড়ো, এবং প্রচুর রক্ত হারিয়েছে সে।

কফিপটখানা চাপানোই আছে আগুনে। ওই কফিপটটা তার, বিসক্যাল বা ইগলেসিয়াস কেউই নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। ওদের পানীয় টেকুইলা। যাক, ভালই হয়েছে, এখন তার প্রয়োজনে আসবে ওই কফি।

ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে ধীর পায়ে ফিরে এল ছেলেটি। 'আমি কী করতে পারি?' জানতে চাইল ও।

'সিনোরিটার জন্যে, কিছুই না। সবই এখন খোদার হাতে।' ছেলেটার দিকে তাকাল টোমাস। 'আমার ভাগ্যও খোদার হাতে, এবং তোমার।'

'আমি আনাড়ি।'

'প্রথমে কফিপান করব আমরা, তুমি আর আমি। তারপর তুমি পটে পানি গরম করে আমার ক্ষতস্থান সাফ করবে। এতে কতটা লাভ হবে জানি না, তবে আমি আরাম পাব।'

'খুব ব্যথা?'

'খানিকটা। আমি আগেও চোট পেয়েছি অনেক।' টোমাসের মুখ পাণ্ডুর, ভাষায় প্রকাশ না করলেও ওর চোখ যন্ত্রণার আভাস দিচ্ছে। 'আমার স্যাডলব্যাগে টেকুইলা আছে; সামান্য। আমি খাব এক ঢোক। তারপর, যখন ক্ষতস্থান সাফ করা হয়ে যাবে, ওখানেও তুমি ঢালবে কিছুটা।'

পাথরে হেলান দিয়ে চোখ বুজল বুড়ো, ছেলেটা ব্যস্ত হয়ে পড়ল নিজের কাজে।

'কিছু গাছগাছড়া আছে যেগুলো লাগালে উপকার হয়। আমার মা চিনতেন। আমি দেখছি চিন্তা করে, মনে পড়ে কিনা।'

কম্বল নিয়ে এসে টোমাসের কাঁধ ঢেকে দিল ছেলেটা, তারপর কফিপান করল ওরা।

'এবার,' বলল টোমাস, 'কাজ শুরু কর।'

লাকড়ি ফেলা হলো আগুনে, সশব্দে স্ফুলিঙ্গ ছুটল। খালি কফিপটে পানি ভরে নিয়ে ঘুরে বসল ছেলেটা, তারপর হঠাৎ থমকে গেল ও, ভয়ে ধক্ করে উঠল বুক।

আলোর কিনারে দাঁড়িয়ে এক লোক, আগে কখনও অমন মানুষ দেখেনি সে।

ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে ক্যাম্পে ঢুকল লোকটা। নজর বোলাল চারপাশে, প্রথমে টোমাস এবং তারপর ছেলেটাকে দেখল। 'হ্যাঁ,' বলল, 'ভালমত গরম কর। আমি দেখছি ওকে। আর সেই ফাঁকে তুমি আমাকে খুলে বল কী ঘটেছে।'

টোমাসের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ইয়াকুব খান, পরনের কোটখানা খুলে নিল। তারপর ধারাল একখানা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলল রক্তাক্ত শার্টটা।

'সব বলবে। কিচ্ছু বাদ দেবে না। তোমাদের সঙ্গের মেয়েটা কোথায়?'

বলতে শুরু করল ছেলেটা, ইয়াকুব উঠে তার স্যাডলব্যাগ দুটো নিয়ে এল। শোনার পাশাপাশি সমান তালে হাত চলছে ওর, পানিতে বলক এলে পটটা নামাল, ক্ষতের মুখ আর পেছন উভয় দিকই সাফ করল ধুয়ে।

নড়ে উঠল টোমাসের চোখের পাতা, খুলে গেল। ঘোলাটে দৃষ্টিতে ইয়াকুব খানের দিকে তাকাল সে, ভ্রূকুটি করল। 'ভয় পেয়ো না,' বলল ইয়াকুব খান। 'এ-কাজে অভিজ্ঞতা আছে আমার। এরকম চোট অনেক দেখেছি জীবনে। আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না।'

ভোরের দিকে টোমাসের যন্ত্রণা প্রশমিত হলো খানিকটা, ও ঘুমোল।

'আরাম করুক ও,' বলল ইয়াকুব। 'যখন জাগবে, জার্কির সুপ খেতে দিয়ো। আমি আবার আসব এ-পথে।' এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে, তারপর বলল ফের, 'যদি না আসি, পাঁচ দিন দেখে বাড়ি নিয়ে যেয়ো ওকে।'

ক্লান্তি সত্ত্বেও, রাতে ভাল ঘুম হয়নি অ্যানাবেলের। এখন ভোর, অপরিচিত পরিবেশ জাগিয়ে দিল ওকে। পাহাড়ের পাদদেশে গাছ-পালার ভেতর ঘুমিয়েছিল সে, এবার বসল উঠে। অদূরের ঘেসো জমিতে মহা আনন্দে চরছে ওর ঘোড়া।

তেষ্টা পেয়েছে ওর, এবং সেই সঙ্গে খিদে, কিন্তু ওসব ভাববার সময় নয় এটা। দক্ষিণে কোথাও আছে ড্যান; ওর সৌভাগ্য, বিপদ শুরু হওয়ার আগে ওদিকেই ওদের নিয়ে যাচ্ছিল টোমাস। ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাল অ্যানাবেল, বিশীর্ণ একটা জলধারায় ওকে পানি খাইয়ে নিয়ে রওনা হলো দক্ষিণে।

টোমাস মারা গেছে—এতে কোন সন্দেহ নেই ওর। আর দৈবাৎ যদি বেঁচেও থাকে, এতই আহত হয়েছে যে কোনরকম সাহায্যে আসতে পারবে না। ছেলেটা, আদৌ যদি ফাঁকি দিতে পারে বাকি দুজনকে, বুঝবে না এসময় তার কী করণীয়। সে, সম্ভব হলে, সোজা বাড়ি ফিরে যাবে।

ইগলেসিয়াস আর বিসক্যাল তার পিছু নেবে। নিশ্চয় দক্ষ ট্র্যাকার ওরা, দ্রুত ধরে ফেলবে। ট্রেইল গোপনের কৌশল আছে অনেক, তার ধারণা, কিন্তু সেসব সে জানলেও লাভ হত না, সময় ছিল না হাতে। এখন যা ওর দরকার তা হলো একটা অস্ত্র। পিস্তলটা আছে এখনও, কিন্তু গুলি নেই। সত্যিই কি নেই...স্যাডলব্যাগে বাড়তি দু-একটা কার্তুজ?

মরুভূমিতে নেই ও, এর উপকণ্ঠে, অস্পষ্ট একটা ট্রেইল অনুসরণ করছে, ওর বিশ্বাস ইন্ডিয়ানদের। নীচে হয়তো আরও সহজ ট্রেইল মিলবে, কিন্তু সেটা খোলামেলাও হবে বেশি। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, গাছপালায়-ছাওয়া পথ ধরে এগোচ্ছে সে।

অকস্মাৎ এক জায়গায় একফালি ফাঁকা জমিতে বেরিয়ে এসেছে ট্রেইল, তাই জোরে ঘোড়া ছোটাল অ্যানাবেল। একটা চড়াইয়ের মাথায় উঠে, পাইন ঝোপের ভেতর রাশ টানল, তাকাল পেছনে।

কী ওটা...ধুলো?'

সামনে নজর ফেরাল অ্যানাবেল, গাছপালার মাঝ দিয়ে নীচে নেমে গেছে ট্রেইল,

তারপর ওপাশের চড়াইয়ে গিয়ে উঠেছে, এঁকেবেঁকে, আরও ওপরে। ওঠার সময়ে দেখা যাবে তাকে, কিন্তু উপায়ও নেই এ ছাড়া। এগোল সে, মাঝে-মধ্যে পেছনে তাকাচ্ছে। তলদেশে পৌঁছে উল্টো দিকের চড়াইয়ে উঠতে যাবে অ্যানাবেল, এই সময়ে আচমকা পিছিয়ে এল ওর ঘোড়া, বেসামাল করে ফেলল ওকে।

অতিকষ্টে জানোয়ারটাকে বাগে এনে চড়াইয়ের ওপরপানে রওনা হলো ও। কী দেখে অমন ভয় পাচ্ছিল ঘোড়াটা? পাহাড়ি সিংহ? নেকড়ে? নাকি ভালুক?

হঠাৎ বাঁয়ে আরেকটা ট্রেইল চোখে পড়ল ওর, মরুভূমি থেকে এসে এই ট্রেইলে মিশে গেছে। ভুরু কুঁচকে, রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যানাবেল, সামনে তাকাল।

কিচ্ছু নেই...যখন পেছনে তাকাল, একজন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল, বেরিয়ে এসেছে বন থেকে...ইগলেসিয়াস।

ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে লাফিয়ে আগে বাড়ল অ্যানাবেল; এবার ঝোপ থেকে সাঁই করে দড়ি ছুটে এল একটা, ওর ঘোড়ার গলায় জড়িয়ে গেল ফাঁস। পেছনের পায়ে সোজা হলো ঘোড়াটা, অ্যানাবেল পড়ে গেল। পোমেল আঁকড়ে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করল ও, সশব্দে আছাড় খেল মাটিতে। একটা পাথরে ঠুকে গেল মাথা।

আঘাতটা অনুভব করল অ্যানাবেল, সীমাহীন ভয় আর আতঙ্কের একটা ধাক্কা বোধ করল, তারপর সব অন্ধকার।

দড়ি গোটাতে গোটাতে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বিসক্যাল। অচেতন অ্যানাবেলের দিকে তাকাল ও, তারপর নিজের আর মেয়েটার ঘোড়া বাঁধল।

'জলদি এদিকে এস, ইগলেসিয়াস,' বলল বিসক্যাল, 'মেয়েটা মনে হয়...'

অ্যানাবেলের পাশে গোড়ালির ওপর বসেছিল সে, হঠাৎ চোখ গেল একটা পায়ের ওপর, মোকাসিন-পরা, কল্পনাতীত বড়।

সভয়ে, মাথা পেছনে হেলাল বিসক্যাল, উঠে দাঁড়াল। ঝুলে পড়ল ওর চোয়াল, মুখ হাঁ; চোখ ক্রমশ উঠে যাচ্ছে ওপরে...আরও ওপরে...চিৎকার করে উঠল দুর্বৃত্ত।

পালাবার প্রয়াস পাচ্ছিল বিসক্যাল, অতিকায় এক হাত দোল খেয়ে নেমে এল নীচে, ধাক্কা মেরে পথ থেকে সরিয়ে দিল ওকে। দশ ফুট নীচের এক পাথরের ওপর গিয়ে পড়ল সে, এবং সেখান থেকে অজস্র পাথরসমেত আরও ফুট পঞ্চাশেক নীচে।

চোখ মেলে খোলা আকাশ দেখতে পেল বিসক্যাল, গুঙিয়ে উঠল, হাঁটু ভাঁজ করে বসতে চেষ্টা করল। পারল না। ওর মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে।

ইগলেসিয়াস...কোথায় গেল ব্যাটা? একটা ছায়া পড়ল ওর মুখে। বিসক্যাল চোখ খুলল।

শকুন...

একুশ

আধো-অন্ধকারে চোখ মেলল অ্যানাবেল। একদৃষ্টে চেয়ে রইল কাঁপা-কাঁপা অগ্নিশিখার দিকে, নিচু সিলিংয়ের গায়ে নাচছে ভৌতিক আলো, কিন্তু ও যেন সেসব

কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। স্রেফ মনে হচ্ছে একটা কিছু আছে ওখানে, অনেকটা মাথার ভোঁতা যন্ত্রণার মত স্থির। একটু বাদে চোখ বুজল ও, কিন্তু যখন খুলল আবারও, কম্পিত ছায়াগুলো আছে, গুহার ছাতে, অদ্ভুত সব নাচের মুদ্রায়।

হাস্যকর চিন্তা, অবশ্যই, তবে কিনা জায়গাটা দেখতে আসলেও গুহার মত কিন্তু গুহায় কী করতে এসেছিল সে? চোখ মুদল অ্যানাবেল, ভীষণ দপদপ করছে ব্যথায়, পতনের অবশ্যম্ভাবী ফল, নিঃসন্দেহে।

পতন? কীসের পতন? ওহ্...হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল সে, কিংবা ফেলে দেয়া হয়েছিল ঝটকা মেরে। কাজটা কার? ওর মন, এখনও ধোঁয়াটে, জবাব হাতড়াতে শুরু করল।

পরমুহূর্তে সব মনে পড়ে গেল। ঝোপ থেকে একজন ল্যাসো ছুড়েছিল, হ্যাঁচকা টান মেরে ওকে ফেলে দিয়েছিল ঘোড়া থেকে।

রিসক্যাল, ওটাই তো নাম লোকটার। ঝোপ থেকে বেরিয়ে, দড়ি গোটাতে গোটাতে, ওর দিকে এগিয়ে আসছিল সে। শেষ এ-দৃশ্যটিই মনে আছে তার।

আতঙ্কে, বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর চোখ। কাঁপা-কাঁপা আঙুলে বিছানাটা পরখ করল অ্যানাবেল। পশুছালের ওপর শুয়ে আছে, কোন এক গুহায়, কম্বল দিয়ে কে যেন ঢেকে দিয়েছে তার শরীর।

বুটজোড়া বাদে, আর সবকিছুই আছে ওর গায়ে। উঠে বসার প্রয়াস পেল অ্যানাবেল, কিন্তু তীব্র ব্যথা অনুভূত হওয়ায় শুয়ে পড়ল আবার। কী যেন নেমে এসেছে চোখের ওপর, হাত দিতে বুঝল ভেজা ন্যাকড়া। জলপট্টি দেয়া হয়েছিল কপালে। এবার ক্রমশ সজাগ হতে লাগল ওর বোধশক্তি।

পরিচিত, বোধগম্য শব্দ শোনার প্রত্যাশায় কান খাড়া করল অ্যানাবেল। আগুনের পটপট্ ছাড়া অন্য কিছু শুনতে পেল না। গুহার অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের দিকে, হ্যাঁ, এখন আর সন্দেহ নেই এটা একটা গুহাই, চোখ ফেরাল সে। দেয়ালের গায়ে রাইফেল দেখতে পেল, দুটো রাইফেল, আর এর অনতিদূরে কল্পনাতীত বিশাল একজোড়া স্নো-শু। আরেকটু সামনে, পাথুরে তাকের ওপর, একসারি বই।

বই? গুহায়? আগুনের দিকে ঘাড় ফেরাল অ্যানাবেল।

ফায়ারপ্লেসটা পাথর কুঁদে বানানো, শিখার কম্পন বলে দেয় পর্যাপ্ত বাতাস পাচ্ছে। কাছেই, অন্যান্য তাকে, সাজানো আছে রান্নার সরঞ্জাম। ওগুলোর পাশে একটা কাঠের বাক্স কুঠার আর করাতও রয়েছে। এ-সবের অর্থ, গুহাটা অস্থায়ী কোন আস্তানা নয়, কারও বাসস্থান।

কে ওকে নিয়ে এসেছে এখানে? কেমন মানুষ থাকতে পারে এমন জায়গায়? গুহামুখের দরজাটা ভারি এবং প্রকাণ্ড, আস্তাবল ছাড়া এতবড় দরজা ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখেনি সে। চারপাশে আরেক দফা নজর বুলিয়ে অ্যানাবেল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুল, যে-লোকটির বাস এখানে একাধারে সে গোছাল এবং পড়ুয়া। অতএব, রিসক্যাল বা ইগলেসিয়াস যুগলের কেউ নয়, যারা ভ্যাকুয়েরো থেকে এখন আউট-লতে পরিণত হয়েছে।

হঠাৎ বিশাল এক থাবার টানে বাইরের দিকে খুলে গেল দরজা। ধড়মড় করে উঠে বসল অ্যানাবেল যখন দেখল দোরগোড়ায় অতিকায় এক মানব দাঁড়িয়ে। চোখ

কপালে উঠল তার, এরকম প্রকাণ্ড মানব-সন্তান সে জীবনে কখনও দেখেনি। বিরাট মাথা ওর, রোমশ ভ্রূ, হনু দুটো পুরু, চোয়াল অবিশ্বাস্যরকমের চওড়া। ভেতরে ঢুকল লোকটি, বন্ধ করে দিল দরজা।

'ভয় পেয়ো না। আমি তোমার বন্ধু।'

বিছানার কাছেই, অ্যানাবেলের স্যাডলব্যাগ দুটো মেঝেয় নামিয়ে রাখল সে। 'তোমার ঘোড়ার যত্ন নেয়া হয়েছে। সব ভাল। তুমি আরাম কর।'

লোকটার কণ্ঠস্বর অসম্ভব ভরাট, যেন কোন গভীর কুয়ো থেকে উঠে আসছে। 'ডাকাতরা? ওদের জন্যে ভয় নেই। চলে গেছে।'

'কী হয়েছিল?'

মেঝেতে বসে পড়ল অতিকায় আগন্তুক। উপবিষ্ট অবস্থায়ই, লম্বায় প্রায় অ্যানাবেলের মাথা ছাড়িয়ে গেল সে। 'একজন দড়ি ছুড়ে তোমাকে ধরে ফেলেছিল। তারপর আমি যখন পাহাড় থেকে নেমে এলাম, আমাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল লোকটা, পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল।' অপরাধীর ভঙ্গিতে নিজের ঘাড় চুলকাল দৈত্য। 'আমি চড় মেরে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছি ওকে। অনেক নীচে, পাথরের ওপর।'

'আর অন্যজন?'

'ওর ঘোড়াটা ভয় পেয়ে গি[illegible]।' কৌতুকে ঈষৎ নেচে উঠল বিশালদেহীর চোখ। 'আমাকে যেসব ঘোড়া [illegible] তাদের হয় এমন। ঘোড়াটা ওকে নিয়ে ছুটে পালিয়েছে।'

আগুনের দিকে ঘুরে বসল লোকটা। 'কফি খাবে? অবশ্যি তোমাকে খাওয়াবার মত তেমন কিছু আমার নেই এখানে।' ঘাড় ফিরিয়ে অ্যানাবেলের পানে তাকাল ও, তর্জনী ইশারায় দক্ষিণ দিক নির্দেশ করল। 'আমার আসল বাড়ি স্যান হ্যাকিন্টোসে।'

'আপনিই তা হলে টাহ্‌কুইৎস্?'

মিষ্টি হাসল লোকটা। 'টাহ্‌কুইৎস্! কুমারী মেয়েদের নিজের গুহায় ধরে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলে।' অ্যানাবেলের দিকে আড়চোখে তাকাল ও। 'তবে আমি ক্ষুধার্ত নই।'

'নিঃসন্দেহে আমার জন্যে সুখবর এটা, কিন্তু আমি ক্ষুধার্ত। ভয়ঙ্কর।'

তাক থেকে তাওয়া আর একখণ্ড বেকন নামাল দৈত্য। ক্ষুরধার একটা ছুরি দিয়ে চাক-চাক করে কাটতে শুরু করল বেকনটা। 'আমি কে জান? আলফ্রেডো। আর তুমি—অ্যানাবেল লরেন্স।'

ইতিমধ্যে বলক এসেছে কফিতে। কাপে ঢেলে অ্যানাবেলকে এগিয়ে দিল আলফ্রেডো। 'আর এই আলফ্রেডো কে জান? আলফ্রেডো হলো অপমান। লজ্জা। জন্ম থেকেই আমি বিরাট। আমাকে নিয়ে আমার বাবার লজ্জার অন্ত ছিল না। আমাকে তিনি লুকিয়ে ফেললেন, তারপর ক্যালিফোর্নিয়ায় নিয়ে এলেন, তবে আলাদা জাহাজে। এরপর কিছু টাকাপয়সাসহ আমাকে আমাদের এক আয়ার হাতে তুলে দিলেন। নির্দেশ ছিল দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলতে হবে আমাকে। কিন্তু সেই মহিলা তা করেনি—বরং মায়ের স্নেহে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে আমাকে।'

'আপনি আমার নাম জানেন কীভাবে?' কথাটা হঠাৎ মনে পড়তে প্রশ্ন

করল অ্যানাবেল।

'ড্যান আমার ভাগ্নে। ওর মা, মারিয়া ছিল আমার বোন।

'আমরা দুজনেই আমাদের বাবাকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছি। আমি, এরকম দৈত্যাকায় হয়ে জন্মগ্রহণ করে। আর মারিয়া—গরিব এক নাবিককে বিয়ে করে।'

একটা প্লেটে কয়েক চাকা বেকন, একমুঠো কাজুবাদাম আর কিছু ঠাণ্ডা টর্টিয়া বাড়ল আলফ্রেডো।

'খাও। তোমার পেট হয়তো ভরবে না। কিন্তু কী করব বল, যদি জানতাম অতিথি আসবে—নিশ্চয় ব্যবস্থা রাখতাম আরও খাবারের।'

'ড্যান কোথায়? ওর সাথে আমার দেখা হওয়া দরকার। ও ভাল আছে তো?'

'বেঁচে আছে, তবে কষ্ট পেয়েছে অনেক। আমার বিশ্বাস, এবার রোধহয় পাল্টা আঘাত হানবে ড্যান। কারণ সেটাই হবে ওর উপযুক্ত কাজ, ওর বাবাও তাই করেছিলেন।'

'আলফ্রেডো, আপনি ঠিক জানেন ও সুস্থ আছে? ওকে আমার ভীষণ দরকার! আমি ওকে ভালবাসি, খুউব, এখন ভয় পাচ্ছি ও হয়তো আর লস এঞ্জেলেসে ফিরবে না।'

'নিশ্চয় ফিরবে।'

'আপনি জানেন না। ডন ফেডেরিকো এসেছিলেন আমাদের বাসায়। ভদ্রলোক বেশ অমায়িক। আর আমিও বোধহয় মজে গিয়েছিলাম। ড্যানকে বলেছিলাম কথাটা, কিন্তু বুঝতে পারিনি...'

'আরেকটু বুদ্ধি খাটানো উচিত ছিল তোমার। অবশ্যি আমরা কে-ইবা তা খাটাই? ওই লোক যেখানে আছে ড্যান তার ধারেকাছে থাকতে চায় না। ফেডেরিকো একটা আস্ত শয়তান। ছেলেবেলায়ও তাই ছিল। ভীষণ স্বার্থপর।' অকস্মাৎ হেসে উঠল আলফ্রেডো, চোখে কৌতুক। 'ওর বিশ্বাস আমি মারা গেছি। মনে হয় এই বিশ্বাসটি এবার ভেঙে দেয়ার সময় হয়েছে।'

'ড্যানের কাছে আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন আপনি?'

'পারব। তুমি বললে, নিরাপদে লস এঞ্জেলেসেও তোমার ফেরার ব্যবস্থা করতে পারি।'

'না, আমাকে ওর কাছে নিয়ে চলুন! প্লিজ!'

'বেশ। সকাল হোক। আপাতত এখানেই থাক...এখানে তুমি নিরাপদ।' জঙ্গলের দিকে ইশারা করল আলফ্রেডো। 'আমার থাকার অন্য জায়গা আছে।'

'আচ্ছা, আপনিও চলুন না আমার সাথে লস এঞ্জেলেসে? এখানে আপনার থাকার কোন প্রয়োজন নেই!'

স্মিত হাসল আলফ্রেডো। 'আমাকে দেখলে ভড়কে যাবে লস এঞ্জেলেসের লোকেরা। ছফুটকেই সবাই অস্বাভাবিক লম্বা মনে করে। আর আমি সেখানে সাত ফুট আট ইঞ্চি। ওজন প্রায় চারশো পাউন্ড।

'থ হয়ে যাবে ওরা। তাকিয়ে থাকবে ফ্যালফ্যাল করে। জিজ্ঞেস করবে আমি কত লম্বা, এবং হতাশ হবে আরও বেশি লম্বা নই বলে। দরজাগুলো হবে খুউব ছোট, ছাত নিচু, আর সব চেয়ার বামনদের বসার উপযুক্ত।

'এখানে অবস্থা অন্যরকম। পাহাড়পর্বতের তুলনায় আমি শিশু, গাছপালার মাঝে অতিক্ষুদ্র একটা বস্তু। ওখানে আছে ভয় আক্রোশ আর বিদ্বেষ। এখানে নির্মল হাওয়া, সাধারণ খাবার, আর আমার বই।'

'আচ্ছা, ড্যানের সঙ্গে আপনি কখনও কথা বলেছেন?'

'ওঃ, না! আর বোধহয় সে-কারণেই আমরা বন্ধু হতে পেরেছি। বই আদানপ্রদান হয়েছে আমাদের মধ্যে, এবং সম্ভবত চিন্তাধারারও। ও আমাকে জানে, বোঝে। বোধ করি আমার আসল পরিচয়ও জানে। আমি চেয়েছিলাম ও আমাকে জানুক, তাই আমার স্বাক্ষর রেখে এসেছিলাম। বুঝেছিলাম, ভাষায় যা সম্ভব নয়, এতে করে অনেক না-বলা কথা বলা হয়ে যাবে।

'আমার ফেরার উপায় নেই, অ্যানাবেল। লস এঞ্জেলেস আমাকে দানব ভাববে। আমার জন্মদাতা, আমার বাবা, তিনিই যখন ওই দৃষ্টিতে দেখেছেন, তখন অন্যদের কাছে আমি আর কী আশা করতে পারি বল?'

'এখানে কেউ আপনাকে দেখেনি?'

'দেখেছে। দু-একজন ইন্ডিয়ান। তবে ওরা ভদ্র। আমি ওদের ব্যাপারে নাক গলাই না, আর ওরা আমার।'

'ওদের বিশ্বাস আপনি টাহ্কুইৎস্।'

'বাজে কথা। ওই নামে ডাকে আমাকে কারণ আমি একা থাকি টাহ্কুইৎস্য়ের পাহাড়ে। কিন্তু আসল ঘটনা জানে সবাই, এবং এ নিয়ে ঠাট্টা-তামাশাও করে নিজেদের মধ্যে।'

উঠে দাঁড়াল আলফ্রেডো। নিজের অজান্তেই সেই অতিকায় অবয়বের সামনে কুঁকড়ে গেল অ্যানাবেল। সকৌতুকে হাসল দৈত্য। 'কী, এবার নিজেই বুঝছ তো? যাক, এখন ঘুমোও তা হলে। আমি ভোরে আসব। তবে দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি উঠ। আমি চাই পাহাড় থেকে তুমি মরুভূমির সূর্যোদয় দেখ। এটা দেখা যদি বাকি থাকে, জীবনে কোন দেখাই তোমার পূর্ণ হবে না।'

বাইরে বেরিয়ে গেল আলফ্রেডো, পেছনে আস্তে করে টেনে দিল দরজা।

আর গুহায় অ্যানাবেল একা, ভাবল, রাতের অন্ধকারে ট্রেইলে, যেখানে কালো কালো সৈনিক পাইনদের সারির ভিড়ে নিঃশব্দে ডানা মেলে ওড়ে বাদুড়, হয়তো এখন হাঁটছে ওই মানুষটা, আর তার সঙ্গী শুধুই বাতাস। আপনা থেকেই জলে ভিজে এল অ্যানাবেলের দুচোখ।

বাইশ

ডন রোমেরোর কথা শেষ হতেই, মুহূর্তের জন্যে থমথমে নীরবতা নামল ঘরে। মিস ডায়ানা যদি ভয় পেয়েও থাকেন, বাইরে তা বিন্দুমাত্র প্রকাশ করলেন না।

'সিনর, দুঃখের সঙ্গেই বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি মান্ধাতা যুগে বাস করছেন। চল্লিশ, চাই কি বিশ বছর আগেও এসব করে হয়তো পার পেয়ে যেতেন, কিন্তু এখন

আর তা সম্ভব নয়।

'আপনি সমাজ থেকে এমনভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন যে জানেন না, আইনকানুন কত বদলে গেছে।

'ডগলাস ও'হারার সাথে আপনার বিবাদের কারণ সবাই জানে। তবে সেটা অনেককাল আগের ঘটনা। কিন্তু এখন যদি আমার, বা আপনার বোন এলেনার, কোন ক্ষতি হয়, সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ পড়ে যাবে ব্যাপারটা নিয়ে, তদন্ত হবে। আর আমি এখানে আসার আগে সমস্ত নথিপত্রই নিরাপদ জায়গায় রেখে এসেছি, যাতে প্রয়োজনের সময় আইনের হাতে পড়ে ওগুলো।

'ড্যান ও'হারার যদি কিছু হয়ে যায়, আমি আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলাব। আমার বা আপনার বোনের কিছু হয়ে গেলেও ফাঁসিতে ঝুলবেন আপনি। এবং'—হাত ইশারায় দোরগোড়ায় অপেক্ষমাণ দলটাকে দেখালেন ডায়ানা—'ওরাও। তখন আপনার আত্মগরিমা আর বংশমর্যাদা কোথায় যাবে? চিরকালের মত কলঙ্কিত হবে, আর তার কারণ হবেন আপনি।'

দোরগোড়ার লোকজনের উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়ালেন ডায়ানা। 'তোমাদের হাতিয়ার ফেলে দাও। একটা মেয়েমানুষকে তোমাদের এত ভয়, তাই পিস্তল বের করেছ? একবার ভেবে দেখেছ, এ-কাজের জন্যে কে তোমাদের টাকা দেবে? ওঁর কোন টাকা নেই। উনি তোমাদের কিস্যু দিতে পারবেন না, কিস্যু না। তোমরা সবাই অন্ধ, তাই একজন অন্ধ লোকের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছ!

'বেরিয়ে যাও এখান থেকে। এক্ষুণি।' সাম্রাজ্ঞীর ভঙ্গিতে হাত ইশারা করলেন ডায়ানা। 'মিস্টার কেলসো, ওরা যদি না যায়, আপনি গুলি করবেন।'

নত হলো পিস্তলের নল। বিমূঢ় দৃষ্টিতে, পালা করে একে অন্যের মুখ দেখল লোকগুলো, তারপর তাকাল ডন রোমেরোর দিকে। কেলসো ইতিমধ্যে তার পিস্তল বের করেছে। ও ভাল করেই জানে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভাঁওতা, কিন্তু বাইরের আচরণে সে নির্বিকার রইল।

দলের একজন নিঃশব্দে ঘুরে চলে গেল, তারপর আরেকজন। সবশেষে বিদায় নিল মেক্সিক্যান হাউসকিপার।

'ডন রোমেরো।' মিস ডায়ানার কণ্ঠস্বর মৃদু অথচ শীতল ও দৃঢ়। 'আপনার জায়গায় আমি থাকলে, এক্ষুণি লোক পাঠিয়ে তলব করতাম ডন ফেডেরিকোকে। আমার পরামর্শ, আপনি তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দিন, তিনি আপনার উত্তরাধিকারী নন, কোনদিন হবেনও না। যতক্ষণ না এটা জানছেন ফেডেরিকো, আপনার নিজের জীবনেরও নিরাপত্তা নেই কোন। ডন ফেডেরিকো প্রমাণ করেছেন, তাঁর লোভ অপরিসীম, এবং তিনি থামতে জানেন না।'

'উনি যা বলছেন সত্যি, ভাই। এমনকী যখন ছোট ছিল, তখনও একবার আলফ্রেডোকে খুন করার চেষ্টা করেছিল ও। দিন কয়েক আগে আমাকে শাসিয়েছে। ড্যানকে তাড়া করছে কারণ ও বেঁচে থাকলে তোমার জমিদারি পাওয়ার ব্যাপারে ফ্রেডেরিকোর পথে বাধার সৃষ্টি হতে পারে।'

জ্বলন্ত চোখে বোনের দিকে তাকালেন ডন রোমেরো। 'তোমার কথা সত্যি যদি হয়ে থাকে, আমার কোন জমিদারি নেই। কিচ্ছু নেই।'

'সত্যি,' জবাব দিলেন এলেনা, কণ্ঠস্বর নিচু। 'তুমি কাজে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারনি, ভাই, তাই প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা আমাকেই গ্রহণ করতে হয়েছে, মিস ডায়ানার সহায়তায়। তবে ডন ফেডেরিকো একথা জানে না। ওকে তোমার এক্ষুণি ডেকে পাঠানো উচিত, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যাওয়ার আগেই।'

'আমাদের আইন অনুযায়ী, ডন রোমেরো, যোগসাজশকারী হিসেবে আপনিও অভিযুক্ত হবেন,' যোগ করলেন মিস ডায়ানা। 'কাজেই আপনার নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারটিও আপনাকে ভাবতে হবে।'

'পাঠানোর মত কেউ নেই আমার। সবাইকে তোমরা তাড়িয়ে দিয়েছ।'

'আপনি নির্দেশটা লিখে দিন,' জবাব দিলেন ডায়ানা, 'আমি দেখছি ওটা যেন আপনার কাজ করত এমন কারোকে দিয়ে পাঠানো যায়।'

ডেস্কে গেলেন এলেনা, কাগজ কলম আর কালি এনে দিলেন ডনকে।

একমুহূর্ত কাগজটার দিকে স্থির চেয়ে রইলেন রোমেরো; তারপর ধীরে ধীরে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, হুকুমনামাটা লিখে দস্তখত করলেন নীচে।

এলেনার উদ্দেশে পলক তুললেন ডন, চোখে নগ্ন আক্রোশ। 'তুই আমাকে ধ্বংস করলি।'

'না, ভাই। আমি তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছি। তুমি নিজেই নিজেকে ধ্বংস করেছ। শুরু থেকেই তোমার এই অন্ধ আত্মগরিমা আর বিদ্বেষ তোমার সমস্ত সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দিয়েছে।

'রূঢ়, নিষ্ঠুর আচরণ করেছ তুমি, কিন্তু আমার বিশ্বাস এ-জন্যে অনেকটাই দায়ী ডন ফেডেরিকো। ও-ই হচ্ছে তোমার শনি, সর্বদা ছায়ার মত ঘুরেছে তোমার পেছনে, ফুসমন্তর দিয়েছে। আমার ধারণা ফেডেরিকোর ইন্ধন না থাকলে, বহুকাল আগেই নিজেকে তুমি শুধরে নিতে।'

নড়েচড়ে বসলেন বৃদ্ধ। 'ওই পুঁচকেটা,' অস্ফুট স্বরে বললেন তিনি, 'আমাকে দাদু বলে ডেকেছিল!'

কেলসো তার পিস্তল হোলস্টারে রাখল। 'ম্যাম, রাত অনেক হলো। আপনার কথা জানি না, তবে আমি ক্লান্ত।'

'ওঃ, হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমাদেরও যেতে হয় এবার।' ঘাড় ফেরালেন ডায়ানা। 'এলেনা? আপনি আসছেন আমাদের সঙ্গে?'

'আমি থাকছি। আমাকে এখন ওর প্রয়োজন হবে।'

পাইন বনের পোল কোরালে ঢুকে বব লারকিন তার ঘোড়ার পিঠ থেকে মালপত্রগুলো নামাল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে হিডেন লেক-এর পানি আবছায়া দেখতে পাচ্ছে ও। যা ভেবেছিল, পৌঁছুতে তার চেয়ে দেরি হয়েছে ওর, সুতরাং রাতটা কাটাতেই হবে।

ভারি একটা চটের ব্যাগ কাঁধে তুলে নিল ও, তারপর অন্য ব্যাগটা হাতে করে এগোল ট্রেইল ধরে।

এখন পড়ন্ত বিকেল, আকাশ পরিষ্কার, আবহাওয়া ঠাণ্ডা। পথে দুবার বিশ্রাম নিতে থামল সে। 'তুমি আর যুবকটি নও, বাছা,' নিজেকে শুনিয়ে বলল লারকিন।

বিশাল দুই হাতের থাবায় মাথা রেখে, বাইরে বসেছিল আলফ্রেডো।

'বাছা, তোমার শরীর ভাল তো?'

চোখ তুলল আলফ্রেডো। মলিন, থমথমে মনে হচ্ছে ওর চেহারা, তবে ওটা সম্ভবত আলোর কারসাজি, ভাবল বব, তির্যকভাবে পতিত হওয়ায় ঈষৎ বিকৃত দেখাচ্ছে মুখাবয়ব।

'না, বব। ভাল না। হাঁটতে কষ্ট হয় এখন। আ...আমার বিশ্বাস পেশীগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে।

'তোমার জন্যে আরও কিছু খাবার আর বইপত্তর এনেছি। আমিও আর আজকাল এই ট্রেইলে বিশেষ চলতে পারি না। বুড়িয়ে যাচ্ছি, মনে হয়।'

চারপাশে নজর বোলাল লারকিন। 'চমৎকার একখানা জায়গা পেয়েছ তুমি, বাছা। কেমন একটা পবিত্র-পবিত্র ভাব আছে। আপনা থেকেই মন জুড়িয়ে আসে প্রশান্তিতে।'

'অ্যানাবেল লরেলকে উদ্ধার করেছি আমি,' বলল আলফ্রেডো।

'নিরাপদ তো?'

'ইন্ডিয়ানদের কাছে আছে। ফ্র্যান্সিসকোর স্ত্রীর কাছে।'

'কোন ঝামেলা হয়েছিল?'

'দুজন লোক। একটা পালিয়েছে। অন্যজনকে আমি...থাবড়া মেরেছিলাম।'

'থাবড়া...তুমি?'

নীরব হলো ওরা, অস্তাচলগামী লাল সূর্যটাকে ঢলে পড়তে দেখছে পাহাড়ের পেছনে। 'বাছা, আমার যদি কিছু করার থাকে, সংকোচ কর না বলতে।'

'আমার জন্যে তুমি অনেক করেছ, বব। তোমার সাহায্য ছাড়া... তোমার সাহায্য ছাড়া আমি কিছুই করতে পারতাম না।'

'খামোকা মন খারাপ করতে নেই; অ্যাল।' একটা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে পাইন শাখায় খোঁচা দিল লারকিন। 'তোমাদের সাথে দেখা হওয়ার আগে, আমার জীবনটাও ছিল ছন্নছাড়া। তোমার মা-ই আমাকে সংসারী করেছে।'

'উনি আমার মা ছিলেন না, মানে পেটে ধরেননি।'

'জানি, বাছা। কিন্তু তুমিই ছিলে ওর জীবনের সব। মরার আগে আমার এই হাত দুটো ধরে ও বলেছিল, আমি যেন লক্ষ রাখি তোমার দিকে।'

'এবং তুমি তা রেখেওছ। তুমিই আমাকে পিতৃস্নেহে ভরিয়ে তুলেছ, বব।'

'বাছা, আমার বয়স হয়েছে, আর ওই ট্রেইলটাও যেন খাড়া হচ্ছে দিন-দিন। আমার যদি কিছু হয়ে–'

'শুধু শুধু এসব ভেবে নিজেকে কষ্ট দিয়ো না, বব। আমিও বোধ হয় আর বেশিদিন নেই এখানে।' মুখ খুলতে যাচ্ছিল লারকিন, কিন্তু হাত তুলে বাধা দিল আলফ্রেডো। 'না, বব। আমি বুঝতে পারি। ভীষণ ক্লান্ত লাগে আজকাল, জান? এইসব পাহাড়পর্বতকে ভালবেসেছি আমি। এরাই আমার জীবনের সব। আর ড্যান? ও-ও আমার জন্যে বিরাট কিছু।'

'ড্যান ভাল ছেলে। এই দেশটার প্রতি ওর অন্যরকম টান আছে।'

'জান, ওই বাড়িটা যখন ওরা পুড়িয়ে দিল, ভয়ানক দুঃখ পেয়েছিলাম আমি।'

'বুঝি। মেঝের ওই নকশাটা করতে অনেক কষ্ট হয়েছিল তোমার।'

'আসলে এমন কিছু তৈরি করতে চেয়েছিলাম, যেটা কালের ঘষা খেয়েও অম্লান থাকবে। মিশন থেকে তুমি যেসব পুরনো বইপত্র এনে দিয়েছিলে, তারই একটায় মোজাইকের ছবি ছিল কিছু। আমি ওই জিনিসই করতে চেয়েছিলাম।'

'রাত বাড়ছে, বাছা। তুমি বরং ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম নাও।'

আলফ্রেডো ভেতরে যাওয়ার পরেও, অনেকক্ষণ বাইরে বসে রইল বব লারকিন। বন্ধু হও, নিজেকে বলল-সে। এমন নয় যে সে ছেলেটার কোন ক্ষতি চায়, কারণ এখন ও-ই ওর আলো। সমস্যা একটাই, তার বয়েস হয়েছে, দীর্ঘ পথের ধকল ইদানীং আর সহ্য হয় না শরীরে।

তা ছাড়া, মানুষের নজরেও পড়তে শুরু করেছে ব্যাপারটা। এ-পথে ওরা তাকে যাতায়াত করতে দেখেছে, কৌতূহল বোধ করেছে নিজের মনে। হয়তো একদিন তাদের কেউ পিছু নেবে।

লারকিন যখন ভেতরে গেল, আলফ্রেডো তার প্রকাণ্ড বিছানায় শুয়ে। চোখ গুহার সিলিং পানে স্থির।

'আমি বরং তোমার খাবারের জোগাড় করি, বাছা,' বলল লারকিন। 'তুমি আরাম কর।' কয়েকটা আলু কুচি করে কেটে একটা তাওয়ায় ফেলল ও, এখানে আসার সময়ে বেকনের যে-চাকাটা এনেছে সঙ্গে সেটা বের করল। 'তোমার জন্যে আমার আর কিছু করার আছে, বাছা?'

'স্যান বার্নারডিনোর দিকে যদি যাও কখনও, আমার সেরা জিনিসগুলো নিয়ে এস এখানে। আমি বোধহয় আর ফিরতে পারব না।'

চকিতে আলফ্রেডোর পানে তাকাল লারকিন। 'এত খারাপ?'

'হ্যাঁ, বব। এখন রীতিমত কষ্ট হয়। অথচ একসময় সবকিছুই কত সহজ ছিল!'

'কিন্তু তুমি তো এখনও তরুণ!'

'একবার, আমরা তখনও স্পেন থেকে চলে আসিনি, আমার বোন আমাকে এক মুর হেকিমের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। সেই ভদ্রলোক ছিলেন মুসলিম, তাই কেউ যেত না ওঁর কাছে, কিন্তু আমার বোন শুনেছিল আর সবার চেয়ে চিকিৎসা জিনিসটি উনি ভাল বোঝেন।

'তো, সেই হেকিম ভদ্রলোক আমাকে দেখে বলেছিলেন, এরকম অসুখের কথা তিনি জানেন, যদিও এর হার অত্যন্ত কম। আমার কী কী অসুবিধে হতে পারে তাও বলে দিয়েছিলেন তিনি। তাই আমি তৈরিই আছি বিদায়ের জন্যে।' সহসা স্মিত হাসল আলফ্রেডো। 'জান, বব, আমি শুধু তোমার কাছেই এখনও তরুণ। কিন্তু আসলে সেই সময়টা আমার বহু আগেই পেরিয়ে গেছে।'

'কিন্তু তাই বলে তুমি আমার মত বুড়োও নও। আমার বয়স এখন সত্তরের কাছাকাছি।'

চোখ বুজল আলফ্রেডো, নীরব। আধো-অন্ধকারে এভাবে চুপচাপ শুয়ে থাকলে আরাম বোধ হয়। সত্যি, শত ঝড়ঝঞ্ঝা সত্ত্বে, জীবনকে সে উপভোগ করেছে। দীর্ঘদিন ধরে এখানকার এই বিস্তৃত পার্বত্য এলাকায় বিচরণ করেছে অবাধে, বাঁচতে শিখেছে, কাউইয়ারা যেভাবে বাঁচে। মাঝেসাঝে যখনই কোনকিছু নিতে ওদের পল্লীতে গেছে, ওদের মালিকানা আর তার অনধিকার প্রবেশের স্বীকৃতি হিসেবে নিজের তরফ

থেকে সেখানে কিছু না কিছু রেখে এসেছে সে।

প্রায়ই উঁচু নিরাপদ কোন স্থানে বসে ও দেখত কোথায় খাবার জমিয়ে রাখে ওরা, কী কী শাকসব্জি ব্যবহার করে। বব লারকিন আর ওর মা–ওই মহিলাকে সে তা-ই জানে–আরও অনেককিছু শিখিয়েছে ওকে।

বব ওকে বলেছিল ছেলেকে নিয়ে ডগলাস ও'হারা ফিরে আসছে, এবং ওরা একমত হয় যেভাবেই হোক তার লস এঞ্জেলেসে যাওয়া ঠেকাতে হবে।

'এস, বাছা; খাবার তৈরি।' লারকিনের ডাকে সহসা ছিঁড়ে গেল আলফ্রেডোর চিন্তাজাল। চ্যাপটা একটা গাছের গুঁড়ি মাঝে রেখে মুখোমুখি খেতে বসল দুজনে।

'অ্যানাবেল ফ্রান্সিসকোর বউয়ের সাথে আছে, না? তা হলে ভালই থাকবে ওখানে।'

'আর তুমি, বব? তুমি কী করবে?'

আগুনের দিকে তাকাল লারকিন, তারপর আলফ্রেডোর পানে। 'জানি না বাছা। হয়তো ঘোড়া সাজিয়ে বেরিয়ে পড়ব আবার। তবে কখনোই তোমার কাছ থেকে বেশি দূরে যাব না–'

'বব?' লারকিনের হাতে আলফ্রেডো তার বিশাল মাংসল হাতখানা রাখল। 'মানে আমি বলছি, পরে? তার পরে?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্তের নীরবতা। তারপর বব লারকিন যখন মুখ খুলল তখন মনে হলো বহুদূর থেকে যেন কথা বলছে। 'জানি না, বাছা। তবে মনে হয় "পর" বলে কিছু থাকবে না। তুমি আর সেই মহিলাই ছিল আমার সব। আমার চিন্তাভাবনার একটা বিরাট সময় জুড়ে আছ তুমি।'

'বব? ড্যানের কাছে চলে যেয়ো। দেখা কর ওর সাথে। আমি চাই না তুমি একা হয়ে যাও। ড্যান অনেক বড় কাজে নামবে, আমার বিশ্বাস, বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন হবে ওর। আর তা ছাড়া, ও তোমাকে পছন্দও করে।'

দূর-পাহাড়ের নীরবতার মাঝে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সেই ভরাট কণ্ঠস্বরটি, আর ওরা বসে রইল চুপ করে, আগুনের দিকে চেয়ে।

ভোর হওয়ার আগেই, নিদ্রাবিভোর লারকিনকে একা রেখে, গুহা ত্যাগ করল আলফ্রেডো। বাইরে দাঁড়াল সে, আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে সতর্ক নজর বোলাল চারপাশে। এই গুহার সাথে ওর স্যান বার্নারডিনোর অস্থায়ী আবাসের তেমন কোন ফারাক নেই; তফাত শুধু এটুকুই এটা আরও বড়, আর ভেতরে ছোট ছোট কয়েকটা খুপরি রয়েছে। আরও দুটো পথ আছে এখানে ঢোকার, দুটোই বেশ কিছুটা দূরে অবস্থিত। একটি প্রাকৃতিক; অন্যটা, গুহার একপ্রান্ত পাহাড়ের বাইরের দেয়াল অবধি প্রসারিত এটা আবিষ্কার করে, ও নিজেই তৈরি করে নিয়েছে। উভয় প্রবেশমুখই সুরক্ষিত, সহজে কারও চোখে পড়বে না।

পথে নামবার আগে, নিথর দাঁড়িয়ে চারদিক আরেকবার জরিপ করে নিল আলফ্রেডো। এদিকে কারও এসে পড়া বিচিত্র নয়, যদিও আজ পর্যন্ত কোন শ্বেতাঙ্গকে পাহাড়ে উঠতে দেখেনি সে, আর কাউইয়ারা তার এলাকা সর্বদা এড়িয়ে চলে। প্রায়শ অদূরের তৃণভূমিতে হরিণ চরে, এবং একবার একটা ভালুক চোখে পড়েছিল ওর।

আজ ভোরে, পাইন বনের মাঝ দিয়ে, অস্পষ্ট ট্রেইল ধরে পাহাড়ের কিনারে চলে গেল আলফ্রেডো, একটা পাথুরে কারনিসে বসল। এই কারনিসের নাম রেখেছে সে চেয়ার। এর পাথরটা অর্ধবৃত্তাকার, পেছনের দিকে সামান্য উঁচু। ফলে বেশ আরামে বসা যায়।

এ-জায়গায় হামেশাই আসে সে, নীচের উপত্যকা থেকে প্রায় আট হাজার ফুট ওপরে, সামনে তাকালে দক্ষিণপুবের অসংখ্য ক্যানিয়ন উষ্ণ ঝরনা আর সবুজ সতেজ প্রান্তর চোখে পড়ে।

এখানে বসে উপত্যকার সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত প্রত্যক্ষ করতে পারে ও, দেখতে পায় দূরের গিরিপথ যার ভেতর দিয়ে পুবের মানুষরা এসেছে পশ্চিমে। পুব দিকের মরুভূমিও দেখা যায়, সাদা আর গোলাপির বিস্তীর্ণ এক প্রান্তর, সূর্যের উদয়-অস্তের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমাগত রঙ বদলায় নিজের। দিনে, মেঘের ছায়ারা রাজকীয় ভঙ্গিতে কুচকাওয়াজ করে ওই অবারিত-প্রসারিত প্রান্তরে।

এই সেই স্থান। যখন শেষ-সময় আসবে, যদি সম্ভবপর হয়, এখানে চলে আসবে সে। বসবে এখানে, যেমন এখন বসে আছে, এবং প্রতীক্ষা করবে অনন্ত নীরবতার।

ওঠার প্রয়াস পেল ও, কিন্তু পেশীগুলোকে মনে হলো নির্জীব। আবার চেষ্টা করল, কাত হয়ে পড়ে গেল নিজের আসনে। অনেকক্ষণ অনড় বসে থাকল ও, দৃষ্টি মরুভূমির দিকে। তারপর চেষ্টা করল আবার, কিন্তু শরীরে এখন আর একফোঁটা শক্তিও অবশিষ্ট নেই ওর। মাথাব্যথা করছে...এই ব্যথাটা ইদানীং ভীষণ ভোগাচ্ছে তাকে। নিশ্চল বসে রইল ও, চোখ বন্ধ। তারপর, ধীরে ধীরে, পাপড়ি মেলল, দেখল মরুভূমি থেকে উত্তপ্ত বাতাসে চেপে উড়ে আসছে একটা ঈগল, আশ্চর্য ডানায় ভর করে ওপর পানে উঠছে ওটা...ওপরে...আরও ওপরে...তারপর মুহূর্তের জন্যে ঈগলটাকে ও হারিয়ে ফেলল, তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে।

চোখের সামনে নিজের বিরাট হাতখানা মেলে ধরল সে, আস্তে আস্তে মুঠি বন্ধ করল। হাতটা ধপ করে পড়ে গেল ওর কোলের ওপর। আবার তাকাল সে, প্রয়াস পেল ঈগলটাকে খোঁজার। ওই তো, উড়ছে ওখানে, আকাশের পটভূমিতে ওর অপূর্ব ডানা মেলে।

ফের উঠতে চেষ্টা করল ও, কিন্তু এবার সামান্যতম সাড়া অনুভব করল না কোথাও। ধীরে ধীরে শরীর এলিয়ে দিল সে, বসে রইল স্থাণুর মত, বিরাট হাত দুখানি প্রকাণ্ড দুই হাঁটুর ওপর পড়ে।

'এখনই?' ফিসফিস করে শুধাল আলফ্রেডো। 'এখনই কী?' এবং তারপর, আরও স্বগত স্বরে, 'কেন নয়?'

তেইশ

বালিয়াড়ির পাড়ে বসে আমাকে দেখছিল ফ্র্যান্সিসকো। 'শুনলাম তুমি এসেছ। জানি

তোমার বাড়ি পুড়ে গেছে। তাই সহজেই অনুমান করে নিলাম, তুমি এখানে থাকবে, আমাদের পুরনো আড্ডায়।' চারপাশে নজর বোলাল ও। 'কিছুই বদলায়নি।'

'অন্তত এখানে নয়,' একমত হলাম আমি। তারপর হাসলাম ওর পানে চেয়ে। 'তুমি বেশ মুটিয়ে গেছ, ফ্র্যান্সিসকো। নিশ্চয় খুব খাও?'

শ্রাগ করল ও। 'আমার বউ...ওর ধারণা আমি মোটেই খাওয়া-দাওয়া করি না।' একটু থেমে আবার মুখ খুলল ফ্র্যান্সিসকো। 'তুমিও কিন্তু তাগড়া হয়েছ।'

'না হয়ে উপায় কী, আমার অনেক শত্রু।'

'বিয়ে করনি?' গাছের ডাল দিয়ে বালুতে আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে হালকা সুরে জিজ্ঞেস করল ও।

'না,' জবাব দিলাম, 'তবে একজনকে করবার ইচ্ছে রাখি।'

গাত্রোত্থান করল ও, আড়মোড়া ভাঙল। 'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে সেই মেয়ে,' বলল ফ্র্যান্সিসকো। 'আর গল্প করছে আমার বউয়ের সাথে।'

সবিস্ময়ে, উঠে দাঁড়ালাম আমি, এগোলাম ব্ল্যাক স্ট্যালিয়নের দিকে। 'অ্যানাবেল? এখানে?'

'তোমার খোঁজ করছে। ওর ভয় তুমি আর ফিরে যাবে না ওর কাছে।' তারপর আমার পাশাপাশি হয়ে ফ্র্যান্সিসকো যোগ করল, 'মেয়েটা বিপদে পড়েছিল, অ্যামিগো। আমার বউকে বলেছে, আর বউ আমাকে।' চকিতে আমার উদ্দেশে তাকাল ও। 'একজনকে খুন করেছে সে। গুলি করে।'

'অ্যানাবেল? অসম্ভব!'

কাঁধ ঝাঁকাল ফ্র্যান্সিসকো। 'শোন, মেয়েছেলের হৃদয়ে কোন্ পাথর আছে কেউ তা জানে না। ও পালিয়েছিল, আর ওরা পিছু নেয়।' থামল ফ্র্যান্সিসকো, সামনের পাম ঝোপের দিকে তাকাল।

'সেই বিশালদেহী...রাতে হাঁটে...মেয়েটাকে রেখে যায় আমাদের গ্রামের ধারে। তারপর ও একাই চলে এসেছে আমাদের কাছে।'

'বিশালদেহী? টাহ্কুইৎস্?'

কাঁধ ঝাঁকাল ফ্র্যান্সিসকো। 'ওটাও একটা নাম বটে। তবে তোমার বউ বলল ওর আসল নাম আলফ্রেডো।'

আলফ্রেডো...চমকে উঠলাম আমি। পরক্ষণে খুলে গেল সমস্ত রহস্যের জট।

আমি আগুনের ধারে আসতেই চকিতে উঠে দাঁড়াল অ্যানাবেল। একমুহূর্ত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ও, তারপর দৌড়ে চলে এল আমার কাছে, আর আমিও, স্বভাবতই, ওকে টেনে নিলাম বুকে।

'আমরা এবার বাড়ি ফিরে যাব, প্রিয়া,' বলেই বিস্মিত হলাম আমি। এই প্রথম কোন মহিলাকে আমার ওই সম্বোধন, দেখলাম হাসিমুখে তা মেনে নিয়েছে অ্যানাবেল। সত্যি, নারীর মন বোঝা ভার।

গল্প করলাম আমরা, তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে আমি যখন আবার আমার ঘোড়ার কাছে গেলাম তখন দেখলাম ওর পিঠে জিন চাপিয়ে অপেক্ষা করছে ফ্র্যান্সিসকো। এবার অ্যানাবেলের দুর্ভোগের ইতিহাস সবিস্তারে আমাকে জানাল ও,

এবং সবশেষে যোগ করল, 'ওই একজন যে রয়ে গেছে, সেই লোকই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। ওর নাম ইগলেসিয়াস।'

'তো?'

'ইগলেসিয়াস ভাসকুয়েযের লোক। মেয়েটার পিছু নিয়ে এদিকে এসেছে সে। কাজেই তুমি একটু সাবধানে থেক।'

অ্যানাবেল এগিয়ে এল, কাপড়চোপড় ঝেড়ে পরিপাটি করে নিয়েছে যথাসম্ভব, চুল বেঁধেছে নতুন করে। এই মেয়েই আমার স্বপ্নসখী, এবং আরও বেশিকিছু।

স্যাডল চাপিয়ে ওর ঘোড়াটাও নিয়ে এল ফ্র্যান্সিসকো। 'তুমি খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ,' আক্ষেপ করল ও। 'কথাই হলো না আমাদের।'

'মনে আছে, স্নো ক্রীক ট্রেইলের এক জায়গায় বুনো কুল কুড়াতাম আমরা?' আমি বললাম। 'ওখানে যাচ্ছি এখন।'

ওপর-নীচ মাথা দোলাল ও, হাত কোমরে। 'তোমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এস। তুমি আর তোমার বউ। আমরা ঘর তুলে দেব—তোমরা থাকবে।'

রওনা দিলাম আমরা, পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে, আবার পরস্পর মিলিত হতে পেরে দুজনেই খুশি। তবে ইগলেসিয়াস সম্পর্কে ফ্র্যান্সিসকোর হুঁশিয়ারি আমার মনে আছে, তাই মাঝে-মধ্যে তাকাচ্ছি পেছনে।

'সামনে ইন্ডিয়ান পল্লী আছে একটা,' বললাম, 'আমরা ওখানে থামব। ওদের আমি চিনি। একসময় বব লারকিনও প্রায়ই আসত ওখানে।'

'বব নিশ্চয় বুড়িয়ে গেছে এখন?' প্রশ্ন করল অ্যানাবেল।

'মনে হয়। তবে বয়েস দিয়ে মানুষকে আমি বিচার করি না। মনটাই হচ্ছে আসল।'

ইগলেসিয়াস এখন একজন ভীত মানুষ। শুধু যে ওর ঘোড়াটা ভয় পেয়েছিল তা নয়। দৈত্যকায় লোকটিকে চোখে পড়েছিল ওর, অতিকায় হাতের আলতো ছোঁয়ায় বিসক্যালকে সে খাদে পড়ে যেতে দেখেছিল। শেষমেশ যখন নিজের ঘোড়া থামাতে সমর্থ হয় ও, তখন বার্নস ক্যানিয়নের উজানে এসে পড়েছে। তাই আরেকটু সামনে এগিয়ে গেল ইগলেসিয়াস, রাতটা কাটাল টিপ টপ মাউন্টিনের ছায়ায়, রাউন্ড ভ্যালিতে।

যখন সকাল হলো, নাস্তার পাট চুকিয়ে পরিস্থিতি বিচার করতে বসল ও। সম্ভবত স্বপ্নই দেখেছে সে। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যা দেখেছে, ওরকম কোন জীব দুনিয়াতে থাকতে পারে বলে বিশ্বাস হলো না ইগলেসিয়াসের।

কিন্তু মেয়েটা! ও তো রক্তমাংসের, খাসা, সুন্দরী। জীবনে কখনও অমন কটা-সোনালি চুল কারও মাথায় দেখেনি সে। জিভ নেড়ে ইগলেসিয়াস তার ঠোঁট চাটল, মনে মনে অভিসম্পাত দিল নিজেকে। অমন একখানা ডবকা জিনিস পেয়েও হাতছাড়া করলি, হতভাগা? নাহ্, তোকে দিয়ে কিস্যু হবে না।

তবে...মেয়েটির বাড়ি লস এঞ্জেলেসে, ওখানেই ফিরে যাবে সে। আর ফেরার অর্থ, ওকে স্যান গরগোনিয়ো গিরিপথ অতিক্রম করতে হবে। কাজেই এখন সে, ইগলেসিয়াস, যদি সিয়েনাগা সেকা ট্রেইল হয়ে বিগ মিডৌতে যায়, সহজেই সাউথ

ফর্কের উজান হয়ে ফলস্ ক্রীক ট্রেইলে পৌঁছুতে পারবে। একবার সে করেছে এরকম, আরও কজনের সাথে, র‍্যাঞ্চারদের কবল থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্যে।

চেষ্টা করলে হয়তো সে গিরিপথে ঢুকে, কৌশলে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারবে মেয়েটা চলে গেছে কি-না। কাজটা যে সহজ নয়, ও তা জানে, তবু লস এঞ্জেলেসেই ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ইগলেসিয়াস।

ঘোড়াকে ঘাস খাওয়ার সুযোগ দিয়ে, এ-ব্যাপারে আরও কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করল ও। সে-রাতে সিয়েনাগা সেকায় ক্যাম্প করল দুর্বৃত্ত। পরদিন সকালে, বিগ মিডৌর উদ্দেশে যাওয়ার পথে মুহূর্তের জন্যে একবার পেছনে তাকিয়ে ওর মনে হলো, একটা কিছুর নড়াচড়া দেখতে পেয়েছে সে। বোধহয় হরিণ, ভাবল ইগলেসিয়াস। এদিকে অজস্র আছে ওই জানোয়ার। তবু সাউথ ফর্কের দিকে বাঁক নেয়ার আগমুহূর্তে আরেকবার পেছনে তাকাল ও।

কিছু নেই...

ক্যানিয়নের মাইলখানেক উজানে গিয়ে ক্যাম্প করল ইগলেসিয়াস। হিমেল হাওয়া নেমে আসছে চূড়া থেকে। কাজটা সম্ভবত বোকামিই হচ্ছে। একটা মেয়ে হাতছাড়া হলে কী এমন আসে যায়? কিন্তু তাই বলে অমন একটি মেয়ে!

গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে নিয়ে, আগুনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ওই মেয়েটির কথাই আনমনে ভাবতে লাগল সে। কেউ-না-কেউ থাকবে ওর সঙ্গে। কোন পুরুষ, সন্দেহ নেই। সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে ও, তারপর লোকটার লাশ ফেলে দেবে।

পথে, ডলার লেক-এ পানি খেয়ে যখন আবার স্যাডলে উঠতে যাচ্ছিল সে, হঠাৎ মাথা উঁচু করে ওর ঘোড়া, কান দুটো খাড়া হয়ে যায়। পরের কয়েক মাইলে চকিত বার কয়েক নিজের ব্যাক ট্রেইল জরিপ করেছে ইগলেসিয়াস, কিন্তু কিছুই দেখতে পায়নি।

কাল সে গিরিপথে পৌঁছুবে। সুতরাং আজ রাতে পূর্ণ বিশ্রাম। নিজের রাইফেলখানা চেক করল ও। কার্ল, দুটো গুলি, পুরুষ আর তার ঘোড়ার জন্যে।

ঠিক, মেয়েটির সঙ্গে বেশি লোকও থাকতে পারে, এবং তাতে ঝামেলা বাড়বেই শুধু। তবু...এ-ধরনের কাজ ওর জীবনে আজ নতুন নয়।

চোখ খোলার আগেই লাকড়ি পোড়ার পট্‌পট্ আওয়াজ শুনতে পেল ইগলেসিয়াস, সতর্ক হয়ে গেল নিমেষে। আগুনটা তো এতক্ষণে মরে যাওয়ার কথা, আর তা ছাড়া তাজা জ্বালানি না পেলে কখনোই আগুন থেকে অমন শব্দ উঠবে না। চোখ মেলল ও।

এক লোক, গোড়ালির ওপর বসে মাংস ঝলসাচ্ছে আগুনে।

লোকটি তেমন লম্বা নয়, কিন্তু অসম্ভব চওড়া আর পুরু। ওর কাঁধ আর হাতের পেশীগুলো চোখে পড়ল ইগলেসিয়াসের, প্যান্টের সেলাই ছিঁড়ে উরুর মাংস বেরিয়ে পড়তে চাইছে।

ধীরে ধীরে, সাবধানে, উঠে বসল সে। লোকটা হাসল ওর দিকে তাকিয়ে। 'তোমার ঘুম খুব গাঢ়,' বলল। উচ্চারণে আঞ্চলিক টান, তবে স্প্যানিশ বা জার্মান নয়...

'তোমার পেশায় এত গাঢ় ঘুম ভাল না।'

ইগলেসিয়াস সতর্ক, কিন্তু ওর পিস্তলটা রয়েছে একটু তফাতে, তার জ্যাকেটের নীচে। ছুরিখানাও সেখানে। 'তা আমার পেশাটা কী?' জানতে চাইল দুর্বৃত্ত।

'চুরি,' জবাব দিল আগন্তুক। মাঝেসাঝে খুনও করে থাক, এবং সুযোগ পেলেই আক্রমণ কর মেয়েদের।'

'জান, একথার জন্যে আমি খুন করতে পারি তোমাকে,' ফুঁসে উঠল ইগলেসিয়াস।

'তারমানে আসলে তুমি বলতে চাইছ, আমাকে খুন করতে পারলে খুশি হতে।' ইগলেসিয়াসের চোখে চোখ রাখল লোকটা, হাসল। 'কিন্তু তোমার কপাল মন্দ—আমাকে মারতে পারবে না।'

ঝলসানো-মাংসের টুকরোটা হাতে নিল লোকটা, ইগলেসিয়াস জানে ওটা গরম, কিন্তু আগন্তুকের পলক পর্যন্ত পড়ল না। যদি হাত পুড়ে গিয়েও থাকে, যন্ত্রণার সামান্যতম আভাসও ফুটল না তার চেহারায়।

নিরীহ ভঙ্গিতে, আলগোছে ইগলেসিয়াস তার হাতখানা জ্যাকেটের ওপর রাখল। দাঁত দিয়ে ছোট্ট এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে নিতে নিতে, আবার হাসল লোকটা। 'পিস্তলের খোঁজ কর না। ওটা নেই।

'ছুরিটাও। তুমি যখন ঘুমোচ্ছিলে তখনই আমি সরিয়ে ফেলেছি।' ফের ভাঁজ পড়ল আগন্তুকের গালে। 'আমার রাইফেল স্যাডল স্ক্যাবার্ডে, তবে ওটার প্রয়োজন আমার এমনিতেও পড়বে না।'

'কী বকছ এসব আবলতাবল? কে তুমি?'

'যেখান থেকে এসেছ সেখানে যদি ফিরে যেতে, হয়তো বাঁচতে তুমি,' বলল আগন্তুক, 'কিন্তু তা না করে আবার সেই মহিলার পিছু নিলে। আর ঠিক তখনই আমি বুঝলাম, তোমাকে মরতে হবে।'

'এসব যা-তা কী বলছ তুমি? পাগল নাকি?'

'প্রথমবারে শিক্ষা হয়নি তোমাদের। মেয়েটা পালাল, আর তোমরা তাড়া করলে। তোমাদের এক বন্ধুকে ফেলে রেখে—'

'আমার কোন বন্ধু নেই!'

'না থাকাই স্বাভাবিক। তোমাদের একজন সঙ্গী, তা হলে। ওর লাশ কবর না দিয়েই, মেয়েটাকে তাড়া করলে তোমরা। আরেকটু হলেই ধরে ফেলেছিলে, এই সময় তোমার অপর সঙ্গী অক্কা পেল।'

'কে তুমি?'

'কে? নামে কিছু আসে যায় না, তবু বলছি, আমি ইয়াকুব খান। ওই মহিলা আর তার বাবার বন্ধু। এবং সম্ভবত, ড্যান ও'হারারও।' আবার হাসল সে। 'কিন্তু তোমার বন্ধু নই।'

ইগলেসিয়াস ভাবছে। দেখে মনে হয় না আগন্তুক সশস্ত্র, তবে নিঃসন্দেহে প্রচণ্ড শক্তিধর। ওর সাথে লড়াই করার চিন্তা বাতুলতা। তবু, একটা লাকড়ি কিংবা পাথর...আচ্ছা, সে যদি এখন ভালমানুষটির মত উঠে তার ঘোড়ার দিকে এগোয়, কী করবে লোকটা?

উঠে দাঁড়াল ইগলেসিয়াস, আর লোকটা খেতে লাগল আয়েস করে।

ইগলেসিয়াস তাকাল ওর দিকে, দৃষ্টিতে সংশয়। 'তুমি বেশি কথা বল!' বলল সে। 'আমি চললাম।'

'চারপাশটা দেখে নাও একবার। ভাল করে। আমি চাই তুমি দেখ এই জায়গাটা। সত্যি সত্যি দেখ। সুন্দর, তাই না? পানিতে রোদের ঝিলিমিলি? পাতায় কাঁপন–'

অকস্মাৎ উবু হয়ে একটা গাছের ডাল কুড়িয়ে নিল ইগলেসিয়াস। লোকটা স্রেফ তাকাল ওর পানে, ধীরে-সুস্থে নিজের খাওয়া সেরে উঠে দাঁড়াল।

'চারপাশ দেখে নাও,' আবার বলল সে। 'সুন্দরের কদর সবাই বোঝে, তোমার মত একটা ইবলিসও। আমি চাই তুমি দেখ, কারণ এটাই হবে তোমার জীবনের শেষ দেখা।'

'তুমি বদ্ধ উন্মাদ!' ইগলেসিয়াস তার ঘোড়ার দিকে পিছাতে শুরু করল।

দেখা নয়, নড়াচড়াটা অনুভব করল ও। ডালটা মাথার ওপর তুলেছে সে এমন সময় আগন্তুকের হাত চেপে ধরল ওর জামার বুক। ডালখানা সপাটে নামিয়ে আনল ইগলেসিয়াস, কিন্তু ওর হাত বেকায়দা অবস্থায় ছিল, ফলে তেমন জুতসই আঘাত হানতে পারল না। ইয়াকুব খান ওর গায়ের সাথে যেন সেঁটে গেছে। ওপর পানে উঠে গেল একটা ঘুসি, প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করল ইগলেসিয়াস, টের পেল কী যেন ফেটে গেছে তার বুকের ভেতর।

ইয়াকুব খান আলগা করল না তার মুঠি, অপলকে চেয়ে রইল আতঙ্কগ্রস্ত দুই চোখের দিকে। 'তুমি যদি অন্য পথে যেতে, হয়তো পারতে বাঁচতে,' বলে ইগলেসিয়াসকে ছেড়ে দিল সে।

দুর্বৃত্তের ঘোড়ার কাছে গেল ও, পিঠ থেকে জিন খসিয়ে নিয়ে নিতম্বে থাবড়া মেরে ভাগিয়ে দিল জানোয়ারটাকে। তারপর নিজের ঘোড়ার কাছে গিয়ে স্যাডলে চাপল।

পশ্চিমে উপত্যকা দেখা যাচ্ছে একটা, বেশ খোলামেলা; ঝরনাও আছে। ঘোড়া ঘুরিয়ে ওদিকে এগোল সে।

পেছনে, ঘাসের বুকে পড়ে থাকল ইগলেসিয়াস। দম ফেলার প্রয়াস পাচ্ছিল ও কিন্তু পারল না–রক্ত উঠে এল মুখ দিয়ে, ওর গাল আর ঘাড় গড়িয়ে পাইন পাতায় নেমে গেল।

চব্বিশ

থমথম করছে বিশাল কামরাটা। ডন রোমেরো তাঁর কাউহাইডের চেয়ারে বসে, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন বাইরের দিকে। সেলাই করছিলেন এলেনা, চকিতে পলক তুলে তাকালেন ভাইয়ের পানে। এমনিতেও কথাবার্তা বিশেষ হত না ওদের, কিন্তু ইদানীং রোমেরো কারও সাথেই কথা বলেন না।

'আমি স্পেনেই ফিরে যাব,' অকস্মাৎ আনমনে বলে উঠলেন তিনি।

'বেশ তো।'
'তুমি?'
'থাকব। এখানে আমার বন্ধুবান্ধব আছে। ওদের সঙ্গ আমার ভাল লাগে।'
এক মহিলা এসে দাঁড়াল দোরগোড়ায়, অপেক্ষা করতে লাগল নীরবে। ওর দিকে তাকালেন এলেনা। 'বল?'
'খবর আছে। সিনোরিটা লরেল সিনর ও'হারার সাথে রয়েছেন। বাড়ি ফিরে আসছেন তাঁরা।'
'খুব ভাল খবর।' এলেনা জিজ্ঞেস করলেন না কীভাবে জানল ওরা, কারণ এসব জিনিস চাপা থাকে না কখনও, মানুষের মুখে মুখে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে।
মেয়েটি তবু দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ করে, এলেনা এবার প্রশ্ন করলেন, 'আর কিছু?'
'সি, সিনোরা। বিশ্বাসঘাতী মারা গেছে।'
দোরগোড়া থেকে অদৃশ্য হলো মেয়েটি, এবং ঘরে অখণ্ড নিস্তব্ধতা নেমে এল। শেষমেশ ডন রোমেরোই ভাঙলেন নীরবতা। 'ও কি আলফ্রেডোর কথা বলল তখন?'
'হ্যাঁ।'
'আশ্চর্য, ওরা জানল কীভাবে? জানতে পায় কেমন করে? আমি ভেবেছিলাম...বিশ্বাস করেছিলাম অনেকদিন আগেই মারা গেছে ও।'
'সেই মেয়েটি ভালবাসত ওকে।' তারপর ডনের উদ্দেশে ফিরে এলেনা যোগ করলেন, 'ওরা সব জানে, রোমেরো। সবসময়ই জেনে যায়। বড় বড় বাড়ির কোন খবরই গোপন থাকে না। আমরা উলটোটি বিশ্বাস করে আসলে নিজেদেরই ঠকাই।'
বোবা দৃষ্টিতে উঠনের দিকে তাকালেন রোমেরো। এত আয়োজন, সব অর্থহীন! চরম মূর্খতার পরিচয় দিয়েছি আমি। মরুভূমিতে, ছেলেটা যখন অকুতোভয়ে বলেছিল, 'বিদায় দাদু!' আমার উচিত ছিল ওকে বুকে করে বাড়ি নিয়ে আসা। ঝাপসা হয়ে গেল চিন্তাটা, চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে চোখ বুজলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর উঠলেন এলেনা, এগিয়ে এসে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন তাঁর শরীর।
এক্ষুণি একটা খবর পাঠাতে হয় মিস ডায়ানাকে, নইলে মহিলা দুশ্চিন্তায় থাকবেন।

জাহাজে করে সদ্যাগত বইয়ের বাক্সগুলো একবার দেখলেন মিস ডায়ানা। মোট তিনখানা বাক্স, দুটো এসেছে নিউ ইয়র্ক থেকে, অপরটা লন্ডন। এসময়ে ড্যানকে তাঁর প্রয়োজন ছিল। ছেলেটি বরাবরই বাক্স খুলে শেলফে বই সাজিয়ে রাখতে ভালবাসে।
কত কিছুই না ঘটছে। বব উইলসন এবং আরও কয়েকজন শহরে গ্যাসবাতির ব্যবস্থা করতে পাওয়ার প্লান্ট বসাচ্ছেন। এর অফিস, তাঁর বিশ্বাস, পিকো হাউস-এর উল্টো দিকে খোলা হবে। নতুন নতুন রাস্তাঘাট হচ্ছে, এবং ইতিমধ্যেই সংস্কার করা হয়েছে শহরমুখী কিছু রাস্তার। সামনে যে-রকম ব্যস্ত জীবন আসছে, এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে।
রিডিং রুমের দরজা খোলার আওয়াজে পলক তুললেন ডায়ানা। দোরগোড়ার ভেতরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে অ্যালেক্সিস ফুলটন। লোকটা, আনমনে ভাবলেন তিনি, নিঃসন্দেহে সুদর্শন।

'আসতে পারি?' দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল ফুলটন।

'ঢুকেই তো পড়েছেন। তা আমি কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

'না, ভাবলাম কথাটা আপনাকে বোধহয় আমার জানানো উচিত। আপনার কথামত আমি এ-দেশে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মানে, ক্যালিফোর্নিয়ায়।'

ডায়ানা তাঁর কলমখানা নামিয়ে রাখলেন টেবিলের ওপর। 'কাজ-কর্ম কী করবেন ভেবেছেন কিছু?'

'একটা সওদাগরি অফিসের ম্যানেজারি।'

'আমার বিশ্বাস আপনি ভালই করবেন এতে। রুশ ভাষা জানেন, সম্ভবত ফ্রেঞ্চও। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তো বটেই, বিদেশি জাহাজিদের সঙ্গেও লেনদেন করতে হবে আপনাকে। স্প্যানিশ জানেন?'

'অল্পস্বল্প।'

'ওটা হবে আপনার বাড়তি মূলধন। এখানে মোটামুটি স্প্যানিশেরই চল।' কলমটা আবার তুলে নিলেন ডায়ানা। 'যাই হোক, আপনাকে অভিনন্দন। এরকম চমৎকার একটা সিদ্ধান্ত নেয়ায়।'

'মিস ডায়ানা? আমি ভাবছিলাম মাঝে মাঝে আপনার কাছে আসব কিনা?'

ডায়ানার চোখ শান্ত এবং তীক্ষ্ণ। 'আসবেন। নিশ্চয়ই আসবেন।'

আর একমুহূর্ত দোনোমনো করল ফুলটন, তারপর ঘুরে পেছনে দরজা টেনে দিয়ে বিদায় নিল।

ভ্রূকুটি করে দরজার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ডায়ানা, তারপর আবার শুরু করলেন কাজ। কিন্তু মন বসল না, খানিক বাদে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি, পেছনের একটা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'তোমার এখন নতুন পোশাক দরকার,' নিজেকে চোখ রাঙালেন ডায়ানা। 'বহুদিন হলো তুমি কেনাকাটা কর না।' কথাটা মনে হতেই মুহূর্তের জন্যে থমকে গেলেন তিনি। কেনাকাটার সময়ে এলেনাকে সাথে নিতে হবে। খুশি হবেন মহিলা। বাইরে এলেনার একরকম বেরোনোই হয় না।

তবে এ-মুহূর্তে শুধু অ্যালেক্সিস ফুলটনের কথাই ভাবছিলেন না ডায়ানা, যদিও সে-ই, কথাটা অদ্ভুত হলেও সত্যি, তাঁর চিন্তাভাবনাকে এ-খাতে প্রবাহিত করার মূল কারণ। আরও অনেকে রয়েছেন, তাঁদের একজন অচিরেই ফিরছেন সাগর থেকে। তা ছাড়া ড্যানের সঙ্গে অ্যানাবেলের বিয়ে আছে। ওরা কী ভাবছে জানেন না ডায়ানা, কিন্তু তিনি এ-ব্যাপারে পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

স্প্যানিশ টাউনের কাছাকাছি, স্যান বার্নারডিনো ট্রেইলের ধারে অবস্থিত ফ্লোরেস ক্যান্টিনায় খদ্দের সমাগম সর্বদা লেগেই থাকে।

এই জায়গাটা বেশ ছায়াচ্ছন্ন, গাছপালায়-ঘেরা, বাইরে একটা হিচিং রেইলও আছে। ভেতরের কামরায় পানীয় পরিবেশন করা হয়, এবং, বাবুর্চি খোশমেজাজে থাকলে, খাবার। বাইরে ছোট্ট উঠন, সেখানে রয়েছে গুটিকতক টেবিল।

সূর্যের অত্যাচার থেকে বাঁচতে, এগুলোরই একটায় এসে বসলেন ডন ফেডেরিকো। এ-মুহূর্তে ডন রোমেরোর একটা চিঠি রয়েছে তাঁর পকেটে। রোমেরো

অবিলম্বে তলব করেছেন তাঁকে, স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর সম্পত্তির এক কানাকড়িও ফেডেরিকো পাবেন না।

চিঠিটা রয়েছে ফেডেরিকোর পকেটে; আর তাঁর মাথায় সীমাহীন ক্রোধ।

ছায়ায় বসে, এক বোতল টেকুইলার ফরমাস দিলেন তিনি। এখানে তাঁর সঙ্গে যোগ দিল চ্যাতো, ঘন্টাখানেক আগেও যার সাথে একটেবিলে বসার কথা ভাবতে পারতেন না ফেডেরিকো, কিন্তু এখন তাঁর ক্রোধ তাঁকে সাধারণের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। এবং তাঁরা উভয়েই একই বিদ্বেষের আগুনে জ্বলছেন।

অনতিদূরের আরেকটা টেবিলে দুজন অ্যাংলো বসেছে। উভয়ের চেহারাই মোটামুটি পরিচিত। ভ্যালেটা বুড়িয়ে গেছে আরেকটু, গায়ে খানিকটা চর্বিও জমেছে। জুয়াড়ি ব্যবসায়ী হিসেবেই সবাই চেনে তাকে।

পালা করে নবাগত দুজনকে দেখে নিয়ে, সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল সে, 'ওদের চেন?'

'হ্যাঁ। ভোঁতা-নাকের নাম চ্যাতো। চোর, খুনী। টাকার জন্যে করতে পারে না হেন কাজ নেই।'

'আর অপরজন?'

'ডন ফেডেরিকো। ওঁকে তো তোমার চেনা উচিত।'

'চিনি, তবে অনেককাল পর দেখেছি কিনা, তাই নিশ্চিত হতে চাইছিলাম। কিছু বুঝতে পারছ, ওদের দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে, ওদের হিসেবে বিরাট গোলমাল হয়ে গেছে।'

নিজের গ্লাস আবার ভরে নিল ভ্যালেটা। ডন ফেডেরিকো ধনী লোক শুনেই তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছিল সে, যাতে সময়ে ওই ধরনের খানিকটা অন্তত হাতিয়ে নিতে পারে। এবং, সম্ভব হলে, পুরোটাই।

'শেষ খবর শুনেছিলাম,' মন্তব্য করল জুয়াড়ি, 'লোক ভাড়া করছেন উনি, ড্যান ও'হারাকে খুন করার জন্যে। যে সফল হবে সে মোটা বখশিস পাবে।'

'কথাটা আগে জানলে, আমি নিজেই খুন করতাম হারামিটাকে,' সরোষে আফসোস করল র‍্যাড হুবার।

ওদের টেবিলে খাবার দিয়ে গেল এক মেক্সিক্যান ওয়েট্রেস। মেয়েটি বিদায় নেয়ার পর আড়চোখে পাশের টেবিলের দিকে তাকাল ভ্যালেটা, শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ড্যান ফাঁকি দিয়েছে বুঝি আপনাকে?'

চকিতে ঘাড় ফেরালেন ডন ফেডেরিকো, চোখে ক্রোধ। 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না,' বললেন তিনি। 'আমি চিনি না তোমাকে, চেনার ইচ্ছেও নেই।'

কৌতুক বোধ করল ভ্যালেটা। 'আগে না চেনাই ছিল স্বাভাবিক,' বলল সে, 'কিন্তু এখন চেনা উচিত। আমারও চাহিদা ড্যানের মৃত্যু।'

কথাটা কিন্তু আদৌ সত্যি নয়। ড্যান বা তার বাবাকে কখনোই সুনজরে দেখেনি ভ্যালেটা; আবার ওদের মধ্যে চরম শত্রুতাও ছিল না কোনকালে। কিন্তু ভ্যালেটা হিসেবি মানুষ, টাকার গন্ধ পায়, যেমন এখন পাচ্ছিল।

'এই টেবিলে চলে আসুন,' আমন্ত্রণ জানাল সে। 'আমাদের মধ্যে বোধহয় একটা আলোচনা হওয়া দরকার; যাতে দুপক্ষেরই লাভ হয়...এমন একটা কিছু...আশা করি আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমার কথা।'

একটু ইতস্তত করলেন ডন ফেডেরিকো, তারপর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে গেলেন অপর টেবিলে। চ্যাতো অনুগামী হলো।

'আমি শুনেছি আপনি রোমেরোর উত্তরাধিকারী,' ভ্যালেটা বলল।

'ছিলাম। কিন্তু এখন আর নই।' ডন রোমেরোর চিঠিখানা বের করে ভ্যালেটাকে দিলেন ফেডেরিকো।

চিঠিটা পড়ল ভ্যালেটা, তারপর ঘাড় ফেরাল হুবারের উদ্দেশে। 'র‍্যাড, দেখ তো এখানে একটা কাগজ আর কলম পাওয়া যায় কিনা। আমি এই ভদ্রলোকদের একটু ভেলকি দেখাতে চাই।'

যখন কাগজ আর কলম পেল, ডন রোমেরোর চিঠিখানা আরেক নজর জরিপ করল সে, তারপর দ্রুত অথচ সাবলীল গতিতে রোমেরোর হাতের লেখা নকল করে আরেকটা চিঠি লিখে ফেলল।

> *এতদ্দ্বারা আমি, ডন রোমেরো, স্বেচ্ছায় ও সুস্থ মস্তিষ্কে, আমার সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি এবং নগদ টাকাকড়ি আমার প্রিয় উত্তরাধিকারী, ডন ফেডেরিকোকে দান করিলাম।*

তারপর ডন রোমেরোর স্বাক্ষরটি হুবহু জাল করল ভ্যালেটা।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন ফেডেরিকো, চোখ তুলে একবার দেখলেন ভ্যালেটাকে, তারপর আবার নজর ফেরালেন। চিঠি আর সই, দুটোই নিখুঁত। এমনকী তাঁর কাছেও, ডন রোমেরোর হাতের লেখা যিনি বহুবার দেখেছেন, কোন পার্থক্য ধরা পড়ল না।

'এ-জন্যে কী চাও তুমি?' জানতে চাইলেন ফেডেরিকো।

'অর্ধেক,' ভ্যালেটার জবাব।

'অর্ধেক! উন্মাদ নাকি!'

'কিছুই না পাওয়ার চেয়ে অর্ধেক ঢের ভাল। আপনি অর্ধেক, আমি অর্ধেক। আমরা দুজনেই ধনী হয়ে যাব। আর নয়তো, আপনি কিচ্ছু পাবেন না।'

'আমার চেয়েও জোরাল দাবি আছে আরও দুজনের।'

'ক্ষতি নেই, আপনার এই উইলের সামনে কারও দাবি ধোপে টিকবে না। আর তা ছাড়া, ওদেরকে তো আমরা সরিয়েই দিচ্ছি দুনিয়া থেকে।'

হাতের কাগজটার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন ডন ফেডেরিকো। সব এখন তাঁর মুঠোয় এসে গেছে। অথচ তিনি ভেবেছিলেন আর কোন আশা নেই। চকিতে একবার ভাবলেন তিনি। কজন চেনে ডন রোমেরোর সই? তিন-চারের বেশি হবে না। এলেনা অবশ্যই তাদের একজন, তবে তাকেও খতম করা হবে।

'শুনুন,' শান্ত কণ্ঠে বলল ভ্যালেটা, 'সবাই জানে ডন রোমেরো তাঁর নাতিকে মেরে ফেলতে চান। তা হলে নাতিই-বা চাইবে না কেন দাদুকে খুন করতে?

'গোলাগুলি হবে কিছু, তারপর মানুষজন যখন তদন্ত করতে আসবে তখন দেখবে বুড়ো আর তার বোন অক্কা পেয়েছে, আর ড্যান ও'হারার হাতে পিস্তল।'

ডন ফেডেরিকো আরেকবার পরীক্ষা করলেন জাল উইলখানা, কিন্তু তিনি তখন

মাদ্রিদ, প্যারিস, রোম আর লন্ডনের খোয়াব দেখছেন। ঠিক, শূন্যের চেয়ে অর্ধেক ভাল, কিন্তু যদি এমন হয়, উইল লেখার পর...

শত হলেও, ড্যান একসময় র‍্যাড হুবারের সহপাঠী ছিল, আর ভ্যালেটা ওর সাথেই এসেছে লস এঞ্জেলেসে, তা হলে ডন রোমেরোকে আক্রমণের সময় ওরাই-বা কেন তার সঙ্গে থাকবে না?

পঁচিশ

উষ্ণ বিকেল। আর কিছুদূর গেলেই আমাদের রাতের আশ্রয়। আমরা উভয়েই এখন ক্লান্ত।

স্যাডলের ওপর ঘুরে পেছনে তাকালাম আমি...কেউ নেই। তবু, দূর-পেছনে, মনে হলো ধুলোর রেখা ঝুলছে একটা। হোলস্টারের ফিতে আলগা করে দিলাম।

'সামনের ওই ক্যান্টিনাটা এক অ্যাংলোর,' বললাম অ্যানাবেলকে। 'ভদ্রমহিলার নাম মিসেস ওয়েবার, আমাদের সঙ্গেই এসেছিলেন পশ্চিমে।'

'আমি, বাপু, একটু বিশ্রাম আর চারটে খেতে পেলেই খুশি,' বলল অ্যানাবেল। 'বাবা ফেরার আগেই বাড়ি পৌঁছুতে হবে আমাকে। উনি যদি ফিরে দেখেন আমি নেই, ভীষণ চিন্তায় পড়ে যাবেন।'

'মিসেস ওয়েবারের কাছে তাজা ঘোড়া মিলবে, তখন আরও দ্রুত এগোতে পারব আমরা।' আবার পেছনে তাকালাম আমি। হ্যাঁ, ধুলোই, এখন কাছাকাছি হয়েছে আরও। কমপক্ষে জনাচারেক ঘোড়সওয়ার।

পথ দেখিয়ে নিয়ে, ক্ষুদ্র একটা ঝরনার পাড়ে এলাম আমি, ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়ার সুযোগ দিতে রাশ টানলাম। 'খাক একটু,' বললাম, 'এটা ওদের পাওনা হয়েছে।'

আমাদের সামনেও ধুলো উড়ছিল। 'অ্যানাবেল,' নিমেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, 'ট্রেইল থেকে সরে যাও। কারা যেন আসছে!'

'কিন্তু—' প্রতিবাদ করল ও।

'ওই যে, ওখানে!' একটা সরু বাইপাস ট্রেইল চলে গেছে বনের ভেতর। 'ওই পথে! জলদি!'

স্পার দাবিয়ে ঘোড়া ছোটাল অ্যানাবেল, একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে থামল। বাইপাস ট্রেইলটা বনের মাঝ দিয়ে শ-খানেক গজ যাওয়ার পর আবার মূল ট্রেইলে গিয়ে পড়েছে।

'এখানে যদি কোন গোলমাল দেখ, ওই ট্রেইল ধরে সোজা ক্যান্টিনায় চলে যেয়ো। মাইল দুয়েকের বেশি হবে না ওটা। আমার জন্যে চিন্তা কর না।'

'আমার কাছে এখন রাইফেল আছে।'

'অ্যানাবেল...প্লিজ! শুধু শুধু তর্ক কর না তো। যদি গোলমাল দেখ, প্রথমে কিছুদূর ঘোড়া হাঁটিয়ে নেবে যাতে ওরা টের না পায় তুমিও আছ। তারপর ছুট

লাগাবে!'

'আই লাভ য়্যু, ড্যান!'

'আমিও তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু সেটা উপভোগ করার জন্যে বেঁচে থাকতে হবে আমাদের।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও, বাইপাস ধরে সামনে এগোল ও, আর আমি আবার ফিরে গেলাম ঝরনায়। অ্যানাবেল যদি ক্যান্টিনায় পৌঁছুতে পারে...

এখন আর পঞ্চাশ গজ দূরেও নেই ঘোড়সওয়াররা। গাছপালার আড়ালে আছি বলে আমাকে ওরা দেখতে পাচ্ছে না এখনও, কিন্তু আমি সবাইকেই চিনতে পারলাম

ডন ফেডেরিকো, চ্যাতো, র‍্যাড হুবার, আর ভ্যালেটা।

'চমৎকার!' মনে মনে বললাম আমি।

এখন ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলেই ফাঁস হয়ে যাবে আমার উপস্থিতি। তারচেয়ে বরং যথাসম্ভব আত্মগোপন করে থাকাই ভাল। সাবধানে রাইফেল বের করলাম স্ক্যাবার্ড থেকে। আমার বাঁ-পাশ ওদের দিকে ফিরিয়ে, রাইফেলটা আড়াআড়িভাবে স্যাডলের ওপর রাখলাম।

ব্ল্যাক স্ট্যালিয়ন নিশ্চল দাঁড়িয়ে, কান খাড়া, বুনো ঘোড়ার যা হয়, বিপদের গন্ধ পাচ্ছে ও।

ভ্যালেটা থামল রাশ টেনে। 'এখানেই অপেক্ষা করি না কেন? এ-পথেই আসতে হবে বাছাধনদের, একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে না পড়া অবধি আমাদের দেখতে পাবে না।'

চ্যাতোই আমাকে দেখতে পেল আগে। চারপাশে তাকাচ্ছিল ও, পরস্পর মিলিত হলো আমাদের চোখ। আমরা দুজনেই উপলব্ধি করলাম চূড়ান্ত মোকাবেলার সময় উপস্থিত। 'আমি আর এখন ছেলেমানুষ নই, চ্যাতো,' বলেই গুলি করলাম আমি।

মাত্র বিশ গজ দূর থেকে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জের গুলি, তবু মিস্ করলাম।

ওই দলে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা চ্যাতোরই ছিল সবচেয়ে বেশি। আমি মুখ খুলতেই, ঘোড়া নিয়ে লাফিয়ে সরে গেল সে, আর ওর জন্যে নির্দিষ্ট বুলেটটা র‍্যাড হুবারকে আঘাত করল, স্যাডলের ওপর কাত হয়ে পড়ল সে। ভয়ার্ত চিৎকার করে লাফ-ঝাঁপ শুরু করল ওর ঘোড়া, আহত হুবার প্রাণপণ প্রয়াস পেল টাল সামলাবার।

গুলি করল চ্যাতো, প্রায় একই সময়ে মাইক ভ্যালেটা আর ডন ফেডেরিকোও। তপ্ত সীসার ছ্যাঁকা লাগল আমার হাতে, রাইফেলটা ছেড়ে দিলাম আমি।

একঝটকায় বের করলাম আমার সিক্স-শুটারখানা, পরপর দুটো গুলি ঢুকিয়ে দিলাম ফেডেরিকোর বুকে।

তারপর অকস্মাৎ যেন নরক ভেঙে পড়ল ওখানে, চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল গোলাগুলির কর্কশ আওয়াজ আর ঘোড়ার তীক্ষ্ণ চিৎকারে। আগুনের ফুলঝুরি ছুটল বাতাসে, বারুদের গন্ধে পরিবেশ হলো ভারি। বাউলি কেটে একপাশে সরে গেল ব্ল্যাক স্ট্যালিয়ন, হুবারকে আরেকবার গুলি করলাম আমি।

ভ্যালেটা ধরাশায়ী হয়েছে, কিন্তু আরও অনেক ঘোড়

ছুড়তে ছুড়তে। চোখের কোণে মন্টে ম্যাক-কায়াকে

পাচ্ছিল ভ্যালেটা, ওকে খতম করল সে। এবং যেভা

আচমকা শেষ হয়ে গেল সবকিছু।

ম্যাক-কায়াকে ছাড়াও জর্জ বুশ, ওয়েন হার্ডিন আর ইয়াকুব খানকে আমি চিনতে পারলাম। অপর দুজন অচেনা; তবে ভাবভঙ্গি থেকে আঁচ করলাম ওরা এল মন্টে র‍্যাঞ্চের লোক।

পিস্তলটা রিলোড করলাম আমি, রেখে দিলাম হোলস্টারে।

'তোমরা কোত্থেকে?' শুধোলাম ওদের।

'মিস লরেলকে উদ্ধার করার জন্যে, মিস ডায়ানা পাঠিয়েছিলেন আমাদের,' বাব দিল হার্ডিন। 'পথে, সিল্ক স্প্রিংয়ে ইয়াকুব খানের সাথে দেখা। ওর কাছেই সব জেনেছি।

'শহরে ফিরে যাচ্ছিলাম এখন, হঠাৎ দূরে দেখতে পেলাম তোমার ধুলো। তারপর তুমি যখন একটা চড়াইয়ের মাথায় উঠলে, আমরা তোমাকে চিনতে পারলাম। আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল আরও চারজন ঘোড়সওয়ারকে। কাজেই আমরা আর দেরি করিনি।'

'অ্যানাবেল কোথায়?' চারপাশে নজর বোলাল জর্জ।

'ক্যান্টিনায় পাঠিয়ে দিয়েছি,' বলে, এই প্রথম লাশগুলোর দিকে তাকালাম আমি। তিনটে রয়েছে: র‍্যাড হুবার, ভ্যালেটা, আর ডন।

চ্যাতো? পালিয়েছে চ্যাতো!

'অ্যানাবেল!' চিৎকার করে উঠলাম আমি, স্পার দাবিয়ে ঘোড়া ছোটালাম ক্যান্টিনার উদ্দেশে।

দূর থেকেই দেখতে পেলাম চ্যাতোকে। ক্যান্টিনার সামনে বিরাট এক ওকের ছায়ায় দাঁড়িয়ে, হাতে পিস্তল। ব্ল্যাক স্ট্যালিয়ন পুরোপুরি থামার আগেই লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়লাম আমি, চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'অ্যানাবেল?'

'মেয়েদের সাথে আমি লড়ি না,' বলল চ্যাতো। 'আমি লড়াই করি শুধু মরদদের সঙ্গে।'

'আমি মরদ,' বললাম। ইতিমধ্যে আমি বুঝে ফেলেছি অ্যানাবেলের কোন ক্ষতি করেনি ও, তাই এবার পূর্ণ মনোযোগ দিলাম কাটা-নাকের দিকে।

ছায়া পড়েছে চ্যাতোর ক্রূর মুখাবয়বে, ওর ভোঁতা নাক আর সেই পুরনো ক্ষতচিহ্নের ওপর। 'সেদিনই তোকে আমার খতম করা উচিত ছিল, বুড়োর নিষেধ সত্ত্বেও। তখন তুই ছোট ছিলি, কিন্তু আমি ঠিকই তোর চোখে বিপদ দেখেছিলাম।'

'এখন আমি বড় হয়েছি,' বলেই ওর আগুন-ঝরানো গান মাযলের ওপর দিয়ে গুলি করলাম আমি।

ধীরে এক কদম পিছু হটল চ্যাতো, আবার গুলি করলাম আমি। পিস্তলটা খসে পড়ল ওর হাত থেকে, কুড়িয়ে নেয়ার লক্ষ্যে উবু হলো ও, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল মাটিতে। ওঠার প্রয়াস পেল চ্যাতো, মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ল।

যে ... মরা উচিত ছিল তোর,' বলল সে।

'আমার কাছে এখন ...' বললাম, 'আমি কখনও ভয় পাই না।'

'অ্যানাবেল...প্লিজ! শুধু ...

কিছুদূর ঘোড়া হাঁটিয়ে নেবে যা.

***